বার্ষিক রিপোর্ট

২০২০-২০২১

বাংলাদেশ ব্যাংক

বার্ষিক রিপোর্ট

(জুলাই ২০২০-জুন ২০২১)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রেরণ পত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা
২০ জানুয়ারি ২০২২

সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

প্রিয় সচিব,

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ (পি.ও. নম্বর ১২৭) এর ৪০(২) নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক রিপোর্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হলো। ব্যাংকের উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ২৩ আগস্ট ২০২১ এ প্রেরণ করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(ফজলে কবির)
গভর্নর

পরিচালক পর্ষদ*

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	পরিচালক
জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম	পরিচালক
জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার	পরিচালক
জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান (i)	পরিচালক
জনাব মাহবুব আহমেদ	পরিচালক
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	পরিচালক
জনাব মোঃ নজরুল হুদা	পরিচালক
জনাব আহমেদ জামাল (ii)	পরিচালক
জনাব কাজী ছাইদুর রহমান (iii)	সচিব
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (iv)	সচিব
জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস (v)	সচিব

*৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

(i) জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান, ডেপুটি গভর্নর, পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

(ii) ডেপুটি গভর্নর জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান এর স্থলে ডেপুটি গভর্নর জনাব আহমেদ জামাল ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন।

(iii) জনাব কাজী ছাইদুর রহমান ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

(iv) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ হতে ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালক পর্ষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

(v) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির এর স্থলে জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

গভর্নর

ফজলে কবির

ডেপুটি গভর্নর

আহমেদ জামাল

কাজী ছাইদুর রহমান

এ.কে.এম সাজেদুর রহমান খান

আবু ফরাহ মোঃ নাছের

বিএফআইইউ প্রধান

আবু হেনা মোঃ রাজী হাসান

নির্বাহী পরিচালক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান *

এ, কে, এম, ফজলুল হক মিঞা **

মোঃ হুমায়ুন কবির

মোঃ শফিকুল ইসলাম

ড. আবুল কালাম আজাদ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন

মোঃ মাসুদ বিশ্বাস

মোঃ শাহ আলম

এ, কে, এম, ফজলুর রহমান

সৈয়দ তারিকুজ্জামান

মোঃ মোশাররফ হোসেন খান

দেবদুলাল রায় ***

নূরুন নাহার

এ, কে, এম, মহিউদ্দিন আজাদ

আশীষ কুমার দাশগুপ্ত ****

মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী

ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ****

মোহাম্মদ জাকির হাসান *****

মোহাম্মদ আহমদ আলী

মোঃ খুরশীদ আলম

মাঈন উদ্দিন আহমদ

মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব

মোঃ হাবিবুর রহমান

মোঃ ওবায়দুল হক

এ, বি, এম, সাদেক

মোঃ আবুল বশর

মোঃ আনোয়ার হোসেন

মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন

ড. মোঃ কবির আহাম্মদ

মোঃ নজরুল ইসলাম

মোঃ শাহীন উল ইসলাম

---

৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

* নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এ মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত আছেন।

** নির্বাহী পরিচালক (পরিসংখ্যান)

*** নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)

**** নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

***** নির্বাহী পরিচালক (মেইনটিন্যান্স)

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ/ইউনিটসমূহ/সেলসমূহ এবং এগুলোর প্রধানগণ [#]

একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ ফোরকান হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ রজব আলী, মহাব্যবস্থাপক
কৃষি ঋণ বিভাগ	মোঃ আব্দুল হাকিম, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি	দীপংকর ভট্টাচার্য্য, মহাব্যবস্থাপক
	এস, এম, আব্দুল হাকিম, মহাব্যবস্থাপক
	কাকলী জাহান আহ্‌মেদ, মহাব্যবস্থাপক
	নূর মোহাম্মদ শেখ, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আব্দুল কাদির, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আজমল হোসেন খান, মহাব্যবস্থাপক
	আবুল কাশেম খান, মহাব্যবস্থাপক
	এস.এম. সেলিম উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
	মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, মহাব্যবস্থাপক
	মুহঃ গোলাম মওলা, মহাব্যবস্থাপক
	চন্দন সাহা, সিস্টেম্‌স ম্যানেজার
	মোঃ মনজুরুল হক, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট	এ, বি, এম, জহুরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ শওকাতুল আলম, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়	ওয়াহিদা নাসরিন, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ	মোঃ আলী আকবর ফরাজী, মহাব্যবস্থাপক
	মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
চিফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট	ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১	মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ তফাজ্জল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	মোঃ আনিছুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	রূপ রতন পাইন, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	জীবন কৃষ্ণ রায়, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	জালাল উদ্দিন বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	মোঃ নূরুল আমীন, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪	মোহাম্মদ আলী, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৫	মোঃ হারুনুর রশিদ, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৬	মোহাম্মদ মামুনুল হক, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৭	মর্তুজ আলী, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৮	মোহাম্মদ মুরশীদ আলম, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স	জি এম আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট	মোঃ গোলাম মোস্তফা, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ	মোঃ জুলকার নায়েন, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ	মোঃ সহিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ডিপোজিট ইন্সুরেন্স ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১	মোহাম্মদ শাহজাহান ঢালী, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট	মোঃ রুহুল আমিন, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ	শেখ মোঃ সেলিম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট	মোঃ শফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ মুজিবুল হক, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট	শেখ হুমায়ুন কবির, মহাব্যবস্থাপক

[#] ৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ/ইউনিটসমূহ/সেলসমূহ এবং এগুলোর প্রধানগণ # (চলমান)

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ	জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ, মহাব্যবস্থাপক
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট	মাকসুদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ	কাজী রফিকুল হাসান, মহাব্যবস্থাপক
ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	সাইফুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
গভর্নর সচিবালয়	রোকেয়া খাতুন, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১	কাজী আকতারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ মাহবুবউল হক, মহাব্যবস্থাপক
আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইটিন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	পংকজ কুমার মল্লিক, চিফ মেইটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট এন্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট	মুহাম্মদ ইসহাক মিয়া, সিস্টেম্স্ ম্যানেজার
	মোঃ আমির হোসেন পাঠান, সিস্টেম্স্ ম্যানেজার
ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ হানিফ মিয়া, মহাব্যবস্থাপক
ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ সদরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক [©]
আইন বিভাগ	মোঃ মজিবুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট	মোঃ জুলহাস উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট	মোঃ মেজবাউল হক, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার, মহাব্যবস্থাপক
	ড. সায়েরা ইউনুস, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আব্দুল কাইউম, মহাব্যবস্থাপক
	বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক
	লুৎফে আরা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ গোলজারে নবী, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ-গ্রন্থাগার	তাসনিম ফাতেমা, মহাব্যবস্থাপক
সচিব বিভাগ	এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	লেঃ কর্ণেল মোঃ শামীমুর রহমান পিএসসি (অবঃ), মহাব্যবস্থাপক[©]
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	হুসনে আরা শিখা, মহাব্যবস্থাপক
স্পেশাল স্টাডিজ সেল	মোহাম্মদ ইব্রাহীম ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক
পরিসংখ্যান বিভাগ	মানসুরা পারভীন, মহাব্যবস্থাপক
	তরুন কান্তি ঘোষ, মহাব্যবস্থাপক
	মৃনাল কান্তি সরকার, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ তৌহিদুজ্জামান চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ কোহিনূর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ জাফরুল হক, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ মেরাজ উদ্দিন সরকার, মহাব্যবস্থাপক
	ড. শামীম আরা, মহাব্যবস্থাপক
	আশীষ কুমার রায়, মহাব্যবস্থাপক
সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট	খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত, মহাব্যবস্থাপক

নোট :১) এছাড়া, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ- মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন; খোন্দকার সিদ্দীকুর রহমান; এস.এম. মোহসীন হোসেন; এ.কে.এম. এহসান; মোঃ আব্দুল মান্নান; মোঃ রেজাউল করিম সরকার; পরিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী; মোঃ জাকের হোসেন; মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূইয়া, মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ, সিরাজুল ইসলাম; প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী; অজয় কুমার খাঁ; মোঃ আজিজুল হক, মোঃ আশ্রাফুল আলম যথাক্রমে এসএমএপি পিআইইউ প্রজেক্ট (কৃষি ঋণ বিভাগ), কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি এন্ড ক্রাইসিস রেসপন্স ফ্যাসিলিটি প্রজেক্ট, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) ইউনিট, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট, এসআরইইউপি-পিআইইউ (এসএমইএসপিডি), এসএমইডিপি-২ (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট), একুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশিপ ফান্ড (ইইএফ) ইউনিট, গৃহায়ন তহবিল এন্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ লিমিটেড)-এ ৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন।

২) মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ- জয়শ্রী বাগচী, মোঃ মাহতাব উদ্দিন এবং মোঃ আব্দুল হাছিব হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১-এর সাথে সংযুক্ত আছেন।

৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিক তথ্য, [©] চুক্তিভিত্তিক।

শাখা অফিসসমূহ ও অফিস প্রধানগণ

বরিশাল অফিস	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক শেখ জাকীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
বগুড়া অফিস	মোঃ আনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ সিরাজুল হক, মহাব্যবস্থাপক মোঃ হাফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
চট্টগ্রাম অফিস	মোঃ নজরুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক এস, এম, রেজাউল করিম, মহাব্যবস্থাপক আরিফ হোসেন খান, মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সামছুল হক, মহাব্যবস্থাপক
খুলনা অফিস	এস, এম, হাসান রেজা, মহাব্যবস্থাপক @ স্বপন কুমার দাশ, মহাব্যবস্থাপক গোবিন্দ লাল গাইন, মহাব্যবস্থাপক
মতিঝিল অফিস	মোঃ মোশাররফ হোসেন খান, নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওবায়দুল হক, কারেন্সি অফিসার (নির্বাহী পরিচালক) নির্ম্মল কুমার সরকার, মহাব্যবস্থাপক শান্তনু কুমার রায়, মহাব্যবস্থাপক মোঃ সুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক ডা. মাকসুদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক (চিফ মেডিকেল অফিসার) ডা. রাবেয়া আকতার, মহাব্যবস্থাপক (চিফ কনসালটেন্ট-অবস্টেট্রিকস্ এন্ড গাইনোকলজি) ডা. মোঃ মাহফুজুল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (চিফ কনসালটেন্ট-মেডিসিন)
ময়মনসিংহ অফিস	মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
রাজশাহী অফিস	মোঃ শাহীন উল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক সমীর কুমার বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক সুধা রানী দাশ, মহাব্যবস্থাপক
রংপুর অফিস	মোঃ সাইফুল ইসলাম খান, মহাব্যবস্থাপক @ মনোজ কুমার হাওলাদার, মহাব্যবস্থাপক
সদরঘাট অফিস	তুলসী রঞ্জন সাহা, মহাব্যবস্থাপক
সিলেট অফিস	মোঃ আবুল বশর, নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবুল কালাম, মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক

৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিক।

@ নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)।

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা**	১
	বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, মূল্য পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা	১
	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি	৪
	প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৪
	সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ	৫
	মূল্য পরিস্থিতি	৫
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৬
	সরকারি অর্থসংস্থান	৮
	বৈদেশিক খাত	৯
	বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	**বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রকৃত খাতসমূহের গতিধারা**	১৩
	জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	১৩
	কৃষি খাত	১৪
	শিল্প খাত	১৪
	সেবা খাত	১৫
	জিডিপি'র খাতভিত্তিক কাঠামো	১৫
	ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি	১৬
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১৭
	খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা	১৭
তৃতীয় অধ্যায়	**মূল্য ও মূল্যস্ফীতি**	১৯
	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	১৯
	সার্কভুক্ত এবং এশীয় অন্য দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	১৯
	বাংলাদেশে ভোক্তামূল্য	২০
	খাদ্যশস্যের উৎপাদন	২৪
	মজুরি হারের গতিধারা	২৫
	স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস	২৫
চতুর্থ অধ্যায়	**মুদ্রা ও ঋণ**	২৭
	অর্থবছর ২১-এ মুদ্রা এবং ঋণনীতির অর্জনসমূহ	২৭
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	২৮
	রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি	২৯
	মুদ্রার আয় গতি	৩১
	ব্যাংক ঋণ	৩১
	ব্যাংক আমানত	৩২
	ঋণ/আমানত অনুপাত	৩৪

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ	৩৪
	বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল	৩৪
	নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)	৩৪
	সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)	৩৪
	ব্যাংক রেট	৩৫
	আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার	৩৫
	তারল্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি	৩৭
	ব্যাংকিং খাতের কাঠামো ও অর্জন	৩৮
	শাখাভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক	৩৯
	সমন্বিত স্থিতিপত্র	৩৯
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৪০
	সম্পদের গুণগত মান	৪১
	সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	৪৩
	মুনাফা ও উপার্জনশীলতা	৪৪
	তারল্য	৪৫
	ইসলামিক ব্যাংকিং	৪৬
	আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতাসমূহ	৪৬
	ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা	৪৬
	ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং	৪৭
	ব্যাংকসমূহের তদারকি কার্যক্রম	৪৭
	ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট মনিটরিং	৪৮
	ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪৮
	ব্যাংকসমূহের অন-সাইট সুপারভিশন	৪৮
	আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক-বিচক্ষণ পরিদর্শন	৫১
	আর্থিক স্থিতিশীলতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো	৫৪
	বাংলাদেশের আমানত বীমা ব্যবস্থা	৫৩
	ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-এর কার্যক্রম	৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং	৫৭
	টেকসই ব্যাংকিং	৫৭
	টেকসই অর্থায়ন	৫৭
	নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ	৫৭
	পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৫৮
	পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫৮
	জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল	৫৯

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ | **পৃষ্ঠা**

অধ্যায়সমূহ	পৃষ্ঠা
অনলাইন ব্যাংকিং ও জ্বালানি দক্ষতা	৫৯
সাসটেইনেবিলিটি রেটিং	৫৯
পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫৯
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ফাইন্যান্সিং ব্রিক কিলন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	৬০
গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)	৬১
পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৬১
টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট/আপ-গ্রেডেশন ফান্ড	৬২
ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম	৬২
কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা	৬৩
বিশেষ সিএসআর কার্যক্রম	৬৩
বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিজস্ব কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম	৬৩
প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৬৩
সুদ হার এবং স্কিমের মেয়াদ	৬৪
পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির যোগ্যতাসমূহ	৬৪
তহবিল-এর হালনাগাদ তথ্যাবলী নিম্নরূপ (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত)	৬৪
আলোচ্য স্কিমের প্রভাব	৬৪
বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম	৬৫
বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রারম্ভিক ধাপসমূহ	৬৬
প্রথাগত পদ্ধতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৬৬
ব্যাংক শাখার বিস্তৃতি	৬৬
উপশাখা এবং ব্যাংক বুথ	৬৭
বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৬৭
এজেন্ট ব্যাংকিং	৬৭
অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) সূচনা	৬৭
ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সার্ভিসেস	৬৮
মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	৬৮
পিএসপি এবং পিএসওসমূহের অনুমোদন	৬৯
প্রান্তিক এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত উদ্যোগ	৬৯
নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট	৬৯
স্কুল ব্যাংকিং	৭০
পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের জন্য ব্যাংকিং	৭০
পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি	৭০
১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭০

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৩০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭০
	আর্থিক সাক্ষরতা এবং ভোক্তাধিকার	৭১
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়	৭২
	আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ	৭২
	ই-কেওয়াইসি ও সরলীকৃত ব্যাংক হিসাব খোলার ফরম-এর প্রবর্তন	৭২
	পল্লি অঞ্চলে আর্থিক অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ	৭৩
	লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণ	৭৩
	আর্থিক অভিগম্যতা জোরদারের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য জামানতের আওতা বৃদ্ধি	৭৩
	স্টার্ট-আপ ফান্ড সংক্রান্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন	৭৪
	কোভিড-১৯ এর কারণে গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা	৭৪
সপ্তম অধ্যায়	**আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান**	৭৫
	লাইসেন্স এবং প্রবিধান	৭৫
	সম্পদ	৭৬
	বিনিয়োগ	৭৬
	আমানত	৭৬
	অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি	৭৬
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং	৭৬
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৭৬
	সম্পদের গুণগত মান	৭৬
	আয় ও উপার্জন ক্ষমতা	৭৭
	তারল্য পরিস্থিতি	৭৭
	বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা	৭৭
	সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং	৭৭
	আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন	৭৮
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল অ্যাকোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি	৭৮
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন	৭৮
	সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং	৭৮
	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা	৭৯
	মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৭৯
	স্ট্রেস টেস্টিং	৭৯
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন	৭৯
	গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা	৭৯
	চার্জ-এর তালিকা	৭৯
	বাংলাদেশে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত গাইডলাইন	৮০
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স	৮০
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধি	৮০
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর করোনা ভাইরাস-এর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৮০

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়	আর্থিক বাজার	৮১
	বাজার সারসংক্ষেপ - অর্থবছর ২১	৮১
	বাজারের সামগ্রিক চিত্র	৮৩
	ক. মুদ্রা বাজার	৮৩
	কলমানি মার্কেট কার্যক্রম - অর্থবছর ২১	৮৩
	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ২১	৮৩
	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ২১	৮৪
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল নিলাম	৮৪
	সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট	৮৪
	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম	৮৪
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম	৮৫
	ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি)	৮৬
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)	৮৬
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)	৮৭
	এনআরবি সেভিংস বন্ড	৮৮
	খ. পুঁজিবাজার	৮৮
	অর্থবছর ২১-এ পুঁজিবাজারের কার্যক্রম	৮৮
	প্রাথমিক ইস্যু	৮৯
	সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম	৮৯
	অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৯০
	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৯০
	পুঁজিবাজার সিকিউরিটিজে তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ	৯১
	অর্থবছর ২১-এ পুঁজিবাজার উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপ	৯১
	গ. ঋণ বাজার	৯২
	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম	৯২
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ	৯২
	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্প	৯৪
	ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশিপ ফান্ড (ইইএফ)/এন্টারপ্র্যানারশিপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)	৯৪
	গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান	৯৫
	ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা বাজার	৯৬
	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার	৯৭
	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৯৭

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
নবম অধ্যায়	কৃষি এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন	৯৯
	অর্থবছর-২১ এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ	৯৯
	কৃষি ঋণ বিতরণ	১০০
	ঋণ আদায়	১০১
	কৃষি ঋণের উৎসসমূহ	১০১
	সরকারের সুদ ভর্তুকি (বাজেট বরাদ্দ)	১০২
	বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সুদ ভর্তুকি	১০২
	নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতি সুদ হারে কৃষিঋণ বিতরণ স্কিম	১০২
	বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা	১০২
	সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা	১০২
	দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৩
	পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৩
	কৃষি খাতে পুনঃঅর্থায়নের বিশেষ প্রণোদনা স্কিম	১০৩
	ডিমান্ড লোন	১০৩
	বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/কর্মসূচি	১০৬
	স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)	১০৬
	এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)	১০৬
	সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক অর্থায়ন	১০৬
	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	১০৬
	কর্মসংস্থান ব্যাংক	১০৭
	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন (সিএমএসএমইস)	১০৭
	পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৭
	সিএমএসএমই খাতের প্রসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন	১০৮
	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৮
	ক্ষুদ্র শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৮
	কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	১০৯
	ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৯
	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/প্রাক-অর্থায়ন স্কিম	১০৯
	আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)	১০৯
	নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন	১১০

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন	১১০
	বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প	১১০
	কোভিড-১৯ অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প	১১১
	ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	১১১
	কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এবং ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (সিইসিআরএফপি)	১১১
	জুন ২০২১ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১১২
	এসএমই ঋণ বিতরণে অন্যান্য স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক নির্বাচন	১১২
	শিল্প ঋণ	১১৩
	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১১৩
দশম অধ্যায়	**সরকারি অর্থসংস্থান**	১১৫
	অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি	১১৫
	রাজস্ব প্রাপ্তি	১১৫
	ব্যয়	১১৭
	অর্থবছর ২১-এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন	১১৭
	অর্থবছর ২১-এর বাজেটে রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ	১১৮
	প্রত্যক্ষ কর	১১৮
	ব্যক্তিবর্গের আয়ের উপর কর	১১৮
	প্রাতিষ্ঠানিক আয়ের উপর কর	১১৮
	মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	১২০
	মূসক আরোপ ও সম্প্রসারণ	১২০
	মূসক অব্যাহতি	১২০
	আমদানি শুল্ক ও কর	১২১
	অর্থবছর ২২-এর বাজেট : জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে অভিঘাতসহিষ্ণু ভবিষ্যতের পথে বাংলাদেশ	১২২
	অর্থবছর ২২-এর রাজস্ব প্রাপ্তি	১২২
	অর্থবছর ২২-এর ব্যয়	১২৩
	অর্থবছর ২২-এর বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন	১২৪
একাদশ অধ্যায়	**বৈদেশিক খাতের উন্নয়ন**	১২৫
	বহিঃবাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য	১২৫
	লেনদেন ভারসাম্য	১২৬
	রপ্তানি	১২৭
	রপ্তানি পণ্যসমূহ	১২৭
	রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ	১২৭

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	১২৮
	আমদানি	১৩১
	বাণিজ্য শর্ত	১৩১
	প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	১৩১
	বৈদেশিক সাহায্য	১৩২
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি	১৩৩
	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	১৩৩
	মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১৩৪
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU)-এর আওতায় লেনদেন	১৩৫
	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)- এর সাথে লেনদেন	১৩৫
	বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালার প্রধান পরিবর্তনসমূহ	১৩৫
	মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ তত্ত্বাবধান	১৩৯
	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য পরিপালনীয় বিধিবিধান	১৩৯
	সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (এসটিআর) গ্রহণ ও কার্যকরকরণ প্রতিবেদন প্রেরণ	১৩৯
	জাতীয় উদ্যোগ	১৩৯
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৩৯
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন	১৩৯
	দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ	১৪০
দ্বাদশ অধ্যায়	পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্	১৪১
	পেমেন্ট সিস্টেমস্	১৪১
	বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ	১৪২
	রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম	১৪৩
	ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ	১৪৪
	মোবাইল আর্থিক সেবা	১৪৫
	অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল এবং লাইসেন্সিং	১৪৭
	আইনি ও প্রবিধিগত কাঠামো	১৪৭
	পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট	১৪৮
	রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস	১৪৯
	কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪: অগ্রগতি	১৪৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১৫১
	পরিচালনা কাঠামো	১৫১
	পরিচালক পর্ষদ	১৫১
	নির্বাহী কমিটি	১৫১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি	১৫২
	এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)	১৫২
	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উদ্যোগসমূহ	১৫২
	বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ	১৫২
	নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ	১৫৩
	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল	১৫৩
	পদোন্নতি	১৫৩
	প্রেষণ/লিয়েনে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা	১৫৩
	বিভিন্ন বিভাগ/ ইউনিট পুনর্গঠন/নতুন সৃষ্টি	১৫৩
	রিওয়ার্ড অ্যান্ড রিকগনিশন	১৫৩
	অবসর গ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ	১৫৪
	কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন	১৫৪
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৫৪
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৫৪
	অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার	১৫৪
	ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)	১৫৬
	আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ	১৫৬
	প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১৫৭
	দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা	১৫৭
	সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫৮
	স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং	১৫৮
	আইটি নিরাপত্তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	১৬০
	ইনফরমেশন সিস্টেমস্ উন্নয়ন	১৬০
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব	১৬১
	আয়	১৬১
	বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	১৬১
	স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়	১৬১
	বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়	১৬২
	ব্যয়	১৬২
	আর্থিক ব্যয়	১৬২
	অন্যান্য ব্যয়	১৬২
	মুনাফা	১৬২
	অন্যান্য সামগ্রিক আয়	১৬২

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	মুনাফা আবণ্টন	১৬২
	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	১৬৩
	সম্পদসমূহ	১৬৩
	দায়সমূহ	১৬৩
	প্রচলন নোট	১৬৩
	ইক্যুইটি	১৬৩
	বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ	১৬৪
	একীভূতকরণ	১৬৪
	নিরীক্ষক	১৬৪
	বাংলাদেশ ব্যাংক : নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী : ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য	১৬৫
সারণিসমূহ		
১.০১	২০২১ ও ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ	১
১.০২	মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	৪
২.০১	জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি	১৫
২.০২	জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান	১৬
২.০৩	ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন	১৭
২.০৪	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ	১৭
৩.০১	সার্কভুক্ত এবং এশীয় অন্য দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	১৯
৩.০২	অর্থবছর ২১-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি	২০
৩.০৩	ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি	২১
৩.০৪	জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক	২১
৩.০৫	খাদ্য পরিস্থিতি	২৫
৩.০৬	মজুরি হার সূচকের গতিধারা	২৫
৩.০৭	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	২৬
৪.০১	মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং প্রকৃত উন্নয়ন	২৯
৪.০২	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি	৩০
৪.০৩	মুদ্রার আয় গতি	৩১
৪.০৪	ব্যাংক ঋণের* ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	৩১
৪.০৫	ব্যাংক আমানত*-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	৩২
৪.০৬	তফসিলি ব্যাংকসমুহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা এবং তাদের মধ্যকার ব্যপ্তি (spread)	৩২
৪.০৭	তারল্য নির্দেশকসমূহ	৩২
৪.০৮	ব্যাংকে বিরাজমান উদ্বৃত্ত তরল সম্পদের পরিমাণ	৩৪
৫.০১	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত	৩৭
৫.০২	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত	৩৯
৫.০৩ (ক)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	৪০
৫.০৩ (খ)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	৪০

সূচিপত্র

সারণিসমূহ **পৃষ্ঠা**

৫.০৪	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৪১
৫.০৫	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক	৪১
৫.০৬	প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র	৪২
৫.০৭	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	৪২
৫.০৮	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	৪৩
৫.০৯	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	৪৪
৫.১০	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন	৪৫
৫.১১	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার	৪৫
৫.১২	ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০২০ শেষে)	৪৬
৫.১৩	অর্থবছর ২১-এ সরেজমিনে ব্যাংক পরিদর্শনের একটি সার-সংক্ষেপ	৪৯
৫.১৪	আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF)-এর সাম্প্রতিক অবস্থা	৫৩
৬.০১	জানুয়ারি-জুন ২০২১-এ টেকসই অর্থায়ন	৫৮
৬.০২	অর্থবছর ২১-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৫৯
৬.০৩	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম-এর বিতরণ চিত্র	৬১
৬.০৪	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম-এর আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/ উদ্যোগের/প্রকল্পের তালিকা	৬৪
৬.০৫	ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর ব্যয়	৬৫
৬.০৬	বাংলাদেশ ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে অর্থবছর ২১-এ ব্যয়ের বিবরণ	৬৬
৭.০১	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো	৭৬
৭.০২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত	৭৭
৭.০৩	মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ	৭৭
৭.০৪	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার	৭৭
৭.০৫	অর্থবছর ২১-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শনসমূহ	৭৯
৮.০১	কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার	৮১
৮.০২	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম- অর্থবছর ২১	৮২
৮.০৩	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২১	৮৩
৮.০৪	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম - অর্থবছর ২১	৮৪
৮.০৫	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড-এর নিলাম - অর্থবছর ২১	৮৫
৮.০৬	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক বন্ড	৮৭
৮.০৭	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম	৮৯
৮.০৮	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম	৮৯
৮.০৯	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম	৯২
৮.১০	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ	৯২
৮.১১	আবাসন খাতে গৃহায়ন ঋণের স্থিতি	৯৫

সূচিপত্র

সারণিসমূহ		পৃষ্ঠা
৯.০১	কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী	৯৯
৯.০২	কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম	১০০
৯.০৩	আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ঋণ বিতরণ	১০২
৯.০৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ	১০৬
৯.০৫	বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	১০৮
৯.০৬	গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প	১০৯
৯.০৭	ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১০
৯.০৮	ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১১
৯.০৯	নব্য উদ্যোক্তা তহবিল হতে সিএমএসএমই পুনঃঅর্থায়ন (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	১১২
৯.১০	সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	১১৩
৯.১১	শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (অর্থবছর ১১ - অর্থবছর ২১)	১১৩
৯.১২	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১১৪
১০.০১	এক নজরে বাজেট	১১৫
১০.০২	খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়	১১৬
১০.০৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের বিভিন্ন খাতের অংশ	১১৭
১০.০৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন	১১৮
১০.০৫	রাজস্ব ব্যয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী	১২৩
১০.০৬	সামাজিক খাতভিত্তিক রাজস্ব ব্যয়ের উপখাতসমূহ	১২৪
১১.০১	শীর্ষ ১০টি রপ্তানি পণ্যের আয়ের গতিধারা	১২৮
১১.০২	পণ্যদ্রব্য আমদানি ব্যয়ের গতিধারা (কাস্টমস নথির ভিত্তিতে)	১৩২
১১.০৩	বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত	১৩৩
১১.০৪	বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ	১৩৩
১১.০৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ	১৩৪
১১.০৬	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের লেনদেন	১৩৪
১১.০৭	আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি	১৩৫
১২.০১	বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার গভীরতা	১৪২
১৩.০১	অর্থবছর ২১-এ বিবিটিএ-তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার-এর বিবরণী	১৫৫
১৩.০২	অর্থবছর ২১-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্‌ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ	১৬০
১৪.০১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়	১৬১
১৪.০২	বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়	১৬১

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১.০১	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধানের গতিধারা	৫
১.০২	জাতীয় সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা	৬
১.০৩	আর্থিক সমষ্টির গতিধারা	৬
১.০৪	ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা	৭
১.০৫	রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা	৭
১.০৬	ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের গতিধারা	৮
১.০৭	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	৮
১.০৮	রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৯
১.০৯	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের বার্ষিক গতিধারা	১১
১.১০	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা	১১
২.০১	২০২০ এবং ২০২১ সালের দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির গতিবিধি	১৩
২.০২	বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১৩
২.০৩	খাতওয়ারি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১৪
২.০৪	সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা	১৭
৩.০১	সার্কভুক্ত দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	১৯
৩.০২	আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য সূচক	১৯
৩.০৩	অর্থবছর ২১-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা	২০
৩.০৪	অর্থবছর ২১-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা	২০
৩.০৫	কোর মূল্যস্ফীতি	২১
৩.০৬	গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি	২৪
৩.০৭	শহুরে মূল্যস্ফীতি	২৪
৩.০৮	মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার	২৫
৪.০১	ব্যাপক মুদ্রা (এম২)-এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি	২৯
৪.০২	অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি	২৯
৪.০৩	অর্থবছর ২১-এ এম২ ও আরএম এর প্রক্ষেপিত ও প্রকৃত পরিস্থিতি	৩০
৪.০৪	জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতির গতি প্রকৃতি	৩১
৪.০৫	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা	৩২
৪.০৬	তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অর্থবছর ২১	৩৫
৫.০১	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ	৩৮
৫.০২	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায়	৩৮
৫.০৩	সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা	৩৯
৫.০৪	একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা	৪০
৫.০৫	সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র	৪২
৫.০৬	সমন্বিত উপার্জনশীলতা - সকল ব্যাংক	৪৩

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
৬.০১	টেকসই ব্যাংকিং/অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণী উদ্যোগ	৫৮
৬.০২	অর্থবছর ২১-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাত	৬০
৬.০৩	পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা	৬০
৬.০৪	ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ESRR-এর প্রবণতা	৬১
৬.০৫	অর্থবছর ২১-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পণ্য/উদ্যোগ ভিত্তিক বিতরণ	৬২
৬.০৬	অর্থবছর ২১-এর ব্যাংকসমূহের CSR খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র	৬৫
৬.০৭	অর্থবছর ২১-এর অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CSR খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র	৬৬
৬.০৮	এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর প্রবণতা	৬৭
৬.০৯	নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট-এর ধারাবাহিক চিত্র	৬৮
৬.১০	স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর প্রবণতা	৬৯
৭.০১	৩০ জুন ২০২১ অনুযায়ী অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ	৭৮
৮.০১	কলমানি সুদের হার	৮১
৮.০২	ডিএসই-এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা	৮৮
৮.০৩	মোট আগামের খাত ভিত্তিক অংশ : অর্থবছর ২১	৯৩
৮.০৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ : অর্থবছর ২১	৯৩
৮.০৫	টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) : অর্থবছর ২১	৯৭
৯.০১	অর্থবছর ২১-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	১০১
৯.০২	অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ	১০১
১০.০১	কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টন: অর্থবছর ২১	১১৬
১০.০২	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত) : অর্থবছর ২১	১১৮
১০.০৩	কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টন : অর্থবছর ২২	১২৩
১০.০৪	বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) অর্থায়ন : অর্থবছর ২২	১২৪
১১.০১	বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ	১২৫
১১.০২	বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা	১২৭
১১.০৩	অর্থবছর ২১-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্য-ভিত্তিক চিত্র	১২৮
১১.০৪	আমদানি ব্যয়ের গতিধারা	১৩১
১১.০৫	অর্থবছর ২১-এর প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের দেশভিত্তিক অংশ	১৩৩
১২.০১	রেগুলার ভ্যালু চেকের লেনদেন	১৪২
১২.০২	হাই ভ্যালু চেকের লেনদেন	১৪২
১২.০৩	বিইএফটিএন (ক্রেডিট) লেনদেন	১৪৩
১২.০৪	বিইএফটিএন (ডেবিট) লেনদেন	১৪৩
১২.০৫	আরটিজিএস লেনদেন	১৪৩
১২.০৬	এটিএম লেনদেন	১৪৪

সূচিপত্র

চার্টসমূহ পৃষ্ঠা

১২.০৭	পিওএস লেনদেন	১৪৪
১২.০৮	আইবিএফটি লেনদেন	১৪৫
১২.০৯	এমএফএস লেনদেন	১৪৫
১২.১০	২০২১ সালের জুনে এমএফএস ব্যবহারের প্রকৃতি	১৪৫
১৪.০১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় এবং মুনাফার ধারা	১৬২

বক্সসমূহ

৩.০১	বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যস্ফীতির গতিবেগ (Momentum) ও ভিত্তি বছরের প্রভাব পরিমাপ	২২
৪.০১	কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব প্রশমিত করার লক্ষ্যে মুদ্রা ও ঋণ নীতির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৩৩
৯.০১	বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস)-এর সূচনা	১০৪
১০.০১	সরকারি সিকিউরিটিজ ও মুদ্রা বাজারের উন্নয়নে সাম্প্রতিককালে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১১৯
১১.০১	বাংলাদেশে ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করতে সাম্প্রতিক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১২৯

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১	প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্রের সারাংশ : অর্থবছর ২১	২৫৫
পরিশিষ্ট-২	অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম/ প্রতিবেদন	২৬৯
পরিশিষ্ট-৩	বাংলাদেশ : কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান	২৭৭
১।	প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের গতিধারা	২৭৯
২।	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো : প্রধান নির্দেশকসমূহ	২৮০
৩।	মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের গতিধারা	২৮১
৪।	প্রবৃদ্ধি ও জিডিপি'র খাতওয়ারি অংশের (অর্থবছর ১৬-এর স্থির মূল্যে) গতিধারা	২৮২
৫।	সরকারের বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতিধারা	২৮৩
৬।	মুদ্রা ও ঋণের গতিধারা	২৮৪
৭।	ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)	২৮৪
৮।	বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)	২৮৫
৯।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা	২৮৬
১০।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা	২৮৬
১১।	সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা	২৮৭
১২।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা	২৮৮
১৩।	নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)	২৮৮
১৪।	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ	২৮৯
১৫।	সরকারের ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	২৯১
১৬।	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	২৯২
১৭।	প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা	২৯৩
১৮।	প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা	২৯৪
১৯।	আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও আমদানি ঋণপত্র বাতিলকরণের খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী	২৯৫

সূচিপত্র

পরিশিষ্টসমূহ | **পৃষ্ঠা**

২০। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা ২৯৫
২১। টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা ২৯৬
২২। দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা ২৯৬
২৩। বাংলাদেশে ডিজিটাল লেনদেন ২৯৭
২৪। তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা (৩০ জুন ২০২১) ২৯৭
২৫। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা (৩০ জুন ২০২১) ২৯৯

পরিশিষ্ট-৪ ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার সূচকসমূহ (সারণি : ১-১৩) ৩০১

সারণিসমূহ

১। ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য ৩০৩
২। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন এবং ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা ৩০৩
৩। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ এবং মোট ঋণের অনুপাত ৩০৩
৪। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ এবং মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা ৩০৪
৫। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ৩০৪
৬। প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন- সকল ব্যাংক ৩০৪
৭। প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র ৩০৫
৮। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ৩০৫
৯। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত ৩০৫
১০। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার ৩০৬
১১। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয় ৩০৬
১২। ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার ৩০৬
১৩। ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা - গ্রাম ও শহর ৩০৭

বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা ৩০৮

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা

বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, মূল্য পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা

১.১ ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর উপর্যুপরি সংক্রমণের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষের চলাচলে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ মুদ্রানীতিতে নজিরবিহীন শিথিলতা এবং ব্যাপক রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়। ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্যাপী সরকারসমূহ মানুষের চলাচলে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিবর্তে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণে উদ্যোগী হয়। অনেক দেশে টিকা কার্যক্রমে অগ্রগতি হওয়ায় আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগের বিধিনিষেধেও শিথিলতা আনা হয়। অধিকন্তু, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)'র মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ মহামারির প্রভাব প্রশমিত করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল যোগান দেয়। এসকল পদক্ষেপের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী টিকা কার্যক্রম পরিচালনা ২০২১ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ইতিবাচক ধারায় উন্নীত করতে খুবই সহায়ক হয়। আইএমএফ তাদের সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (অক্টোবর ২০২১)-এ ২০২১ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত পুনরুদ্ধার হয়ে শতকরা ৫.৯ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করে (সারণি ১.০১)। যাহোক, করোনা ভাইরাসের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কারণে সম্ভাব্য আরো সংক্রমণের আশঙ্কার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতির ফলে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি এখনো নিশ্চিত নয়।

১.২ আইএমএফ-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে দ্রুত টিকা কার্যক্রমের ফলে ২০২১ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

সারণি ১.০১ ২০২১ ও ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ

(বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
বিশ্ব উৎপাদন	**২.৮**	**-৩.১**	**৫.৯**	**৪.৯**
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	**১.৭**	**-৪.৫**	**৫.২**	**৪.৫**
যুক্তরাষ্ট্র	২.৩	-৩.৪	৬.০	৫.২
ইউরো অঞ্চল	১.৫	-৬.৩	৫.০	৪.৩
জার্মানি	১.১	-৪.৬	৩.১	৪.৬
ফ্রান্স	১.৮	-৮.০	৬.৩	৩.৯
ইতালি	০.৩	-৮.৯	৫.৮	৪.২
স্পেন	২.১	-১০.৮	৫.৭	৬.৪
জাপান	০.০	-৪.৬	২.৪	৩.২
যুক্তরাজ্য	১.৪	-৯.৮	৬.৮	৫.০
কানাডা	১.৯	-৫.৩	৫.৭	৪.৯
অন্য উন্নত অর্থনীতির দেশগুসমূহ[১]	১.৯	-১.৯	৪.৬	৩.৭
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	**৩.৭**	**-২.১**	**৬.৪**	**৫.১**
এশিয়ার উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	৫.৪	-০.৮	৭.২	৬.৩
চীন	৬.০	২.৩	৮.০	৫.৬
আসিয়ান-৫[২]	৪.৯	-৩.৪	২.৯	৫.৮
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৮.২	৩.৫	৪.৬	৬.৫
ভারত[৩]	৪.০	-৭.৩	৯.৫	৮.৫
পাকিস্তান	২.১	-০.৫	৩.৯	৪.০
শ্রীলংকা	২.৩	-৩.৬	৩.৬	৩.৩
বিশ্ব বাণিজ্য (দ্রব্য ও সেবা)	০.৯	**-৮.২**	**৯.৭**	**৬.৭**
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	২.০	-৯.০	৯.০	৭.৩
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	-০.৯	-৮.০	১২.১	৭.১
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	১.২	-৯.৪	৮.০	৬.৬
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	০.৪	-৫.২	১১.৬	৫.৮
দ্রব্যমূল্য (মার্কিন ডলারে)				
জ্বালানি তেল	-১০.২	**-৩২.৭**	**৫৯.১**	-১.৮
জ্বালানি তেল-বহির্ভূত	০.৮	৬.৭	২৬.৭	**-০.৯**
ভোক্তা মূল্য				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	১.৪	০.৭	২.৮	২.৩
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ[৪]	**৫.১**	৫.১	৫.৫	৪.৯
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৫.৫	৫.৬	৫.৬	৫.৭
ভারত	৪.৮	৬.২	৫.৬	৪.৯
পাকিস্তান	**৬.৭**	১০.৭	৮.৯	৮.৫
শ্রীলংকা	৪.৩	৪.৬	৫.১	৬.২

[১] গ্রুপ অব সেভেন (কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র) ও ইউরো অঞ্চলের দেশসমূহ ব্যতীত।

[২] ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

[৩] তথ্য এবং প্রক্ষেপণসমূহ একই অর্থবছরের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং ২০১১ সালের পর থেকে অর্থবছর ২০১২ এর বাজার মূল্যে জিডিপিকে ভিত্তি ধরে জিডিপি হিসাব করা হয়েছে।

[৪] ভেনিজুয়েলা ব্যতীত এবং আর্জেন্টিনা অন্তর্ভুক্ত।

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২১, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল।

পুনরায় সম্পূর্ণরূপে শুরু হয়েছে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে ২০২১ সালের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণে কিছুটা বৈষম্যমূলক উন্নতি হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুরোপুরিভাবে পুনরুদ্ধার হওয়া নির্ভর করছে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতির ওপর।

১.৩ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির উৎপাদন কার্যক্রমের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অন্যান্য বৃহৎ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের তুলনায় দ্রুত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং স্পেনসহ ইউরো অঞ্চলে এবং জাপান, যুক্তরাজ্য ও কানাডাতেও ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি পরিমিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে; যদিও কানাডা ব্যতীত অন্যান্য দেশ ২০২১ সালে তাদের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের তুলনায় ২০২০ সালে জিডিপি বেশি সংকোচনের সম্মুখীন হয়েছিল।

১.৪ উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের উৎপাদন প্রধানত চীন (শতকরা ৮.০ ভাগ) এবং ভারতের (শতকরা ৯.৫ ভাগ) উচ্চ প্রবৃদ্ধির সহায়তায় ২০২১ সালে শতকরা ৬.৪ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের অর্থনীতি ২০২০ সালে শতকরা ৭.৩ ভাগ সংকোচন এবং চীন শতকরা ২.৩ ভাগ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

১.৫ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উন্নত অর্থনীতিসমূহের মধ্যে বিশেষত ইউরো অঞ্চল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। কারণ এ অঞ্চল দু'টি হচ্ছে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির শীর্ষ গন্তব্যস্থল। একইসাথে, উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের প্রক্ষেপিত জোরালো প্রবৃদ্ধি; বিশেষত ভৌগোলিক নৈকট্য এবং বাংলাদেশের আমদানির মুখ্য উৎস হওয়ায় ভারত এবং চীন-এর জোরালো উৎপাদন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৬ বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ২০১৯ সালের শতকরা ০.৯ ভাগ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি হতে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা -৮.২ ভাগে দাঁড়ায়, যা প্রধানত মহামারি সংশ্লিষ্ট কেনাকাটা; ভোগ্যপণ্য এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম; এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে ২০২১ সালে শতকরা ৯.৭ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬.৭ ভাগ হতে পারে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৯ সালের শতকরা ২.০ ভাগ হতে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা -৯.০ ভাগে দাঁড়ায়। এ দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধির হার পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ২০২১ সালে শতকরা ৯.০ ভাগ এবং ২০২২ সালে শতকরা ৭.৩ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের, আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৯ সালে শতকরা -০.৯ ভাগ এবং ২০২০ সালে শতকরা -৮.০ ভাগ হারে সংকুচিত হয়, যা ২০২১ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১২.১ ভাগ এবং ২০২২ সালে শতকরা ৭.১ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে শতকরা ১.২ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা -৯.৪ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮.০ ভাগ এবং ২০২২ সালে শতকরা ৬.৬ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালের শতকরা ০.৪ ভাগ হতে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা -৫.২ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২১ সালে শতকরা ১১.৬০ ভাগ এবং ২০২২ সালে শতকরা ৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

১.৭ ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতার ফলে বৈশ্বিক দ্রব্যমূল্য, বিশেষত তেলের মূল্য ব্যাপক হারে হ্রাস পায়, যা ২০২১ সালে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। জ্বালানি তেল বহির্ভূত দ্রব্যের মূল্যও ২০২১ সালে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। ফলে, উন্নত, উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহেও ২০২১ সালে মূলত চাহিদাজনিত উৎপাদনসমূহ এবং নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের সরবরাহে বিঘ্নতার কারণে মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে অনুমিত হয়। এছাড়াও, উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে দীর্ঘমেয়াদি সুদ হারের সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগতির দরুন উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের দেশীয় মুদ্রা কিছুটা অবচিতি চাপের সম্মুখীন হবে, যা সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিতে আরো চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

১.৮ সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির সামষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং সম্ভাবনাসমূহ ব্যাপকভাবে নির্ভর করছে বর্তমান মহামারি অবস্থার উন্নতি, বিশেষত উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে দ্রুত টিকা প্রদানসহ গণস্বাস্থ্য বিষয়ক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা সফলভাবে নিবারণের উপর। বিশ্ব অর্থনীতিতে বেশ কিছু বড় অনিশ্চয়তার উৎস এখনো বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অনিয়শ্চয়তার উৎস হলো, আরো অধিক সংক্রমণ-প্রবণ এবং প্রাণনাশক SARS-CoV-2 এবং অমিক্রন ধরনসমূহের আবির্ভাব, যা মহামারি অবস্থাকে আরো দীর্ঘায়িত করতে পারে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহকে আরো বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অনিশ্চয়তার দ্বিতীয় উৎস হলো বিদ্যমান যোগান-চাহিদার অসামঞ্জস্যতা যা দ্রব্যমূল্যের উপর চাপ সৃষ্টির কারণে মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা বৃদ্ধি করতে পারে। অনিশ্চয়তার তৃতীয় উৎসটি আর্থিক বাজারের অস্থিরতাসহ অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। টিকা প্রদান কার্যক্রমের দ্রুতগতি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোক্তা এবং উৎপাদকগণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল অনিশ্চয়তা দূর হতে পারে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে শক্তিশালী হতে পারে। এছাড়াও, কাঠামোগত বিনিয়োগ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন স্বল্পমেয়াদি প্রবৃদ্ধিকে আরো বলিষ্ঠ করতে পারে।

১.৯ আইএমএফ-এর গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (জিএফএসআর) অক্টোবর ২০২১ অনুযায়ী, অসাধারণ নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ আর্থিক অবস্থাকে সহজ করেছে এবং অর্থনীতিকে সহায়তা করেছে। বেশ কয়েকটি অর্থনীতিতে বারো মাসভিত্তিক শেয়ার প্রতি ফরওয়ার্ড আয় হার বৃদ্ধির পাশাপাশি লাভজনকতা মহামারি-পূর্ব পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রত্যাশিত নিম্ন খেলাপি হার বন্ড মার্কেটের ঋণের গুণগত মান নিশ্চিত করেছে। বাস্তবাসীগণ নিম্ন সুদের হার থেকে লাভবান হওয়ার ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় বন্ধকী এবং অন্যান্য ভোক্তা ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কমেছে। উপরন্তু, চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এবং বলিষ্ঠ বৈশ্বিক ঝুঁকি সংবেদনশীলতা উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ প্রবাহ বেগবান করেছে, ব্যাংকসমূহ সহনশীল হয়েছে এবং অর্থনীতিতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু, মহামারি চলাকালীন গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অতিরঞ্জিত মূল্যায়ন এবং আর্থিক খাতে অস্থিরতা বৃদ্ধির মতো অপ্রত্যাশিত পরিণতি হতে পারে। পাশাপাশি, বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্য এবং নিম্ন সুদহার আর্থিক বাজারের অস্থিরতাকে উস্কে দিতে পারে। অনেক দেশে ঋণ অবলোপনে বিধিনিষেধ আরোপ ঋণ বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানে ধীরগতি উদীয়মান

অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে টেকসই করার জন্য নীতি প্রণেতাদের সহযোগিতাপূর্ণ সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হবে মূল উপায়। এ প্রেক্ষাপটে, মুদ্রানীতি প্রণেতাগণকে অপ্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধির চাপের বিপরীতে বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যেখানে রাজস্ব নীতির পরিকল্পনা হবে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাস্তুবাসীগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১.১০ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও, যথাযথ নীতিমালা এবং ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের সহায়তায় বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার পর্যায়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

প্রবৃদ্ধির গতিধারা

১.১১ সম্প্রতি অর্থবছর ৬-এর পরিবর্তে অর্থবছর ১৬-কে ভিত্তি বছর পুনঃনির্ধারণ করার পর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অর্থবছর ২১-এ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬.৯৪ ভাগ পরিমাপ করেছে, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল শতকরা ৩.৪৫ ভাগ। মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ১.০২-এ দেওয়া হলো।

১.১২ জিডিপি-তে অর্থবছর ২১-এ কৃষি খাতের অবদান শতকরা ১২.০৭ ভাগ এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩.৪২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৩.১৭ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়কালে কৃষি খাতের সবগুলো উপখাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। কৃষির সকল উপখাতের মধ্যে বনজ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সেবাসমূহের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হারে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৪.৯৮ ভাগে পৌঁছায়, যা অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৫.৩৪ ভাগ ছিল।

সারণি ১.০২ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(অর্থবছর ১৬-এর স্থির বাজারমূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ১৭-২০ (গড়)	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১। কৃষি	**৩.১৬**	**৩.৪২**	**৩.১৭**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	২.০২	২.৫০	২.২৯
খ) পশু পালন	২.৯৬	৩.১৯	২.৯৪
গ) বনজ এবং এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ	৫.১১	৫.৩৪	৪.৯৮
ঘ) মৎস্য চাষ	৪.৬৪	৪.৪০	৪.১১
২। শিল্প	**৭.৯৪**	**৩.৬১**	**১০.২৯**
ক) খনিজ এবং খনন	৮.৭৫	৩.১৬	৬.৪৯
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৭.৩৯	১.৬৮	১১.৫৯
১) বৃহৎ শিল্প	৭.০৬	০.৪১	১০.৬১
২) ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং মাইক্রো শিল্প	৮.১০	২.৬৯	১৩.৮৯
৩) কুটির শিল্প	৬.১৪	৩.৬৭	১০.২৭
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ	৫.৬৯	০.৬৭	৯.৫৪
ঘ) পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	৪.১২	২.১৮	৬.৬৫
ঙ) নির্মাণ	৯.৫৪	৯.১৩	৮.০৮
৩। সেবা	**৫.৯২**	**৩.৯৩**	**৫.৭৩**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান ও মোটর সাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	৭.১২	৩.২১	৭.৬৪
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৫.৫৭	১.৭৩	৪.০৪
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ	৪.৮৩	১.৬৯	৪.৫৩
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	৭.১৯	৬.৫৭	৭.১১
ঙ) আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড	৬.২৫	৪.৭২	৫.৮২
চ) রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ড	৩.৫৫	৩.৬৮	৩.৪২
ছ) পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড	৪.১৫	৩.৩৮	৫.০৭
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কর্মকাণ্ড	৬.৯৩	৬.৩৩	৬.০২
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭.৬০	৫.৪৯	৬.০৫
ঞ) শিক্ষা	৬.০৯	৫.৩৩	৫.৮১
ট) মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১০.৬২	১০.৭০	১০.৬০
ঠ) শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন	৫.৩৮	৫.৪৩	৫.৭৬
ড) অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ড	৩.১৫	৩.০৬	৩.০৮
জিডিপি (স্থির বাজারমূল্যে)	**৬.১৩**	**৩.৪৫**	**৬.৯৪**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১.১৩ জিডিপি-তে শিল্প খাতের অবদান শতকরা ৩৬.০১ ভাগে দাঁড়ায় এবং অর্থবছর ২১-এ এ খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১০.২৯ ভাগ, যা অর্থবছর ২০-এর

শতকরা ৩.৬১ ভাগের তুলনায় বেশি। এ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি মূলত ম্যানুফ্যাকচারিং; খনিজ এবং খনন; বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ; এবং পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনা উপখাতের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অন্যদিকে, নির্মাণ উপখাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.০৮ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১৪ জিডিপি-তে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। অর্থবছর ২১-এ জিডিপি-তে এ খাতের অবদান দাঁড়ায় শতকরা ৫১.৯২ ভাগ, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল শতকরা ৫২.৫৪ ভাগ। সেবা খাত অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৫.৭৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩.৯৩ ভাগ হতে বেশি। অর্থবছর ২০-এ সেবা খাতের প্রায় সকল উপখাত, যেমন- লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল মেরামত ও ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী; পরিবহন এবং সংরক্ষণ; এবং বাসস্থান এবং খাদ্য সরবরাহ উপখাতে অর্থবছর ২১-এ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

১.১৫ চাহিদার দিক থেকে, অর্থবছর ২১-এ ২৪.৭৮ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের দরুন বেসরকারি খাতে ভোগ শতকরা ৮.০২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, সরকারি খাতে ভোগ একই সময়কালে শতকরা ৬.৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে, মোট ভোগ-ব্যয় শতকরা ৭.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে ৫.৭০ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্ অবদান রাখে। মোট বিনিয়োগ শতকরা ৮.০৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রবৃদ্ধিতে এর অবদান দাঁড়ায় ২.৫৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্। মোট দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির অবশিষ্ট অংশ মূলত নিট রপ্তানি (মোট রপ্তানি বিয়োগ মোট আমদানি) থেকে আসে।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ

১.১৬ যদিও তথ্য মোতাবেক অর্থবছর ২১-এ বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সম্প্রসারিত হয়েছে, তথাপি জিডিপির

চার্ট ১.০১ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধানের গতিধারা

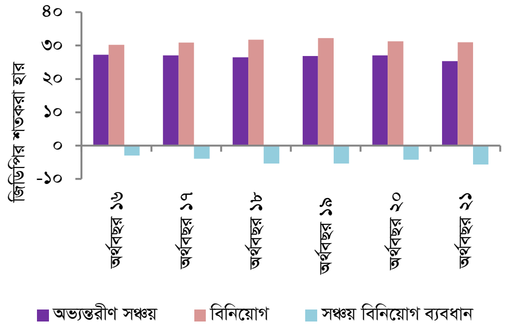

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

শতকরা অংশ হিসেবে মোট বিনিয়োগ অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩১.৩১ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৩১.০২ ভাগে দাঁড়ায়। একই সময়ে, সরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ৩ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.৩২ ভাগে পৌঁছায় এবং বেসরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত শতকরা ২৪.০২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৩.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১৭ জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে মোট জাতীয় সঞ্চয় অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩১.৪২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৩০.৭৯ ভাগে দাঁড়ায়। একইভাবে, উল্লিখিত সময়ে জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ১৭৪ বেসিস পয়েন্টস্ হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৫.৩৪ ভাগে দাঁড়ায় । চলতি বাজারমূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ যথাক্রমে শতকরা ৪.২১ ভাগ এবং শতকরা ১০.৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান অর্থবছর ২০-এর শতকরা -৪.২৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা -৫.৬৮ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.০১)।

মূল্য পরিস্থিতি

১.১৮ ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২১-এর প্রথম চার মাসে ঊর্ধ্বমুখী

ছিল এবং অক্টোবর ২০২০-এ তা শতকরা ৫.৭৭ ভাগে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করে এবং জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.৫৬ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.৬৫ ভাগের তুলনায় কম। যদিও মূল্যস্ফীতি ০.০৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পায়, তবে এটা অর্থবছর ২১-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৪ ভাগ ছাড়িয়ে যায় (চার্ট ১.০২)। খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ ভোক্তা মূল্যস্ফীতি কম ছিল। অর্থবছর ২১-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পায়। কিছু উঠানামাসহ, খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালের জুন শেষের শতকরা ৫.৫২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালের জুন শেষে শতকরা ৫.৭৩ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৮৫ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫.২৯ ভাগে দাঁড়ায়। খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাসে দ্রুত গতি (শতকরা ০.৫৬ ভাগ পয়েন্ট) এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির ধীর গতি (শতকরা ০.২১ ভাগ পয়েন্ট) অর্থবছর ২১-এ মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসের ইঙ্গিত প্রদান করে। যদিও সাম্প্রতিককালে তেলের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি অর্থবছর ২২-এ খাদ্য এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির এ বিপরীতমুখী গতিপথ সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১.১৯ অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা এবং আর্থিক নীতিসমূহ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং মূল্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে প্রাধান্য দেওয়া অব্যাহত রাখে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত নীতিসমূহের ফলে,

চার্ট ১.০২ জাতীয় সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা

(১২ মাসের গড় ভিত্তি অর্থবছর ০৬=১০০)

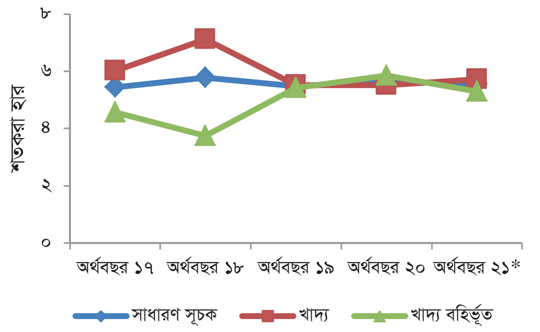

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.০৩ আর্থিক সমষ্টির গতিধারা

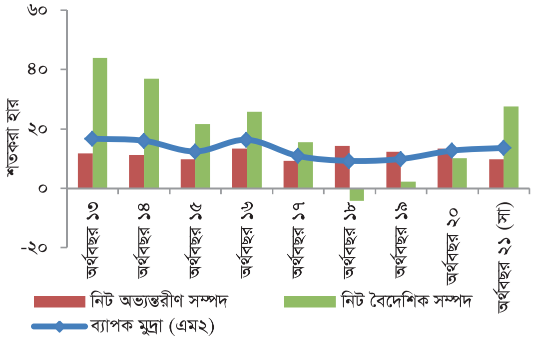

সা সাময়িক

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ২১-এর প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে অর্থনীতিতে শক্তিশালী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। যাহোক, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি এবং তৎসম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপসমূহের কারণে, শেষ ত্রৈমাসিকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশ যখন মহামারির প্রথম ঢেউ মোকাবেলায় ব্যস্ত, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো হার শতকরা ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ কমিয়ে জুলাই ২০২০-এ শতকরা ৪.৭৫ ভাগ নির্ধারণ করে। একই সাথে, অর্থবছর ২১-এ দ্বি-সাপ্তাহিক গড় এবং দৈনিক ভিত্তিতে নগদ জমা হার (সিআরআর) যথাক্রমে শতকরা ৪.০ ভাগ এবং শতকরা ৩.৫০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখে।

১.২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতির কারণে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) প্রবৃদ্ধির হার অর্থবছর ২০-এর শতকরা ১২.৬৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১৩.৬১ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২১-এর মুদ্রানীতি কর্মসূচিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫ ভাগের চেয়ে কিছুটা কম। অর্থবছর ২১-এ ব্যাংকসমূহের নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) এবং নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ) উভয়ই বৃদ্ধি পায়। নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১৩.৫৮ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতকরা ৯.৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে অর্থবছর ২০-এ এর প্রকৃত বৃদ্ধি ছিল শতকরা ১৩.৩৮ ভাগ (চার্ট ১.০৩)। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ২১-এ নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ২০.১ ভাগ অতিক্রম করে শতকরা ২৭.৪৫ ভাগে দাঁড়ায়।

১.২১ মূলত কোভিড-১৯ এর অতিমারি পরিস্থিতির কারণে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ঋণ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের শতকরা ১০.৩২ ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়, যা অর্থবছর ২১-এর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৭.৩৮ ভাগের চেয়ে কম এবং তা বিগত অর্থবছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৩.৬৬ ভাগ থেকেও কম।

১.২২ অর্থবছর ২১-এ বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ শতকরা ৮.৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২১-এর নির্ধারিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৪.৮ ভাগ থেকে অনেক কম এবং অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮.৬১ ভাগ থেকেও কম। যাহোক, ব্যাংক-সমূহের ঋণের গুণগত মানের প্রতি নিবিষ্ট হওয়াসহ কোভিড-১৯ সৃষ্ট অনিশ্চয়তার কারণে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ব্যাপক মুদ্রার উৎসসমূহ চার্ট ১.০৪-এ দেখানো হয়েছে।

চার্ট ১.০৪ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা

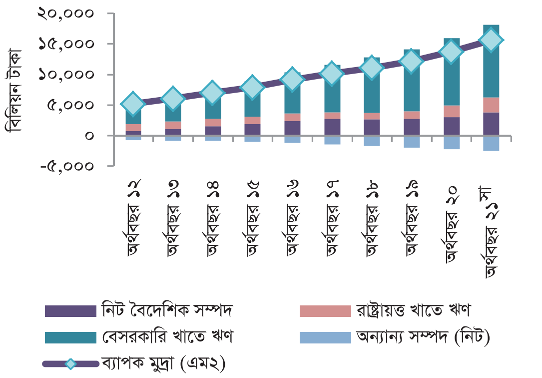

সা সাময়িক

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.০৫ রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা

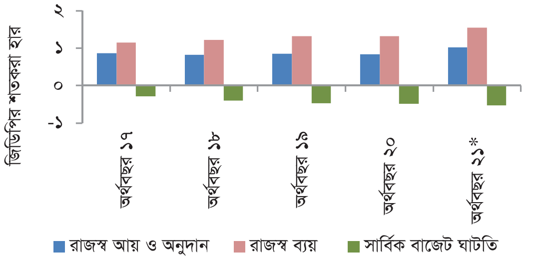

* সংশোধিত বাজেট

উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়।

১.২৩ অর্থবছর ২১-এ রিজার্ভ মুদ্রা (আরএম) শতকরা ২২.৪১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৩.৫ ভাগ থেকে এবং অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৫.৬৭ ভাগ থেকে অনেক বেশি। নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ)-এর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়।

১.২৪ ব্যাংকের আগামের উপর সুদের ভারীত গড় হার অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৭.৯৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে

অর্থবছর ২১ শেষে শতকরা ৭.৩৩ ভাগে দাঁড়ায়। আমানতের উপর প্রদেয় সুদের ভারীত গড় হার অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৫.০৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১ শেষে শতকরা ৪.১৩ ভাগে দাঁড়ায়। আগামের সুদ হার থেকে আমানতের সুদ হার বেশি হ্রাস পাওয়ায় একই সময়ে সুদ হার ব্যবধানও শতকরা ২.৮৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩.২০ ভাগে দাঁড়ায়।

সরকারি অর্থসংস্থান

১.২৫ অর্থবছর ২১-এ সরকারের রাজস্বনীতিতে কোভিড-১৯ এর সকল প্রতিকূলতা ও প্রভাবসমূহ কাটিয়ে উঠা এবং অর্থনীতিকে তার প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সরকার কর্তৃক এ অর্থবছরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) গৃহীত হয় যাতে এটি অতিমারির বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধারের কৌশল হিসেবে কাজ করতে পারে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাজেটে সরকারি সম্পদকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহারের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, অর্থবছর ২১-এর জাতীয় বাজেটে সরকার সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) জিডিপির শতকরা ৫.২০ ভাগ নির্ধারণ করে, যা অর্থবছর ২০-এ জিডিপির শতকরা ৪.৮ ভাগ ছিল। এ ঘাটতি প্রধানত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়, যার পরিমাণ অর্থবছর ২০-এর জিডিপির শতকরা ৩.৪ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ জিডিপির শতকরা ৩.২ ভাগে দাঁড়ায়। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের অর্থায়ন অর্থবছর ২০-এর জিডিপির শতকরা ২.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ জিডিপির শতকরা ২.২ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে একই সময়ে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের অর্থায়ন জিডিপির শতকরা ০.৯ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১.০ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.০৫ এবং ১.০৬)।

চার্ট ১.০৬ ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের গতিধারা

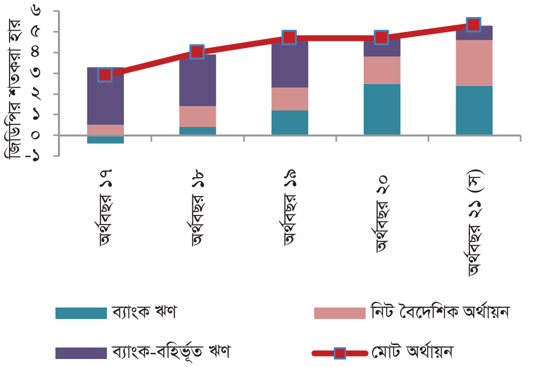

স সংশোধিত বাজেট

উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১.০৭ লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

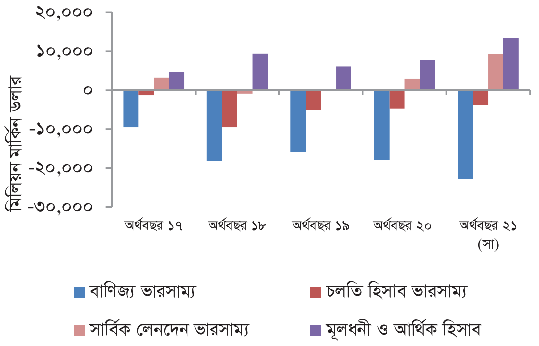

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১.২৬ অর্থবছর ২১-এ রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা প্রারম্ভিক লক্ষ্যমাত্রা হতে শতকরা ৭.০ ভাগ কম ছিল, কিন্তু অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তির চেয়ে শতকরা ৩২.২০ ভাগ বেশি ছিল। অর্থবছর ২১-এর মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত প্রস্তাবিত বাজেটের শতকরা ১০.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১০.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত অনুপাত শতকরা ৮.৪ ভাগের তুলনায় অনেক বেশি।

১.২৭ সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ২০-এর শতকরা ১৩.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১৬.১ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর

২০-এর তুলনায় অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ২৮.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে পৌনঃপুনিক ব্যয় জিডিপির শতকরা ৮.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ জিডিপির শতকরা ৭.৫ ভাগ ছিল (চার্ট ১.০৫)।

বৈদেশিক খাত

১.২৮ অর্থবছর ২১-এ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি (এফ.ও.বি) শতকরা ১৫.৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে আমদানির প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৯.৭০ ভাগ ছিল। অর্থবছর ২১-এ মোট রপ্তানির (এফ.ও.বি) পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,৮৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৩২,৮৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, অর্থবছর ২০-এ ৫০,৬৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানির (এফ.ও.বি) বিপরীতে অর্থবছর ২১-এ আমদানির পরিমাণ ছিল ৬০,৬৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর ফলে, বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায় এবং অর্থবছর ২১-এ তা ২২,৭৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ১৭,৮৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে, প্রবাসী আয়ের প্রবাহ সর্বোচ্চ রেকর্ড পরিমাণ হওয়ার কারণে অর্থবছর ২১-এ চলতি হিসাব ঘাটতি সংকুচিত হয়ে (-)৩,৮০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ (-)৪,৭২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। প্রবাসী আয় শতকরা ৩৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ২৪,৭৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ১৮,২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২১-এ সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে বিশাল উন্নতি হয় এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ২০-এর ৩,১৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় অনেক বেশি। বাণিজ্য ঋণ (নিট) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণসমূহ (নিট)-এর উচ্চতর অন্তর্মুখী প্রবাহের পাশাপাশি

চার্ট ১.০৮ রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা

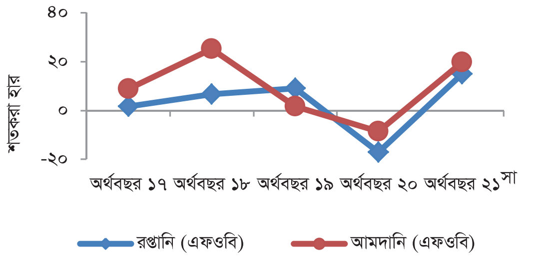

সা সাময়িক

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ।

পূর্বোল্লেখিত প্রবাসীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার জোরালো প্রবৃদ্ধি সূত্রে অর্জিত চলতি হিসাব ভারসাম্যের তুলনামূলক স্বল্প ঘাটতির কারণে প্রধানত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে এ উদ্বৃত্ত হয় (চার্ট ১.০৭ এবং পরিশিষ্ট-৩, সারণি-১৬)।

১.২৯ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর তথ্য অনুসারে, অর্থবছর ২১-এ রপ্তানি আয় শতকরা ১৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে রপ্তানি আয় শতকরা ১৬.৯ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। অর্থবছর ২০-এর রপ্তানি মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর শতকরা ১০.৪ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৯.৪ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২১-এ চিংড়ি, অন্যান্য হিমায়িত ও টাটকা মাছ, শাকসবজি, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, এবং জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান কাঠামো ব্যতীত প্রায় সকল রপ্তানি পণ্যে লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যেখানে এ পণ্যসমূহে পূর্ববর্তী অর্থবছরে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছিল।

১.৩০ অর্থবছর ২১-এ আমদানি (এফ.ও.বি) শতকরা ১৯.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৮.৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল (চার্ট ১.০৮)। অর্থবছর ২১-এ আমদানি মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১৪.৬ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল শতকরা ১৩.৬ ভাগ। অর্থবছর ২১-এ খাদ্যশস্য, প্রধানত চাল, এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের আমদানি ব্যাপকভাবে

বেড়েছে। এ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত অন্যান্য পণ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্য, সার, সুতা, ঔষধ সামগ্রী, অন্যান্য মূলধনী দ্রব্য, এবং প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী। অন্যদিকে, আলোচ্য অর্থবছরে স্ট্যাপল ফাইবার এবং লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুর আমদানি ব্যাপক হ্রাস পায়।

১.৩১ জুন ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৪৬,৩৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা দ্বারা সাত মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। প্রবাসী আয়ে শতকরা ৩৬.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি এই মজুদ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১.৩২ অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ক্রয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে এ বাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে। এ উদ্দেশ্যে অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে, যেখানে ৭,৯৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার বার্ষিক গড় বিনিময় হার জুন ২০২০ শেষে মার্কিন ডলার প্রতি ৮৪.৭৮ টাকা থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২১ শেষে মার্কিন ডলার প্রতি ৮৪.৮১ টাকায় দাঁড়ায়, যা নামিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতাই নির্দেশ করে। অর্থবছর ২১-এ ১৫-মুদ্রা ঝুড়িভিত্তিক বাণিজ্য ভারীত (ভিত্তি : অর্থবছর ১৬ = ১০০) নামিক কার্যকর বিনিময় হার (নিয়ার) সূচক শতকরা ৪.৮ ভাগ হ্রাস পায়। একইভাবে, এ অর্থবছরে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (রিয়ার) সূচক শতকরা ২.৭ ভাগ হ্রাস পায় (চার্ট ১.০৯ ও ১.১০), যা বাণিজ্য অংশীদারদের মুদ্রার বিপরীতে টাকার উপচিতির চাপকে নির্দেশ করে।

১.৩৩ সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি অর্থবছর ২০ শেষের ৪৪,০৯৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১ শেষে ৪৯৪৫৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত অর্থবছর ২০-এর শতকরা ১৩.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১৩.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

১.৩৪ অর্থবছর ২০-এ কোভিড-১৯ অতিমারিতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থবছর ২১-এর প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে কলকারখানা পুনরায় চালু, রপ্তানির ঘুরে দাঁড়ানো, প্রবাসী আয়ের আন্তঃপ্রবাহে জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং সেবা খাতের দৃঢ়তায় পুনরুদ্ধারের নবরূপ পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্র এবং বস্তি এলাকার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়। চলমান অতিমারি পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নতির কথা বিবেচনা করে সরকার অর্থবছর ২২-এ প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৭.২ ভাগ নির্ধারণ করেছে। দ্রুততম সময়ে গণটিকাদান কর্মসূচির পাশাপাশি শক্তিশালী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অর্জন এ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তি। তবে, অর্থবছর ২১-এর শেষ ত্রৈমাসিকে কোভিড-১৯-এর অপ্রীতিকর প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরায় ঘুরপাক খায়, যখন সরকার কর্তৃক ঘোষিত একের পর এক বিধিনিষেধের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চরমভাবে ব্যাহত হয়। তথাপি, জাতীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি স্বল্পমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১.৩৫ কোভিড-১৯ এর মারাত্মক প্রভাবের কারণে প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়া সত্ত্বেও, অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবিচল পুনরুদ্ধার ঘটে। অর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধির ধারায় ফেরাতে সরকার বেশ কিছু বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় এ অর্থবছরে রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহ এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি উচ্চতর

ছিল। সরকারের প্রণোদনা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ দ্রুত পুনরুদ্ধারে অবদান রাখে এবং আসন্ন সময়কালে অর্থনীতিকে উজ্জীবিত রাখতে প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থবছর ২১-এর প্রথমার্ধে এবং অর্থবছর ২২-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে পূর্বে স্থগিত আন্তর্জাতিক অর্ডারসমূহ পুনরায় চালুর পাশাপাশি নতুন অর্ডার আসার কারণে শিল্প খাতের বিশেষত তৈরি পোশাক উৎপাদনের পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপের উপর নির্ভর করে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবিসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা ইতোমধ্যে তাদের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন-গুলোতে বাংলাদেশসহ বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বৃদ্ধি করেছে। অর্থনীতির সাম্প্রতিক খাতওয়ারি গতিধারা ইঙ্গিত প্রদান করে যে, অর্থবছর ২২-এ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতিসহ গুরুতর কোনো বৈদেশিক বা অভ্যন্তরীণ অভিঘাত না থাকলে সরকারের প্রকৃত জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হতে পারে।

১.৩৬ সমন্বিত রাজস্ব এবং মুদ্রানীতির পাশাপাশি সংযত চাহিদা এবং মাঝারি কৃষি উৎপাদনের কারণে গড় মূল্যস্ফীতির হার অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৫.৬৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৫.৫৬ ভাগে দাঁড়ায়। যদিও, অর্থবছর ২১-এর গড় মূল্যস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ৫.৪ ভাগ, খাদ্য উপাদানের উর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি চাপের কারণে তা অর্জিত হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে, সরকার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে খাদ্য মজুদ বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার অর্থবছর ২২-এর জন্য গড় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৩ ভাগ নির্ধারণ করেছে। তবে, প্রণোদনা কর্মসূচি থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত তারল্য আগামীতে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে কঠোর নজরদারির প্রয়োজন হবে।

চার্ট ১.০৯ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের বার্ষিক গতিধারা

(ভিত্তি : অর্থবছর ১৬ = ১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি)

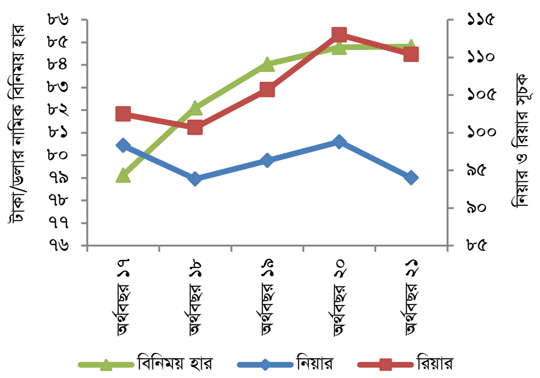

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.১০ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা

(ভিত্তি : অর্থবছর ১৬ = ১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি)

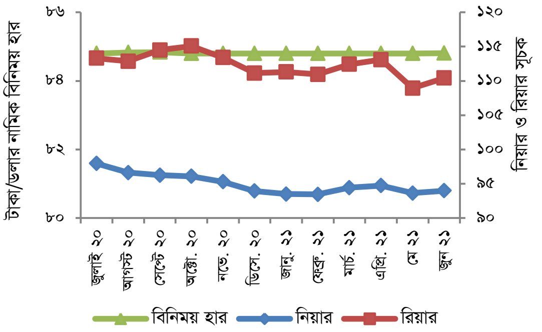

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১.৩৭ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এর জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। এ মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সহায়ক চাহিদা পূরণে আবশ্যিকভাবেই সম্প্রসারণমূলক এবং সংকুলানমুখী। অর্থবছর ২২-এর মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করে তোলার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যসমূহের জন্য কর্মচঞ্চল পরিবেশ তৈরি করা। প্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে

প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩৮ কোভিড-১৯ এর প্রভাব প্রশমিত করতে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ জানুয়ারি ২০২১ থেকে কোভিড-১৯ টিকাদান শুরু করে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৪২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ কমপক্ষে দুই ডোজ টিকা গ্রহণ করেছে। সরকার জুন ২০২২-এর মধ্যে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় আনতে চলমান গণটিকাদান কর্মসূচির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অতিমারি ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তবে, পুরোপুরি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের দ্রুত রুপান্তর এখনও গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রকৃত খাতসমূহের গতিধারা

২.১ কোভিড-১৯ এর পুনঃপুনঃ অভিঘাত এবং মহামারি নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী লকডাউন থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে ফিরে আসছে। মহামারির মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবে চলমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হলেও ২০২০ সালে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (চার্ট ২.০১)। উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং ২৮ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ১.৯২ ট্রিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের সহায়তায় বাংলাদেশে অভিঘাত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ২০২১ সালে পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে এসেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর প্রাক্কলন (ভিত্তি বছর, অর্থবছর ১৬=১০০) থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) শতকরা ৬.৯৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩.৪৫ ভাগ থেকে বেশি। গত দুই বছরের প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় বর্তমানে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দ্রুততম বর্ধনশীল দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২.২ চলতি বাজারমূল্যে, অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশের জিডিপি ৩৫৩০১.৪৮ বিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১১.৩৫ শতাংশ বেশি। অর্থবছর ২১-এ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি এবং মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) যথাক্রমে ১৬৭৫৭৯.৯৪ টাকা এবং ১৭৬৪০০.৫৪ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৫.৮৬ ভাগ, যা অর্থবছর ২০-এর প্রবৃদ্ধির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। একই সময়ে, চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি এবং জিএনআই দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০৮৭৫১ টাকা

চার্ট ২.০১ ২০২০ এবং ২০২১ সালের দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির গতিবিধি

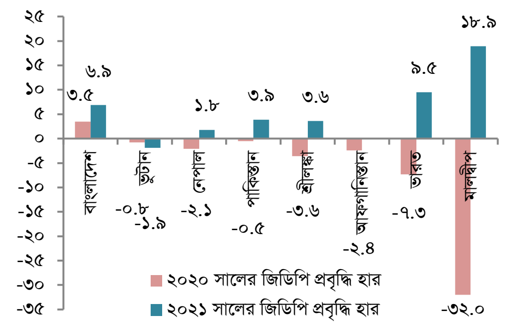

*বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির তথ্য অর্থবছর ভিত্তিতে (জুলাই-জুন) এবং ভিত্তি বছর, অর্থবছর ১৬=১০০

উৎস : বাংলাদেশের তথ্য- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অন্যান্য দেশসমূহের তথ্য-ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২১, আইএমএফ (প্রক্ষেপণ ২০২১)।

চার্ট ২.০২ বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা

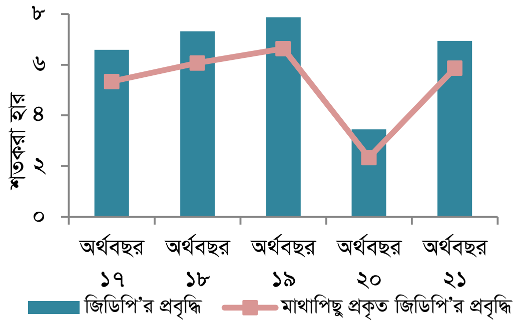

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

(২৪৬২ মার্কিন ডলার) এবং ২১৯৭৩৮ টাকা (২৫৯১ মার্কিন ডলার)।

জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

২.৩ প্রবৃদ্ধির বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২১-এ ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াটি শিল্প খাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তারপর রয়েছে সেবা এবং কৃষি খাত।

কৃষি খাত

২.৪ অর্থবছর ২০-এ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩.৪২ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৩.১৭ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়ে বন ও তৎসম্পর্কিত সেবা উপখাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষি খাতের অন্যান্য উপখাতের প্রবৃদ্ধি পরিমিতভাবে হ্রাস পেয়েছে।

২.৫ উপখাতসমূহের মধ্যে যদিও বন ও তৎসম্পর্কিত সেবা উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৫.৩৪ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৪.৯৮ ভাগে দাঁড়ায়, তথাপি এটি কৃষি খাতের অন্য উপখাতসমূহের প্রবৃদ্ধির তুলনায় সর্বোচ্চ। অধিকন্তু, পশু পালন এবং মৎস্য চাষ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩.১৯ ভাগ ও ৪.৪০ ভাগ হতে কমে অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ২.৯৪ ভাগ ও ৪.১১ ভাগে দাঁড়ায়।

শিল্প খাত

২.৬ করোনাভাইরাস মহামারির কারণে অর্থনীতি ব্যাপকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও, অর্থনীতিতে মোট মূল্য সংযোজনের (জিভিএ) এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক অবদান রাখা শিল্প খাত অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১০.২৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩.৬১ ভাগ প্রবৃদ্ধির প্রায় তিনগুণ। শিল্প খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক চাহিদার উপর নির্ভরশীল ছিল যা অর্থবছর ২১-এ রপ্তানি আয়ের শতকরা ১৩.৭ ভাগ প্রবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। উপখাতসমূহের মধ্যে, ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ; পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; এবং খনিজ ও খনন উপখাত অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ১১.৫৯, ৯.৫৪, ৬.৬৫ এবং ৬.৪৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ১.৬৮, ০.৬৭, ২.১৮ এবং ৩.১৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের সকল উপখাতই ক্ষুদ্র, মাঝারি

চার্ট ২.০৩ খাতওয়ারি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতিধারা

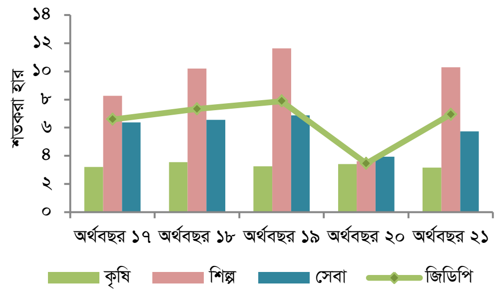

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ও মাইক্রো শিল্প; বৃহৎ শিল্প; এবং কুটির শিল্প অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ১৩.৮৯, ১০.৬১ এবং ১০.২৭ ভাগ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ২.৬৯, ০.৪১ এবং ৩.৬৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। নির্মাণ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৯.১৩ ভাগ হতে কমে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৮.০৮ ভাগে দাঁড়ায়।

২.৭ সাময়িক তথ্যানুযায়ী অর্থবছর ২১-এ শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম ইনডেক্স (কিউআইআইপি) শতকরা ১৭.৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি (পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৮)। অর্থবছর ২১-এ ইলেকট্রনিক সামগ্রী, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য; পানীয় পণ্য; যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য ফ্রেব্রিকেটেড ধাতু পণ্য; প্রিন্টিং অ্যান্ড রিপ্রোডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া; কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য; কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক পণ্য; আসবাবপত্র; পরিধেয় বস্ত্র; ফার্মাসিউটিক্যালস্ ও ঔষধজাত রাসায়নিক; খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্র যথাক্রমে শতকরা ২২৫.৬২, ৮৮.৯১, ৭৪.৫২, ৫৫.৬৮, ৩১.৮২, ২৭.৯১, ২৪.৪৬, ২৩.৬৯, ১৫.৯৯, ১৪.১৩, ১২.২২ এবং ৯.৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, অর্থবছর ২১-এ মোটরযান, ট্রেইলারস ও সেমি ট্রেইলারস; অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম; কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য; রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্য এবং তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন গত অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ২৯.৮৬, ২২.০১, ৯.৭৭, ৬.২৬ এবং ২.৮৪ ভাগ হ্রাস পায়।

সেবা খাত

২.৮ মোট মূল্য সংযোজনের (জিভিএ) অর্ধেকেরও বেশি আসে সেবা খাত থেকে। কোভিড-১৯ মহামারির অব্যাহত হুমকির প্রেক্ষাপটে সেবা খাত অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৫.৭৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে ফিরে এসেছে, যা অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩.৯৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। এ খাতের মধ্যে, অর্থবছর ২১-এ প্রাথমিকভাবে প্রবৃদ্ধির একটি বড় প্রেরণা এসেছে মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং তথ্য ও যোগাযোগ উপখাত থেকে। সেবা খাতের বিভিন্ন উপখাতসমূহের মধ্যে মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ড; পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটর সাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী; তথ্য ও যোগাযোগ; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; প্রশাসনিক ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড; আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড; শিক্ষা; শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন; পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকাণ্ড; বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ কর্মকাণ্ড; পরিবহন ও সংরক্ষণ; এবং রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ১০.৬০, ৭.৬৪, ৭.১১, ৬.০৫, ৬.০২, ৫.৮২, ৫.৮১, ৫.৭৬, ৫.০৯, ৪.৫৩, ৪.০৪ এবং ৩.৪২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০.৭০, ৩.২১, ৬.৫৭, ৫.৪৯, ৬.৩৩, ৪.৭২, ৫.৩৩, ৫.৪৩, ৩.৩৮, ১.৬৯, ১.৭৩ এবং ৩.৬৮ ভাগ (সারণি ২.০১)।

সারণি ২.০১ জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি

(অর্থবছর ১৬'র স্থির মূল্যে)

	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১। কৃষি	**৩.২৬**	**৩.৪২**	**৩.১৭**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	২.০৭	২.৫০	২.২৯
খ) পশু পালন	৩.০১	৩.১৯	২.৯৪
গ) বনজ এবং এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ	৫.১৩	৫.৩৪	৪.৯৮
ঘ) মৎস্য চাষ	৪.৯৯	৪.৪০	৪.১১
২। শিল্প	**১১.৬৩**	**৩.৬১**	**১০.২৯**
ক) খনিজ এবং খনন	১১.৩১	৩.১৬	৬.৪৯
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১২.৩৩	১.৬৮	১১.৫৯
১) বৃহৎ শিল্প	১২.৭৯	০.৪১	১০.৬১
২) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প	১০.৬১	২.৬৯	১৩.৮৯
৩) কুটির শিল্প	১৪.১৭	৩.৬৭	১০.২৭
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ	৮.২৪	০.৬৭	৯.৫৪
ঘ) পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৬.৩১	২.১৮	৬.৬৫
ঙ) নির্মাণ	১০.৪৭	৯.১৩	৮.০৮
৩। সেবা	**৬.৮৮**	**৩.৯৩**	**৫.৭৩**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটরসাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী	৮.৮৫	৩.২১	৭.৬৪
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৭.০১	১.৭৩	৪.০৪
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কর্মকাণ্ড	৫.৬৪	১.৬৯	৪.৫৩
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	৭.৩৬	৬.৫৭	৭.১১
ঙ) আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড	৮.২৫	৪.৭২	৫.৮২
চ) রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ড	৩.৬১	৩.৬৮	৩.৪২
ছ) পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড	৪.১৭	৩.৩৮	৫.০৯
জ) প্রশাসন ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড	৮.১৭	৬.৩৩	৬.০২
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬.৪৯	৫.৪৯	৬.০৫
ঞ) শিক্ষা	৭.০৬	৫.৩৩	৫.৮১
ট) মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১২.২০	১০.৭০	১০.৬০
ঠ) শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন	৫.৪৮	৫.৪৩	৫.৭৬
ড) অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ড	৩.২৭	৩.০৬	৩.০৮
মোট মূল্য সংযোজন স্থিরমূল্যে	**৮.০১**	**৩.৭৬**	**৭.০০**
জিডিপি (অর্থবছর ১৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৭.৮৮**	**৩.৪৫**	**৬.৯৪**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

জিডিপি'র খাতভিত্তিক কাঠামো

২.৯ জিডিপি'র খাতভিত্তিক অবদান থেকে দেখা যায় যে, বিগত বছরের ধারা মোতাবেক জিডিপি'তে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি, এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে শিল্প ও কৃষি খাতের অবস্থান।

২.১০ অর্থবছর ২১-এ জিডিপি'তে সেবা খাতের অবদান শতকরা ৫১.৯২ ভাগে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ৫২.৫৪ ভাগ। সেবা খাতের উপখাতসমূহের মধ্যে, পরিবহন ও গুদামজাতকরণ; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড; শিক্ষা; আবাসন কর্মকাণ্ড; বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ কর্মকাণ্ড; প্রশাসনিক ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড; শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন এবং অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ডের অবদান অর্থবছর ২০-এর যথাক্রমে শতকরা ৭.৬৫, ৩.৫৬, ৩.২৬, ২.৭১, ৮.৬৮, ১.১২, ০.৭৪, ০.১৫ এবং ৫.০৩ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ৭.৪৪, ৩.৫২, ৩.২২, ২.৬৮, ৮.৩৯, ১.০৯, ০.৭৩, ০.১৪ এবং ৪.৮৫ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটরসাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী; মানব সম্পদ

ও সামাজিক কর্মকাণ্ড উপখাতের অবদান অর্থবছর ২০-এর যথাক্রমে শতকরা ১৪.৯৭ এবং ৩.২১ ভাগ হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ১৫.০৬ এবং ৩.৩২ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, তথ্য ও যোগাযোগ এবং পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকাণ্ড উপখাতের অবদান একই সময়ে যথাক্রমে শতকরা ১.২৯ এবং ০.১৮ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে (সারণি ২.০২)।

২.১১ জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩৪.৯৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৩৬.০১ ভাগে দাঁড়ায়। শিল্পের উপখাতসমূহের মধ্যে, ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ এবং নির্মাণ উপখাতের অবদান অর্থবছর ২০-এর যথাক্রমে শতকরা ২২.৪০, ১.২২ ও ৯.৩১ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ২৩.৩৬, ১.২৫ ও ৯.৪০ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, খনিজ ও খনন; এবং পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উপখাতসমূহের অবদান বিবেচ্য সময়ে অপরিবর্তিত ছিল (সারণি ২.০২)।

২.১২ জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস এবং বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী তা সেবা ও শিল্প খাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জিডিপি'তে কৃষি খাতের অংশ অর্থবছর ২০-এর শতকরা ১২.৫২ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১২.০৭ ভাগে দাঁড়ায়। জিডিপি'তে কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল উপখাত তথা শস্য ও শাক-সবজি; মৎস চাষ; পশু পালন এবং বন ও তৎসম্পর্কিত সেবাসমূহ উপখাতের অবদান অর্থবছর ২০-এর যথাক্রমে শতকরা ৫.৯৬, ২.৭১, ২.০৬ ও ১.৭৮ ভাগ থেকে কমে অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ৫.৭০, ২.৬৪, ১.৯৮ ও ১.৭৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ২.০২)।

সারণি ২.০২ জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান

(অর্থবছর ১৬'র স্থির মূল্যে শতকরা অংশ)

	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১। কৃষি	**১২.৫৬**	**১২.৫২**	**১২.০৭**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	৬.০৪	৫.৯৬	৫.৭০
খ) পশু পালন	২.০৭	২.০৬	১.৯৮
গ) বনজ এবং এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ	১.৭৬	১.৭৮	১.৭৫
ঘ) মৎস্য চাষ	২.৭০	২.৭১	২.৬৪
২। শিল্প	**৩৪.৯৯**	**৩৪.৯৪**	**৩৬.০১**
ক) খনিজ এবং খনন	১.৯৩	১.৯১	১.৯১
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	২২.৮৬	২২.৪০	২৩.৩৬
১) বৃহৎ শিল্প	১১.৮১	১১.৪৩	১১.৮১
২) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প	৭.১১	৭.০৪	৭.৪৯
৩) কুটির শিল্প	৩.৯৪	৩.৯৪	৪.০৬
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ	১.২৬	১.২২	১.২৫
ঘ) পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০.১০	০.১০	০.১০
ঙ) নির্মাণ	৮.৮৫	৯.৩১	৯.৪০
৩। সেবা	**৫২.৪৫**	**৫২.৫৪**	**৫১.৯২**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটরসাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী	১৫.০৫	১৪.৯৭	১৫.০৬
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৭.৮০	৭.৬৫	৭.৪৪
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কর্মকাণ্ড	১.১৪	১.১২	১.০৯
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	১.২৬	১.২৯	১.২৯
ঙ) আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড	৩.২৩	৩.২৬	৩.২২
চ) রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ড	৮.৬৯	৮.৬৮	৮.৩৯
ছ) পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড	০.১৮	০.১৮	০.১৮
জ) প্রশাসন ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড	০.৭২	০.৭৪	০.৭৩
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৫০	৩.৫৬	৩.৫২
ঞ) শিক্ষা	২.৬৭	২.৭১	২.৬৮
ট) মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৩.০১	৩.২১	৩.৩২
ঠ) শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন	০.১৪	০.১৫	০.১৪
ড) অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ড	৫.০৭	৫.০৩	৪.৮৫
মোট মূল্য সংযোজন স্থিরমূল্যে	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

২.১৩ ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি'র দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২১-এ চলতি বাজারমূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই)-কে ২৫৪.৭১ বিলিয়ন টাকা ছাড়িয়ে গেছে। মূলত বিবিএস-এর তথ্য-উপাত্ত সংকলন কৌশলের তারতম্যের কারণে এ পরিসংখ্যানগত পার্থক্যের উদ্ভব হয়েছে। অর্থবছর ২০-এ পরিসংখ্যানগত পার্থক্যের পরিমাণ ছিল ৩৬৬.৩৬ বিলিয়ন টাকা (সারণি ২.০৩)।

২.১৪ মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই) অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত সামগ্রিক চাহিদাকে

প্রতিফলিত করে, যা বহিঃখাতে সম্পদের ভারসাম্যের (রপ্তানি–আমদানি) সাথে অভ্যন্তরীণ ভোগ ও বিনিয়োগের সমষ্টি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। অর্থবছর ২১-এ চলতি বাজার মূল্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ৩৭৩০৫.৯১ বিলিয়ন টাকা হিসাব করা হয়, যা অর্থবছর ২০-এর তুলনায় শতকরা ১২.৮৯ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২১-এ বাণিজ্য ঘাটতি (নিট রপ্তানি) হিসাব করা হয় (-) ২২৫৮.৭৭ বিলিয়ন টাকা।

২.১৫ অর্থবছর ২১-এ মোট ভোগ ব্যয় ও বাণিজ্য ঘাটতি, মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই)-এর শতকরা অংশ হিসেবে যথাক্রমে ৭৫.২০ এবং ৬.৪৪ ভাগ হয়। আলোচ্য অর্থবছরে, চলতি বাজার মূল্যে বিনিয়োগ শতকরা ১০.৩২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে ভোগ বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৪.০০ ভাগ।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১৬ অর্থবছর ২১-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) জিডিপি'র শতকরা হিসেবে ২৫.৩৪ ভাগে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র শতকরা ২৭.০৮ ভাগ থেকে কম। মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) অর্থবছর ২০-এর জিডিপি'র শতকরা ৩১.৪২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ জিডিপি'র শতকরা ৩০.৭৯ ভাগে দাঁড়ায়।

২.১৭ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বিনিয়োগ অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৩১.৩১ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৩১.০২ ভাগে দাঁড়ায়। বেসরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাতও মূলত কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে অর্থবছর ২০-এর শতকরা ২৪.০২ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ২৩.৭০ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে সরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৭.২৯ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৭.৩২ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ২.০৪)।

সারণি ২.০৩ ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন

(চলতি বাজারমূল্যে : বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
অভ্যন্তরীণ চাহিদা (১+২)	৩১০৮৭.২০	৩৩০৪৫.৯১	৩৭৩০৫.৯১
ভোগ (১)	২১৫৭৯.৫৫	২৩১১৯.৮২	২৬৩৫৫.৭২
বেসরকারি	১৯৭৩৮.৪০	২১২২৬.৬৭	২৪২৭৮.৯৯
সরকারি	১৮৪১.১৬	১৮৯৩.১৫	২০৭৬.৭২
বিনিয়োগ (২)	৯৫০৭.৬৫	৯৯২৬.০৯	১০৯৫০.১৯
বেসরকারি	৭৪৫২.২৮	৭৬১৪.০৭	৮৩৬৬.৮২
সরকারি	২০৫৫.৩৮	২৩১২.০২	২৫৮৩.৩৭
সম্পদের ভারসাম্য (৩-৪)	-১৫৯০.৩৯	-১৭০৭.৫৮	-২২৫৮.৭৭
রপ্তানি (৩)	৩৮৬৪.৮২	৩৩১০.৮৫	৩৭৬৪.১৬
আমদানি (৪)	৫৪৫৫.২১	৫০১৮.৪৩	৬০২২.৯৩
মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	২৯৪৯৬.৮২	৩১৩৩৮.৩৪	৩৫০৪৭.১৪
মোট দেশজ উৎপাদন	২৯৫১৪.২৯	৩১৭০৪.৬৯	৩৫৩০১.৮৫
পরিসংখ্যানগত পার্থক্য	১৭.৪৭	৩৬৬.৩৬	২৫৪.৭১

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ২.০৪ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
বিনিয়োগ	**৩২.২১**	**৩১.৩১**	**৩১.০২**
বেসরকারি	২৫.২৫	২৪.০২	২৩.৭০
সরকারি	৬.৯৬	৭.২৯	৭.৩২
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	**২৬.৮৮**	**২৭.০৮**	**২৫.৩৪**
জাতীয় সঞ্চয়	**৩১.১৪**	**৩১.৪২**	**৩০.৭৯**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.০৪ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা

(জিডিপি'র শতকরা হার)

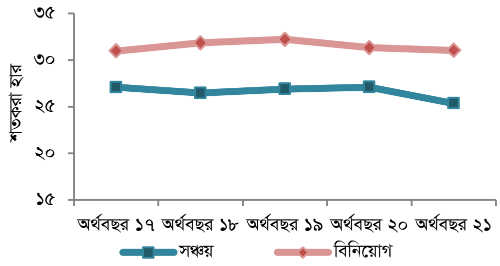

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২.১৮ অর্থবছর ২১-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) এবং মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) অর্থবছর ২০-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪.২১ এবং ৯.১৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান অর্থবছর ২০-এর শতকরা (-)৪.২৩ ভাগ থেকে বেড়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা (-)৫.৬৮ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ২.০৪)।

খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

২.১৯ ব্যাপকভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক লকডাউন পরিস্থিতিতেও নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং এবং মোবাইল পরিষেবা নিশ্চিতকরণ, ব্যাংকসমূহের জন্য পর্যাপ্ত ঋণযোগ্য তহবিল তৈরি, ঋণযোগ্য তহবিলের ব্যয় কমানো, নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তহবিল প্রতিষ্ঠা এবং রপ্তানি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক নীতিমালা প্রণয়ন এবং অনেকগুলো প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প এবং সেবা খাতসহ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সম্প্রসারণ করেছে। অধিকন্তু, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রযুক্তি-চালিত উপশাখার দ্রুত সম্প্রসারণ এখন অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে উদ্দীপিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; বিশেষ করে প্রাপকদের মধ্যে সময়মতো রেমিট্যান্স বিতরণ এবং ফ্রিল্যান্সারসহ চাকরি প্রার্থীদের জন্য নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে এজেন্ট অথবা উপশাখা খোলাসহ বিভিন্ন আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম মহিলাদের জন্য আর্থিক পরিষেবাসমূহ ব্যবহারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ই-কমার্স, ই-পেমেন্টের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান এখন আর্থিক খাতের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২.২০ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে শিল্প ও কৃষি খাতের কার্যক্রম প্রাণবন্ত রয়েছে এবং সেবা খাতের কার্যক্রম ধীরে ধীরে গতি ফিরে পাচ্ছে। এগুলো সবই চলতি অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের অর্থনীতির সমস্ত খাতে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অনুকূল হিসেবে বিবেচিত, যদিও করোনাভাইরাস সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ অর্থনীতিতে এখনও কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

মূল্য ও মূল্যস্ফীতি

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

৩.১ ক্রমবর্ধমান চাহিদা, উপকরণ ঘাটতি এবং দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পণ্যমূল্যের প্রভাবে ২০২১ সালের প্রথম থেকে উন্নত অর্থনীতি এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে স্তিমিত চাহিদার কারণে তুলনামূলক স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি বজায় ছিল। কোর (Core) মূল্যস্ফীতি–খাদ্য ও জ্বালানি-বহির্ভূত পণ্য ও সেবার দামের পরিবর্তন–সার্বিক মূল্যস্ফীতির তুলনায় কম বৃদ্ধি পেয়েছে; যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কোর মূল্যস্ফীতির হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইএমএফ-এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২১-এ উন্নত অর্থনীতি এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য ২০২১ সালে যথাক্রমে শতকরা ২.৮ ভাগ এবং শতকরা ৫.৫ ভাগ মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপণ করা হয়, যা ২০২০ সালে যথাক্রমে শতকরা ০.৭ ভাগ এবং শতকরা ৫.১ ভাগ ছিল। চলমান কোভিড মহামারির কারণে ২০২০ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গভীর সংকোচন থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্বের অনেক দেশে মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির ব্যাপক শিথিলতার কারণে মূল্যস্ফীতির এ ঊর্ধ্বমুখী ধারা বিদ্যমান রয়েছে। তদুপরি, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কার্যক্রম ক্রমশ পুনরায় চালু হওয়ায়, চলমান মহামারিকালীন পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত সঞ্চয়ের অবমুক্তকরণ আগামী মাসগুলোতে ব্যক্তিগত ব্যয়কে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। অভূতপূর্ব কারণগুলোর এ সংমিশ্রণ ক্রমাগত উচ্চ মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি করতে পারে।

সার্কভুক্ত এবং এশীয় অন্য দেশে মূল্যস্ফীতি

৩.২ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে, ২০২১ সালে পাকিস্তানে সর্বোচ্চ শতকরা ৮.৯ ভাগ মূল্যস্ফীতি ছিল, এর পরের অবস্থানে রয়েছে ভুটান শতকরা ৬.৩ ভাগ, বাংলাদেশ শতকরা ৫.৬ ভাগ, ভারত শতকরা ৫.৬ ভাগ, শ্রীলঙ্কা শতকরা ৫.১ ভাগ এবং নেপাল শতকরা ৩.৬ ভাগ।

চার্ট ৩.০১ সার্কভুক্ত দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি

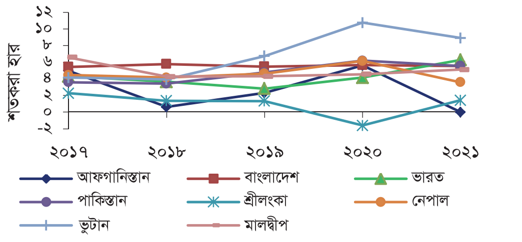

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (জুলাই-জুন ভিত্তিক অর্থবছর) এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, আইএমএফ, অক্টোবর ২০২১।

চার্ট ৩.০২ আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য সূচক

(ভিত্তি : ২০১০=১০০)

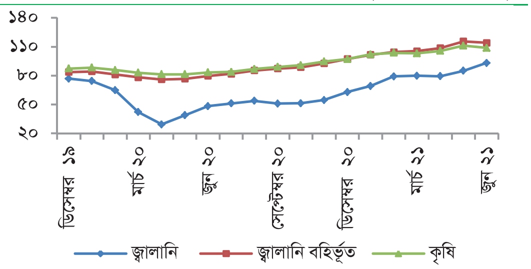

উৎস : কমোডিটি মার্কেট আউটলুক, বিশ্ব ব্যাংক, অক্টোবর ২০২১।

সারণি ৩.০১ সার্কভুক্ত এবং এশীয় অন্য দেশের মূল্যস্ফীতি

(শতকরা হার)

দেশের নাম	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১প্র
১। আফগানিস্তান	৫.০	০.৬	২.৩	৫.৬	পাওয়া যায়নি
২। বাংলাদেশ	৫.৪	৫.৮	৫.৫	৫.৬	৫.৬
৩। ভুটান	৪.৩	৩.৭	২.৮	৪.২	৬.৩
৪। ভারত	৩.৬	৩.৪	৪.৮	৬.২	৫.৬
৫। মালদ্বীপ	২.৩	১.৪	১.৩	-১.৬	১.৪
৬। নেপাল	৪.৫	৪.১	৪.৬	৬.২	৩.৬
৭। পাকিস্তান	৪.১	৩.৯	৬.৭	১০.৭	৮.৯
৮। শ্রীলংকা	৬.৬	৪.৩	৪.৩	৪.৬	৫.১
এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ					
৯। ইন্দোনেশিয়া	৩.৮	৩.৩	২.৮	২.০	১.৬
১০। কোরিয়া	১.৯	১.৫	০.৪	০.৫	২.২
১১। মালয়েশিয়া	৩.৮	১.০	০.৭	-১.১	২.৫
১২। মিয়ানমার	৪.৬	৫.৯	৮.৬	৫.৭	৪.১
১৩। সিঙ্গাপুর	০.৬	০.৪	০.৬	-০.২	১.৬
১৪। থাইল্যান্ড	০.৭	১.১	০.৭	-০.৮	০.৯

প্র প্রক্ষেপণ

উৎস: ১ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক (ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০), বাংলাদেশের তথ্যের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), অর্থবছর (জুলাই-জুন)-এর সাথে সম্পর্কিত।
২. ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২১, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ক্যালেন্ডার বছর ভিত্তিতে অন্যান্য উপাত্তের জন্য।

এ অঞ্চলে ২০২১ সালে মালদ্বীপে সর্বনিম্ন শতকরা ১.৪ ভাগ মূল্যস্ফীতি ছিল। অন্যান্য এশীয় দেশসমূহের মধ্যে মায়ানমারে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি শতকরা ৪.১ ভাগ এবং থাইল্যান্ডে সর্বনিম্ন শতকরা ০.৯ ভাগ হতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.০১, চার্ট ৩.০১)।

৩.৩ জ্বালানি মূল্য সূচক জুন ২০২০-এর তুলনায় জুন ২০২১-এ ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, জ্বালানি-বহির্ভূত এবং কৃষি মূল্য সূচক দু'টির বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম ছিল (চার্ট ৩.০৭)। জ্বালানি, জ্বালানি-বহির্ভূত এবং কৃষি সূচক জুন ২০২১-এ যথাক্রমে ৯৩.১৫, ১১৪.০৩ এবং ১০৮.৭১ এ দাঁড়ায়। জুন ২০২১-এ অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ৭১.৮০ মার্কিন ডলার ছিল, যা পূর্ববর্তী বছরের দামের তুলনায় শতকরা ৮২.০০ ভাগ বেশি। পর্যালোচনাধীন সময়ের মধ্যে প্রতি মেট্রিক টন চালের দাম শতকরা ১০.৪০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৬৬.০ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যেখানে প্রতি মেট্রিক টন গমের দাম শতকরা ৩১.৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৩.৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। কোভিড-১৯ মহামারি থেকে অসম পুনরুদ্ধার এবং বিঘ্নিত সরবরাহ ব্যবস্থা দ্বারা পণ্য বাজার প্রভাবিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশে ভোক্তামূল্য

৩.৪ ভোক্তা মূল্যসূচকভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতিতে অর্থবছর ২১-এর প্রথম চার মাসে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। অর্থবছরের বাকি আট মাসে নিম্নমুখী মূল্যস্ফীতির প্রবণতা বজায় ছিল। ফলস্বরূপ, বার্ষিক সার্বিক গড় মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.৬৫ ভাগ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.৫৬ ভাগে দাঁড়ায়, তবে প্রধানত খাদ্য মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণে উক্ত মূল্যস্ফীতি মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (শতকরা ৫.৪০ ভাগ) চেয়ে বেশি ছিল (সারণি ৩.০২, চার্ট ৩.০৩, পরিশিষ্ট-৩: সারণি ৭)। জুলাই ২০২০-এ গড় মূল্যস্ফীতি সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫.৬৪ ভাগে দাঁড়ায়, এরপর মূলত প্রলয়ংকরী কোভিড-১৯ এর ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে গড়

চার্ট ৩.০৩ অর্থবছর ২১-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা

(১২-মাস গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

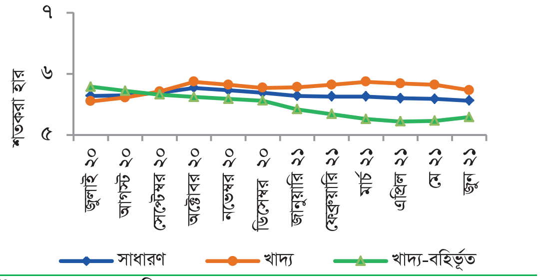

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.০৪ অর্থবছর ২১-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা

(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

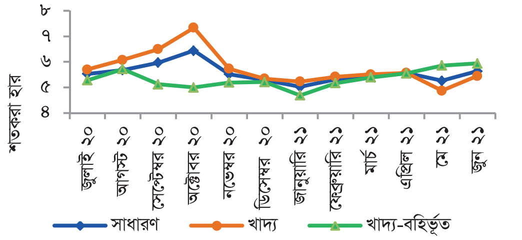

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.০২ অর্থবছর ২১-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি

(১২-মাস গড়ভিত্তিক : অর্থবছর ০৬=১০০)

মাস	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত
জুলাই-২০	৫.৬৪	৫.৫৫	৫.৭৯
আগস্ট-২০	৫.৬৫	৫.৬১	৫.৭২
সেপ্টেম্বর-২০	৫.৬৯	৫.৭১	৫.৬৬
অক্টোবর-২০	৫.৭৭	৫.৮৭	৫.৬২
নভেম্বর-২০	৫.৭৩	৫.৮২	৫.৫৯
ডিসেম্বর-২০	৫.৬৯	৫.৭৭	৫.৫৬
জানুয়ারি-২১	৫.৬৪	৫.৭৮	৫.৪২
ফেব্রুয়ারি-২১	৫.৬৩	৫.৮২	৫.৩৪
মার্চ-২১	৫.৬৩	৫.৮৭	৫.২৬
এপ্রিল-২১	৫.৬০	৫.৮৪	৫.২২
মে-২১	৫.৫৯	৫.৮২	৫.২৩
জুন-২১	৫.৫৬	৫.৭৩	৫.২৯

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর ২০২০-এ শতকরা ৫.৭৭ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, কোভিড-১৯ এর মহামারি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে নভেম্বর ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী হার পরিলক্ষিত হয়।

৩.৫ পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.৬৪ ভাগে দাঁড়ায় যা জুন ২০২০-এর শতকরা ৬.০২ ভাগের চেয়ে কম ছিল (চার্ট ৩.০৪)।

আলোচ্য অর্থবছরে প্রশমিত চাহিদার পাশাপাশি প্রচুর কৃষি উৎপাদন এবং আর্থিক ও রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সমন্বয় মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩.৬ বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা উর্ধ্বমুখী গতিধারা নির্দেশ করে এবং জুলাই ২০২০-এর শতকরা ৫.৫৫ ভাগ থেকে জুন ২০২১-এ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.৭৩ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, অর্থবছর ২১-এ গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী গতিধারা নির্দেশ করে। কোভিড-এর মহামারি পরিস্থিতির কারণে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতির গতিধারায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। জুলাই ২০২০-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৭০ ভাগ ছিল, যা অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় এবং জুন ২০২১-এ হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫.৪৫ ভাগে দাঁড়ায়। অক্টোবর ২০২০-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ শতকরা ৭.৩৪ ভাগ ছিল, যা জুন ২০২০-এ ছিল শতকরা ৬.৫৪ ভাগ (পরিশিষ্ট-৩, সারণি ৭)।

৩.৭ বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি পুরো অর্থবছরের শেষ দুই মাস, অর্থাৎ মে ২০২১ এবং জুন ২০২১ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাসে ক্রমাগত নিম্নমুখী ধারা বজায় ছিল। বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২০-এ শতকরা ৫.৭৯ ভাগ ছিল, যা ক্রমান্বয়ে ২১-এর শেষ দুই মাসে কিছুটা ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় থাকে এবং

চার্ট ৩.০৫ কোর মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি: অর্থবছর ০৬ =১০০)

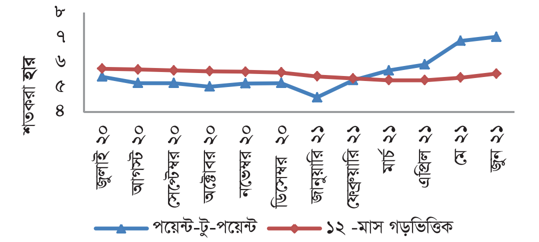

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৩.০৩ ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি

(অর্থবছর ০৬ = ১০০)

শ্রেণি	ভার	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
ক) জাতীয় পর্যায়					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৪৫.২২	২৫৮.৬৫	২৭৩.২৬	২৮৮.৪৪
		(৫.৭৮)	(৫.৪৮)	(৫.৬৫)	(৫.৫৬)
খাদ্য	৫৬.১৮	২৬৬.৬৪	২৮১.৩৩	২৯৬.৮৬	৩১৩.৮৬
		(৭.১৩)	(৫.৫১)	(৫.৫৬)	(৫.৭৩)
খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	২১৭.৭৬	২২৯.৫৮	২৪৩.০০	২৫৫.৮৫
		(৩.৭৩)	(৫.৪৩)	(৫.৮৫)	(৫.২৯)
খ) গ্রামীণ					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৪৪.১৭	২৫৬.৭৪	২৭১.২০	২৮৬.৩৭
		(৫.৬৯)	(৫.১৫)	(৫.৬৩)	(৫.৫৯)
খাদ্য	৬১.৪১	২৫৯.৮৬	২৭৩.৫৫	২৮৯.০৮	৩০৬.৪
		(৬.৯০)	(৫.২৭)	(৫.৬৮)	(৫.৯৯)
খাদ্য-বহির্ভূত	৩৮.৫৯	২১৯.২১	২৩০.০১	২৪২.৭৪	২৫৪.৫১
		(৩.৪৮)	(৪.৯৩)	(৫.৫৩)	(৪.৮৫)
গ) শহর					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৪৭.১৭	২৬২.১৭	২৭৭.০৬	২৯২.২৭
		(৫.৯৫)	(৬.০৭)	(৫.৬৮)	(৫.৪৯)
খাদ্য	৪৬.৫২	২৮৩.১৯	৩০০.৩০	৩১৫.৮৩	৩৩২.০৮
		(৭.৬৩)	(৬.০৪)	(৫.১৭)	(৫.১৫)
খাদ্য-বহির্ভূত	৫৩.৪৮	২১৫.৮৩	২২৯.০০	২৪৩.৩৪	২৫৭.৬৪
		(৪.০৮)	(৬.১০)	(৬.২৬)	(৫.৮৮)

নোট : বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।
উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.০৪ জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)

খাত/ উপ-খাত	ভার	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	% পরিবর্তন অর্থবছর ২০	% পরিবর্তন অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৫৮.৬৫	২৭৩.২৬	২৮৮.৪৪	৫.৬৫	৫.৫৬
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৫৬.১৮	২৮১.৩৩	২৯৬.৮৬	৩১৩.৮৬	৫.৫২	৫.৭৩
২। খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	২২৯.৫৮	২৪৩.০০	২৫৫.৮৫	৫.৮৫	৫.২৯
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৬.৮৪	২৭৭.৬৪	২৯০.০০	২৯৮.১৪	৪.৪৫	২.৮১
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৪.৮৮	২০৬.৯৮	২২০.৭০	২২৮.২৯	৬.৬৩	৩.৪৪
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ণ সামগ্রী ও পরিচালনা	৪.৭৩	২৬৫.২৫	২৮২.৬৭	২৯৮.১৫	৬.৫৭	৫.৪৮
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	৩.৪৭	২১৫.৩১	২৩০.০৭	২৪৭.৮৬	৬.৮৬	৭.৭৩
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৫.৮	২৩৫.২৩	২৪৮.৪৮	২৭১.৪৫	৫.৬৩	৯.২৪
চ) চিত্ত বিনোদন, আপ্যায়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা	৪.২৮	১৮৬.৭২	১৯০.১৩	১৯৩.৬১	১.৮৩	১.৮৩
ছ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৩.৮২	২৩৯.৮৭	২৫৯.২৭	২৮৮.৫৩	৮.০৯	১১.২৯

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বক্স ৩.০১ বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যস্ফীতির গতিবেগ (Momentum) ও ভিত্তি বছরের প্রভাব পরিমাপ

মূল্যস্ফীতি পরিমাপের দু'টো প্রধান মাত্রা রয়েছে যাতে অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যানগত উপাদান অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর উদ্ভব হয় জাতীয় ভোক্তা মূল্য বাস্কেটের বিভিন্ন দ্রব্যের দামের উঠানামা থেকে যাকে গতিবেগ (momentum) বলা যায়। অন্যদিকে, পরিসংখ্যানগত উপাদান উদ্ভব হয় বারো মাস পূর্বের দামের উঠানামার মাধ্যমে, যাকে ভিত্তি বছরের প্রভাব (base effect) বলা হয়। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে আলোচ্য বক্সে বাংলাদেশের জাতীয় ভোক্তা মূল্যস্ফীতির ভিত্তি বছরের প্রভাব পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, European Central Bank (2015)-এর নিয়মানুসারে ভিত্তি বছরের প্রভাব গণনা করা হয়েছে। প্রদত্ত মাসের জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক $(\mathrm{I_t})$ ও বারো মাস পূর্বের সূচক (I_{t-12}) অনুপাতের শতকরা পরিবর্তনকে মূল্যস্ফীতির হার হিসেবে গণনা করা হয়। তদানুসারে, এক সময়কাল থেকে অন্য সময়কালের মূল্যস্ফীতির হারের পরিবর্তন দু'টো প্রভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাকে নিম্নোক্ত সূত্রানুযায়ী প্রকাশ করা যায় :

$$\pi_t - \pi_{t-1} = [(\mathrm{I_t} - \mathrm{I}_{t-1})/\mathrm{I}_{t-1}] * 100 + [\mathrm{I}_{t-13} - \mathrm{I}_{t-12})/\mathrm{I}_{t-13}] * 100$$

সূত্রের বাম পার্শ্বস্থ অংশ চলতি মাস ও তার পূর্বের মাসের মূল্যস্ফীতির হারের পরিবর্তন দেখায়। ডান পাশের প্রথম অংশটুকু হলো গতিবেগ এবং দ্বিতীয় অংশটুকু হলো ভিত্তি বছরের প্রভাব। দ্বিতীয় অংশটুকু বারো মাস পূর্বের মূল্য সূচকের পরিবর্তন দেখায়।

ভোক্তা মূল্য সূচকের (CPI) উপর ভিত্তি বছরের প্রভাব

কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি জাতীয় ভোক্তা মূল্যস্ফীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ উঠানামা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বক্সে নমুনা সময়কাল ধরা হয়েছে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়কে, যাতে করে কোভিড-১৯ সময়কালে ভিত্তি বছরের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ, খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত এবং কোর-এ চারটি ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতির ভিত্তি বছরের প্রভাবকে চারটি চার্টে দেখানো হয়েছে। মে ২০২০-এ প্রতিকূল (ধনাত্মক) ভিত্তি বছরের প্রভাব দাম কমার হারকে অতিক্রম করেছে (চার্ট- A)। যাহোক, সাধারণ ভোক্তা মূল্যস্ফীতির গতিবেগ এসেছে খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঋণাত্মক মূল্য গতিবেগ থেকে ((চার্ট- B)। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ের মূল্যের মোমেন্টাম বেশ শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও, অনুকূল (ঋণাত্মক) ভিত্তি বছরের প্রভাবে সাধারণ ভোক্তা মূল্যস্ফীতি কম ছিল। কিন্তু, ডিম, মাংস এবং মসলার দাম কমার ফলে উক্ত দাম বৃদ্ধির তীব্রতা হ্রাস পায়। ভিত্তি বছরের অনুকূল প্রভাব ২০২০ সালের শেষ তিন মাসে কমে যায়, যার ফলে অক্টোবর মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে উল্লম্ফন দেখা যায় (চার্ট- A)। তবে, মূল্যের গতিবেগ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও জানুয়ারি ২০২১-এ ভিত্তি বছরের অনুকূল প্রভাব সাধারণ মূল্যস্ফীতিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমিয়ে দেয়। মে ২০২১-এ মূল্য গতিবেগ লক্ষণীয়ভাবে কমে যায় যদিও ভিত্তি বছরের প্রতিকূল প্রভাবের কারণে সাধারণ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট- A, B)। অন্যদিকে, খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত উভয়ের শক্তিশালী মূল্য মোমেন্টাম জুন ২০২১ মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দিয়েছে। একই ধরনের মূল্যের গতিবেগ ও ভিত্তি বছরের প্রভাব দেখা যায় খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে যা সাধারণ ভোক্তা মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতির শক্তিশালী প্রভাবকে নির্দেশ করে। সাধারণ ভোক্তা মূল্যস্ফীতি এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি উভয়ের নিরীক্ষিত মূল্যের গতিবেগ কোভিড-১৯ সময়কালে খুব বেশি পরিবর্তনশীল ছিল। মার্চ ২০২০-এর শেষে এবং এপ্রিল ২০২১-এর মাঝামাঝিতে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করার ফলে তার ঠিক পরের মাসগুলোতে খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে গতিবেগ কমে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এটি নির্দেশ করে যে লোকজন খাদ্য সামগ্রী মজুদ করার ফলে পরের মাসে খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা কমে যায়। চার্ট-C এবং D নির্দেশ করে যে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে ভিত্তি বছরের প্রভাব পুরো নমুনা সময়কালে অনুকূল ছিল, যা কোর মূল্যস্ফীতির অনুরূপ।

অর্থবছর ২২-এর জন্য মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে, বারোমাস সামনের ভিত্তি বছরের প্রভাব গণনা করা যায়, যার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কতটুকু বাড়তে বা কমতে পারে তা উপলব্ধি করা যায়। বারো মাস সামনের গণনাকৃত ভিত্তি বছরের প্রভাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনুকূল ভিত্তি বছরের প্রভাব অর্থবছর ২২-এ সাধারণ মূল্যস্ফীতিকে কমিয়ে দেবে, যার কারণ হচ্ছে নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১ এবং মে ২০২২ ব্যতীত ভিত্তি বছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঋণাত্মক মূল্য পরিবর্তন।

চলমান বক্স ৩.০১

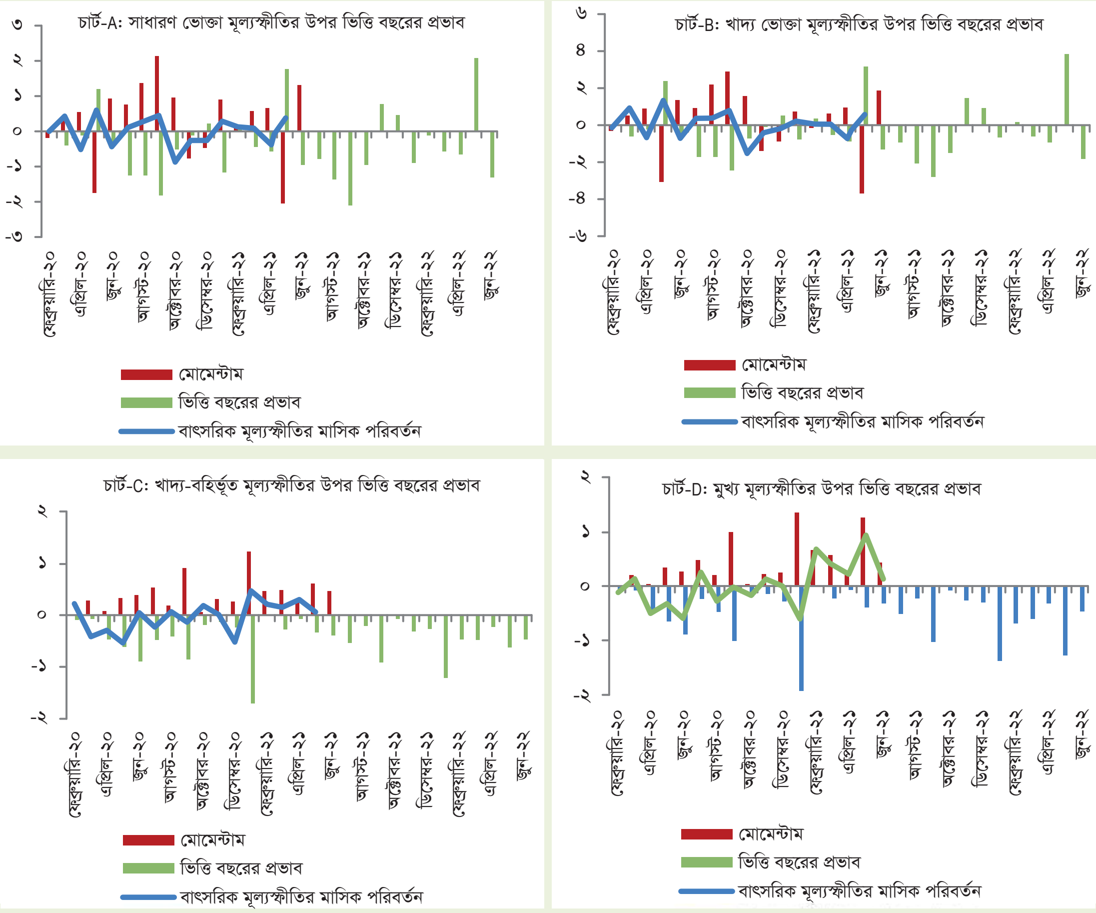

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচকের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিরূপিত।

উপসংহার

উক্ত বিশ্লেষণটিতে দেখা যায় যে, মূল্য গতিবেগ এবং ভিত্তি বছরের প্রভাব উভয়ই মূল্যস্তরের সত্যিকার পরিবর্তনকে তুলে ধরে। অতএব, মূল্যস্ফীতির ধারা পরিমাপ সঠিকভাবে হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে সাধারণ মূল্যস্ফীতির উৎপত্তির উৎস কি মূল্যস্ফীতিজনিত চাপ নাকি ভিত্তি বছরের প্রভাব তা নির্ধারণ করা যায়। এটি কার্যকর মূল্যস্ফীতির ব্যবস্থাপনার জন্য দূরদর্শী নীতি প্রণয়নে সাহায্য করতে পারে।

অবশেষে জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.২৯ ভাগে হ্রাস পেয়ে এপ্রিল ২০২১-এ শতকরা ৫.২২ ভাগে নেমে আসে। তবে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে অর্থবছর দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৫.৮৫ ভাগের তুলনায় বেশ কম ছিল। অপরদিকে, অর্থবছর ২১-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হারে মিশ্র প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

৩.৮ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.২২ ভাগ হতে অনিয়মিত হ্রাসের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২১-এ শতকরা ৪.৬৯ ভাগে দাঁড়ালেও পরবর্তীতে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২১ শেষে শতকরা ৫.৯৪ ভাগে দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট-৩, সারণি ৭)।

৩.৯ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে কোর মূল্যস্ফীতি (খাদ্য ও জ্বালানি-বহির্ভূত) জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.১২ ভাগের তুলনায় ১.৯০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ৭.০২ ভাগে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, বার্ষিক গড় কোর মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.৭৬ ভাগের তুলনায় ০.২২ পারসেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১ শেষে শতকরা ৫.৫৪ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ৩.০৫)।

৩.১০ অর্থবছর ২১-এ গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৫.৫৯ ভাগ, যা শহর এলাকায় গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৪৯ ভাগের চেয়ে ০.১০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। অর্থবছর ২০-এ গ্রামীণ এলাকায় গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৬৩ ভাগ ছিল। গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.৬৮ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.৯৯ ভাগে দাঁড়ায়। অপরদিকে, একই সময়ে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.৫৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ৪.৮৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৩.০৩, চার্ট ৩.০৬)।

৩.১১ শহর এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.১৭ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.১৫ ভাগে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, শহর এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এর শতকরা ৬.২৬ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.৮৮ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ৩.০৭)।

চার্ট ৩.০৬ গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি

(১২- মাস গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

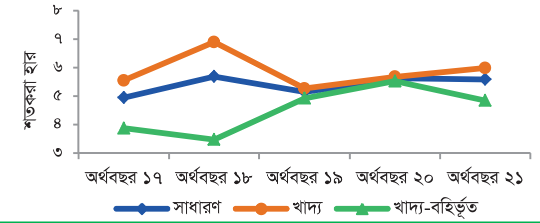

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.০৭ শহুরে মূল্যস্ফীতি

(১২- মাস গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

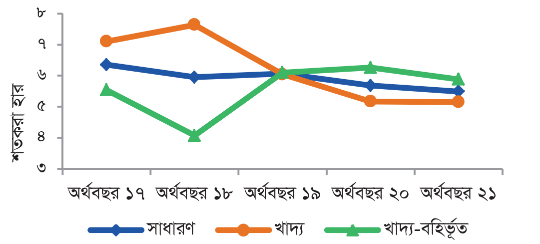

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন

৩.১২ দেশজ মোট খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন অর্থবছর ২১-এ ৩৮.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৩৭.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অর্থবছর ২১-এ সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ২০-এর সংগ্রহের তুলনায় ০.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন কম। অর্থবছর ২১-এ সরকারি ও বেসরকারিভাবে খাদ্যশস্য আমদানির মোট পরিমাণ ছিল ৬.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ২০-এর মোট আমদানির তুলনায় ০.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন বেশি ছিল। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থবছর ২১-এ ২.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়, যা গত অর্থবছরের বিতরণের তুলনায় ০.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন কম। অর্থবছর ২১ শেষে সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ২০ শেষে ১.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছিল (সারণি ৩.০৫)।

মজুরি হারের গতিধারা

৩.১৩ সাধারণ মজুরি হারের সূচকের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৬.১২ ভাগে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৬.৩৫ ভাগ ছিল। অর্থবছর ২১-এ কৃষি, শিল্প ও সেবা–এ তিনটি উপখাতের মজুরি হার সূচকের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.৩৯ ভাগ, শতকরা ৫.৫১ ভাগ এবং শতকরা ৬.০৭ ভাগ, যা অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ৬.৪৮ ভাগ, শতকরা ৫.৯৯ ভাগ এবং শতকরা ৬.৪১ ভাগ ছিল (সারণি ৩.০৬, চার্ট ৩.০৮)। কোভিড-১৯ মহামারির বারংবার অভিঘাতের কারণে তিনটি উপখাতে মজুরি হার সূচকের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কম ছিল। শিল্প উপখাতের মধ্যে উৎপাদন খাতের মজুরি হার সূচকের প্রবৃদ্ধি (শতকরা ৭.৪৩ ভাগ) নির্মাণ খাতের (শতকরা ৪.৪২ ভাগ) তুলনায় বেশি ছিল।

স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

৩.১৪ ২০২২ সালে উন্নত অর্থনীতি এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য ভোক্তা মূল্যসূচক-ভিত্তিক মূল্যস্ফীতির হার যথাক্রমে শতকরা ২.৩ ভাগ এবং শতকরা ৪.৯ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.০৭)। প্রক্ষেপণে বেশিরভাগ দেশে মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালে তার প্রাক-মহামারি স্তরে নেমে আসবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদের জন্য অত্যন্ত অনিশ্চিত মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস রয়েছে। এ অনিশ্চিত মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাসের পেছনে প্রধান তিনটি কারণ হলো আবাসন মূল্য, শ্রমবাজারের কাঠামোগত রূপান্তর এবং খাদ্যমূল্য। উল্লেখ্য যে, মহামারি শুরু হবার পর থেকে বিশ্বব্যাপী খাদ্যমূল্য শতকরা ৪০.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইএমএফ-এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২১ অনুসারে, বিশেষত স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে এ পরিস্থিতির কিছু প্রভাব আছে যেখানে ভোক্তা ব্যয়ের ঝুড়িতে খাদ্যপণ্যের অংশ বেশি। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) খাদ্যমূল্য সূচক মে ২০২১-এ দাঁড়ায় ১২৭.১, যা জুন ২০২০-এ ৯৩.১ ছিল।

চার্ট ৩.০৮ মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি : অর্থবছর ১১=১০০)

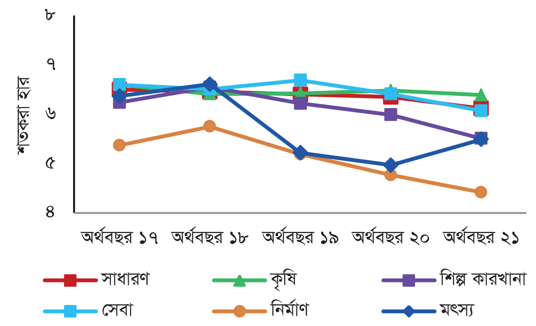

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.০৫ খাদ্য পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মেট্রিক টন)

বিবরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	৩৭.৩	৩৭.৩	৪০.০	৩৯.৬
উৎপাদন	৩৭.৪	৩৭.৪	৩৭.৬	৩৮.৭
মোট আমদানি (সরকারি এবং বেসরকারি)	৯.৮	৫.৮	৬.৪	৬.৭
সংগ্রহ	১.৫	২.৪	১.৯	১.৬
সরকারি খাদ্য বিতরণ	২.১	২.৬	২.৮	২.৩
মজুদ	১.৩	১.৭	১.১	১.৪

উৎস : খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সারণি ৩.০৬ মজুরি হার সূচকের গতিধারা

(ভিত্তি : অর্থবছর ১১=১০০)

খাত	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
সাধারণ	১৫০.৫৯	১৬০.২৩	১৭০.৩৯	১৮০.৮৩
	(৬.৪৬)	(৬.৪০)	(৬.৩৫)	(৬.১২)
কৃষি	১৫০.২৭	১৫৯.৯২	১৭০.২৮	১৮১.১৬
	(৬.৪১)	(৬.৪২)	(৬.৪৮)	(৬.৩৯)
কৃষি	১৫০.২৩	১৫৯.৯১	১৭০.৩২	১৮১.২৩
	(৬.৪০)	(৬.৪৪)	(৬.৫১)	(৬.৪১)
মৎস্য	১৫২.৬৩	১৬০.৫৯	১৬৮.৫৮	১৭৭.৮৪
	(৬.৬১)	(৫.২২)	(৪.৯৭)	(৫.৪৯)
শিল্প	১৪৯.৪৫	১৫৮.৭৪	১৬৮.২৪	১৭৭.৫২
	(৬.৫৫)	(৬.২২)	(৫.৯৯)	(৫.৫১)
নির্মাণ	১৪৫.৩২	১৫২.৮৬	১৬০.১৭	১৬৭.২৪
	(৫.৭৫)	(৫.১৯)	(৪.৭৭)	(৪.৪২)
উৎপাদন	১৫৭.৮১	১৭০.৬৬	১৮৪.৬৫	১৯৮.৩৭
	(৮.০৮)	(৮.১৪)	(৮.২১)	(৭.৪৩)
সেবা	১৫৪.৪৪	১৬৪.৭৮	১৭৫.৩৩	১৮৫.৯৯
	(৬.৫১)	(৬.৬৯)	(৬.৪১)	(৬.০৭)

নোট : বন্ধনীস্থিত সংখ্যাগুলো শতকরা হার নির্দেশক।
উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৩.১৫ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ষাণ্মাসিক প্রকাশনা ফুড আউটলুক, জুন ২০২১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২১-২২-এ বিশ্বে চালের উৎপাদন ও

ব্যবহার নতুন উচ্চতায় উঠবে এবং একইসাথে মজুদও যথেষ্ট থাকবে। স্বাভাবিক উৎপাদন অবস্থা বিবেচনায় বিশ্বে ধানের উৎপাদন ২০২১ সালে শতকরা ১.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫১৯.১ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। পুরনো মজুদ ও ২০২১ সালের প্রক্ষেপিত সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ২০২১-২২ মৌসুমে বিশ্বে গমের সরবরাহ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ২০২১ সালে গম উৎপাদন গত বছরের তুলনায় শতকরা ১.৪ ভাগ বেড়ে নতুন সর্বকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৭৮৫.৮ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়।

৩.১৬ বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে অর্থবছর ২২-এর জন্য বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি হারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে শতকরা ৫.৩০ ভাগ। অর্থবছর ২২-এর প্রথম চার মাস শেষে (জুলাই-অক্টোবর ২০২১) গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ৫.৫০ ভাগ, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ০.২০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। একই মাসে গড় খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫.৩২ ভাগ ও ৫.৬৪ ভাগ। পণ্য ঝুড়িতে খাদ্যপণ্যের গুরুত্ব অধিক হওয়ার কারণে খাদ্যপণ্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর দেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বিশ্ববাজারে সম্প্রতি খাদ্য মূল্যের ক্রমবর্ধমান ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। তবে, অর্থবছর ২১-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে চালের প্রচুর উৎপাদন এবং দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস হতে সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে আগামী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতির চাপ কমবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিপুল পরিমাণ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন সত্ত্বেও মুদ্রা সরবরাহ সংযত ছিল এবং চলতি অর্থবছর ২২-এও তা নিরাপদ সীমার মধ্যে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়া, ২০২২ সালের মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতুর মতো কিছু বড় অবকাঠামো প্রকল্পের সমাপ্তির পর আগামী মাসগুলোতে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ পরিস্থিতি ও শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। উল্লিখিত বিষয়গুলো বাংলাদেশের নিকটবর্তী, স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি সময়ে মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসের পক্ষে অনুকূল হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে, কোভিড-১৯ এর মহামারি পরিস্থিতির আরো অবনতি, বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ক্ষতি, মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যার যথাযথ প্রতিকার সুবিবেচনায় রাখতে হবে।

সারণি ৩.০৭ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

(শতকরা হার)

	২০১৯	২০২০	২০২১[প্র]	২০২২[প্র]
বিশ্ব	৩.৫	৩.২	৪.৩	৩.৮
উন্নত অর্থনীতি	১.৪	০.৭	২.৮	২.৩
ইউরো অঞ্চল	১.২	০.৩	২.২	১.৭
উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৫.১	৫.১	৫.৫	৪.৯
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়া	৩.৩	৩.১	২.৩	২.৭
বাংলাদেশ	৫.৫	৫.৬	৫.৮	৫.৬
চীন	২.৯	২.৪	১.১	১.৮
ভারত	৪.৮	৬.২	৫.৬	৪.৯
পাকিস্তান	৬.৭	১০.৭	৮.৯	৮.৫
শ্রীলংকা	৪.৩	৪.৬	৫.১	৬.৩
যুক্তরাষ্ট্র	১.৮	১.২	৪.৩	৩.৫

[প্র] প্রক্ষেপণ

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, আইএমএফ, অক্টোবর ২০২১।

মুদ্রা ও ঋণ

অর্থবছর ২১-এ মুদ্রা এবং ঋণনীতির অর্জনসমূহ

৪.১ কোভিড-১৯ মহামারিজনিত বৈরী প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য মূল্যস্ফীতিকে প্রশমিতকরণের পাশাপাশি জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ব্যাপক প্রণোদনা প্যাকেজে সহায়তা করার দ্বৈত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২১-এর জন্য মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং আর্থিক কার্যক্রমসমূহ প্রণয়ন করে। মূল্যস্ফীতিকে শতকরা ৫.৪০ ভাগে সীমিত রাখা এবং অর্থবছর ২১-এর জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে ৮.২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রণীত এ মুদ্রানীতি ভঙ্গি ছিল মূলত সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী। প্রলম্বিত কোভিড-১৯ এর কারণে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রত্যাশিতভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসায় জানুয়ারি ২০২১-এ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রাকে অপরিবর্তিত রেখে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৭.৪ ভাগে নামিয়ে আনা হয়।

৪.২ কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং কোভিডজনিত কারণে সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নতা ও সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মূল্যের চাপ সত্ত্বেও অর্থবছর ২১-এ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য মোটামুটি অর্জিত হয়। সিপিআইভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের শতকরা ৫.৬৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৫.৫৬ ভাগে দাঁড়ায়, যদিও তা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৪০ ভাগের কিছুটা উপরে ছিল। সাধারণ মূল্যস্ফীতির উপাদানগুলোর মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর দাম বিশেষ করে ভোজ্য তেল, মশলা, চিনি, গম ও চাল এবং খাদ্য বহির্ভূত উপাদানসমূহের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত এবং আসবাবপত্র ও গৃহস্থালী সরঞ্জামাদি ও এর পরিচালন ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে লক্ষ্যমাত্রার উপরে অবস্থান করে। অর্থবছর ২১-এর জন্য প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.৯৪ ভাগে দাঁড়ায়, যা গত বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩.৪৫ ভাগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি সহায়ক নজিরবিহীন নীতি পদক্ষেপের ফলে কৃষি ও শিল্প খাতে পর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধির কারণে মূলত অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি পায়।

৪.৩ কোভিড-১৯ এর বারংবার আঘাত সত্ত্বেও, আর্থিক হিসাবে অর্থপূর্ণ অন্তঃপ্রবাহের পাশাপাশি চলতি হিসাবের ঘাটতি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায়, অর্থবছর ২০-এর ৩.২ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় অর্থবছর ২১-এ সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে (BOP) উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। রেমিট্যান্সের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি এবং জোরালো রপ্তানি আয়ের ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি অর্থবছর ২০-এ ৫.৪ বিলিয়ন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৪.৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্তের ফলে, নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত ২০.১ শতাংশের তুলনায় বেশি (শতকরা ২৭.৫ ভাগ) থাকে, যেখানে জুন ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ঋণের চাহিদার স্বল্পতার কারণে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত শতকরা ১৩.৬ ভাগের বিপরীতে দাঁড়ায় শতকরা ৯.৭ ভাগ। বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল রাখতে পর্যাপ্ত পুনঃঅর্থায়নের যোগান ও বিভিন্ন প্রণোদনামূলক প্যাকেজের ফলে জুন ২০২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (শতকরা ২২.৪ ভাগ) নির্ধারিত শতকরা ১৩.৫ ভাগের তুলনায় বেশি ছিল। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীর গতি, ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগে আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং চলমান কোভিড-১৯ মহামারিতে ব্যাংকের নগদ জমা বৃদ্ধির ফলে জুন ২০২১-এর জন্য ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫.০ ভাগের তুলনায় কম (শতকরা ১৩.৬ ভাগ) ছিল। প্রধানত জাতীয়

সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে সরকারের নিট ঋণসহ সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি সমগ্র অর্থবছর-২১ ব্যাপী প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। ঋণের গুণমান বজায় রাখতে ব্যাংকগুলোর অবিচল মনোভাবের পাশাপাশি মার্চ ২০২১-এর মাঝামাঝি হতে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রবল প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জুন ২০২১-এর জন্য নির্ধারিত শতকরা ১৪.৮ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে জুন ২০২১-এ দাঁড়ায় শতকরা ৮.৪ ভাগ।

৪.৪ সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী ভঙ্গি অনুসরণ করে, বাংলাদেশ ব্যাংক সমগ্র অর্থবছর-২১ ব্যাপী বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিভিন্ন নীতি পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে। পদক্ষেপসমূহের মধ্যে বিভিন্ন নীতি সুদ হার হ্রাস এবং ব্যাংকগুলোর দীর্ঘমেয়াদি তারল্য চাহিদা বজায় রাখতে তাদের নিকট রক্ষিত অতিরিক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়, স্বল্প খরচে বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রবর্তন, স্থগিতাদেশ সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় নিষ্পন্নকরণের জন্য সময় বর্ধিতকরণ এবং সিএমএসএমই-এর মাধ্যমে তুলনামূলক কম খরচে সহজে ঋণ পাওয়ার জন্য একটি নতুন ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রবর্তন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেমিট্যান্সের জোরালো অন্তঃপ্রবাহ এবং উদ্ভূত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রভাবে আর্থিক হিসাবে অর্থপূর্ণ উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জুন ২০২১ শেষে রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। সরকার কর্তৃক শতকরা দুই ভাগ নগদ প্রণোদনা প্রদান কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণের পাশাপাশি মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার নীতির কারণেই প্রধানত অর্থবছর ২১-এ রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ (শতকরা ৩৬.১০ ভাগ) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব কমানো এবং অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তাসমূহ প্রদান করে আসছে। কৃষি ও সিএমএসএমইতে আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ ছিল: কৃষি ও পল্লি ঋণের সুদ হার সর্বোচ্চ শতকরা ৯.০ ভাগ থেকে শতকরা ৮.০ ভাগে নামিয়ে আনা, এপ্রিল ২০২০ হতে শস্য উৎপাদন ও ফসল সংগ্রহ খাতে কৃষি ঋণের সুদ হার হ্রাস করে শতকরা ৪.০ ভাগে আনয়ন, মৎস্য ও পশুপালন খাতে ঋণ প্রদান এবং সিএমএসএমই এবং অন্যান্য খাতে ২০.০ বিলিয়ন টাকার একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সিআরআর এবং রেপো হার হ্রাসের পাশাপাশি মেয়াদি রেপোর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ব্যাংকগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের সাথে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে আন্তঃব্যাংক কলমানি ও বৈদেশিক মুদ্রা উভয় বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে; যদিও টাকা-ডলার বিনিময় হারে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ০.০৪ ভাগ অবমূল্যায়ন ঘটে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্বস্তিদায়ক অবস্থার পাশাপাশি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ক্রমবর্ধিষ্ণু বাংলাদেশ অর্থনীতির শক্তি ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগকারীগণের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

৪.৫ প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থবছর ২১-এ আর্থিক এবং ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অ্যাংকর (Anchor) চলকসমূহ যেমন: ব্যাপক মুদ্রা, রিজার্ভ মুদ্রা ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ১৫.০ ভাগ, শতকরা ১৩.৫ ভাগ ও শতকরা ১৭.৪ ভাগের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপিত হয়। উপরোক্ত প্রক্ষেপণের বিপরীতে ব্যাপক মুদ্রা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৩.৬ ভাগ। প্রকৃত নিট বৈদেশিক সম্পদ প্রোগ্রাম পাথের উপরে থাকলেও সরকারি খাতে ঋণ ও নিট

অভ্যন্তরীণ সম্পদ নির্ধারিত প্রোগ্রামের নিচে ছিল। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ায়, শতকরা ১৩.৬ ভাগ প্রক্ষেপণের বিপরীতে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অনেকটা কমে শতকরা ৯.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ১৩.৪ ভাগ। অর্থবছর ২১-এ বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৪.৮ ভাগ প্রক্ষেপণের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে তা দাঁড়ায় শতকরা ৮.৪ ভাগে। জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহ অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে সরকারের অতিরিক্ত নিট ঋণ গ্রহণের ফলে, বিশেষ করে জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, সরকারি খাতে নিট ঋণ প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩১.৭ ভাগ প্রক্ষেপণের বিপরীতে দাঁড়ায় শতকরা ২১.২ ভাগ। ফলে অর্থবছর ২১-এ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৭.৪ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতকরা ১০.৩ ভাগে পরিমিত থাকে। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির প্রক্ষেপণ ও প্রকৃত অবস্থা এবং ব্যাপক মুদ্রার প্রধান উপাদানসমূহের গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৪.০১ এবং চার্ট ৪.০১-এ দেখানো হলো।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

৪.৬ ব্যাপক মুদ্রাকে লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে এবং সার্বিকভাবে মুদ্রা সরবরাহ প্রক্ষেপণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তারল্য সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ মুদ্রাকে প্রায়োগিক লক্ষ্য (Operating Target) হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যাপক মুদ্রাকে প্রক্ষেপণের মধ্যে রাখার নিমিত্তে রিজার্ভ মুদ্রাকে প্রভাবিত করতে সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলামের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ ব্যবহৃত হয়।

৪.৭ ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থবছর ২১-এর জন্য রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয় শতকরা ১৩.৫০ ভাগ, যেখানে এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ২২.৪ ভাগ। মূলত নিট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধির প্রভাবে রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

চার্ট ৪.০১ ব্যাপক মুদ্রা (এমর)-এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি

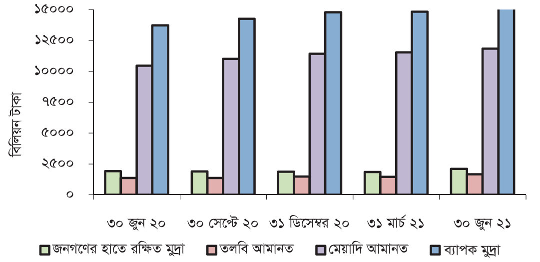

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.০২ অভ্যন্তরীণ ঋণ ও এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি

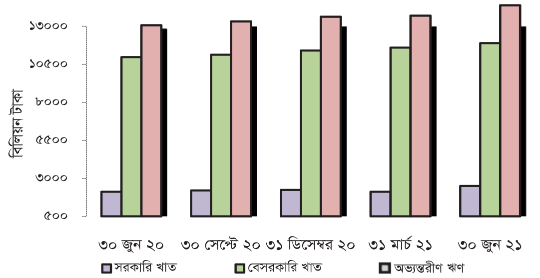

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০১ মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং প্রকৃত উন্নয়ন

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	জুন ২০২০ শেষে	জুন ২০২১ শেষে	
	প্রকৃত	প্রক্ষেপিত	প্রকৃত
১. নিট বৈদেশিক সম্পদ	২৯৯৯.১ (১০.২)	৩৬০১.৯ (২০.১)	৩৮২২.৪ (২৭.৫)
২. নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১০৭৩২.০ (+১৩.৪)	১২১৮৮.৯ (+১৩.৬)	১১৭৭৭.২ (+৯.৭)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	১২৯৪৩.০ (+১৩.৭)	১৫১৯২.০ (+১৭.৪)	১৪২৭৮.৯ (+১০.৩)
i) সরকারি খাতে ঋণ [১/]	১৯৭০.৪ (৫৩.৪)	২৫৯৫.৪ (+৩১.৭)	২৩৮৮.৩ (+২১.২)
ii) বেসরকারি খাতে ঋণ	১০৯৭২.৭ (+৮.৬)	১২৫৯৬.৬ (+১৪.৮)	১১৮৯০.৬ (+৮.৪)
খ) অন্যান্য দায়/ সম্পদ (নিট)	-২২১১.০	-৩০০৩.১	-২৫০১.৮
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান (i+ii)	৩২৭৬.৪ (+২০.২)	-	৩৭৫০.৩ (+১৪.৫)
i) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৯২১.১ (+২৪.৫)	-	২০৯৫.২ (+৯.১)
ii) তলবি আমানত [২/]	১৩৫৫.৩ (+১৪.৬)	-	১৬৫৫.১ (+২২.১)
৪. মেয়াদি আমানত	১০৪৫৪.৭ (+১০.৫)	-	১১৮৪৯.২ (+১৩.৩)
৫. ব্যাপক মুদ্রা যোগান (১+২) বা (৩+৪)	১৩৭৩১.১ (+১২.৭)	১৫৭৯০.৮ (+১৫.০)	১৫৫৯৯.৫ (+১৩.৬)

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছরভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক,
[১/] সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. lending fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
[২/]মনিটারি অথরিটির তলবি আমানত বাদ দেয়া হয়েছে ।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অর্থবছর ২১-এ ৮২৭.২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৫০.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যেখানে ৩৩০৪.৬ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল। রেমিট্যান্সের জোরালো অন্তঃপ্রবাহ এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বৃদ্ধির ফলে নিট বৈদেশিক সম্পদের জোরালো প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রাকে তার লক্ষ্যমাত্রার গতিপথের উপরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ ঋণ অর্থবছর-২০ এর ৪৯৮.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৪৭৫.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যদিও তা ২৫৬.৩ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সরকারি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ হ্রাসের দরুন অভ্যন্তরীণ ঋণ হ্রাস পায়। সরকারি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ অর্থবছর ২০-এর ৪৩০.৪ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে ১৪৩.৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩৩.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ দাঁড়ায় ২৮৬.৫ বিলিয়ন টাকায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অর্থবছর ২১-এ ১২০.৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৭৭.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮৮.৭ বিলিয়ন টাকা, যেখানে অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রকৃত ঋণ গ্রহণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬৭.৯ বিলিয়ন টাকা। অন্যান্য সম্পদ খাতে নিট দায়ের স্থিতি অর্থবছর ২০-এর (-) ৩৮২.৮ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে অর্থবছর ২১-এ ১৬৭.৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে (-) ৫৫০.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনায় অন্যান্য সম্পদে নিট দায়ের পরিমাণ বেশি থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (NDA) অর্থবছর ২১-এর (-) ৮২.৮ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে জুন ২০২১-এ দাঁড়ায় (-) ৭৫.৪ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ রিজার্ভ মুদ্রার কর্মসূচি ও প্রকৃত গতিধারা সারণি ৪.০২-এ প্রদর্শিত হলো। প্রক্ষেপণের বিপরীতে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তথ্য চার্ট ৪.০৩-এ দেখানো হলো।

চার্ট ৪.০৩ অর্থবছর ২১-এ এমং ও আরএম এর প্রক্ষেপিত ও প্রকৃত পরিস্থিতি

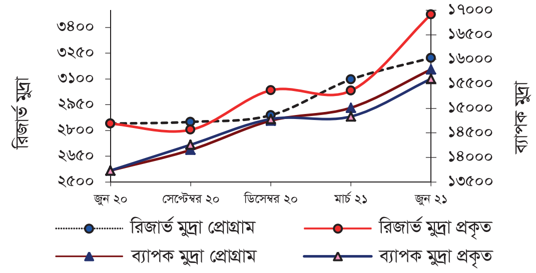

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০২ রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি

(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০২০ শেষে	জুন ২০২১ শেষে	
	প্রকৃত স্থিতি	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত স্থিতি
১। নিট বৈদেশিক সম্পদ[১/@]	২৬৯৭.৩	-	৩৫৪৯.৭
নিট বৈদেশিক সম্পদ[২/@]	২৭২৩.১	৩৩০৪.৬	৩৫৫০.৩
২। নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ[১/]	১৪১.৩	-	-৭৪.৯
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ[২/]	১১৫.৬	-৮২.৮	-৭৫.৪
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	৪৯৮.৩	২৫৬.৩	৪৭৫.৩
	(৪৮.৭)	(-৪৮.৬)	(-৪.৬)
i) সরকারি খাতে ঋণ[৩/]	৪৩০.৪	১৮০.৪	২৮৬.৫
	(৫২.৯)	(-৫৮.১)	(-৩৩.৪)
ii) তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ[৪/]	৬৭.৯	৭৫.৯	১৮৮.৭
	(+২৭.০)	(+১১.৮)	(+১৭৭.৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নিট)	-৩৮২.৮	-৩৩৯.১	-৫৫০.৭
৩। রিজার্ভ মুদ্রা	২৮৩৮.৬	৩২২১.৮	৩৪৭৪.৯
(ক+খ) বা (১+২)	(+১৫.৭)	(+১৩.৫)	(+২২.৪)
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা	২০৮০.৯	২৪৩৭.৩	২২৬৮.৯
	(+২২.১)	(+১৭.১)	(+৯)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে	৭৫৭.৭	৭৮৪.৫	১২০৬.০
ব্যাংকসমূহের জমা [৫/@]	(+১.০)	(+৩.৫)	(৫৯.২)
৪। মুদ্রা গুণক (এম২/রিজার্ভ মুদ্রা)	৪.৮৪	৪.৯০	৪.৪৯

নোট : বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছরভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

১/ মাস শেষের বিনিময় হার ব্যবহার করে আর্থিক জরীপ উপাত্ত হতে হিসাবায়িত।

২/ স্থির বিনিময় হারের (জুন ২০১৯ শেষে) ভিত্তিতে হিসাবায়িত।

৩/ সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৪/ তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত কেবলমাত্র “ঋণ ও আগাম” বিবেচিত হয়েছে।

৫/ বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং নন-ব্যাংক ডিপোজিট ব্যতীত।

@ বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং অফশোর ব্যাংক হিসাব ব্যতীত।

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

৪.৮ মুদ্রা গুণক অর্থবছর ২০-এর ৪.৮৪ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ দাঁড়ায় ৪.৪৯। সাধারণত ব্যাংক, জনগণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম দ্বারা রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ও মুদ্রা-আমানত অনুপাতের

পরিবর্তনের ফলে মুদ্রা গুণক প্রভাবিত হয়। রিজার্ভ-আমানত অনুপাত অর্থবছর ২০-এর ০.০৭৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ দাঁড়ায় ০.১০২ যার প্রভাবে মুদ্রা গুণক হ্রাস পায়। অন্যদিকে, মুদ্রা-আমানত অনুপাত অর্থবছর ২০-এর ০.১৬৩ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ দাঁড়ায় ০.১৫৫ যা মুদ্রা গুণক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। উক্ত অনুপাতদ্বয়ের পারস্পরিক বিপরীতমুখী শক্তি অর্থবছর ২১-এ মুদ্রা গুণকের মান হ্রাসে সহায়তা করে।

মুদ্রার আয় গতি

৪.৯ মুদ্রার আয় গতি (জিডিপি/ব্যাপক মুদ্রা) অর্থবছর ২০-এর ২.৩১ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ দাঁড়ায় ২.২৩ (সারণি ৪.০৩)। মুদ্রার আয় গতি অর্থবছর ১৬ থেকে অর্থবছর ১৯ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির পর অর্থবছর ২০ থেকে তা হ্রাস পায়, যা মহামারিকালীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মন্থর গতি হেতু নামিক আয় প্রবৃদ্ধির তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার দ্রুত প্রবৃদ্ধির হারকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে, ব্যাপক মুদ্রার আয় গতি অর্থবছর ২০-এর শতকরা ৪.৬৩ ভাগ হ্রাসের তুলনায় অর্থবছর ২১-এ হ্রাস পায় শতকরা ২.১৬ ভাগ। অর্থবছর ১৬ হতে অর্থবছর ২১ পর্যন্ত সময়ের মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তন এবং তাদের পরিবর্তনের মাত্রা সারণি ৪.০৩-এ প্রদর্শিত হলো। অর্থবছর ১৬ হতে অর্থবছর ২১ পর্যন্ত সময়কালে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি, বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতি চার্ট ৪.৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৪.১০ ব্যাংক ঋণের স্থিতি (বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) অর্থবছর ২১-এ ৮৮৮.৭৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.০৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৯০৫.১৭ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ৯৭৪.৫৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.৭১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১০১৬.৩৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ব্যাংকগুলোর ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ এবং আগাম উভয়ই বৃদ্ধির

চার্ট ৪.০৪ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এমং২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয় গতির গতি প্রকৃতি

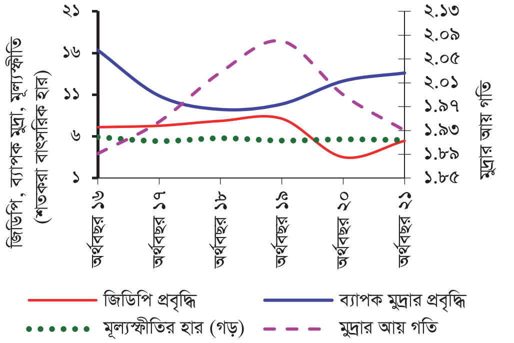

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৩ মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি
অর্থবছর ১৬	২০৭৫৮.২১	৯১৬৩.৭৮	২.২৭
অর্থবছর ১৭	২৩২৪৩.০৭	১০১৬০.৭৬	২.২৯ (০.৯৮)
অর্থবছর ১৮	২৬৩৯২.৪৮	১১০৯৯.৮১	২.৩৮ (৩.৯৪)
অর্থবছর ১৯	২৯৫১৪.২৯	১২১৯৬.১২	২.৪২ (১.৭৮)
অর্থবছর ২০	৩১৭০৪.৬৯	১৩৭৩৭.৩৫	২.৩১ (-৪.৬৩)
অর্থবছর ২১	৩৫৩০১.৮৫	১৫৬০৫.৩৯	২.২৬ (-২.১৬)

নোট : বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৪ ব্যাংক ঋণের* ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট
৩০ জুন ২০	১০৭৭৬.৮৪ (৯৭.৮৩)	২৩৯.৫৫ (২.১৭)	১১০১৬.৩৯
৩০ সেপ্টেম্বর ২০	১০৯২৫.৯৯ (৯৭.৮৭)	২৩৭.৯৪ (২.১৩)	১১১৬৩.৯৩
৩১ ডিসেম্বর ২০	১১২২৮.৪৩ (৯৮.০৭)	২২০.৬৪ (১.৯৩)	১১৪৪৯.০৭
৩১ মার্চ ২১	১১৩৮২.৭৫ (৯৭.৯৬)	২৩৭.৫১ (২.০৪)	১১৬২০.২৬
৩০ জুন ২১	১১৬৬৪.৯২ (৯৭.৯৮)	২৪০.২৫ (২.০২)	১১৯০৫.১৭

নোট : বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো মোট ব্যাংক ঋণের স্থিতির শতকরা অংশ নির্দেশক।
* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃব্যাংক ঋণ বাদে
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

কারণে অর্থবছর-২১ এ ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২১-এ আগাম ৮৮৮.০৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৬৬৪.৯২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ১০৪০.৭০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১০.৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭৭৬.৮৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ অর্থবছর ২১-এ ০.৭০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ০.২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৪০.২৫ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ৬৬.১৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২১.৬৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৩৯.৫৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহ সারণি ৪.৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক আমানত

৪.১১ ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক আমানত বাদে) অর্থবছর ২১-এ ১৭৭৮.৯৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.০২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪৪৬৯.৯২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ১২১৭.৮৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১০.৬১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৬৯০.৯৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। সব ধরনের আমানত বৃদ্ধির কারণে আলোচ্য অর্থবছরে মোট ব্যাংক আমানত বৃদ্ধি পায়। তলবি আমানত ৩০১.৯৬ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২২.২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ১৬৫৭.২৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়; যেখানে অর্থবছর ২০-এ তা ১৭৩.১০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.৬৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫৫.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। মেয়াদি আমানত অর্থবছর ২১-এ ১৩৯৫.৯৬ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৩.৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৮৫০.৬৭ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ৯৯১.৫৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১০.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৫৪.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। সরকারি আমানত অর্থবছর ২১-এ ৮০.৭৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৬১.৭৭ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ৫৩.২০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা

চার্ট ৪.০৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা

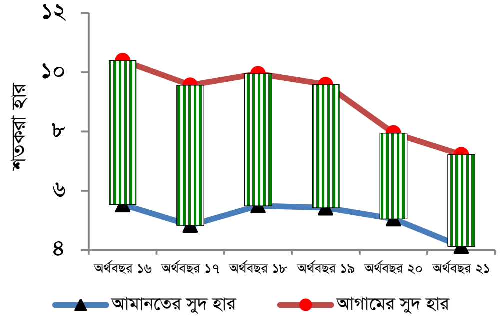

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৫ ব্যাংক আমানত*-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	মোট আমানত
৩০ জুন ২০	১৩৫৫.২৮	১০৪৫৪.৭১	৮৮০.৯৯	১২৬৯০.৯৯
৩০ সেপ্টেম্বর ২০	১৩৫৭.৮৮	১১০০৬.৬০	৮৬৫.৮৪	১৩২৩০.৩২
৩১ ডিসেম্বর ২০	১৪৮১.৭২	১১৪২৩.০০	৯২১.৪৫	১৩৮২৬.১৭
৩১ মার্চ ২০	১৪৪৯.৫৬	১১৫৪০.১৬	৯১৫.২৭	১৩৯০৪.৯৯
৩০ জুন ২১	১৬৫৭.২৪	১১৮৫০.৬৭	৯৬১.৭৭	১৪৪৬৯.৬৮

* আন্তঃব্যাংক ও রেস্ট্রিকটেড আমানত বাদে।

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৬ তফসিলি ব্যাংকসমুহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা এবং তাদের মধ্যকার ব্যাপ্তি (spread)

খাত	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
আমানত	৫.৫৪	৪.৮৪	৫.৫০	৫.৪৩	৫.০৬	৪.১৩
আগাম	১০.৩৯	৯.৫৬	৯.৯৫	৯.৫৮	৭.৯৫	৭.৩৩
ব্যাপ্তি	৪.৮৫	৪.৭২	৪.৪৫	৪.১৫	২.৮৯	৩.২০

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৭ তারল্য নির্দেশকসমূহ

(শতকরা হার)

তারিখ	এডিআর (ADR)	ঋণ আমানত অনুপাত	আন্তঃ ব্যাংক	রেপো হার	রিভার্স রেপো হার
৩০ জুন ২০২০	৭৬.২২	০.৮৭	৫.০২	৫.২৫	৪.৭৫
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	৭৪.০১	০.৮৪	২.৬৬	৪.৭৫	৪.০০
৩১ ডিসেম্বর ২০২০	৭২.৬৯	০.৮৩	২.১২	৪.৭৫	৪.০০
৩১ মার্চ ২০২১	৭২.৮২	০.৮৪	১.৮৩	৪.৭৫	৪.০০
৩০ জুন ২০২১	৭১.৫৫	০.৮২	২.২৩	৪.৭৫	৪.০০

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, পরিসংখ্যান বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক

বক্স ৪.০১ কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব প্রশমিত করার লক্ষ্যে মুদ্রা ও ঋণ নীতির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করায় উদীয়মান অর্থনীতির অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অভূতপূর্বভাবে হ্রাস পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রতিকূল অর্থনৈতিক প্রভাব প্রশমিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ সরকারের রাজস্বনীতির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপের সাথে মিল রেখে মুদ্রানীতির আওতায় বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত এ পদক্ষেপসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করা। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক মার্চ ২০২০ (যখন থেকে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আঘাত হানতে শুরু করে) হতে একটি মানানসই সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক খাতে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করে। মার্চ-জুলাই, ২০২০ সময়ে রেপো রেট ১২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৪.৭৫ শতাংশ করার পাশাপাশি ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো সুবিধা চালু করা হয়। এপ্রিল-জুন, ২০২০ সময়ে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম, অফ-শোর ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নগদ জমা সংরক্ষণ হার (সিআরআর) যথাক্রমে ১৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৪.০ শতাংশ, ৩৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ২.০ শতাংশ এবং ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ১.৫ শতাংশ করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকট রক্ষিত অতিরিক্ত সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড (সংবিধিবদ্ধ তারল্য হার বা এসএলআর বজায় রাখার পর) ক্রয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে।

এপ্রিল ২০২০ এ প্রচলিত ধারার ব্যাংকসমূহের আগাম-আমানত হার এবং শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ-আমানত হার ২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ ও ৯২ শতাংশ করা হয়েছে। ৭ এপ্রিল ২০২০ হতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল ২.৫ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি করে ৬.০ বিলিয়ন ডলার করা হয় এবং এর সুদের হার নির্ধারণ করা হয় ২.০ শতাংশ, যদিও ২৮ অক্টোবর ২০২০ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ সময়কালে তা ১.৭৫ শতাংশে নামানো হয়। জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ সময়ে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার নিমিত্তে ৫.০০ বিলিয়ন টাকার একটি স্টার্ট-আপ তহবিল এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়নের নিমিত্তে ১০.০ বিলিয়ন টাকার একটি প্রযুক্তি উন্নয়ন/আপগ্রেডেশন তহবিল গঠন করা হয়। দেশীয় অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনতে সরকার কর্তৃক জুন ২০২১ পর্যন্ত গৃহীত ১.৩৫ ট্রিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের আওতায় রপ্তানিমুখী শিল্প, কৃষি ও সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ৪১৫ বিলিয়ন টাকার বেশ কয়েকটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করে। এ সকল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং চলতি মূলধন ঋণ ও সিএমএসএমই খাতের জন্য বর্ধিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম করোনা ভাইরাস মহামারি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধার এবং অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে সহায়ক হয়।

এছাড়া, নন-পারফর্মিং ঋণের শ্রেণিকরণ স্থগিতকরণ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতি শিথিলকরণ, ক্রেডিট কার্ডের ফি ও সুদ মওকুফকরণ, ঋণের সুদ পরিশোধ স্থগিতকরণ, ব্যাংকের জন্য ক্রেডিট রিস্ক রেটিং নিয়ম শিথিলকরণ, এলসি'র মেয়াদ বাড়ানো, কৃষি ঋণের সুদ হার হ্রাসকরণ, স্বল্প-মেয়াদি কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থিক পরিষেবাসমূহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিলম্বিত/মেয়াদ সম্প্রসারণ সুবিধাভোগী ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত ১.০ শতাংশ সাধারণ প্রভিশন আরোপ করে।

এ পর্যন্ত গৃহীত সকল নীতিগত পদক্ষেপ স্বল্প খরচে অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিতকরণে সহায়তা করেছে, যা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে সহায়তা করছে। একই সময়ে, বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন ধরনের অনাকাংখিত মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং সম্পদ মূল্যের বুদবুদ সৃষ্টির বিষয়ে সতর্ক রয়েছে, যাতে কোনো কিছুই আমাদের অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করতে না পারে।

৬.৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮০.৯৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। অর্থবছর ২১-এ ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি সারণি ৪.০৫-এ দেখানো হলো।

ঋণ/আমানত অনুপাত

৪.১২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমুহ বাদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ/আমানত অনুপাত জুন ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ০.৮২, যা জুন ২০২০ শেষে ছিল ০.৮৭। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ঋণের চাহিদা কমার ফলে অর্থবছর ২১-এ ঋণ/আমানত অনুপাতে কিছুটা হ্রাস প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ

৪.১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অর্থবছর ২১-এ ২৩৩.২৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪৬.৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৩৬.২৬ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ১৪৯.৩০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪২.২১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৩.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। কোভিড-১৯ উদ্ভূত অভিঘাত মোকাবেলায় অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্বল্প খরচের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমুহের জমা এবং তাদের সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৪.১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমার পরিমাণ ২০২১-এর জুন শেষে ব্যাপকভাবে ৪৪৮.২৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৫৯.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২০৫.৯৭ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২০ সালের জুন শেষে ৭.৫৬ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.০১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫৭.৬৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। তফসিলি ব্যাংকসমূহের সিন্দুকে রক্ষিত টাকার পরিমাণ ২০২১-এর জুন শেষে ১৩.৯১ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৩.৭১ বিলিয়ন টাকা,

সারণি ৪.০৮ ব্যাংকে বিরাজমান উদ্বৃত্ত তরল সম্পদের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	সরকারি মালিঃ ব্যাংকসমূহ	বিশেঃ ব্যাংকসমূহ	বেসরকারি মালিঃ ব্যাংকসমূহ (ইসঃ ব্যাংক ব্যতীত)	ইসলামি ব্যাংকসমূহ	বিদেশি ব্যাংকসমূহ	সর্বমোট
৩০ জুন ২০২০	৫৪৬.৭৩	০.০০	৫৫৬.৮৫	৯৩.৫২	১৯৮.৬৮	১৩৯৫.৭৮
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	৬১১.৪৪	০.০০	৭১৫.১৪	১৬৮.৯১	২০১.০৯	১৬৯৬.৫৮
৩১ ডিসেম্বর ২০২০	৮৩৬.৪৪	০.০০	৬৯৪.৯৩	২৯৩.৮৭	২২১.৯৪	২০৪৭.১৮
৩১ মার্চ ২০২১	৮৭৯.২৩	০.০০	৫৮৭.৩৪	২৮৫.৫৭	২৩২.৫২	১৯৮৪.৬৬
৩০ জুন ২০২১	১০৪৬.৭৫	০.০০	৭০৭.৫৭	৩২৭.৬০	২৩২.৭১	২৩১৪.৬৩

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

যা ২০২০-এর জুন শেষে ১.২০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ০.৭৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৫৯.৮০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল।

নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)

৪.১৫ অর্থবছর ২০-এ অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় রাখতে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) দুই ধাপে ১৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৪ ভাগে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা অর্থবছর ২১-এ অপরিবর্তিত থাকে। ব্যাংকসমূহকে দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) শতকরা ৪ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে এ জমার হার ন্যূনতম শতকরা ৩.৫ ভাগে বজায় রাখতে হয়, যা ১৫ এপ্রিল ২০২০ হতে কার্যকর হয়েছে।

সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)

৪.১৬ ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৩৩-এর উপ-ধারা (২)-এ আনীত সংশোধনী অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (SLR) পৃথকভাবে পরিপালন করতে হয়। (ক) প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে সিআরআর-এর অতিরিক্ত নগদ জমাসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজে বিনিময়যোগ্য

সম্পদের রক্ষণীয় মাত্রা দৈনিক ভিত্তিতে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ন্যূনতম শতকরা ১৩.০ ভাগ এবং (খ) শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে তা শতকরা ৫.৫ ভাগ নির্ধারিত ছিল। এ নির্দেশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়ে তা অর্থবছর ২১-এ অপরিবর্তিত থাকে।

ব্যাংক রেট

৪.১৭ পরিবর্তিত বাজার সুদ হার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা যৌক্তিকীকরণের জন্য ২০০৩ সাল থেকে অপরিবর্তিত থাকা ব্যাংক রেট শতকরা ৫.০ ভাগ হতে হ্রাস করে ২৯ জুলাই ২০২০-এ শতকরা ৪.০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার

৪.১৮ মুদ্রাবাজারে পর্যাপ্ত তারল্য স্থিতির পাশাপাশি বাজার সুদ হার যৌক্তিকীকরণে অর্থবছর ২০ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত প্রচেষ্টার ফলে অর্থবছর ২১ শেষে আমানত ও আগাম উভয়ের ভারীত গড় সুদ হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। আগামের ভারীত গড় সুদ হার জুন ২০২০-এর শতকরা ৭.৯৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ৭.৩৩ ভাগে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারীত গড় সুদ হার জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.০৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এ দাঁড়ায় শতকরা ৪.১৩ ভাগ। বর্তমানে ব্যাংকগুলো তাদের প্রায় সকল ঋণ প্রদান কার্যক্রম নির্ধারিত শতকরা ৯.০ ভাগ সুদ হারের নিচে সম্পন্ন করছে এবং বিদ্যমান নিম্নমুখী আগাম সুদ হারের সাথে আমানতের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। সারণি ৪.০৬ এবং চার্ট ৪.০৫-এ অর্থবছর ১৬ থেকে অর্থবছর ২১ পর্যন্ত সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের ভারীত গড় সুদ হার এবং তাদের মধ্যকার ব্যপ্তি দেখানো হয়েছে।

চার্ট ৪.০৬ তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অর্থবছর ২১

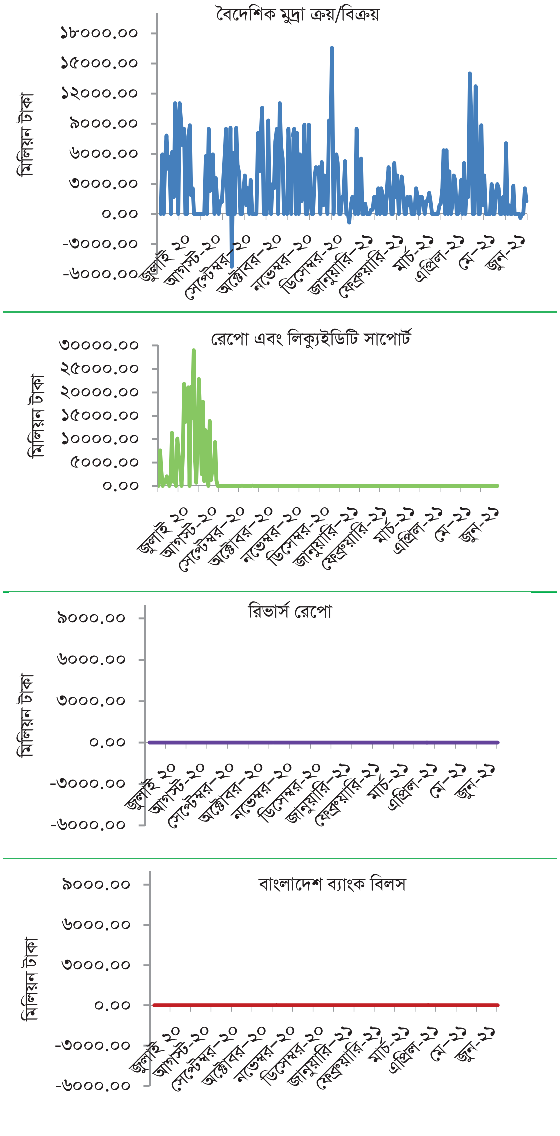

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তারল্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো

৪.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ২১-এর মুদ্রানীতি ভঙ্গি ও আর্থিক কর্মসূচিসমূহ মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি স্থানীয় ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে মুদ্রাবাজারে পর্যাপ্ত তারল্য যোগানসহ নিম্নবাজার সুদ হার বজায় রাখতে সফলতা অর্জন করে। মুদ্রানীতির বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহারের

মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য পরিস্থিতি বজায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে রিজার্ভ মুদ্রাকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। ব্যাংক ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে অতিরিক্ত রিজার্ভ থাকার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্তরে অপ্রত্যাশিত চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক ছিল।

৪.২০ কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে ব্যাংকসমূহের সিআরআর হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়সহ বিভিন্ন নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে, তফসিলি ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তরল সম্পদ (সিআরআর ও এসএলআর-এর অতিরিক্ত) ২০২১ সালের জুন শেষে ব্যাপকভাবে বেড়ে ২৩১৪.৬৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালের জুনের শেষে ছিল ১৩৯৫.৭৮ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৪.০৮)। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিআরআর হ্রাস এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের সহায়তায় পর্যাপ্ত আমানত বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তারল্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অতিরিক্ত নগদ জমা (সিআরআর বজায় রাখার পর) অর্থবছর ২১-এ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। জুন ২০২১ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত নগদ জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২৫ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ২৩৮ বিলিয়ন টাকা। বাজারে অতিরিক্ত তারল্য থাকায় কলমানি রেট জুন ২০২০ শেষের শতকরা ৫.০২ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১ শেষে শতকরা ২.২৩ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৪.০৭)।

ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি

৫.১ অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল অগ্রাধিকার ছিল আর্থিক খাতের সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি কোভিড-১৯ অতিমারিতে বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করা। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিহত করার লক্ষ্যে লকডাউন ও অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপ করার কারণে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক খাতসহ প্রায় সকল খাতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতিমারির প্রথম ধাক্কায় আঞ্চলিক ও দেশব্যাপী আরোপিত লকডাউনের কারণে বাংলাদেশও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পাশাপাশি রপ্তানি আয়ের গতি হারায়। যাহোক, কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসায় এবং সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত পদক্ষেপের প্রভাবে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যেই এ অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ এপ্রিল ২০২১-এ আঘাত হানে। আর্থিক বাজারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতি গোটা ব্যাংকিং খাতের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করলেও বিগত দেড় বছর ব্যাপী অতিমারির সময়ে দেশের সকল তফসিলি ব্যাংক প্রতিটি কর্মদিবসে পূর্ণ কর্মঘণ্টা অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাহকদের নিয়মিত ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম চলমান রাখে। ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করা এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে তাদের অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই একগুচ্ছ নীতিমালা ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গৃহীত এ পদক্ষেপসমূহের মধ্যে ব্যাংকিং খাতে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করতে রেগুলেটরি লিক্যুইডিটি রেশিওগুলোর পুনঃনির্ধারণ, কোভিড-১৯ অতিমারি নিয়ন্ত্রণে আরোপিত লকডাউনকালে সম্মুখসারির কর্মী হিসেবে ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে সময় সময় বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা জারি, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধিসমূহের সহজীকরণ, ঋণ শ্রেণিকরণ নীতিমালার সাময়িক শিথিলকরণ, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন এবং এসব প্যাকেজে তারল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনা, মূলধন বাজারে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ তহবিল চালুকরণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি অভিঘাত সক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে লভ্যাংশ বিতরণে বিধি-নিষেধ, ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য অর্থবছরে ইস্যুকৃত অন্যান্য মুখ্য নীতিমালা ও সার্কুলারগুলোর মধ্যে ছিল ব্যাংকিং বুকে সুদ হার ঝুঁকি

সারণি ৫.০১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৯						২০২০					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬	৩৭৭৩	৩৯৯৫.৪	২৪.৫	৩০৩৮.৬	২৫.০	৬	৩৭৯৮	৪৬১৬.৭	২৫.১	৩৫৭০.২	২৫.৯
বিশেষায়িত	৩	১৪৮৩	৩৫৭.৫	২.২	৩১২.৭	২.৬	৩	১৪৯২	৪০১.০	২.১	৩৫০.৬	২.৫
বেসরকারি	৪১	৫২৫৭	১১০৪৮.২	৬৭.৮	৮২৬৯.৬	৬৮.১	৪৩	৫৩৯৫	১২৩৭৮.৭	৬৭.৩	৯২৮৭.০	৬৭.৩
বিদেশি	৯	৬৫	৮৯৭.২	৫.৫	৫২৪.৪	৪.৩	৯	৬৭	১০০৯.৬	৫.৫	৫৯০.১	৪.৩
মোট	**৫৯**	**১০৫৭৮**	**১৬২৯৮.৪**	**১০০**	**১২১৪৫.২**	**১০০**	**৬১**	**১০৭৫২**	**১৮৪০৬.০**	**১০০**	**১৩৭৯৭.৯**	**১০০**

নোট : ১) ব্যাংকগুলোকে (বিকেবি এবং রাকাব ব্যতীত) ইংরেজি পঞ্জিকা বছরভিত্তিক স্থিতিপত্র (ব্যালেন্সশিট) প্রস্তুত করে বছরান্তে তাদের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র দাখিল করতে হয়। সেজন্য ব্যাংকগুলোর অর্জন বিষয়ক তথ্য পঞ্জিকা বছরভিত্তিক দেখানো হয়েছে।

২) ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের তুলনায় ভিন্ন হওয়ার কারণ আলাদা পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকরণ।

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.০১ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ

(বিলিয়ন টাকা)

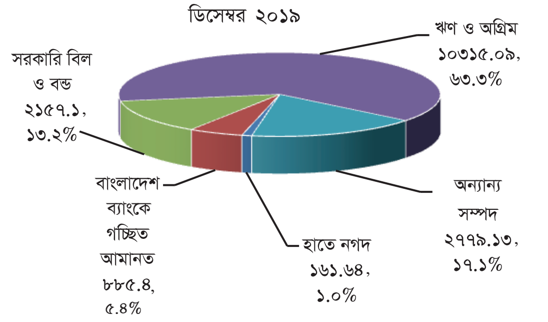

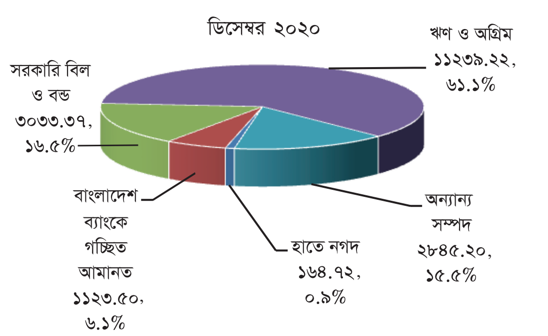

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.০২ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায়

(বিলিয়ন টাকা)

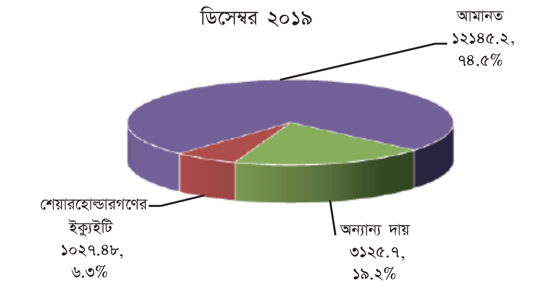

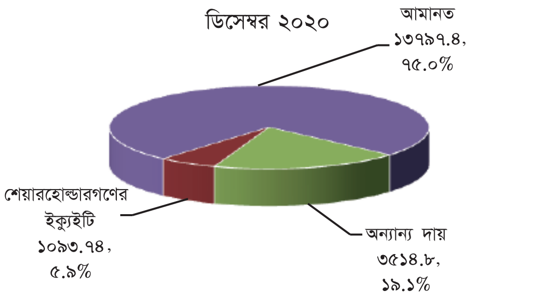

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মোকাবেলা সংক্রান্ত গাইডলাইন, কোনো একটি দেশের বিরূপ পরিস্থিতির কারণে ব্যাংকগুলোর ক্ষতি সর্বনিম্ন রাখার লক্ষ্যে অন এবং অফ উভয় ব্যালেন্সশিট কার্যক্রমে ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যাংকসমূহের জন্য গাইডলাইনস্ অন কান্ট্রি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ঋণ মঞ্জুরি/নবায়নের পূর্বেই যাচাইকরণ এবং তা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা, আমদানি পরবর্তী অর্থায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, ইত্যাদি। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারা বছর ধরে নিয়মিত এবং বিশেষ অন-সাইট পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ব্যাংকসমূহের পর্ষদ পর্যায়ে গঠিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মক্ষমতা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতের তারল্য পরিস্থিতি তদারকিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ মনিটরিং অব্যাহত ছিল এবং এর ফলে অর্থবছর ২১ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের তারল্য পর্যাপ্ত ও বলিষ্ঠ মাত্রায় বজায় ছিল। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের কাঠামো ও অর্জন

৫.২ মালিকানা কাঠামোর ভিত্তিতে বাংলাদেশে মোট চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে; যথা: রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (এসবি), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফসিবি)। অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৬১টি। আলোচ্য সময়ে দুইটি নতুন তফসিলি ব্যাংক (বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ও সিটিজেনস্ ব্যাংক লিমিটেড) লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ব্যাংকগুলোর শাখার সংখ্যা ২০১৯

সাল শেষের ১০,৫৭৮টি হতে ২০২০ সাল শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৭৫২টিতে দাঁড়ায়। ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যাংকের সংখ্যা এবং তাদের সম্পদ ও আমানতের অংশভিত্তিক চিত্র সারণি ৫.০১-এ দেখানো হলো।

৫.৩ ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ ২০২০ সালে ছিল শতকরা ২৫.১ ভাগ, যা ২০১৯ সালে ছিল শতকরা ২৪.৫ ভাগ। মোট সম্পদের মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর অংশ ২০১৯ সালের শতকরা ৬৭.৮ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা ৬৭.৩ ভাগে দাঁড়ায়। ২০২০ সালে মোট সম্পদের মধ্যে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০২০ সালে মোট সম্পদের মধ্যে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর অংশ ছিল শতকরা ২.১ ভাগ, যা ২০১৯ সালে ছিল শতকরা ২.২ ভাগ। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৮৪০৬.০ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১২.৯ ভাগ বেশি (সারণি ৫.০১)।

৫.৪ ব্যাংকিং খাতে মোট আমানত ২০১৯ সালে ১২১৪৫.২ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১৩.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ১৩৭৯৭.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত বিবেচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ শতকরা ২৫.০ ভাগ হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৫.৯ ভাগে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ শতকরা ৬৮.১ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬৭.৩ ভাগে, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ শতকরা ৪.৩ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর অংশ শতকরা ২.৬ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৫ ভাগে দাঁড়ায়।

শাখাভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক

৫.৫ ২০২১ সালের ৩০ জুন শেষে ৬১টি তফসিলি ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ১০,৭৯৩টি (পরিশিষ্ট ৪,

চার্ট ৫.০৩ সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা

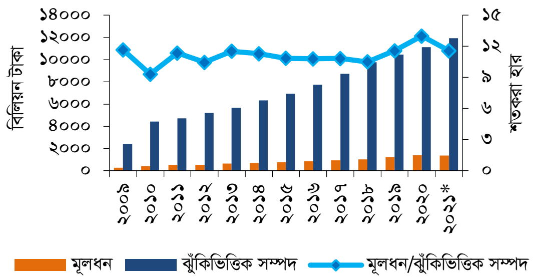

*৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৮.১	১০.৮	৮.৩	৬.৪	৫.৯	৭.০	১০.৩	৫.০	৯.৬	৬.৮
বিশেষায়িত	-৭.৮	-৯.৭	-১৭.৩	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩২.৮	-৩১.৭	-৩২.০	৩২.৯	৩২.২
বেসরকারি	১১.৪	১২.৬	১২.৫	১২.৪	১২.৪	১২.২	১২.৮	১৩.৬	১৩.৭	১৩.৩
বিদেশি	২০.৬	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৫.৪	২৩.৩	২৫.৯	২৪.৫	২৮.৪	২৮.৫
মোট	১০.৫	১১.৫	১১.৩	১০.৮	১০.৮	১০.৮	১২.১	১১.৬	১২.৫	১১.৬

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১)। শাখাগুলোর মধ্যে পল্লি অঞ্চলে ছিল ৫২৩৯টি শাখা (শতকরা ৪৮.৫ ভাগ) এবং অবশিষ্ট ৫৫৫৪টি শাখা (শতকরা ৫১.৫ ভাগ) শহর অঞ্চলে ছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ২০৩৯টি গ্রামীণ শাখা এবং ১৭৬২টি নগর/পৌর শাখা ছিল। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ১২১৬টি গ্রামীণ শাখা এবং ২৮৮টি নগর/পৌর শাখা ছিল। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ১৯৮৪টি গ্রামীণ শাখা এবং ৩৪৩৭টি নগর/পৌর শাখা ছিল। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মোট নগর/পৌর শাখার সংখ্যা ছিল ৬৭টি।

সমন্বিত স্থিতিপত্র

৫.৬ ২০২০ সালের ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৮,৪০৬.০১ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৯ সালে মোট সম্পদের তুলনায় শতকরা ১২.৯ ভাগ বেশি। আলোচ্য সময়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক

ব্যাংকগুলোর সম্পদ শতকরা ১৫.৬ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পদ শতকরা ১২.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক সম্পদের মধ্যে ঋণ ও অগ্রিম ১১,২৩৯.২২ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬১.১ ভাগ), বৈদেশিক মুদ্রাসহ হাতে নগদ তহবিল ১৬৪.৭২ বিলিয়ন টাকা, বৈদেশিক মুদ্রাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত ১,১২৩.৫০ বিলিয়ন টাকা, সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ ৩,০৩৩.৩৭ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য সম্পদ ২,৮৪৫.২০ বিলিয়ন টাকা ছিল (চার্ট ৫.০১)।

৫.৭ অর্থবছর ২১-এ ব্যাংকিং খাতের তহবিলের প্রধান উৎস ছিল আমানত এবং ২০২০ সালে মোট দায় ও শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটির মধ্যে আমানতের (আন্তঃব্যাংক আমানত ব্যতীত) অংশ ছিল শতকরা ৭৪.৯৬ ভাগ। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে ব্যাংকগুলোর শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিমাণ ছিল ১০৯৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৯ সালে ছিল ১,০২১.১৪ বিলিয়ন টাকা (চার্ট ৫.০২)।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৮ মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকের সার্বিক মূলধন অবস্থা এবং সম্ভাব্য ক্ষতি হতে আমানতকারী ও অন্য পাওনাদারদের সুরক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে। এটি ব্যাংকের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলাকালীন ঋণ খেলাপসহ বাজার ও পরিচালনগত ঝুঁকির কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাহায্য করে। ব্যাসেল-৩ এর অধীনে ব্যাংকগুলোকে ন্যূনতম মূলধন আবশ্যকতা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০ ভাগ অথবা ৪.০ বিলিয়ন টাকা, এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি তা বজায় রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক প্রবিধানগত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৩৯৫.৭৮ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০২১ শেষে ১৩৮১.০৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

চার্ট ৫.০৪ একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা

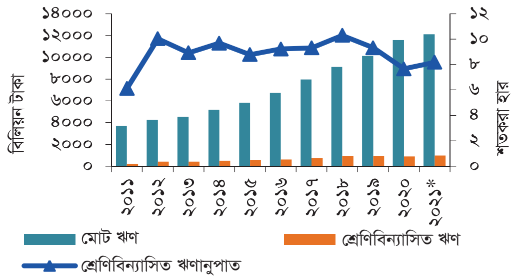

*৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৩(ক) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.১	২৬.৫	৩০.০	২৩.৯	২০.৯	২০.৬
বিশেষায়িত	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	১৯.৫	১৫.১	১৩.৩	১১.৪
বেসরকারি	২.৯	৪.৬	৪.৫	৫.০	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৫.৫	৫.৮	৪.৭	৫.৪
বিদেশি	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৫	৫.৭	৩.৫	৩.৯
মোট	৬.১	১০.০	৮.৯	৯.৭	৮.৮	৯.২	৯.৩	১০.৩	৯.৩	৭.৭	৮.২

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৩(খ) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	-০.৩	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৩	৬.১	০.০	২.৫
বিশেষায়িত	১৭.০	২০.৪	১৯.৭	২৫.৬	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৫.৭	৩.০	১.৩	-০.৬
বেসরকারি	০.২	০.৯	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৪	-০.১	-১.৫	-১.২
বিদেশি	-১.৮	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৭	০.২	-০.৬	-০.৪
মোট	০.৭	৪.৪	২.০	২.৭	২.৩	২.৩	২.২	২.২	১.০	-১.২	-০.৫

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.৯ সারণি ৫.০২-এ ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত (সিআরএআর) দেখানো হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ শেষে দেখা যায়, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক (এসসিবি), বেসরকারি (পিসিবি) এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর (এফসিবি) মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক

সম্পদের অনুপাত (সিআরএআর) ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.৮, ১৩.৩ এবং ২৮.৫ ভাগ। দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক (এসবি)–বিকেবি ও রাকাব–ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ভিত্তিতে ন্যূনতম মূলধন আবশ্যকতা সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও পাঁচটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক এবং চারটি বেসরকারি ব্যাংক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত সংরক্ষণ করতে পারে নাই। জুন ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত (সিআরএআর) ছিল শতকরা ১১.৬ ভাগ।

সম্পদের গুণগত মান

৫.১০ সম্পদের গুণমান প্রকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো মোট ঋণে শ্রেণিকৃত ঋণের অংশ এবং নিট ঋণে নিট শ্রেণিকৃত ঋণের অংশ। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণে শ্রেণিকৃত ঋণের অংশ ছিল শতকরা ৭.৭ ভাগ। বিদেশি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে যা সর্বনিম্ন এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে তা সর্বোচ্চ ছিল [সারণি ৫.০৩ (ক)]। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে মোট ঋণে শ্রেণিকৃত ঋণের অংশ বিদেশি ব্যাংকসমূহের ছিল শতকরা ৩.৫ ভাগ, যেখানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ছিল যথাক্রমে শতকরা ২০.৯, ৪.৭ এবং ১৩.৩ ভাগ।

৫.১১ ২০১১-২০২০ সময়ে ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণ ও আগামে বিপরীতে শ্রেণিকৃত ঋণের হারে মিশ্র গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। ২০১১ সালে এ হার ছিল শতকরা ৬.১ ভাগ এবং ২০১২ সালে ব্যাপক বৃদ্ধির (শতকরা ১০.০ ভাগ) পর এটি ২০১৩ সাল শেষে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৯ ভাগে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে, ২০১৪ সালে শ্রেণিকৃত ঋণ হার আবারও বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯.৭ ভাগে দাঁড়ায়, কিন্তু, ২০১৫ সালে পুনরায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৮ ভাগে দাঁড়ায়। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শ্রেণিকৃত ঋণ হারে উর্ধ্বগামী প্রবণতা দেখা যায়, তবে ২০১৯ সাল হতে এ হারে নিম্নমুখী গতিধারা দেখা যায়। জুন ২০২১ শেষে এ হার শতকরা ৮.২ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণি ৫.০৩-ক; চার্ট ৫.০৪)।

সারণি ৫.০৪ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৯১.৭	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪৮৭.০	৪৩৯.৯	৪২২.৭	৪৩৮.৪
বিশেষায়িত	৫৬.৫	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৪৭.৯	৪০.৬	৪০.৬	৩৬.৯
বেসরকারি	৭২.০	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮১.৪	৪৪১.৭	৪০৩.৬	৪৯১.৯
বিদেশি	৬.৩	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৯	২১.০	২০.৪	২৪.৯
মোট	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৮	৭৪৩.০	৯৩৯.২	৯৪৩.৩	৮৮৭.৩	৯৯২.১

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৫ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৯৩৯.১	৯৪৩.৩	৮৮৭.৭	৯৯২.১
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫৭০.৪	৬১৩.২	৬৪৮.০	৭০৯.৫
সংরক্ষিত প্রভিশন	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৫০৪.৩	৬৪৬.৬	৬৪৬.৮	৬৫৩.৭
প্রভিশন উদ্বৃত্ত(+)/ ঘাটতি(-)	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৬৬.১	-৬৬.৬	-১.২	-৫৫.৮
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১০৩.০	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৮.৪	৮৯.২	৯৯.৮	৯২.১

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.১২ তুলনামূলকভাবে ঋণ প্রস্তাবের নিম্ন মূল্যায়ন এবং ঋণ পরবর্তী অপর্যাপ্ত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ফলে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সম্পদে বর্তমান নিম্ন গুণমান পরিস্থিতি দেখা যায়। যাহোক, ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায় বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ (যেমন: আদায় ইউনিট শক্তিশালীকরণ, বিশেষ আদায় কার্যক্রম, ইত্যাদি) গ্রহণ করেছে। এছাড়া, ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ, ঋণ আদায়, একবারে ঋণ পরিশোধ এবং ঋণ অবলোপনের

মাধ্যমে সকল খাতের শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়োপযোগী বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

৫.১৩ ডিসেম্বর ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতে (প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক) নিট শ্রেণিকৃত ঋণ এবং (প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক) নিট ঋণের অনুপাত ছিল ঋণাত্মক শতকরা ১.২ ভাগ [সারণি ৫.০৩ (খ)]। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর নিট শ্রেণিকৃত ঋণ ও নিট ঋণের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ০.০০৩, ১.৩, -১.৫ ও -০.৬ ভাগ।

৫.১৪ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ স্থিতিশীল থাকলেও অন্যান্য সকল ধরনের ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। যাহোক, জুন ২০২১ শেষে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমলেও অন্যান্য সকল ধরনের ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায় (সারণি ৫.০৪)। জুন ২০২১ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩৮.৪, ৩৬.৯, ৪৯১.৯ এবং ২৪.৯ বিলিয়ন টাকা এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯২.১ বিলিয়ন টাকা।

৫.১৫ সারণি ৫.০৫-এ ২০১১ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের মোট পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন ও প্রকৃত প্রভিশন দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০১১ সালে ব্যাংকিং খাতে রক্ষিত মোট প্রভিশন প্রয়োজনীয় প্রভিশনের তুলনায় বেশি থাকলেও এর পরে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রভিশন ঘাটতি অব্যাহত ছিল। ২০১১ সালে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক রক্ষিত প্রভিশন হার ছিল শতকরা ১০৩ ভাগ। ২০১৪ হতে ২০১৭ সালে এ হারে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। ২০১৭ সালে এ হার ছিল শতকরা ৮৪.৭ ভাগ যা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নীত হয়ে ২০২০ সালে শতকরা ৯৯.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যদিও জুন ২০২১ শেষে তা আবার হ্রাস পেয়ে শতকরা ৯২.১ ভাগে দাঁড়ায়।

৫.১৬ সারণি ৫.০৬-এ ২০১৯, ২০২০ এবং জুন ২০২১-এ চার ধরনের ব্যাংকের (শ্রেণিকৃত ও অশ্রেণিকৃত

চার্ট ৫.০৫ সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র

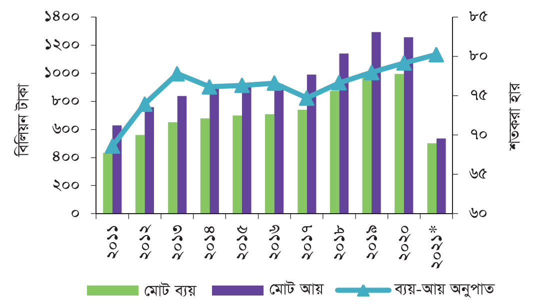

*৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৬ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	রাষ্ট্র মালিকানাধীন	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশী
২০১৯	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৭৫.৪৮	২১.০৬	৩০০.৬৪	১৬.০০
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৯৭.৩৮	২২.৪৮	৩০৯.৩১	১৭.৪৭
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৭১.৬৫	১০৬.৭৪	১০২.৮৮	১০৯.১৮
২০২০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৯০.৮৩	২৫.৩৩	৩১৫.২৩	১৬.৬১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২৪১.৬০	২৩.৬৮	৩৯১.১৯	২০.২৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৮৩.০৭	৯৩.৪৮	১১৪.৫৮	১২২.১৬
জুন ২০২১	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৩০২.৮৯	২৩.২৭	৩৬৪.৭৩	১৮.৬১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৯৫.৬১	২৩.০৬	৪১১.১৪	২৩.৮৬
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৪.৫৮	৯৯.০৯	১১২.৭২	১২৮.২১

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৭ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১২	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৮২.৪	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪	২২৪.৪	২২৬.২	২৩২.২	১৭৯.৪	২৩২.৯
বিশেষায়িত	৩২.০	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৮	৩.৮	৬.১
বেসরকারি	৭৭.১	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪	২১৬.৭	২৪৬.	২৯৪.৩	২৩৯.৪	৩১৬.৩
বিদেশি	২.৪	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২	৮.৬	১০.৭	১২.৩	১০.১	১৩.৬
মোট	১৯৩.	১৬৪.৯	২৫৩.৩	৩২১.১	৩৭৬.৫	৪২৩.২	৪৫৫.৩	৪৮৯.০	৫৪৪.৬	৪৩২.৭	৫৬৮.৯

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উভয়ই) ঋণের বিপরীতে প্রভিশনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি হতে দেখা যায়, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যতীত অন্যান্য সকল ধরনের ব্যাংক ২০১৯ সালে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে শুধুমাত্র বেসরকারি বাণিজ্যিক এবং বিদেশি ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে অক্ষম হয়।

৫.১৭ অনাবশ্যক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীত আর্থিক বিবরণী পরিহারকল্পে ২০০৩ সালে ঋণ অবলোপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। এতদ্বিষয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক সার্কুলারের (নং-০১) মাধ্যমে নতুন নীতিমালা জারি করা হয়। নতুন নীতি নির্দেশিকার শর্তসমূহ মেনে ব্যাংকসমূহ তাদের মন্দ/ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত ঋণ অবলোপন করতে পারে। সারণি ৫.০৭-এ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকসমূহের অবলোপনকৃত ঋণের পুঞ্জীভূত পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৫.১৮ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত ও বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিমাপের প্রত্যক্ষ কোনো মাপকাঠি না থাকলেও মোট আয়-মোট ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারীদের মাথাপিছু আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান সাধারণত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকন্তু, মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব, ব্যাংকিং আইন/প্রবিধির পরিপালন, অভ্যন্তরীণ নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় ব্যবস্থাপনার গুণমান নির্ণয়ে বিবেচনা করা হয়।

চার্ট ৫.০৬ সমন্বিত উপার্জনশীলতা–সকল ব্যাংক

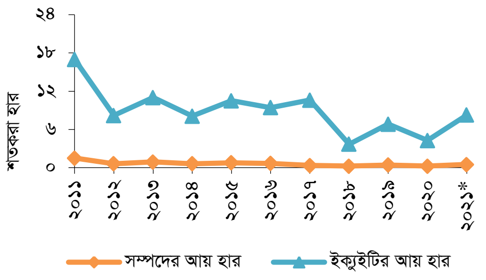

*৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৮ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬২.৭	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩	৮০.৫	৮৪.৯	৮৩.২	৮৭.১
বিশেষায়িত	৮৮.৬	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০	১৪৪.৬	১৫৯.	১৫৮.১	১৭৬.৭
বেসরকারি	৭১.৭	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৬.৭	৭৭.৬	৭৯.৬	৭৬.২
বিদেশি	৪৭.৩	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৬	৪৭.৫	৪৮.৮	৪৬.২	৪৪.৯
মোট	৬৮.৬	৭৪.০	৭৭.৮	৭৬.১	৭৬.৩	৭৬.৬	৭৪.৭	৭৬.৬	৭৮.০	৭৯.২	৮০.২

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.১৯ ডিসেম্বর ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট ব্যয়-মোট আয়ের অনুপাত ছিল শতকরা ৭৯.২ ভাগ (সারণি ৫.০৮)। সারণি থেকে দেখা যায়, ২০২০ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট ব্যয়-মোট আয়ের অনুপাত ছিল শতকরা ১৫৮.১ ভাগ, যা সকল ব্যাংক ধরনসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং এর মূল কারণ ছিল এ ব্যাংকসমূহের উচ্চ পরিচালন ব্যয়। ডিসেম্বর ২০২০-এ রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বেসরকারি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৩.২ ভাগ, ৭৯.৬ ভাগ ও ৪৬.২ ভাগ। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল ধরনের ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাতে বিগত বছরের তুলনায় নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। জুন ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮০.২ ভাগ। ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাতে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা বিশেষ করে মোট ব্যয়ে পরিচালন ব্যয় তাদের নিট মুনাফায় ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে।

মুনাফা ও উপার্জনশীলতা

৫.২০ মুনাফা ও উপার্জনশীলতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হল সম্পদের উপর আয় হার (ROA), মূলধনের উপর আয় হার (ROE) এবং নিট সুদ মার্জিন (NIM)।

৫.২১ ROA এবং ROE দ্বারা পরিমাপকৃত আয়ে ব্যাংকের ধরনভেদে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সারণি ৫.৯-এ ২০১২ সাল হতে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চার ধরনের ব্যাংকের ROA এবং ROE দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ROA ছিল ব্যাংকিং খাতের গড়ের নিচে। জুন ২০২০-এ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ROA ২০২০ সালের ঋণাত্মক শতকরা ১.০৭ ভাগ হতে কিছুটা উন্নীত হয়ে শতকরা ০.১৩ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ২০১২ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ROA-এ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায়ের পর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও ২০১৪ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিদেশি ব্যাংকসমূহের ROA-এ নিম্নমুখী প্রবণতা ছিল, তথাপি তা শক্ত অবস্থানে ছিল। জুন ২০২১-এ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের ROA দাঁড়ায় শতকরা ০.৫০ ভাগ।

৫.২২ সারণি ৫.০৯ হতে দেখা যায়, ২০২০ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ROE দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক শতকরা ২৯.৫৭ ভাগ যা ২০১৯ সালে ছিল ঋণাত্মক শতকরা ১৩.৬৮ ভাগ। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ROE ২০১৯ সালের ঋণাত্মক শতকরা ১৭.০ ভাগ হতে উন্নীত হয়ে ২০২০ সালে ঋণাত্মক শতকরা ১৩.৮৫ ভাগে দাঁড়ায় এবং একই সময়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ROE শতকরা ১০.২২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১০.২২ ভাগে দাঁড়ায়। বিদেশি ব্যাংকসমূহের ROE ২০১৯ সালের শতকরা ১৩.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা ১৩.১০ ভাগে দাঁড়ায়। জুন ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতের ROE দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮.২৬ ভাগ। চার্ট ৫.০৬-এ সকল ব্যাংকের সামগ্রিক উপার্জনশীলতার প্রবণতা দেখানো হয়েছে।

৫.২৩ ২০২০ সালে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নিট সুদ মার্জিন (NIM) ছিল শতকরা ২.৬৭ ভাগ, যা ২০১৯ সালে ছিল শতকরা ৩.১২ ভাগ (সারণি ৫.১০)। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে সব ধরনের ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন হ্রাস পেয়েছে। ২০২০ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন ব্যাংকিং খাতের গড় নিট সুদ মার্জিনের তুলনায় বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষায়িত ব্যাংক-সমূহের নিট সুদ মার্জিন ২০১৩ সালে ঋণাত্মক হলেও পরবর্তীতে ২০১৪ হতে ২০২০ সালে এতে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। যাহোক, ২০১৪ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন-এর নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় কেবলমাত্র ২০১৮ সালে এটি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। জুন ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন দাঁড়িয়েছে শতকরা ২.৪৮ ভাগ (সারণি ৫.১০)।

সারণি ৫.০৯ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)										ইক্যুইটির আয় হার (ROE)									
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	০.৫৬	০.৫৯	-০.৫৫	০.০৪	০.১৬	০.২১	১.৩০	০.৬১	১.০৭	০.১৩	১১.৮৭	১০.৯৩	১৩.৪৬	১.৪৭	-৬.০২	৩.৪৫	২৯.৬১	১৩.৬৮	২৯.৫৭	২.৯৪
বিশেষায়িত	০.০৬	০.৪০	-০.৬৮	১.১৫	২.৮০	০.৬২	-২.৭৭	৩.৩১	-৩.০১	৩.২০	-১.০৬	৫.৮১	৫.৯৭	৫.৭৯	১৩.৮৮	৩.০৭	১৩.৪৭	১৭.০৪	১৩.৮৫	১৪.৪১
বেসরকারি	০.৯২	০.৯৫	০.৯৯	১.০০	১.০৩	০.৮৯	০.৭৯	০.৭৭	০.৭০	০.৬৮	১০.১৭	৯.৭৬	১০.২৬	১০.৭৫	১১.০৯	১২.০১	১০.৯৮	১১.১৬	১০.২২	১০.১২
বিদেশি	৩.২৭	২.৯৮	৩.৩৮	২.৯২	২.৫৬	২.২৪	২.২৩	২.৩০	২.১৩	১.৪৮	১৭.২৯	১৬.৯৩	১৭.৬৭	১৪.৫৯	১৩.০৮	১১.৩১	১২.৪২	১৩.৪৩	১৩.১০	৯.২৬
মোট	**০.৬৪**	**০.৯০**	**০.৬৪**	**০.৭৭**	**০.৬৮**	**০.৭৪**	**০.২৫**	**০.৪৩**	**০.২৫**	**০.৫০**	**৮.২০**	**১১.১০**	**৮.০৯**	**১০.৫১**	**৯.৪২**	**১০.৬০**	**৩.৮৬**	**৬.৮৩**	**৪.২৮**	**৮.২৬**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তারল্য

৫.২৪ কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের নগদ প্রবাহজনিত দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা বাহ্যিক ঘটনাবলী ও অন্যান্য নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনিশ্চিত হয়ে যায়। ব্যাংকিং খাতের তারল্যে প্রকৃত অবস্থা ঋণ-আমানত অনুপাত (ADR), সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (SLR), আন্তঃব্যাংক কলমানি হার এবং রেপো হারের মতো নির্দেশকগুলো দ্বারা প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে, যে কেউ তারল্য কভারেজ অনুপাত (LCR) ও নিট স্থিতিশীল অর্থায়ন অনুপাতের (NSFR) মাধ্যমে কোন তারল্য চাপ পরিস্থিতিতে ব্যাংকের টিকে থাকার ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে পারে।

৫.২৫ ব্যাংকিং খাতে সার্বিক অগ্রিম-আমানতের হার ডিসেম্বর ২০২০-এ শতকরা ৭২.৭ ভাগ এবং জুন ২০২০-এ শতকরা ৭১.৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে প্রচলিত (conventional) এবং ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক-সমূহের অগ্রিম/বিনিয়োগ হারের বিবেচ্য সীমা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৭.০ ভাগ এবং শতকরা ৯২.০ ভাগ।

৫.২৬ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাদের দুই মাস পূর্বের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৩.৫০ ভাগ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাসহ দ্বিসাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে শতকরা ৪.০ ভাগ নগদ সংরক্ষণ অনুপাত (CRR) হিসেবে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (SLR) প্রচলিত (conventional) ব্যাংকের জন্য তাদের দুই মাস পূর্বের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ১৩.০ ভাগ এবং ইসলামি শরিয়াহ্‌ ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য শতকরা ৫.৫০ ভাগ। চারটি ব্যাংক (তিনটি বিশেষায়িত ব্যাংক–বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড)-কে SLR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে, অন্যান্য ব্যাংকসমূহের মতো একই হারে এ ব্যাংকসমূহকে CRR সংরক্ষণ করতে হয়।

সারণি ৫.১০ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১.১৮	-০.৩২	১.৯৬	১.৬২	১.৭৫	১.৯৮	২.৩৫	১.৯৪	১.৭৫	১.৩৮
বিশেষায়িত	২.৯২	১.৯৮	১.৫০	১.৪৩	০.৭৬	২.০৫	০.৬২	০.০১	-০.২১	-০.৭৩
বেসরকারি	৩.০৬	২.৭৭	৪.১১	৩.৮৫	৩.৮৯	৩.৫২	৩.৫৫	৩.৫২	২.৯৭	২.৯২
বিদেশি	৫.৫৬	৩.৭৩	৫.৯৮	৬.০৮	৪.৯৯	৪.৩৫	৪.৩০	৪.২১	৪.০৫	৩.৩৬
মোট	২.৭৯	২.০২	৩.৫৬	৩.২৮	৩.২৭	৩.১৩	৩.২২	৩.১২	২.৬৭	২.৪৮

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.১১ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	২৯.২	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	২৪.৮	২৭.৩	৩৭.৮	৪০.৮
বিশেষায়িত	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২৬.৩	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৮	১৪.৮	১৪.২	১৬.৪	২০.৯	২০.৯
বিদেশি	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৮.৪	২৯.৭	৪০.৭	৪০.৯
মোট	২৭.১	৩২.৫	৩২.৭	২৬.৫	২৪.৯	১৯.৯	১৮.২	১৯.৯	২৬.২	২৭.৩

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.২৭ যে সকল ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম আছে তাদের এ কার্যক্রম হতে সৃষ্ট দায়ের জন্য নগদ সংরক্ষণ অনুপাত (CRR) ও সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (SLR) সংরক্ষণ করতে হয়। যাহোক, যে সকল তফসিলি ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম রয়েছে তাদের দুই মাস পূর্বের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ১.৫ ভাগ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাসহ দ্বিসাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে শতকরা ২ ভাগ নগদ সংরক্ষণ অনুপাত (CRR) হিসেবে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ২০২০ সালে SLR সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবস্থান ছিল শীর্ষে; এরপর ছিল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহ। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর SLR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়ার ফলে তাদের ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দেখানো হয়েছে (সারণি ৫.১১)।

৫.২৮ জুন ২০২১ মাসে ব্যাংকিং খাতে তারল্য কভারেজ অনুপাত ছিল শতকরা ২১১.৭০ ভাগ (ন্যূনতম

শতকরা ১০০.০ ভাগের বিপরীতে) যা নির্দেশ করছে যে, আপদকালীন পরিস্থিতিতে সব ব্যাংকের ন্যূনতম পরবর্তী ত্রিশ দিনের তারল্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ উচ্চ মানসম্পন্ন সম্পদ ছিল। জুন ২০২১ মাস শেষে ব্যাংকিং খাতে নিট স্থিতিশীল অর্থায়ন অনুপাত ছিল শতকরা ১০৯.৩৯ ভাগ, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংকসমূহের অস্থির তহবিলের পরিবর্তে স্থিতিশীল তহবিলের উপর নির্ভরশীলতাকে নির্দেশ করে।

ইসলামি ব্যাংকিং

৫.২৯ কার্যক্রম প্রণালীর ভিত্তিতে (যেমন: প্রচলিত ধারা ও ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক) ব্যাংকিং খাতে মোট তিন ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো: সম্পূর্ণ প্রচলিত ধারার ব্যাংক, সম্পূর্ণ ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক এবং দ্বৈত কার্যক্রম ধারার ব্যাংক। অর্থবছর ২১-এ লাইসেন্স প্রাপ্ত ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে আটটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ২২টি প্রচলিত ব্যাংক (দু'টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন এবং তিনটি বিদেশি ব্যাংকসহ) ইসলামিক ব্যাংকিং শাখার মাধ্যমে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ইসলামিক ব্যাংকিং খাত জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে চলেছে, যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতে সম্পদ, অর্থায়ন এবং আমানত বিবেচনায় ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের বর্ধিত বাজার শেয়ার এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২০৭.৮ বিলিয়ন টাকা যা সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের (১৪১৮৭.৮ বিলিয়ন টাকা) শতকরা ২২.৬ ভাগ। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ২০২০ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮৭১.৪ বিলিয়ন টাকা যা দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের (১১০৯৫.৬ বিলিয়ন টাকা) শতকরা ২৫.৯ ভাগ (সারণি ৫.১২)।

আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতাসমূহ

ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৩০ ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের জন্য ব্যাসেল-৩ কাঠামো বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সময়সীমা ছিল ডিসেম্বর ২০১৯। ব্যাসেল-৩ কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে গুণগতভাবে উন্নতমানের মূলধনের পরিমাণ পর্যায়ক্রমিকভাবে বৃদ্ধি করে তা সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম শতকরা ১০.০ ভাগ মূলধন পর্যাপ্ততা বজায় রাখতে হবে, যার মধ্যে টায়ার-১ মূলধন থাকবে শতকরা ৬.০ ভাগ। এছাড়া, ব্যাংকসমূহকে সবসময় তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৪.৫০ ভাগ কমন ইক্যুয়িটি টায়ার-১ মূলধনে (অধিকতর অভিঘাত শোষণক্ষম গুণগতমান সম্পন্ন মূলধন) সংরক্ষণ করতে হবে।

সারণি ৫.১২ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০২০ শেষে)

(বিলিয়ন টাকা))

বিবরণ	ইসলামিক ব্যাংক		প্রচলিত ব্যাংক* (প্রচলিত+ইসলামিক)		ইসলামিক ব্যাংকিং খাত		সকল তফসিলি ব্যাংক	
	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯
১	২		৩		৪=২+৩		৫	
ব্যাংকের সংখ্যা	৮	৮	২২	১৮	৩০	২৬	৫৮	৫৮
মোট আমানত	৩০১৬.৬	২৫৮২.০	১৯১.২	১৫২.০	৩২০৭.৮	২৭৩৪.০	১৪১৮৭.৮	১২৫৪১.৩
মোট বিনিয়োগ	২৭২৫.২	২৪৩৩.৭	১৪৬.২	১২৪.৭	২৮৭১.৪	২৫৫৮.৪	১১০৯৫.৬	১০২৫৮.৯
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (%)	৮৪.৪	৮৯.০	৬৭.২	৭১.৯	৮৩.৩	৮৮.১	৭২.৭	৭৭.৩
তারল্য : উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)**	২৭৩.৭	২২৪.৭	২২.৭	১৫.৮	২৯৬.৪	২৪০.৫	২০৪৬.৩	১০৫৬.৮

* প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহ সমন্বিতভাবে সিআরআর এবং এসএলআর সংরক্ষণ করে থাকে।

** সংশ্লিষ্ট ব্যাংকেসমূহের প্রধান কার্যালয় সমন্বিতভাবে তারল্য সংরক্ষণ করে থাকে।

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.৩১ ব্যাংকগুলো নতুন ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুসরণে মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিক হতে মূলধন পর্যাপ্ততা প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করে আসছে। দাখিলকৃত বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, জুন ২০২১ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ১১.৬ ভাগ, যেখানে কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ছিল শতকরা ৭.৬ ভাগ; যা ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততার জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষিতব্য হার পূরণে সক্ষম হয়েছে। তবে, এককভাবে ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে ৯টি ব্যাংক কমন ইক্যুইটি টায়ার-১ মূলধন ও ১১টি ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা (CRAR) সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি।

৫.৩২ ব্যাসেল-৩ অনুসারে ব্যাংকসমূহকে অতিরিক্ত ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (CCB) সংরক্ষণ করতে হবে। জুন ২০২০ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (CCB) দাঁড়িয়েছে শতকরা ১.৬৩ ভাগ যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১ শেষে দাঁড়ায় শতকরা ১.৫৭ ভাগে। এছাড়া, এককভাবে ৪২টি ব্যাংক কাঙ্ক্ষিত ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (CCB) সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

৫.৩৩ ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত অন এবং অফ ব্যালেন্স শীট লিভারেজ প্রবৃদ্ধি এড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক লিভারেজ এর ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা নির্ধারণ করেছে শতকরা ৩.০ ভাগ। ৩০ জুন ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতের লিভারেজ রেশিও এর হার দাঁড়ায় শতকরা ৪.৪১ ভাগ, ইতোমধ্যে এককভাবে ৫০টি ব্যাংক লিভারেজ সংরক্ষণের ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং

৫.৩৪ অর্থবছর ১৩-এ বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক 'খেলাপি ঋণ', (একটি আইনগত ধারণা যা ব্যাংককে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার প্রদান করে) এবং 'শ্রেণিকৃত ঋণ', (যা হিসাববিজ্ঞানের একটি ধারণা) সম্পর্কিত ধারণাগত অস্পষ্টতাও দূর করেছে। যাহোক, নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সহায়তা ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সাময়িকভাবে ঋণ শ্রেণিকরণে শিথিলতা আনয়ন করে। তদানুসারে, বাংলাদেশ ব্যাংক ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ঋণ শ্রেণিকরণ অবস্থা অবনমন করা যাবে না মর্মে ব্যাংকসমূহকে অবহিত করে। পরবর্তীতে উক্ত Deferral সুবিধা আর বর্ধিত করার পরিবর্তে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মেয়াদি ঋণসমূহের মেয়াদ সর্বোচ্চ শতকরা ৫০.০ ভাগ (সর্বোচ্চ দুই বছর) বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চলমান ও তলবি ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কেবল সুদ পরিশোধকারী ঋণগ্রহীতাগণ যথাক্রমে জুন ২০২২ এবং ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অশ্রেণিকৃত থাকবেন। তাছাড়া, ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে তাদের সমুদয় বকেয়া ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত স্থগিত রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পকে (CMSME) উৎসাহিত করার জন্য এ খাতের ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন সংরক্ষণ শিথিল করেছে।

ব্যাংকসমূহের তদারকি কার্যক্রম

৫.৩৫ ব্যাংকসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নে ক্যামেলস্ রেটিং অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, রিস্ক বেইজড সুপারভিশন ব্যাসেল কমিটি ফর ব্যাংকিং সুপারভিশন (বিসিবিএস) কর্তৃক সুপারিশকৃত একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বা কাঠামোগত পদ্ধতি যা আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকিগুলো মূল্যায়ন করে তার সমাধানে অগ্রণী

ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের সুপারভিশন কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম মানদণ্ডসমূহ গ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজারি ক্ষমতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং আইএমএফ বাংলাদেশ ব্যাংককে কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রদান করছে। আইএমএফ মিশনকে সহায়তা প্রদানের জন্য গভর্নর মহোদয়ের ৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব সুপারভিশন ও পলিসি ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। আইএমএফ মিশন ও ওয়ার্কিং গ্রুপকে দাপ্তরিক কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে একটি ওয়ার্কিং সেল গঠন করা হয়েছে। আইএমএফ মিশন-এর পরামর্শে বর্তমানে তিনটি ব্যাংক নির্বাচন করে পরীক্ষামূলকভাবে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া, রিস্ক বেইজড সুপারভিশনের উপর একটি ম্যানুয়াল তৈরির কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান বাস্তবায়ন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল হবে, যা ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট মনিটরিং

৫.৩৬ আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছলতা ও কাঠামোগত দৃঢ়তা বজায় রাখার পাশাপাশি আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক (১) অফ-সাইট সুপারভিশন ও (২) অন-সাইট সুপারভিশন নামে দুই ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকের অফ-সাইট পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের আর্থিক সক্ষমতা নিবিড়ভাবে এবং দ্রুত বিশ্লেষণে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যাংকিং সুপারভিশন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) কর্তৃক অর্থবছর ২১-এ বেশ কিছু সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.৩৭ ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী, দক্ষ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ছয়টি কোর রিস্ক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স সংশোধন করেছে। এছাড়া, ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' শিরোনামে জারিকৃত নির্দেশিকাটি ২০১৮ সালে সংশোধন করা হয়েছে এবং ব্যাংকসমূহকে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যাতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সমসাময়িক পদ্ধতিগুলো অবলম্বনের মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয়, পরিমাপ, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

৫.৩৮ Comprehensive Risk Management Report (CRMR)-এ প্রদত্ত তথ্য, ব্যবস্থাপনা ও পর্ষদ পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, পূর্ববর্তী ষাণ্মাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপালন অবস্থা এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাংকের সামগ্রিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেটিং নির্ধারণ করে থাকে।

ব্যাংকসমূহের অন-সাইট সুপারভিশন

৫.৩৯ নিরবিচ্ছিন্ন সুপারভিশন/নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক দেশে পরিচালিত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা সারা বছর ধরে তদারকি করা হয়। সংবিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের আটটি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক মূলতঃ সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা

হয়। এ আটটি বিভাগ প্রধানত রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ, বেসরকারি ব্যাংকসমূহ (ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসহ), বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মানি চেঞ্জারসমূহের উপর সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগসমূহ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন- ১) বিশদ পরিদর্শন ২) কোর রিস্ক মূল্যায়ন এবং ৩) বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন।

৫.৪০ সরেজমিন বিশদ পরিদর্শনে ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতা/অবস্থা (মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণমান, তারল্য, আয়, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করা হয় এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোকে '১' থেকে '৫' স্কেলে ঊর্ধ্বক্রমানুসারে মান নির্ণয় করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশমালার পরিপালন তদারকি করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং তথ্য প্রযুক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত মুখ্য ঝুঁকি নির্দেশিকার পরিপালন যাচাইয়ের জন্যেও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা ব্যাংকের গ্রাহক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের আটটি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ তাদের আওতাধীনে থাকা বিভিন্ন ব্যাংকে মোট ১৪৮৪টি পরিদর্শন পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে বিশদ পরিদর্শন ও বিশেষ পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১১৫টি ও ২৪৭টি। অর্থবছর ২১-এ স্থানীয় ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দেশীয় কার্যালয় মুখ্য ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আওতায় আনা হয়। অধিকন্তু, ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উপর প্রস্তুতকৃত বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগসমূহ কর্তৃক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের আটটি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনের একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ৫.১৩-এ দেখানো হয়েছে।

৫.৪১ বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, ট্রেজারি কার্যক্রম এবং বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ে পরিদর্শন পরিচালনা করে। তদুপরি, ব্যাংকসমূহের অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম, এক্সচেঞ্জ হাউজ এবং বিদেশে অবস্থিত স্থানীয় ব্যাংকসমূহের শাখার কার্যক্রমও এ পরিদর্শন আওতার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও, এ বিভাগ মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এসব পরিদর্শন দুই ভাবে করা যায়: 'বিশদ' ও 'বিশেষ', যা অন-সাইট ও অফ-সাইট উভয় ভিত্তিতে করা হয়। এ

সারণি ৫.১৩ অর্থবছর ২১-এ সরেজমিনে ব্যাংক পরিদর্শনের একটি সার-সংক্ষেপ

(সংখ্যায়)

বিভাগের নাম	বিশদ পরিদর্শন		বিশেষ পরিদর্শন	মুখ্য ঝুঁকি পরিদর্শন	দ্রুত সারসংক্ষেপ পরিদর্শন	মোট পরিদর্শন
	প্রধান কার্যালয়	শাখা				
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	৪	৩৮	১৪	১৮	-	৭৪
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	২৮	২১০	৫২	-	-	২৯০
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	১১	২২৭	৫২	-	-	২৯০
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪	৩৩	২২২	৫৫	-	-	৩১০
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৫	১১	২২৭	৫০	-	-	২৮৮
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৬	৫	১০	১০	৫	৩৭	৬৭
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৭	৫	১০	৫	৫	৩১	৫৬
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৮	১২	৬২	৯	২৬	-	১০৯
মোট	১০৯	১০০৬	২৪৭	৫৪	৬৮	১৪৮৪

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সকল পরিদর্শনকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়: অথরাইজড ডিলার শাখাগুলোর বিশদ পরিদর্শন, বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন, নগদ সহায়তা পরিদর্শন, মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন এবং অথরাইজড ডিলার শাখা, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ও মানি চেঞ্জারগুলোর বিশেষ পরিদর্শন। কোভিড অতিমারির কারণে অর্থবছর ২১-এ অন-সাইট পরিদর্শন কার্যক্রম সীমিত আকারে সম্পাদন করা হয়। এ সময়ে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো :

অথরাইজড ডিলার শাখাগুলোর বিশদ পরিদর্শন	৩১
বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন	৫৮
মানি চেঞ্জারগুলোর বিশেষ পরিদর্শন	১৫
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা বিষয়ক বিশেষ পরিদর্শন	১৫
সর্বমোট	**১১৯**

৫.৪২ গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদানকৃত গ্রাহক সেবাসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এছাড়া, প্রয়োজনবোধে এ বিভাগ গ্রাহক ও সাধারণ জনগণের স্বার্থে বিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগ জনগণের ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবায় হয়রানি নির্মূলের ক্ষেত্রেও এ বিভাগ বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে। গৃহীত উদ্যোগের অংশ হিসেবে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সাধারণ জনগণের উপকার সাধনে এ বিভাগ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ এ বিভাগের নিবেদিত হট লাইন নাম্বার (১৬২৩৬), মোবাইল এপ্লিকেশন, ই-মেইল ও পত্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৪,২৭৩টি অভিযোগ গৃহীত হয়, যার মধ্যে (শতকরা ৯৭.৮২ ভাগ) অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। এফআইসিএসডি-এর ভিজিলেন্স অ্যান্ড অ্যান্টি ফ্রড ডিভিশন দুর্নীতি সর্বনিম্ন রাখার লক্ষ্যে জালিয়াতি, অনিয়ম ইত্যাদি সনাক্তকরণে বিশেষ সরেজমিন পরিদর্শনে সর্বদা তৎপর রয়েছে। বিশেষ পরিদর্শন বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়, তবে কিছু কিছু পরিদর্শন কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। অর্থবছর ২১-এ মোট ১৩০টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয় যার মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে (পিসিবি) ১০২টি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে (এসসিবি) ১৯টি, বিশেষায়িত ব্যাংকে দুইটি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ছয়টি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি পরিচালিত হয়েছে।

৫.৪৩ এফআইসিএসডি প্রতিনিয়ত ব্যাংকের সেবার মান পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। এফআইসিএসডি-এর নির্দেশনা মতে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সঠিকভাবে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করছে কিনা এ বিভাগ তা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

৫.৪৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রতারণা ও অভিযোগ মুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা অর্জনে এফআইসিএসডি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সভা আয়োজন করে যাতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গ্রাহক ও ব্যাংকারদের মধ্যে সচেতনতার কৃষ্টি উন্নয়নে সাহায্য করে। গ্রাহকদের সহজ ব্যাংকিং-এর জন্য হটলাইন নম্বর '১৬২৩৬'-এ টেলিফোন করার মাধ্যমে অজস্র প্রশ্নের

উত্তর দেয়া হয়। এক কথায়, এফআইসিএসডি কেবল গ্রাহকদের অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিতে গুণগত সেবাই প্রদান করে না, এটি গ্রাহকদের মধ্যে আর্থিক শিক্ষা সচেতনতা বাড়ানোর জন্যও কাজ করে যাচ্ছে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক-বিচক্ষণ পরিদর্শন

৫.৪৫ কোনো দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ়, অভিঘাত সহনক্ষম ও স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট (এফএসডি) প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিভিন্ন ধরনের সামষ্টিক-বিচক্ষণ এবং ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও, এ বিভাগ আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন, পরিমাপ এবং তা আর্থিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করে আসছে। অধিকন্তু, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ের উপর এ বিভাগ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশের আর্থিক খাতের অভিঘাত সহনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগের ঝুঁকি মূল্যায়ন কার্যক্রম এবং গবেষণাভিত্তিক পর্যবেক্ষণসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অবহিত করা হয়। সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ কোভিড-১৯ অতিমারির মতো সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত করে এ বিভাগ Financial Stability Report (FSR), Composite Financial Stability Index (CFSI), Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD), Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR) প্রকাশ করে থাকে। এতদ্ব্যতীত, এ বিভাগ কর্তৃক আরও কিছু রিপোর্ট যেমন: Financial Projection Model (FPM), Central Database for Large Credit (CDLC) প্রণয়ন এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অবহিত করা হয়। ২০২১ সালের মার্চ মাসে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক "Economic and Financial Stability Implications of COVID-19: Bangladesh Bank and Government's Policy Responses" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে সৃষ্ট বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ঝুঁকি ও দুর্বলতাসমূহ নিরূপণ এবং এই অতিমারির বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচ্য প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু, এ অতিমারিতে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতায় প্রভাব রাখতে পারে এরূপ নীতি সহায়তা, কাঠামোগত পরিবর্তনসমূহ এবং আর্থিক খাতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের অর্থনীতির চারটি প্রধান খাত, যথা: প্রকৃত খাত, রাজস্ব খাত, বহিঃখাত এবং মুদ্রা ও আর্থিক খাতে কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব সঞ্চালনের প্রধান চ্যানেলগুলো সম্পর্কে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব কীভাবে এ খাতগুলোর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং প্রকারান্তরে কীভাবে তা সামষ্টিক আর্থিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করেছে তা একটি সামগ্রিক সঞ্চালন কাঠামোর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত এবং আর্থিক স্থিতিশীলতায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিরূপণের জন্য দৃশ্যপট/প্রায়োগিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।

৫.৪৬ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক সক্ষমতা ও দুর্বলতা নিরূপণ এবং আর্থিক ব্যবস্থার স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ঝুঁকি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট বাৎসরিক ভিত্তিতে 'Financial Stability Report (FSR)' প্রকাশ করে। এতদ্ব্যতীত, বিভাগটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR)'-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান প্রধান প্রবণতা, ঝুঁকি

ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। সম্ভাব্য আর্থিক অভিঘাত মোকাবেলায় এককভাবে প্রতিটি ব্যাংক ও সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাংকিং খাতের সহনশীলতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে এ বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 'স্ট্রেস টেস্ট' (Stress Test) পরিচালনা করা হয়। স্ট্রেস টেস্ট-এর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়। স্ট্রেস টেস্ট এর ভিত্তিতে চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, আর্থিক ব্যবস্থার স্টেকহোল্ডারগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ট্রেস টেস্ট-এর সামগ্রিক ফলাফলসমূহ FSR এবং QFSAR-এ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

৫.৪৭ বিশ্ব ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় প্রস্তুতকৃত Financial Projection Model (FPM) নামক Forecasting Tool-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অনুমিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যাংকসমূহের ভবিষ্যৎ আর্থিক দৃঢ়তা সম্পর্কে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে পরবর্তী তিন বছরের জন্য এ পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। অনুমিতি (Assumptions) ও অভিঘাত দৃশ্যপট (Stressed Scenarios) প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিস্তারিত উপাত্তের (Historical Micro Data) পাশাপাশি আর্থিক খাত ও সামষ্টিক অর্থনীতির বর্তমান ও প্রত্যাশিত অবস্থা বিবেচনায় নেয়া হয়।

৫.৪৮ মুদ্রাবাজারের আন্তঃব্যাংক তারল্য পরিস্থিতি ও উৎস পরিমাপের নিমিত্তে আন্তঃব্যাংক লেনদেন ম্যাট্রিক্স (Inter-Bank Transaction Matrix) নামে একটি উন্নত বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক নেটওয়ার্ক সিস্টেমের গঠন এবং কার্যাদি বিশ্লেষণ করা হয় যাতে এর প্রভাবসমূহ সহজে বোধগম্য হয় এবং সে আলোকে দূরদর্শী ও সময়োপযোগী নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। এ প্রতিবেদনটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত, এ বিভাগ কর্তৃক ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক হেলথ্ ইনডেক্স (Bank Health Index) ও হিট ম্যাপ (HEAT Map) ব্যবহার করে তারল্য (Liquidity), স্বচ্ছলতা (Solvency) এবং উপার্জনশীলতা (Earning) পরিস্থিতির নিরিখে ব্যাংকসমূহের আর্থিক স্বাস্থ্যের গতিশীল বিশ্লেষণ করা হয়।

৫.৪৯ ব্যাংকিং খাতে 'Domestic Systemically Important Banks (D-SIB)'-এর অবনতির প্রভাব অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় গুরুতর বিধায় এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে স্থানীয় আর্থিক খাতকে সুরক্ষাকল্পে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে D-SIB চিহ্নিতকরণের কাজ করে। অধিকন্তু, এ বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 'Central Database for Large Credit (CDLC)'-এর মাধ্যমে Non-Financial Corporation-এর বৃহৎ ঋণসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়। যেসব বৃহদাংক ঋণ ও আগামসমূহ আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে তা আগাম চিহ্নিতকরণে এ তথ্যভাণ্ডার সাহায্য করে।

৫.৫০ আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য সিস্টেমিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও আগাম সতর্কতা সংকেত (Early Warning Signs) প্রদানের জন্য এফএসডি ২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ হতে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে "Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD)" প্রস্তুত করে আসছে। এ প্রতিবেদনে দেশের আর্থিক খাতের অন্যতম সাতটি ঝুঁকি ক্ষেত্র, যেমন: সামষ্টিক ঝুঁকি, ঋণ ঝুঁকি, তহবিল ও তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, মুনাফা ও স্বচ্ছলতা ঝুঁকি, আন্তঃসম্পর্কীয় ঝুঁকি এবং কাঠামোগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে একগুচ্ছ গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতিগত ঝুঁকি নির্দেশকের বিশ্লেষণ করা হয়। ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে BSRD বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের

আর্থিক ব্যবস্থার সার্বিক স্থিতিশীল অবস্থার পরিমাপ এবং এতে কোনো পদ্ধতিগত ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে কি-না তা পরিবীক্ষণের জন্য এফএসডি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে ‘Composite Financial Stability Index (CFSI)’ প্রস্তুত করে। আরো বিশেষ করে, সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা পরিমাপের উদ্দেশ্যে CFSI প্রস্তুত করা হয়। Banking Soundness Index (BSI), Financial Vulnerability Index (FVI) এবং Regional Economic Climate Index (RECI)-এ তিনটি উপসূচকের অধীনে আঠারোটি সূচক নিয়ে CFSI প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং পদ্ধতিগত সংকটের কোনো সম্ভাবনা থাকলে তা উন্মোচনের জন্য ব্যাংকিং খাত, আর্থিক খাত, প্রকৃত খাত এবং বহিঃখাতের সক্ষমতা নির্দেশক গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত সূচক গঠন করা হয়। এ প্রতিবেদনটি নিয়মিতভাবে FSR-এ প্রকাশিত হয়।

৫.৫১ ‘Coordinated Supervision Framework for Bangladesh Financial System’ নামক কাঠামোর অধীনে গঠিত ‘Coordination Committee Technical Group (CCTG)’ আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ (BSEC, RJSC, IDRA, MRA)-এর ‘সমন্বয় কমিটি’কে সহায়তা প্রদান করে। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত বিনিময় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর CCTG-এর সদস্যবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৫২ বাংলাদেশের সামষ্টিক-আর্থিক ব্যবস্থার জন্য সম্ভাব্য হুমকিসমূহের বিশ্লেষণ এবং তা নিয়ন্ত্রণে স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করার লক্ষ্যে এফএসডি সামষ্টিক-আর্থিক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট আটটি ক্ষেত্র (বহিঃঅর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, পরিবারবর্গ, অ-আর্থিক কর্পোরেশন, রাজস্ব পরিস্থিতি, আর্থিক বাজার পরিস্থিতি, মূলধন ও মুনাফা এবং অর্থসংস্থান ও তারল্য) এবং ৩৭টি সূচক বিবেচনায় নিয়ে ‘Financial Stability

সারণি ৫.১৪ আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF)-এর সাম্প্রতিক অবস্থা

উপাদানসমূহ	অনিরীক্ষিত হিসাব (৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ভিত্তিক)	প্রিমিয়াম হার*	নির্ধারিত বীমার পরিমাণ
তহবিলের পরিমাণ	১০১.১৫ বিলিয়ন টাকা	-	এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত (প্রতি ব্যাংকের প্রতি আমানতকারী)
মোট তলবি এবং মেয়াদি আমানত @	১৫,০২৪.৬২ বিলিয়ন টাকা	-	
মোট তলবি এবং মেয়াদি আমানতের মধ্যে বীমাযোগ্য আমানত*	৭৫.৭৮%	-	
মোট বীমাযোগ্য আমানতের মধ্যে বীমাকৃত আমানত	২৩.৮২%	-	
সম্পূর্ণ বীমাকৃত আমানতকারী	৯০.৯১%	-	
সাউন্ড ব্যাংক	-	০.০৮%	
আর্লি ওয়ার্নিংভুক্ত ব্যাংক	-	০.০৯%	
প্রবলেম ব্যাংক	-	০.১০%	

* ২০১৩ সাল হতে কার্যকর

@ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্যসমূহ হতে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট-এর তথ্যসমূহে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
উৎস : ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Map (FSM)’ প্রবর্তন করেছে। এটি বাংলাদেশের সামষ্টিক-আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার একটি বিশদ মূল্যায়ন প্রদান করে। FSM হতে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহের সার-সংক্ষেপ বার্ষিক ‘Financial Stability Report’-এ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো

বাংলাদেশের আমানত বীমা ব্যবস্থা

৫.৫৩ লোকসানজনিত কারণে দেউলিয়া হওয়া কোনো ব্যাংকের দেনা সময়মতো পরিশোধে অসামর্থ্যতার ক্ষেত্রে আমানত বীমা ব্যবস্থা হলো আমানতকারীদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সুরক্ষা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় ন্যূনতম খরচে আমানতকারীদের একটি নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে ব্যাংক অবসায়নের ক্ষেত্রে আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং

আর্থিক খাতের বাজার শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সুতরাং, একটি সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল ব্যাংক ব্যবস্থায় এটি একটি অপরিহার্য উপাদান।

৫.৫৪ আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথম ১৯৮৪ সালে Bank Deposit Insurance Ordinance, 1984 জারির মাধ্যমে আমানত বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ রহিত করে জুলাই, ২০০০ সালে 'ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০' (Bank Amanat Bima Ain, 2000) প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আমানত বীমা ব্যবস্থা উক্ত আইনের বিধান বলে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক, 'আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল' Deposit Insurance Trust Fund (DITF) নামে একটি তহবিল পরিচালনা করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ DITF তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে কাজ করে। ট্রাস্টি বোর্ড-এর আদেশ ও নির্দেশনা অনুসারে তহবিলটি পরিচালিত হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক International Association of Deposit Insurers (IADI)-এর অন্যতম সদস্য। 'আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল' (Deposit Insurance Trust Fund)-এর সাম্প্রতিক অবস্থা সারণি ৫.১৪-এ দেখানো হয়েছে।

৫.৫৫ বাংলাদেশে আমানত বীমা ব্যবস্থা পে-বক্স কার্যপ্রণালীতে সীমাবদ্ধ। 'ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০'-এর বিধি বিধান মোতাবেক পরিচালিত প্রধান কাজগুলো হলো: বাংলাদেশে কর্মরত সকল তফসিলি ব্যাংক থেকে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে (৩০ জুন/ ৩১ ডিসেম্বর) প্রিমিয়াম আদায় করা; তহবিলের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে অর্থাৎ ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বন্ডে এবং স্বল্প মেয়াদে আন্তঃব্যাংক রেপো খাতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিলে বিনিয়োগ করা; এবং বিনিয়োগকৃত মুনাফা হতে প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত খাতে পুনরায় বিনিয়োগ করা। কোনো ব্যাংক অবসায়িত হলে বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত 'আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল' (DITF)-এ জমাকৃত অর্থ হতে অবসায়িত বা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যাংকের আমানতকারীদের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আমানতের সমপরিমাণ বা সর্বোচ্চ ০.১০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা যাবে।

৫.৫৬ এছাড়া, 'ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০' রহিতপূর্বক 'আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২১' প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বেশ কিছু সভা ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত 'আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২১'-এর সর্বশেষ খসড়া ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন অবস্থায় রয়েছে। প্রস্তাবিত 'আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২১'-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীদেরও ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স-এর আওতায় আনয়নের এবং কভারেজের পরিমাণ ০.২০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার (ডিআইডি সার্কুলার নং ০৩, তারিখ : ১৭/১০/১২) জারি করে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শিত রয়েছে। বাংলাদেশের আমানত বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট হতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য পেতে পারেন।

ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-এর কার্যক্রম

৫.৫৭ খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ১৮ আগস্ট ১৯৯২ তারিখে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালের ১৯ জুলাই হতে সিআইবি কর্তৃক সিআইবি

অনলাইন সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। ১ অক্টোবর ২০১৫ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা উন্নয়নকৃত New CIB Online Solution-এর যাত্রা শুরু হয়। অত্যন্ত পরিশীলিত আইসিটি প্রযুক্তি সুবিধা গ্রহণের ফলে গুণগত ও দক্ষতার বিচারে সিআইবির সেবাদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিমুক্ত ঋণদান বজায় রাখতে সিআইবি অনলাইন সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.৫৮ সিআইবি ডাটাবেইজে Borrower, Co-borrower এবং Guarantor-দের ১.০ টাকা ও তদূর্ধ্ব বকেয়া স্থিতিসম্পন্ন ঋণের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত থাকে। জুন ২০২১ শেষে সিআইবি ডাটাবেইজে মোট ঋণ-গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৪০,৮৬,৯৭৭ জন, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৩৩,৯৮,৩৭১ জন। মোট ঋণগ্রহীতার এ সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় শতকরা ২০.২৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০২১ শেষে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রেণিকৃত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৪,৩৮৯,১৪১ জন যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৫.৩৭ ভাগ বেশি। জুন ২০২০ শেষে সংখ্যাটি ছিল ৩,৮০,৬৩৫। ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট বকেয়া ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ জুন ২০২১-এ দাঁড়ায় ১২,৮২৬.৪২ বিলিয়ন টাকা (অবলোপনকৃত ঋণসহ) যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১১,৯২৪.৭৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা প্রায় শতকরা ৭.৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, শ্রেণিকৃত বকেয়া ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ৪.৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০২১-এ শ্রেণিকৃত বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৬৩৯.৮৪ বিলিয়ন টাকা যা জুন ২০২০-এ ছিল ১,৫৮৫.৭৫ বিলিয়ন টাকা।

৫.৫৯ World Bank কর্তৃক প্রণীত Doing Business প্রতিবেদনের ‘Depth of Credit Information Index’-এর Getting Credit সূচকের বিপরীতে স্কোর অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে আরও উচ্চ অবস্থানে নেয়ার লক্ষ্যে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষত সিআইবি কর্তৃক ইতোমধ্যেই ১ টাকা ও তদূর্ধ্ব বকেয়া স্থিতিসম্পন্ন ঋণ তথ্যাবলী সিআইবি ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে World Bank-এর ডাটা কাভারেজ সংক্রান্ত শর্তাবলী পূরণ করা হয়েছে। ফলে জুন ২০২১-এ সিআইবি ডাটাবেইজের মোট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (ডাটা কাভারেজ) ১০,০২২,৬১২-এ দাঁড়ায়। বর্তমানে গ্রাহকদের সিআইবি রিপোর্টে ঋণের বিপরীতে ২৪ মাসের ঋণ ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও, সিআইবি ডাটাবেইজে ঋণগ্রহীতাদের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) প্রবেশাধিকার সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ Chapter-IV-এর কতিপয় উপধারা অন্তর্ভুক্ত/সংশোধন করে একটি ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ড্রাফটটি আইন হিসেবে সংহত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৫.৬০ অস্থাবর সম্পত্তি (ভূমি/দালান, ফ্ল্যাট, ভারি যন্ত্রপাতি)-এর তথ্য সম্বলিত Collateral Database প্রস্তুতের লক্ষ্যে সিআইবি কর্তৃক Collateral Information System-এর কাজ শুরু হয়েছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতাদের প্রদেয় জামানতের মর্টগেজের তথ্যাদি এ তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন ঋণ মঞ্জুরিকালে একই সম্পত্তি যেন বেআইনিভাবে মর্টগেজ করে কেউ প্রতারণা বা জালিয়াতি করতে না পারে সে লক্ষ্যেই এ তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MF-CIB) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যা এখন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীনে রয়েছে।

টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং

টেকসই ব্যাংকিং

৬.১ টেকসইতা, টেকসই অর্থায়ন এবং টেকসই ব্যাংকিং নামক শব্দগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে পরিপূরক। কোভিড-১৯ মহামারি সামগ্রিকভাবে আমাদের অর্থনীতির সহনশীলতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ পরিভাষা-গুলোর উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত অর্থনীতি এবং আর্থিক বাস্তুতন্ত্রকে গঠন করবে। নতুন বিকশিত টেকসই আর্থিক নীতির লক্ষ্য হল আর্থিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে অর্থায়ন করার মাধ্যমে একটি টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তরকরণের অর্থায়নকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতিতে, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবসায়িক সমধর্মিতার মূল ক্ষেত্র হতে হবে। ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ অনুমোদন, তদারকি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নের সাথে যুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ অবশ্যই পরিপালনীয়। তদানুসারে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়োপযোগী নির্দেশিকা প্রদান করেছে যাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষমতার অবিচ্ছিন্ন মান বজায় রেখে বর্তমান চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন প্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছানো যায়। এ লক্ষ্যে টেকসই ব্যাংকিং-এ উৎসাহিত করার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা আগ্রহী। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই সবুজ এবং টেকসই অর্থায়ন, সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সময়ের প্রয়োজন বিবেচনা করে বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করেছে। টেকসই অর্থায়ন নীতির প্রবর্তন ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার একাধিক উপায় তৈরি করেছে যেখানে সবুজ অর্থায়ন, টেকসই কৃষি, টেকসই কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিকভাবে অর্থায়নে দায়বদ্ধ এবং টেকসই-এর সাথে যুক্ত অন্যান্য অর্থায়ন কাঠামোগতভাবে উদ্দিষ্ট করা হয়। সামগ্রিক টেকসই ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে মূলত টেকসই অর্থায়ন (সবুজ অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত), কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি–এ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়।

টেকসই অর্থায়ন

৬.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের টেকসই অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সাধারণভাবে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা যায়: নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই অর্থায়ন কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, বহুমুখী পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ

৬.৩ ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০১৩-এ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় আনা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এ পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালাকে প্রতিস্থাপিত করে সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা জারি করা হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য 'টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা' জারি করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গুলোর এ টেকসই ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নীতি প্রণয়ন ও

পরিবীক্ষণে National Sustainable Development Strategy (NSDS), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)সহ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। চার্ট ৬.০১-এর মাধ্যমে টেকসই ব্যাংকিং সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণী উদ্যোগসমূহের সচিত্র বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪ 'টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা'-এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংক 'টেকসই অর্থায়ন' কে সংজ্ঞায়িত করে। এর ফলে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জানুয়ারি ২০২১ হতে টেকসই খাতগুলোতে অর্থায়ন শুরু করেছে। জানুয়ারি-জুন ২০২১ সময়ে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই খাতে যথাক্রমে ৩৪৮.১৪ বিলিয়ন ও ৬.০৫ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে। এ সময়ে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিতরণের তুলনায় টেকসই খাতে অর্থায়নের হার ৭.১৯ শতাংশ। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর টেকসই অর্থায়নের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ৬.০১-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

৬.৫ অর্থবছর-২১-এ ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ৯৭.৬৪ বিলিয়ন টাকা এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৩.১৬ বিলিয়ন টাকা পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন হিসেবে ছাড় করা হয়। এ সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট মেয়াদি ঋণ বিতরণের তুলনায় পরিবেশবান্ধব খাতে

চার্ট : ৬.০১ টেকসই ব্যাংকিং/অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণী উদ্যোগ

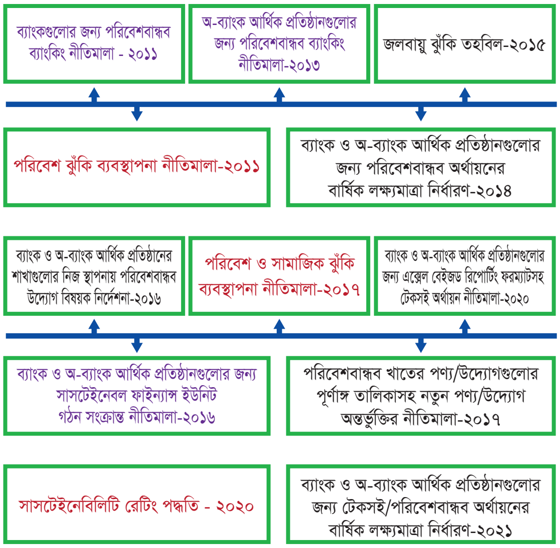

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থায়নের হার ৪.৪১ শতাংশ। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ৬.০২ এবং চার্ট ৬.০২-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মোট পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা চার্ট ৬.০৩-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে।

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৬.৬ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য জারিকৃত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন্স অনুসারে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি রেটিং

সারণি ৬.০১ জানুয়ারি-জুন ২০২১-এ টেকসই অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	টেকসই কৃষি	টেকসই সিএমএসএমই	এসআরএফ	পরিবেশবান্ধব প্রকল্প/উদ্যোগ/খাতে চলতি মূলধন ও তলবি ঋণ	ট্রেডিং খাতে পরিবেশবান্ধব পণ্যসমূহ	পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	টেকসই অর্থায়ন
রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক (৬)	১০,৯৪৭.৩৯	৩,৯৮৭.৬১	৫,৯৪৫.০০	১৯২.২৩	০.৩২	২,৫৮৫.৫৪	২৩,৬৫৮.১০
বিশেষায়িত ব্যাংক (৩)	৩০,৯২৭.০০	২,৫৬৩.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৭৩	৩৩,৫০৭.৪৯
বেসরকারি ব্যাংক (৪৩)	৮৮,০৯৮.০৩	৪১,২৮৩.৯৪	৪৫,০০৯.৮০	৩০,৮০৩.৩৬	৭,৬৬৪.৯৬	৩১,৪৬৫.৩৯	২৪৪,৩২৫.৪৮
বিদেশি ব্যাংক (৯)	১১,৭২০.৫৬	৩৮৫.৪০	১২,৮৩৭.৫৭	১৭,৯৪৩.৩২	১,৮৬৮.৫০	১,৮৯৪.৮৬	৪৬,৬৫০.২২
মোট ব্যাংক	১৪১,৬৯২.৯৮	৪৮,২২০.৭১	৬৩,৭৯২.৩৭	৪৮,৯৩৮.৯২	৯,৫৩৩.৭৮	৩৫,৯৬২.৫৩	৩৪৮,১৪১.২৯
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩৪)	৭৩৫.৪৯	১,০৯৩.৬০	১,৮০১.৭০	৪০০.৮৩	২৩২.৬০	১,৭৮৪.৮১	৬,০৪৯.০৩
সর্বমোট	১৪২,৪২৮.৪৭	৪৯,৩১৪.৩১	৬৫,৫৯৪.০৭	৪৯,৩৩৯.৭৫	৯,৭৬৬.৩৮	৩৭,৭৪৭.৩৪	৩৫৪,১৯০.৩২

নোট : বন্ধনীতে উপাত্তসমূহ ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।
উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(ESRR) করা বাধ্যতামূলক। অর্থবছর ২১-এ Environmental and Social Due Diligence (ESDD) চেকলিস্ট-এর মাধ্যমে রেটিংকৃত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৯৩,৪৬৬টি। এ সময়ে ৭২,৬৭৮টি রেটিংকৃত প্রকল্পে মোট ২,৪৬৯.৯৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। বিগত পাঁচ বছরে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ESRR-এর প্রবণতা চার্ট ৬.০৪-এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল

৬.৭ অর্থবছর ২১-এ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল হতে মোট ১.৮৬ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অনুদান হিসেবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনলাইন ব্যাংকিং ও জ্বালানি দক্ষতা

৬.৮ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার অনুসরণে অনলাইন শাখা ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত শাখা স্থাপন করার ব্যাপারে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থবছর-২১ শেষে সৌরবিদ্যুৎ চালিত ব্যাংক শাখার সংখ্যা ৭১৮টি এবং অনলাইন শাখার হার ৯৫.৪৮ শতাংশ।

সাসটেইনেবিলিটি রেটিং

৬.৯ ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সাসটেইনেবিলিটি রেটিং-এর পদ্ধতি জারি করা হয়েছে। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিবেশ, সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা এবং অর্জনের ভিত্তিতে তাদের সাসটেইনেবিলিটি রেটিং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি বছর নির্ধারণ করা হচ্ছে। এ রেটিং ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (১) টেকসই অর্থায়ন (২) সিএসআর কার্যক্রম (৩) পরিবেশ-বান্ধব পুনঃঅর্থায়ন এবং (৪) কোর ব্যাংকিং সাসটেইনেবিলিটি এবং (৫) ব্যাংকিং সেবার পরিব্যাপ্তি– এ পাঁচটি প্রধান কাজ অর্জনের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০২০ সালের সাসটেইনেবিলিটি রেটিং নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শীর্ষ রেটিং প্রাপ্ত ১০টি ব্যাংক ও পাঁচটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.১০ পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালে নিজস্ব উৎস হতে ২ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে যা পরবর্তীতে ৪ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রাথমিকভাবে, পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সুবিধা প্রদানের জন্য ছয়টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে, বাজার চাহিদা এবং টেকনিক্যাল

সারণি ৬.০২ অর্থবছর ২১-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাত											মোট
	নবায়নযোগ্য জ্বালানি	জ্বালানি দক্ষতা	বিকল্প জ্বালানি	তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত ও পুনঃপ্রক্রিয়াতব্য পণ্য	গ্রিন ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং	পরিবেশবান্ধব স্থাপনা	পরিবেশবান্ধব কৃষি	পরিবেশবান্ধব সিএমএসএমই	পরিবেশবান্ধব এসআরএফ	
রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক (০৬)	১,৮৩৮.৮৯	২২৭.৯৬	০.০০	৩৯৬.১৩	১১৯.১৩	৮১৩.৫৪	৩৭২.১০	৫,৬৩৮.৭০	৫৬.৬৪	৯৩.৯৬	০.০০	৯,৫৫৭.০৪
বিশেষায়িত ব্যাংক (০৩)	৬.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.০০	০.০০	২.৮৩	০.০০	০.০০	২০.২১
বেসরকারি ব্যাংক (৪৩)	১,৫৯৮.০৪	১১,০১৪.১২	৪৫.৫১	৬,০৭৪.৬১	১৭৭.৮০	১০,২৯৪.৪৭	৫,৪৩৮.৬৭	৩৬,৮৯৩.৮৪	৪৯৮.৪৭	৪৬৯.৫৯	৬৮.৪৫	৭২,৫৭৩.৫৭
বিদেশি ব্যাংক (০৯)	৩.১৩	১,২৬৪.৩০	০.০০	৫৫৯.৮৮	০.০০	৩.৪০	০.০০	১২,৯৯৩.৭৫	৪৬২.২৪	২০০.২০	০.০০	১৫,৪৮৬.৯০
মোট ব্যাংক	৩,৪৪৬.৪৪	১২,৫০৬.৩৮	৪৫.৫১	৭,০৩০.৬১	২৯৬.৯৩	১১,১১১.৪১	৫,৮২১.৭৭	৫৫,৫২৬.২৯	১,০২০.১৮	৭৬৩.৭৫	৬৮.৪৫	৯৭,৬৩৭.৭২
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩৪)	৪৯৬.৭২	১,০৩২.২১	০.০০	৩৭৯.৬৯	৮৩.১৫	০.৩৫	৩১২.১০	১০০.০০	১৫৭.৪০	৫১৬.৮০	৭৭.৯০	৩,১৫৬.৩২
সর্বমোট	৩,৯৪৩.১৭	১৩,৫৩৮.৫৯	৪৫.৫১	৭,৪১০.৩০	৩৮০.০৮	১১,১১১.৭৬	৬,১৩৩.৮৭	৫৫,৬২৬.২৯	১,১৭৭.৫৮	১,২৮০.৫৫	১৪৬.৩৫	১০০,৭৯৪.০৫

নোট : বন্ধনীতে উপাত্তসমূহ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অ্যাডভাইজরি কমিটি'র বিশেষজ্ঞবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে ২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ/প্রকল্পের সংখ্যা ছয়টি হতে পঞ্চান্নটি তে উন্নীত করে (সারণি ৬.০৪)।

৬.১১ এ স্কিমের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৬-৭ ভাগ সুদ ধার্য করতে পারবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি খাতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের স্থলে পরিবেশবান্ধব 'সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম'-কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় 'সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম'-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি অর্থায়নের বিপরীতে সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করেছে শতকরা ছয় ভাগ।

৬.১২ জুন ২০২১ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পুঞ্জীভূত বিতরণের পরিমাণ ৫৬৮১.৮৯ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণ হয়েছে ৯৯৪.৮১ মিলিয়ন টাকা। সারণি ৬.০৩ এবং চার্ট ৬.০৫-এ অর্থবছর ১৭ হতে অর্থবছর ২১ পর্যন্ত এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ধারা এবং খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণের শতকরা হার তুলে ধরা হয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ফাইন্যান্সিং ব্রিক কিলন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

৬.১৩ কার্বন নির্গমন ও দূষিত বস্তুকণা হ্রাসসহ জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১২ সালে Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project নামক প্রকল্পটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত আবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় এডিবি'র রিলেন্ডিং-এর পরিমাণ ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের বাংলাদেশি মুদ্রা। এ প্রকল্পের দু'টি ভাগ রয়েছে : পার্ট-এ (ordinary capital resources)-এর জন্য Fixed Chimney Kiln (FCK) হতে Improved Zig-zag kiln-এ রূপান্তর/ উন্নয়নের জন্য রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা এবং পার্ট-বি (Special Fund Resources)-এর জন্য নতুনভাবে Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) এবং Tunnel Kiln প্রযুক্তিতে ইটভাটা নির্মাণে রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা।

চার্ট ৬.০২ অর্থবছর ২১-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাত

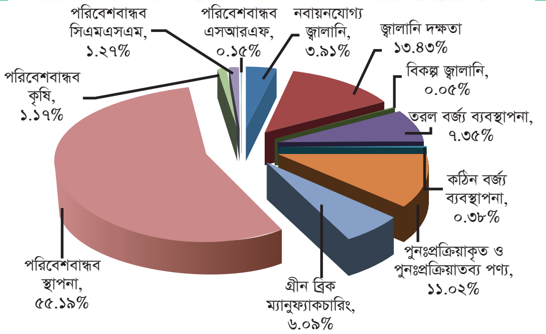

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.০৩ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা

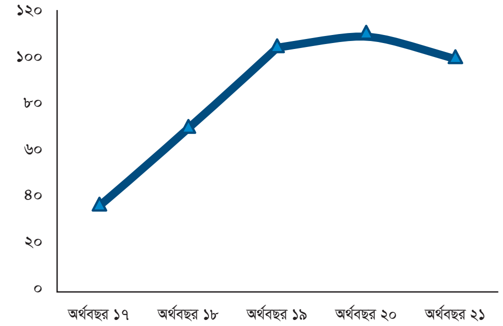

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২০টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১৯টি উপপ্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৪০৩৯.৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শতভাগ ঋণ বিতরণসহ প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আবর্তনশীল পর্যায়ের কার্যক্রম দু'টি সময়সীমায় সম্পন্ন হচ্ছে যার মধ্যে পার্ট-এ ২৫ বছর মেয়াদে এবং পার্ট-বি ৩২ বছর মেয়াদে চলমান রয়েছে।

গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)

৬.১৪ টেকসই অর্থায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড গঠন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬-এ গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) নামে ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের দীর্ঘমেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ তহবিল শুধুমাত্র দেশের পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল, চামড়া ও পাট শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে ব্যবহার করা হলেও দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিতকল্পে জুন ২০১৯ সাল হতে সকল রপ্তানিমুখী খাতের জন্য এ সুবিধা উন্মুক্ত করা হয়। পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সহায়ক অনুষঙ্গ আমদানিকল্পে রপ্তানিমুখী পরিবেশবান্ধব সকল শিল্পের উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের নিমিত্ত এ তহবিল ব্যবহৃত হবে। পরিবেশবান্ধব এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে ওয়েট প্রসেসিংয়ে পানির সদ্ব্যবহার, পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, বায়ু প্রবাহ ও সঞ্চালন দক্ষতা ও কর্মপরিবেশের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। এপ্রিল ২০২০-এ গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড-এ ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের পাশাপাশি ২০০ মিলিয়ন ইউরো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চার্ট ৬.০৪ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ESRR-এর প্রবণতা

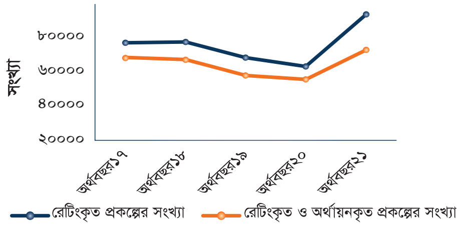

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.০৩ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম-এর বিতরণ চিত্র

(মিলিয়ন টাকা)

পরিবেশবান্ধব পণ্যের ধরণ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
বায়োগ্যাস	৪৬.৬০	১০.৫০	৪.৫৬	১.২৪	২.১৭
সোলার হোম সিস্টেম	৩৫.৩০	০.০০	০.১৯	০.৪৫	১.৩২
সোলার মিনি গ্রিড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৭.৫
বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট	১৭৯.৬০	৬০.০০	১০৮.৪৪	১৩২.৫০	১৯৩.১৪
হাইব্রিড হফম্যান কিল্‌ন প্রযুক্তিসম্পন্ন ইট প্রস্তুতকরণ	১০.০০	০.০০	৫.০০	১০০.০০	০.০০
কেঁচো কম্পোস্ট	১.৩০	০.০০	০.৭৯	১.২৬	১.৬৭
গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি	০.০০	৫০০.০০	১৫২.৩৩	১৯৮.৭০	৪৮৫.০০
কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	৫৫.৩০	৮১.৯৭	৩৯.৯৬	৮৮.১০	৬০.০০
স্লারি হতে জৈবসার প্রস্তুতকরণ	০.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকরত কাগজ উৎপাদন	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
জ্বালানি সাশ্রয় প্রযুক্তি	০.৬০	১৩.০০	১০.০০	৪৬.২৯	২০০.০০
লোড বাল্ব/টিউব ম্যানুফ্যাকচারিং/অ্যাসেম্বলি প্লান্ট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪.০০
সর্বমোট	**৩৪৮.৮০**	**৬৬৫.৪৭**	**৩২১.২৭**	**৫৬৮.৫৪**	**৯৯৪.৮১**

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ২১-এ এ ফান্ডের আওতায় চুক্তি স্বাক্ষরকারী ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ২৩টি প্রকল্পে ১১৮.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৬টি প্রকল্পে ৮.৪১ মিলিয়ন ইউরো বিতরণ করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.১৫ ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তাদের বিধিবদ্ধ তারল্যের রক্ষণীয় মাত্রার উদ্বৃত্ত তারল্যের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর

২০১৪-এ ‘ইসলামিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল’ গঠন করা হয়। পরিবেশবান্ধব অর্থায়নে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য এ স্কিম চালু করা হয়েছে। ক্রমাগত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তন, পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের প্রতি গ্রাহক চাহিদা বৃদ্ধি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে উল্লিখিত বিষয়ে বিশদ ও সমন্বিত এসএফডি ‘মাস্টার সার্কুলার’ জারি করা হয়। উক্ত স্কিমের মাধ্যমে ৮টি খাতের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের সংখ্যা ৫০টি হতে ৫১টিতে উন্নীত করা হয়েছে। খাতসমূহ হলো– নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষ/সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, বিকল্প জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব স্থাপনা এবং বিবিধ। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে ৪৭৭.৩ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ মোট বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৭.৯ মিলিয়ন টাকা।

টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট/আপগ্রেডেশন ফান্ড

৬.১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ‘টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট/আপগ্রেডেশন ফান্ড’ নামে ১০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে। এসএফডি সার্কুলারের (নং-০২- ১৭ জানুয়ারি ২০২১) মাধ্যমে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে জন্য তহবিল বিষয়ে জানানো হয়। এটি বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন/আপগ্রেডেশন-এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে। তহবিলটি ১১টি উদ্যোগ/বিভাগে ‘রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১’-এ বর্ণিত ৩২টি রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে বিতরণ করা হয়। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৩টি ব্যাংক এবং ৭টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পিএফআই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চার্ট ৬.০৫ অর্থবছর ২১-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পণ্য/উদ্যোগ ভিত্তিক বিতরণ

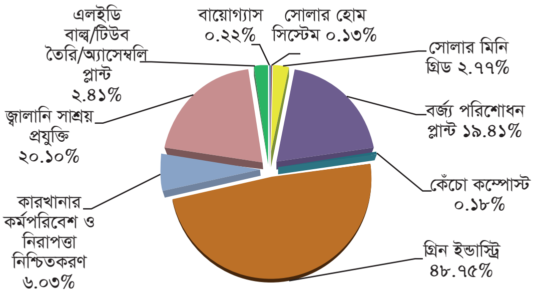

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৬.১৭ আর্থিক খাতের CSR তহবিল ব্যয়ের যথাযথ ব্যবহার এবং সার্বিক ও সুষ্ঠু তদারকির নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে একটি দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা জারি করে। উক্ত নীতিমালায় CSR কার্যক্রম ও ব্যয় সম্পর্কিত প্রশাসনিক কাঠামো, বাজেট বরাদ্দ, CSR কার্যক্রমের প্রত্যাশিত আওতা এবং সার্বিক তদারকি প্রক্রিয়া ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ১০ জুন ২০১৫ সালে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত CSR কার্যক্রম রিপোর্ট করার জন্য একটি সার্কুলার লেটার জারি করা হয়েছে।

ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম

৬.১৮ অর্থবছর ২১-এ দেশে কার্যরত ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএসআর খাতে মোট ৯২২৫.৬৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে, যার পরিমাণ অর্থবছর ২০-এ ছিল ৯৩৯৯.৬৭ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ দেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের মোট সিএসআর ব্যয় ৯১২০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা সিএসআর কার্যক্রমের বেশিরভাগ অর্থ মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করেছে যা মোট সিএসআর

কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ৪৪.৯৬ ভাগ, শতকরা ৩৪.৭৩ ভাগ এবং শতকরা ৭.৩৬ ভাগ। অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরিবেশ খাতে CSR কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ২.৪৮ ভাগ এবং শতকরা ১.৯৭ ভাগ হারে ব্যয় করা হয়। এছাড়া, সাংস্কৃতিক কল্যাণ খাতে CSR ব্যয় ছিল মাত্র শতকরা ১.৫৯ ভাগ। বিশেষত, আয় উৎসারি কর্মকাণ্ড খাতে ব্যাংকসমূহের ব্যয় উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখযোগ্য সিএসআর কার্যক্রমে খাতওয়ারি অর্থ ব্যয় যথাক্রমে সারণি ৬.০৫ এবং চার্ট ৬.০৬-এ দেখানো হলো।

৬.১৯ CSR খাতে অর্থবছর ২১-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ব্যয় ছিল ১০৫.৬৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে CSR ব্যয়ের সিংহভাগ স্বাস্থ্য খাত (শতকরা ৩৮.১৯ ভাগ) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে (শতকরা ৩৫.৯৪ ভাগ) ব্যয় করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, অন্যান্য এবং শিক্ষা খাতে মোট CSR ব্যয়ের যথাক্রমে শতকরা ৯.৩৪ ভাগ, শতকরা ৮.৬৭ ভাগ ও শতকরা ৫.০২ ভাগ ছিল। এ সময়ের মধ্যে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক CSR কার্যক্রমে যথাক্রমে শতকরা ০.২৬ ভাগ পরিবেশ খাতে এবং শতকরা ০.২০ ভাগ আয়উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CSR খাতে খাতওয়ারি ব্যয়ের সার্বিক চিত্র চার্ট ৬.০৭-এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

বিশেষ সিএসআর কার্যক্রম

৬.২০ দেশে চলমান করোনাভাইরাস সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে তাদের ২০২০ সালের নিট মুনাফার শতকরা ১ ভাগের সমপরিমাণ অর্থ ২০২১ সালের CSR খাতের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত হিসেবে বরাদ্দ প্রদানপূর্বক বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত অর্থ জেলা প্রশাসক/NGO/MFI/ব্যাংকসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা/ সেনা কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট খাতে (নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং কর্মহীন মানুষের জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে) ব্যয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম

৬.২১ বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব CSR কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে অনুদান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক মুনাফা হতে ৫০ মিলিয়ন টাকা ছাড়করণের মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল’ গঠন করে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরবর্তীতে অর্থবছর ১৫-এ তহবিলটি ১০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। অর্থবছর ২১-এ ‘বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল’ হতে ৫১.৬৫ মিলিয়ন টাকা (বাংলাদেশ ব্যাংকের লভ্যাংশ ও সুদসহ) অনুমোদন করা হয়েছে যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৫১.৪৯ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ সারণি-৬.০৬ এ প্রদর্শিত হলো।

প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.২২ COVID-19 পরিস্থিতিতে রপ্তানি আদেশ স্থগিত, বাতিল প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সকল রপ্তানি শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ‘প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম’ শিরোনামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়। স্কিমটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করা হয়, যার পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন টাকা। এটি আবর্তনযোগ্য তিন বছর মেয়াদি স্কিম।

সুদ হার এবং স্কিমের মেয়াদ

৬.২৩ শুরুতে আলোচ্য স্কিমের আওতায় পুনঃ-অর্থায়নের সুদ হার গ্রাহক পর্যায়ে ছিল শতকরা ৬ ভাগ এবং ব্যাংক পর্যায়ে ছিল শতকরা ৩ ভাগ। কিন্তু রপ্তানি-কারকদের স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার শতকরা ৬ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৫ ভাগ-এ এবং ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার শতকরা ৩ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ২ ভাগ ধার্য করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুনঃঅর্থায়নের মেয়াদ ১৮০ দিন (ব্যাংকের চলতি হিসাবে আকলনের তারিখ হতে)।

পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির যোগ্যতাসমূহ

৬.২৪ যে সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপি নয় এবং যাদের অনুকূলে আবেদনের তারিখ হতে পূর্ববর্তী ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত কোনো রপ্তানি বিল ওভারডিউ নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারবে। তবে SHELL কোম্পানি হতে প্রাপ্ত কোন রপ্তানি আদেশের বিপরীতে কোনো পুনঃঅর্থায়ন বিবেচনাযোগ্য হবে না।

তহবিলের হালনাগাদ তথ্যাবলি নিম্নরূপ (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত)

- তহবিল গ্রহণে চুক্তিবদ্ধ মোট পিএফআই : ৩৪টি।
- তহবিলপ্রাপ্ত মোট পিএফআই : ০৮টি।
- বিতরণকৃত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার পরিমাণ : সর্বমোট ৪০৮২.২ মিলিয়ন টাকা।
- আলোচ্য সুবিধার উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা : ৬৫টি।
- সেক্টর : টেক্সটাইল ও আরএমজি।
- আলোচ্য সুবিধার উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা : ১,৬৪,৬৮৯ জন।

আলোচ্য স্কিমের প্রভাব

৬.২৫ করোনাকালে হ্রাসকৃত সুদ হারে ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির ফলে রপ্তানিকারকগণ বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতেও কর্মীদের বেতন যথাসময়ে পরিশোধ করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে মহামারির অনিশ্চয়তার মধ্যেও

সারণি ৬.০৪ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম-এর আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের/ প্রকল্পের তালিকা :

ক্রমিক নং	পরিবেশবান্ধব পণ্য/ পদক্ষেপসমূহ
১	সোলার হোম সিস্টেম
২	সোলার মাইক্রো
৩	সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম
৪	সারফেস ওয়াটার উইথড্রল, রিফাইনম্যান্ট এন্ড সাপ্লাই রান বাই সোলার পাম্পিং এন্ড প্লান্ট
৫	সোলার ফটোভোল্টাইক (পিভি) অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
৬	সোলার ফটোভোল্টাইক (পিভি) পাওয়ার প্লান্ট
৭	সোলার কুকার অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
৮	সোলার ওয়াটার হিটার অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
৯	সোলার এয়ার হিটার এন্ড কুলিং সিস্টেম অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
১০	কোল্ড স্টোরেজ রান বাই সোলার এনার্জি
১১	সেটিং আপ বায়ো-গ্যাস প্লান্ট ইন এক্সিসটিং ক্যাটল/পোলট্রি ফার্ম
১২	ইন্টিগ্রেটেড কাউ রিয়ারিং এন্ড সেটিং আপ অফ বায়োগ্যাস প্লান্ট
১৩	অর্গ্যানিক ম্যানুর ফ্রম স্লারি
১৪	মিডিয়াম সাইজ বায়োগ্যাস প্লান্ট
১৫	লার্জ স্কেল বায়োমাস বেজড বায়োগ্যাস প্লান্ট
১৬	পোলট্রি এন্ড ডেয়ারি বেজড লার্জ স্কেল বায়োগ্যাস প্লান্ট
১৭	উইন্ড মিল ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন প্লান্ট
১৮	হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি প্লান্ট (পিকো, মাইক্রো, মিনি)
১৯	রিপ্লেসমেন্ট অব এনার্জি ইনইফিসিয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালস্ বাই এনার্জি ইফিসিয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালস
২০	অটো সেন্সর পাওয়ার সুইচ অ্যাসেম্বলি প্লান্ট ফর ইলেকট্রিসিটি সেভিংস্
২১	এনার্জি এফিসিয়েন্ট ইম্প্রুভ কুক স্টেভ অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
২২	এলইডি বাল্ব ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
২৩	এলইডি বাল্ব/টিউব লাইট অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
২৪	রিপ্লেসমেন্ট অব কনভেনশনাল লাইম ক্লিন বাই এনার্জি ইফিসিয়েন্ট ক্লিন
২৫	ওয়েস্ট হিট রিকোভারি সিস্টেম
২৬	বায়ো ক্রুড ওয়েল প্রডাকশন থ্রু পাইরোলাইসিস মেথোড
২৭	বায়োলজিক্যাল ইটিপি
২৮	কম্বিনেশন অফ বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ইটিপি
২৯	কনভারশন অফ কেমিক্যাল ইটিপি ইন্টু কম্বিনেশন অফ বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ইটিপি
৩০	সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
৩১	ওয়েইস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
৩২	সিউয়েজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
৩৩	মিথেন রিকভারি এন্ড পাওয়ার প্রোডাকশন ফ্রম মিউনিসিপাল ওয়েইস্ট প্লান্ট
৩৪	অর্গ্যানিক ম্যানুর প্রডাকশন ফ্রম মিউনিসিপাল ওয়েস্ট
৩৫	হ্যাজার্ডাস ওয়েইস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান্ট
৩৬	ফেকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রিটমেন্ট
৩৭	পিইটি বোটল রিসাইক্লিং প্লান্ট
৩৮	প্লাস্টিক ওয়েইস্ট (পিভিসি, পিপি, এলডিপিই, এইচডিপিই, পিএস) রিসাইক্লিং প্লান্ট পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং বাই রিসাক্লিং অব ওয়েস্ট/ইউজড পেপার প্লান্ট
৩৯	রিসাইক্লেবল ব্যাগেজ ম্যানুফ্যাকচারিং
৪০	রিসাইক্লেবল নন ওভেন পলিপ্রপিলিন ইয়ার্ন এন্ড ব্যাগেজ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
৪১	সোলার ব্যাটারি রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪২	ইউজড্ এলইডি ব্যাটারি রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪৩	কমপ্রেসড ব্লক-ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
৪৪	ফোম কনক্রিট ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
৪৫	সেটিং আপ মডার্ন টেকনোলজি বেজড্ প্লান্ট (এইচএইচকে/টানেল ক্লিন/ইকুইভ্যালেন্ট
৪৬	টেকনোলজি) টু রিডিউস কার্বন এমিশন ইন ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি
৪৭	গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি
৪৮	গ্রিন ফিচারিং বিল্ডিং
৪৯	ইম্প্রুভিং ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি এনশিউরিং প্রজেক্ট
৫০	ভার্মিকম্পোস্ট প্রডাকশন
৫১	পাম ওয়েল প্রডাকশন থ্রু এনার্জি এফিসিয়েন্ট প্লান্ট
৫২	সোলার পিকো গ্রিড
৫৩	সোলার ন্যানো গ্রিড
৫৪	সোলার মিনি গ্রিড
৫৫	নেট মিটারিং রুফটপ সোলার সিস্টেম

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এ স্কিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিটসহ অন্যান্য প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম

৬.২৬ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অন্যতম কার্যকরী নীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক কার্যক্রম হতে বিযুক্ত জনগণকে আর্থিক সেবার আওতায় আনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ গ্রহণে নিয়োজিত রয়েছে। এমন উদ্যোগের অংশ হিসেবে ডিজিটাল সেবাসহ বহুমুখী ও ব্যয় সাশ্রয়ী বিকল্প মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে চলেছে।

৬.২৭ মূল আইন 'দি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২' এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিধি-বিধান দ্বারা আরোপিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অঙ্গীকারবদ্ধ। এ সংকল্পযাত্রার অংশ হিসেবে ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবায় বিশেষত, ব্যাংকিং সেবা বিযুক্ত এবং আর্থিক সেবা বঞ্চিত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৬.২৮ সুবিধাবঞ্চিত উৎপাদনশীল খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এবং দ্রুত দারিদ্র্য দূরীকরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নতির জন্য আর্থিক বাজারে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং নিজস্ব অগ্রগতি নিরীক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সাল থেকে 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' প্রকাশের মাধ্যমে নিজস্ব অঙ্গীকারসমূহ জাতির সামনে তুলে ধরছে। সর্বশেষ ২০২০-২০২৪ মেয়াদের 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে, যেগুলোকে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিকরণ সূচকের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কম সুবিধাভোগী জনগণসহ সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট আর্থিক সেবা পৌঁছে যাবে, লিঙ্গ-বৈষম্য হ্রাস পাবে, এবং সর্বোপরি, আর্থিক সেবা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

চার্ট ৬.০৬ অর্থবছর ২১-এর ব্যাংকসমূহের CSR খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র

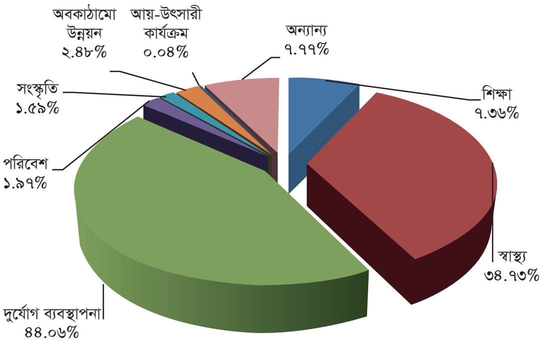

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.০৫ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের সিএসআর ব্যয়

(মিলিয়ন টাকা)

খাত	ব্যাংক		অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
	পরিমাণ	খাতওয়ারি অংশ (%)	**পরিমাণ**	খাতওয়ারি অংশ (%)
শিক্ষা	৬৭১.২	৭.৩৬	৫.৩	৫.০২
স্বাস্থ্য	৩১৬৭.৩	৩৪.৭৩	৪০.৩৫	৩৮.১৯
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪০১৮.৪	৪৪.০৬	৩৭.৯৭	৩৫.৯৪
পরিবেশ	১৭৯.৪	১.৯৭	০.২৭	০.২৬
সাংস্কৃতিক কল্যাণ	১৪৫.৩	১.৫৯	২.৫৩	২.৩৯
অবকাঠামো উন্নয়ন	২২৬.২	২.৪৮	৯.৮৭	৯.৩৪
আয়-উৎসারী কার্যক্রম	৩.৪	০.০৪	০.২১	০.২০
অন্যান্য	৭০৮.৮	৭.৭৭	৯.১৬	৮.৬৭
সর্বমোট	৯১২০	১০০.০০	১০৫.৬৬	১০০.০০

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.২৯ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের বাইরেও দেশের প্রথম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল, 'দি ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি' (এনএফআইএস), প্রস্তুতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এনএফআইএস'র খসড়া ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। চূড়ান্ত খসড়ায় ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের সব নাগরিককে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রারম্ভিক ধাপসমূহ

৬.৩০ ১৯৭২ সালে বিভিন্ন ব্যাংকের জাতীয়করণ প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া এবং অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যাংকিং সেবাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার কাজকে সহজ করেছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৭৩ সালে (কৃষি খাতে অর্থায়নের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে কৃষি ক্ষেত্রে অর্থ যোগান ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছিল। এ সময়ে ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থ যোগান ব্যবস্থায় সহায়তা এবং গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো কার্যাদিকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্র খুঁজে পায়।

৬.৩১ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংককে লাইসেন্স প্রদান শুরু করে, যা আর্থিক সেবা গ্রহণের পরিসর বৃদ্ধি করে এবং আরও বেশি মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করে। বিশেষ করে, গত দশকে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের আবির্ভাবের কারণে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস) বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে বেগবান করে তোলে। দেশে বিদ্যমান ডিএফএস'র মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত অধিক সংখ্যক মানুষকে আর্থিক সেবা গ্রহণে সহায়তা করেছে।

চার্ট ৬.০৭ অর্থবছর ২১-এর অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CSR খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র

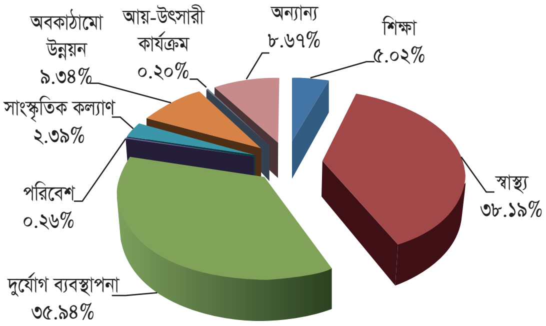

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.০৬ বাংলাদেশ ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে অর্থবছর ২১-এ ব্যয়ের বিবরণ

খাতসমূহ	মিলিয়ন (টাকায়)	শতকরা হার
শিক্ষা	৩২.৩১	৬২.৫৬
স্বাস্থ্য/ স্বাস্থ্য বিধান	১২.২৫	২৩.৭২
মানব সম্পদ উন্নয়ন/দক্ষতা বৃদ্ধি	৬.৮৪	১৩.২৪
অন্যান্য	০.২৫	০.৪৮
মোট	৫১.৬৫	১০০.০০

উৎস : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.৩২ অর্থবছর ২১-এ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণ এবং মানসম্পন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ী আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড ব্যাংকিং সেবা বিযুক্ত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার উপর নিবদ্ধ ছিল।

প্রথাগত পদ্ধতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

ব্যাংক শাখার বিস্তৃতি

৬.৩৩ প্রথাগত ও সমন্বিত পদ্ধতিতে ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃতি সেসব স্থানেই ঘটাতে হবে, যেসব স্থানে উক্ত সেবার চাহিদার পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক শাখার জন্য ব্যবসায়িক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাংকগুলোকে নতুন শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামে ৪:১ অনুপাতে শাখা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা

হয়েছিল। ব্যাংক শাখা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং শহর ও গ্রামে নতুন ব্যাংক শাখা খোলার ক্ষেত্রে ১ঃ১ অনুপাত পুনঃনির্ধারণ করে। অর্থবছর ২১-এ মোট ২০৫টি নতুন ব্যাংক শাখা খোলা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,৭৯৩টি।

উপশাখা এবং ব্যাংক বুথ

৬.৩৪ ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) শাখা, কৃষি শাখা, কালেকশন বুথ এবং ব্যবসা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। এ সকল নতুন উদ্যোগ ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে যুক্ত করেছে। উপশাখাসমূহ সীমিত মাত্রায় ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং নিকটবর্তী পূর্ণাঙ্গ শাখার অধীনে স্বল্প ব্যয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

এজেন্ট ব্যাংকিং

৬.৩৫ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সালে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে এজেন্ট-এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা বিস্তৃত করার সুযোগ প্রদান করে। এজেন্সি চুক্তির অধীনে থেকে কোনো ব্যাংকের এজেন্ট সীমিত মাত্রায় ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত এলাকায় নিজস্ব লোকবল নিয়োগ অথবা নিজস্ব শাখা স্থাপন ব্যতিরেকেই ব্যাংকসমূহ তাদের সেবা বিস্তৃত করতে পারে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য নিজ এলাকায় ব্যাংকের পক্ষে কাজ করার জন্য উপযোগী। ফলস্বরূপ, প্রত্যন্ত এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৬.৩৬ এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্যই অসীম সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বেগবান হয়েছে।

চার্ট ৬.০৮ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর প্রবণতা

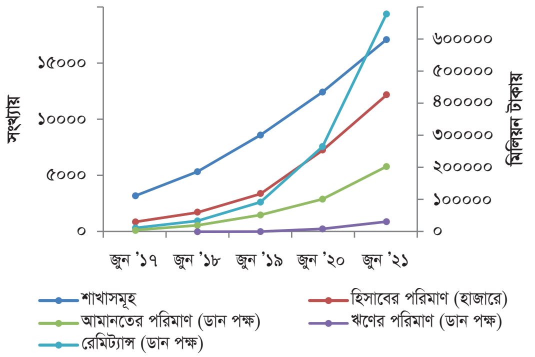

উৎস : ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আমানত স্থানান্তর, ঋণ বিতরণ এবং বিশেষত দেশে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা বিতরণের ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাংকগুলোকে সহায়তা করছে। এমনকি কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময়ে যখন ব্যাংকিং কার্যক্রমে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, তখনও এজেন্ট ব্যাংকিং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

৬.৩৭ জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৮টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে যুক্ত ছিল। অর্থবছর ২১-এ ১৭,১৪৫টি আউটলেট সহযোগে মোট ১২,৯১২টি এজেন্ট নিয়োজিত রয়েছে, যা অর্থবছর ২০-এ ১২,৪৪৯টি আউটলেট ও ৮,৭৬৪টি এজেন্ট-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৭.৭২ ভাগ ও শতকরা ৪৭.৩৩ ভাগ বেশি। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট হিসাবের সংখ্যা ১,২২,০৫,৩৫৮টি এবং এ সকল হিসাবে মোট স্থিতি ছিল ২০৩.৭৯ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৬৭৯.৫৪ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২৬৬.৫১ বিলিয়ন টাকার চেয়ে শতকরা ১৫৪.৯৮ ভাগ বেশি। চার্ট ৬.০৮-এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের গতিধারা দেখানো হয়েছে।

অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) সূচনা

৬.৩৮ বিশ্বব্যাপী অটোমেটেড টেলার মেশিন শাখাবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান

রাখছে। গ্রাহকের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকগুলোকে তাদের গ্রাহকের জন্য এটিএম চালু করতে উৎসাহিত করছে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকগুলোকে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, পিওএস/ অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি সেবাসমূহ যুগপৎভাবে প্রদান করার সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশে প্রথম এটিএম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে এটিএম মেশিনের সংখ্যা ছিল ১২,৩৩৭টি।

ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সার্ভিসেস

৬.৩৯ পিওএস এবং ই-কমার্স সেবার সহজলভ্যতা গ্রাহকদেরকে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে স্বাচ্ছন্দ্যে অর্থ পরিশোধে সহায়তা করে। বিশেষত প্রযুক্তির উন্মেষ এ সকল সেবা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ নতুন প্রজন্মকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস (বিএসিপিএস), ২০১১ সালে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড্স ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ২০১২ সালে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এবং ২০১৫ সালে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেমস (আরটিজিএস) চালু করেছে। এ ধরনের কারিগরি তৎপরতা অর্থ সঞ্চালন বৃদ্ধি করেছে এবং এভাবেই আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে। এ সকল সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি ব্যয় কমায় এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

৬.৪০ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস চালু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এমএফএস শুধু লেনদেনের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে এটি আমানত সংগ্রহের মাধ্যমও হয়ে উঠে। বাংলাদেশের সর্বত্র মোবাইল নেটওয়ার্ক সহজলভ্য হওয়ার পর থেকেই এমএফএস দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এমএফএস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য

চার্ট ৬.০৯ নো-ফ্রিল একাউন্ট-এর ধারাবাহিক চিত্র

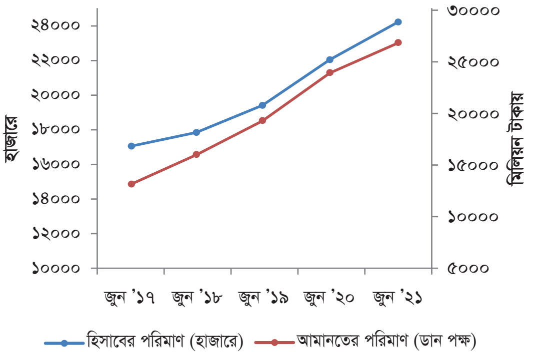

উৎস : ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেওয়াইসি এবং ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টেশন চালু করে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

৬.৪১ প্রারম্ভিক ধাপে এমএফএস লেনদেন ক্যাশ ইন/ ক্যাশ আউট (সিআইসিও) এ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে পার্সন-টু-পার্সন (পিটুপি), পার্সন-টু-বিজনেস (পিটুবি), বিজনেস-টু-পার্সন (বিটুপি), পার্সন-টু-গভর্নমেন্ট (পিটুজি) এবং গভর্নমেন্ট-টু-পার্সন (জিটুপি)সহ সকল প্রকারের লেনদেন সংঘটিত হচ্ছে এবং এমএফএস এর ব্যবহার জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

৬.৪২ এমএফএস-এর কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই এর ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা অর্থবছর ২১-এ অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সকল এমএফএস কোম্পানিকে গার্মেন্টস কর্মী ও সরকারি নগদ সহায়তা, ভাতা, বৃত্তি ইত্যাদি গ্রহীতার হিসাব খোলার জন্য এবং হ্রাসকৃত ক্যাশ আউট ফি'তে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এ অর্থবছরে নিবন্ধিত ও সক্রিয় এমএফএস গ্রাহক সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১৪.০১ ভাগ ও শতকরা ৬.১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে লেনদেনের সংখ্যা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৪.৮৮ ভাগ ও শতকরা ৪০.৫২ ভাগ।

পিএসপি এবং পিএসও সমূহের অনুমোদন

৬.৪৩ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করা এবং আর্থিক সেবাকে ছড়িয়ে দেয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস রেগুলেশন-২০১৪ (বিপিএসএসআর-২০১৪)'-এর আওতায় পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) এবং পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও) লাইসেন্স প্রদান করছে। পিএসপিসমূহ সরাসরি গ্রাহকদের অর্থ পরিশোধ বা অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়া সহজতর করে এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ই-ওয়ালেট, মোবাইল ওয়ালেট ইত্যাদির সাহায্যে লেনদেন নিষ্পত্তি করে। পিএসও-সমূহ ফিনটেক সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, যেমন- পেমেন্ট গেটওয়ে বা পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর হয়ে কাজ করে। জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯টি পিএসপি এবং পিএসও কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যাদের কার্যক্রম বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করছে।

প্রান্তিক এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত উদ্যোগ

নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট

৬.৪৪ বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কেন্দ্রবিন্দু মূলত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী। যেহেতু আর্থিক পরিষেবা দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত, তাই বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে দরিদ্র, প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় ফি/চার্জবিহীন বা নামমাত্র চার্জে বিশেষ ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ হিসাবগুলো সাধারণভাবে নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট (এনএফএ) নামে পরিচিত। এনএফএ খোলার জন্য সহজীকৃত কেওয়াইসি (Know-Your-Customer) এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষক, সরকারের সামাজিক

চার্ট ৬.১০ স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর প্রবণতা

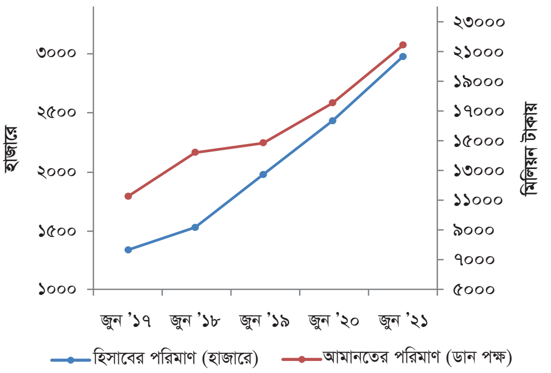

উৎস : ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রাহক, পোশাক শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী, পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারক, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার শ্রমিক, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পথশিশু, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনুকূলে বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। এছাড়াও, ব্যাংকসমূহকে এসব হিসাবে আমানতের বিপরীতে উচ্চতর সুদ প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রান্তিক মানুষের আর্থিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এ কর্মসূচি বিগত বছরগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬.৪৫ ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় মোট ২,৪২,৩৩,৬৬৫টি এনএফএ খোলা হয়েছে। ২০২০ সালের জুনে এর সংখ্যা ছিল ২,২০,৭০,৬৩০টি, অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৯.৮০ ভাগ। নো-ফ্রিল হিসাবসমূহে মোট আমানত জুন ২০২০-এ ২৩,৮৬৭.৪ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ২৬,৬৫৯.৪ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১১.৭০ ভাগ বেশি। এনএফএ-সমূহের বৃদ্ধির গতিধারা ৬.০৯ চার্টে দেখানো হয়েছে।

স্কুল ব্যাংকিং

৬.৪৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। অল্প বয়সে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং চালু করা হয়, যার মাধ্যমে তারা ব্যাংকিং পরিষেবা এবং আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তনের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে, ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া, শিক্ষার্থীরা ১৮ বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পরে গ্রাহকের সম্মতি সাপেক্ষে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবগুলোকে সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তর করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৬.৪৭ স্কুল ব্যাংকিং সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহের আলোকে ব্যাংকগুলো ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা নিয়ে শিক্ষার্থীদের হিসাব খুলতে পারে। এ সকল হিসাবে কোনো পরিষেবা চার্জ নেই, বরং উক্ত হিসাবসমূহে আকর্ষণীয় সুদের হার, ডেবিট কার্ডের সুবিধা এবং স্কুলকেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত ৫৫টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জুন ২০২১ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা ২৯,৭৬,৬৪৩টি, যার বিপরীতে স্থিতির পরিমাণ ছিল ২১,৪৭৮.১ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০২০ হতে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতির পরিমাণ বেড়েছে যথাক্রমে ৫,৪৫,০৪১টি (বা শতকরা ২২.৪১ ভাগ) এবং ৩,৮৪৯.৯ মিলিয়ন টাকা (বা শতকরা ২১.৮৪ ভাগ)। ৬.১০ চার্টে বাংলাদেশে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের জন্য ব্যাংকিং

৬.৪৮ পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত করে তাদের কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তা এবং সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে ব্যাংকে তাদের হিসাব খোলার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে যাদের বাবা-মা নেই, তারা নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহায়তায় মনোনীত ব্যাংকগুলোতে হিসাব খুলতে পারবে। হিসাবধারীদের কল্যাণ ও হিসাব পরিচালনার জন্য এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত এনজিওগুলো সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ থাকবে। এছাড়া, এ ধরনের হিসাব হতে কোনো ফি/চার্জ আরোপ করা হয় না।

পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি

১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.৪৯ ১০ টাকার হিসাবধারী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প আয়ের প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ ক্ষুদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০১৪ সালে ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিম হতে সরাসরি ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রদান করা হয়। এ স্কিমের আওতায় চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহ ১০ টাকার হিসাবধারীদের ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে এক বছরের জন্য ঋণ প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংক-গুলোকে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে। এ স্কিমে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা ৯ ভাগ, যা হ্রাসকৃত স্থিতির ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়। এছাড়া, আদায়কৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলো শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে প্রণোদনা রেয়াত লাভ করে।

কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৩০.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.৫০ প্রান্তিক মানুষের উপর কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০ সালের

২০ এপ্রিল তারিখে ৩০.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের (এমএফআই) মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা। এ স্কিমের আওতায় একক গ্রাহক ও গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঋণের ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৭৫,০০০ টাকা ও ৩,০০,০০০ টাকা। এককভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ও গ্রুপভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ১০,০০,০০০ টাকা ও ৩০,০০,০০০ টাকা। এছাড়া, এ স্কিমের মাধ্যমে কেবলমাত্র এমএফআই-এর সদস্যদের ব্যক্তি পর্যায়ে এক বছরের জন্য এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২ বছরের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। ৪২টি ব্যাংক ইতোমধ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক সক্ষমতা সনদপ্রাপ্ত এমএফআইসমূহের মাধ্যমে এ স্কিম হতে ঋণ বিতরণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকসমূহকে বার্ষিক ১ শতাংশ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক হতে বার্ষিক ৩.৫ শতাংশ হারে অর্থায়ন সুবিধা পাচ্ছে। গ্রাহক পর্যায়ে এ স্কিমের আওতায় বার্ষিক সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ হারে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রত্যাবর্তনকারী প্রবাসীরাও এ স্কিমের ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা পাচ্ছেন। সুতরাং, পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটি কোভিড-১৯ সংকট কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহে প্রান্তিক মানুষের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আর্থিক সাক্ষরতা এবং ভোক্তাধিকার

৬.৫১ টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নাগরিকদের আর্থিক সাক্ষরতা একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগকে আরও সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইন্টারনেটে আর্থিক শিক্ষার জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এ পোর্টালে বিভিন্ন আর্থিক বিষয় এবং সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য, কার্টুন, গল্পের বই, গেমস, অডিও-ভিজ্যুয়াল, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি রয়েছে। আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য টেলিভিশন ও রেডিও বিজ্ঞাপন, পত্রিকায় প্রচারণা, লিফলেট, ভিডিও ডকুমেন্টারি ইত্যাদি তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে।

৬.৫২ উপরন্তু, শক্তিশালী আর্থিক ভিত বিনির্মাণের প্রতিশ্রুতি পূরণের অংশ হিসেবে অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক 'স্ট্রাইভিং ফর এ ফাইন্যান্সিয়ালি লিটারেট সোসাইটি' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে নিম্নরূপ বর্ণিত ৩টি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে :

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রণীত আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন, যার মাধ্যমে তাদের এখতিয়ারভুক্ত গ্রাহকদের আর্থিক সাক্ষরতা ত্বরান্বিত করা;
- সিএমএসএমই, নারী, যুব, কৃষক/কৃষিভিত্তিক খাত, এমএফএস ব্যবহারকারী, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীসহ জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক ওয়েবসাইট চালুকরণ;
- জনসাধারণের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য অ্যানিমেটেড ভিডিও নির্মাণ।

৬.৫৩ বাংলাদেশ ব্যাংক এর ২০২০-২০২৪ সালের 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' এ 'আর্থিক শিক্ষা ও আর্থিক সাক্ষরতার উদ্যোগকে শক্তিশালীকরণ'-কে অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক সাক্ষরতা এবং আর্থিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে 'স্কুল ব্যাংকিং সম্মেলন' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। জেলা পর্যায়ে 'স্কুল ব্যাংকিং সম্মেলন' আয়োজন করা হয়ে থাকে যেখানে বিভিন্ন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, তাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংবাদিকগণ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক জ্ঞান আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে। ভবিষ্যতের নাগরিকের জন্য আর্থিক সাক্ষরতার ভিত্তি গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক স্তরে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করছে।

৬.৫৪ উপরে বর্ণিত কর্মসূচি ও পদক্ষেপসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম, ব্যাংকিং মেলা, এসএমই মেলা, নারী উদ্যোক্তা মেলা এবং বিভিন্ন তহবিল ও প্রকল্পাধীন আর্থিক সচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়

৬.৫৫ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সক্ষমতাসম্পন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিমণ্ডল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জোটের সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ অর্জন করেছে।

৬.৫৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন। এএফআই হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমে ৮৮টি দেশের ৯৯টি নিয়ন্ত্রক সংস্থার জ্ঞান বিনিময়ের একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম।

৬.৫৭ ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে মেক্সিকোর রিভেরিয়া মায়ায় অনুষ্ঠিত এএফআই-এর গ্লোবাল পলিসি ফোরামে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সদস্য সংস্থাসমূহের অঙ্গীকার সম্বলিত মায়া ডিক্লারেশন-এর প্রবর্তন করা হয়। মায়া ডিক্লেরেশনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ৪৬টি অঙ্গীকারের মধ্যে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩৭টি অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৫৮ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের ওয়ার্কিং গ্রুপের সহ-সভাপতি হিসেবেও কাজ করছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উত্তরণের পাশাপাশি আর্থিক অভিগম্যতা, আর্থিক শিক্ষা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ইসলামিক দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে।

৬.৫৯ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে 'এএফআই পলিসি অ্যাওয়ার্ড', ২০১৬ ও ২০১৭ সালে 'দ্য চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (সিওয়াইএফআই)' এর 'গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড' এবং ২০১৮ সালে 'এএফআই জেন্ডার ইনক্লুসিভ অ্যাম্বাস্যাডর অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত হয়।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ

ই-কেওয়াইসি ও সরলীকৃত ব্যাংক হিসাব খোলার ফরম এর প্রবর্তন

৬.৬০ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে জনগণের জন্য সাশ্রয়ী ও দ্রুততর আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহক সনাক্তকরণ ও ডিউ ডিলিজেন্স-এর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-কেওয়াইসি (electronic-Know-Your-Customer) প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেহেতু আর্থিক সেবায় ডিজিটাইজেশন গ্রাহকদের অভিগম্যতাকে সহজতর করছে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও সম্পাদন করা সম্ভব, সেহেতু এ ব্যবস্থাপনায় কিছু মৌলিক ঝুঁকির বিষয় বিদ্যমান। অধিকন্তু, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে বিদ্যমান প্রবিধির যথাযথ প্রতিপালনে কেওয়াইসি সম্পন্নকরণ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের পরিচয় যাচাইকরণ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৬.৬১ সম্ভাব্য গ্রাহক যাচাইয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অদক্ষতা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। নানামুখী সুবিধা-অসুবিধা ও নির্ভরযোগ্যভাবে ই-কেওয়াইসি এর মাধ্যমে গ্রাহক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি, ২০২০-এ একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করে। গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে ই-কেওয়াইসি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬.৬২ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উত্তরণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহৃত হিসাব খোলার ফরম পুনর্বিবেচনা করে তুলনামূলক সহজীকৃত হিসাব খোলার ফরমের প্রবর্তন করে। প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের ঝুঁকিভিত্তিক বিভিন্ন দলিলাদি উপস্থাপনের জটিলতা নিরসনে সহজীকৃত এ ফরমটি ডিজাইন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০-এর মধ্যে বিদ্যমান হিসাব খোলার ফরমটি প্রতিস্থাপন করে সহজীকৃত হিসাব খোলার ফরমটি চালু করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করে।

৬.৬৩ তথ্য-প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও আর্থিক অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরও গ্রাহকবান্ধব এবং প্রযুক্তির সহায়তায় দ্রুততর তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হিসাব খোলার ফরমটি হালনাগাদ করা হয়েছে। সহজীকৃত ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াও ব্যাংকগুলো তাদের স্বীয় বিবেচনায় অতিরিক্ত তথ্য গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

পল্লি অঞ্চলে আর্থিক অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ

৬.৬৪ গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক কৃষিঋণ নীতি অনুসরণ করে আসছে। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতি বছর এ নীতি পরিচালিত হচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষিঋণ নীতি অবদান রেখে চলেছে। অর্থবছর ২২-এর ‘কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ নীতি ও কর্মসূচি’ অনুযায়ী, অর্থবছর ২১-এ ৩.০৬ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতাকে মোট ২৫৫.১১ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ২.৬১ মিলিয়ন (শতকরা ৫২.৬০ ভাগ) ছিল নারী।

লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণ

৬.৬৫ ২০১৭ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকাশিত গ্লোবাল ফিনডেক্স মোতাবেক বাংলাদেশে আর্থিক সেবায় অভিগম্যতায় দৃশ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যের হার ২৯ শতাংশ। আর্থিক অভিগম্যতায় বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক শাখায় বছরে অন্তত ৩ জন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ সুবিধা প্রদান করার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণে প্রত্যেক ব্যাংক শাখায় পৃথক হেল্প ডেস্ক স্থাপনের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের যথাযথ তদারকি নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট গঠন করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নারীদের আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতিগত পদক্ষেপসমূহ ইতোমধ্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।

আর্থিক অভিগম্যতা জোরদারের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য জামানতের আওতা বৃদ্ধি

৬.৬৬ বাংলাদেশে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জামানত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। জামানতের ধরন বিবেচনায় স্থাবর সম্পত্তি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। ফলে, পর্যাপ্ত স্থাবর জামানতের অভাবে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে (সিএমএসএমই) অর্থায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে অস্থাবর

সম্পত্তি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়নে বিকল্প জামানত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, আইএফসি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'সিকিউরড্ লেন্ডিং এন্ড মুভেবল কোলাটেরাল রিফর্ম ইন বাংলাদেশ' নামক প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৬৭ গ্রহণযোগ্য জামানত ভিত্তি পুনর্গঠনের মাধ্যমে অস্থাবর ও হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিকে জামানত হিসেবে ব্যবহারের উপযুক্ততা নিরূপণ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে, জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য সম্পত্তির পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়ন করা আরও সহজতর হবে।

স্টার্ট-আপ ফান্ড সংক্রান্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন

৬.৬৮ নতুন উদ্যোক্তা সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহ প্রদানকল্পে স্টার্ট-আপ ফান্ড নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ৫.০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে তাদের বাৎসরিক পরিচালন মুনাফা হতে নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড গঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিল হতে প্রাপ্য পুনঃঅর্থায়ন নতুন পণ্য/সেবা/প্রক্রিয়া/প্রযুক্তি বাজার-জাতকরণের উদ্ভাবন ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হবে। ফলে, বাণিজ্যিকভাবে সফল বিনিয়োগ-কারীদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট প্রাপ্যতা অনুযায়ী নিশ্চিত হবে। প্রান্তিক ব্যবহারকারীর জন্য এ ঋণের হার সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ এবং ব্যাংক ১০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদে উক্ত ঋণ বিতরণ করতে পারে।

কোভিড-১৯ এর কারণে গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা

৬.৬৯ কোভিড-১৯ অতিমারিতে বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ :

- লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি ও ফি কমানোর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণ;
- ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে কর্মজীবী/গ্রাহকদের বেতন, মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান;
- কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ৫ মিলিয়ন কর্মচ্যুত গরীব পরিবারকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ১০ টাকা হিসাবের মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা প্রদান;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে ঋণ সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৩০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন;
- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে (সিএমএসএমই) ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে ২০০ বিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ও চলতি মূলধন সুবিধা প্রদানে ১০০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন;
- কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন; এবং
- কোভিড-১৯ ব্যাপকতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি খাতে চলতি মূলধন যোগান দেয়ার জন্য ৫০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান

৭.১ বাংলাদেশে কার্যরত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সাধারণত যেসব আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে না, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সেসব আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈচিত্র্যময় পণ্য ও সেবার মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজারে গ্রাহকের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পুঁজিবাজার এবং গৃহায়ন খাতের উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক কোম্পানির ন্যায় অধিকাংশ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'টি বিভাগ যথা- আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (ডিএফআইএম) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ (এফআইআইডি)-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ডিএফআইএম মূলত প্রবিধান, নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করে এবং অফসাইট পরিদর্শন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অপরদিকে, এফআইআইডি অনসাইট পরিদর্শন এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

লাইসেন্স এবং প্রবিধান

৭.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অর্পিত। বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে উক্ত আইনের ক্ষমতাবলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর ১৮(ছ) ধারাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৪ জুলাই ২০১১ তারিখে প্রণীত সার্কুলার নং-০৫-এর নির্দেশনা মোতাবেক নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন হতে হবে ১ বিলিয়ন টাকা। তবে পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সম্পদের ঝুঁকিভিত্তিক ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন অপেক্ষা কম হবে না।

৭.৩ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেয়াদি আমানত (ন্যূনতম তিন মাস), কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু, বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স স্কিম-এর আওতাভুক্ত নয়। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করতে পারে না। তবুও তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন সতর্কতামূলক ও দূরদর্শী নীতিমালার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়, সম্পদের শ্রেণিকরণ ও সংস্থান সংরক্ষণ, মূলধন পর্যাপ্ততার হার, একক ও গোষ্ঠীভিত্তিক ঋণ প্রদানের ন্যূনতম সীমা, পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের সীমা, সিআরআর/এসএলআর সংরক্ষণ হার, ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও হিসাবায়ন ও তা প্রদর্শন এবং রিপোর্ট দাখিল পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

৭.৪ বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্যরত রয়েছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকানাধীন, ১৩টি দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট ১৯টি দেশীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত দেশব্যাপী অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখার সংখ্যা ২৭৭টি। শাখাসমূহের মধ্যে ঢাকা জেলায় ৯৩টি এবং অবশিষ্ট ১৮৪টি দেশের অন্যান্য ৩৬টি জেলায় অবস্থিত। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানার ধরন ও শাখাসমূহের গঠন কাঠামো সারণি ৭.০১-এ দেখানো হয়েছে।

সম্পদ

৭.৫ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ জুন ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ৯১৪.২৫ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০২০-এ ছিল ৯০১.৭৩ বিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ

৭.৬ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও মূলতঃ শিল্প খাতেই তাদের বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত। জুন ২০২১-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ছিল যথাক্রমে: শিল্প খাত– শতকরা ৪৭.২৪ ভাগ, আবাসন– শতকরা ১৮.৯৬ ভাগ, মার্জিন লোন– শতকরা ১.১৫ ভাগ, ব্যবসা ও বাণিজ্য– শতকরা ১৩.৯০ ভাগ, মার্চেন্ট ব্যাংকিং– শতকরা ৩.০৯ ভাগ, কৃষি– শতকরা ২.৪৬ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে শতকরা ১৩.২০ ভাগ (চার্ট ৭.০১)।

৭.৭ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর সেকশন ১৬-এর বিধান অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগ ছিল ২১.৬৪ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর ২০১৯-এ ছিল ১৮.৮৯ বিলিয়ন টাকা এবং জুন ২০২১ শেষে দাঁড়িয়েছে ২২.৯৬ বিলিয়ন টাকা যা মোট সম্পদের শতকরা ২.৫১ ভাগ।

আমানত

৭.৮ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ জুন ২০২১ শেষে শতকরা ০.৯৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৪৫.৪ বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৫৩.৭৩ ভাগ) যা জুন ২০২০-এ ছিল ৪৪১.২ বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৫৭.৩৯ ভাগ) (সারণি ৭.০২)।

অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি

৭.৯ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট দায়ের পরিমাণ জুন ২০২০-এর ৭৬৮.৭ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২১-এ দাঁড়ায় ৮২৮.৮ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২১ ভিত্তিতে মোট ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫.৫ বিলিয়ন টাকা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্জন ও রেটিং

৭.১০ ব্যাংকের ন্যায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্জন ক্যামেলস্ (CAMELS) রেটিং-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যাতে তাদের কর্মপন্থার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। ক্যামেলস রেটিং-এ ব্যবহৃত নির্দেশক ছয়টি হলো মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য পরিস্থিতি ও বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা ।

সারণি ৭.০১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩২	৩৩	৩৪	৩৪	৩৪	৩৫	৩৫
সরকারি মালিকানাধীন	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
যৌথ মালিকানাধীন	১০	১১	১২	১২	১২	১৩	১৩
বেসরকারি	১৮	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
নতুন শাখার সংখ্যা	১৫	১৪	২১	৮	১১	৩	১
মোট শাখার সংখ্যা	২১০	২২৫	২৪৬	২৬২	২৭৩	২৭৬	২৭৭

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৭.১১ মূলধন পর্যাপ্ততা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সার্বিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদানসহ প্রধান আর্থিক ঝুঁকি (যেমন- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, সুদ হার ঝুঁকি ইত্যাদি) মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। ব্যাসেল-৩ অ্যাকোর্ড-এর আওতায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়, যার মধ্যে মুখ্য মূলধন কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ।

সম্পদের গুণগত মান

৭.১২ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণ/লিজের তুলনায় বিরূপ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/লিজের হার (এনপিএল)। জুন ২০২১ ভিত্তিতে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল শতকরা ১৫.৪ ভাগ। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ, লিজ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৬৭১.১৫ বিলিয়ন টাকা (মোট সম্পদের শতকরা ৭৩.৪১ ভাগ)। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ-এর গতিধারা সারণি ৭.০৩-এ দেখানো হয়েছে।

আয় ও উপার্জন ক্ষমতা

৭.১৩ আয় ও উপার্জন ক্ষমতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার পরিচায়ক। উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ও সর্বোত্তম ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের ওপর আয় হার (ROA) যা ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE)-এর সম্পূরক। জুন ২০২১ ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ROA ও ROE ছিল যথাক্রমে শতকরা ০.৪ ভাগ ও শতকরা ৪.৩ ভাগ (সারণি ৭.৪)।

তারল্য পরিস্থিতি

৭.১৪ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র মেয়াদি আমানত গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট দায়ের শতকরা ৫ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (এসএলআর) রূপে, যার মধ্যে মেয়াদি আমানতের শতকরা ২.৫ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (সিআরআর) হিসাবে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। আমানত গ্রহণ করে না এমন অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএলআর শতকরা ২.৫ ভাগ। প্রসঙ্গত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জুন ২০২০ হতে সিআরআর দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ২.৫ ভাগ হতে শতকরা ১.৫ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ২.০ ভাগ হতে শতকরা ১.০ ভাগে হ্রাস করা হয়।

বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা

৭.১৫ সুদ হার বা ইক্যুইটি মূল্যের পরিবর্তন কোনো অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-দায়, উপার্জন এবং মূলধনের উপর কী ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে, তা বাজার ঝুঁকিজনিত সংবেদনশীলতার মাত্রা নির্দেশ করে। এ সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের সময় কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে সুদ হার অথবা ইক্যুইটি মূল্যের

সারণি ৭.০২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
মোট সম্পদ	৬১১.০	৭১৩.৯	৮৩৯.৯	৮৫১.৬০	৮৭১.৫	৮৬০.৩	৯১৪.৩
মোট দায়	৫০৯.০	৬০৬.৫	৭২৬.০	৭৩৯.৬	৭৫৩.১	৭৬৮.৭	৮২৮.৮
দায়-সম্পদ অনুপাত	৮৩.৩	৮৫	৮৬.৪	৮৬.৮	৮৬.৪	৮৯.৩	৯০.৬
মোট আমানত	৩১৮.১	৩৮২.৪	৪৬৮.০	৪৬৬.২	৪৫১.৯	৪৪১.২	৪৪৫.৪
মোট দায়ের শতকরা হিসেবে আমানত	৬২.৫	৬৩.১	৬৪.৪	৬৩.০	৬০.০	৫৭.৪	৫৩.৭

উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭.০৩ মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
মোট ঋণ/লিজ	৪৪৮.৫	৫৩০.৭	৫৮০.৪	৬৪১.৯	৬৭৮.১	৬৭০.২	৬৭১.২
শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ	৪০.০	৩৮.৭	৫২.১	৫৯.২	৮০.৪	৮৯.১	১০৩.৩
মোট ঋণ/লিজের সাথে শ্রেণিকৃত	৮.৯২	৭.২৯	৮.৯৭	৯.২	১১.৯	১৩.৩	১৫.৪

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭.০৪ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
ইক্যুইটি আয় হার (ROE)	৯.৯	৬.৯	৮.৩	৭.৫	২৫.২	৩.৯	৪.৩
সম্পদ আয় হার (ROA)	১.৮	১.০	১.১	১.০	২.৬	০.৪	০.৪

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(অথবা উভয়েরই) সম্ভাব্য অভিঘাতজনিত দুর্বলতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। অনেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বাজার ঝুঁকির প্রাথমিক উৎস নন-ট্রেডিং অবস্থান এবং সুদ হার পরিবর্তনে তার সংবেদনশীলতা থেকে উদ্ভূত হয়।

সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং

৭.১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ভিত্তিতে রেটিং করা হয়েছে এমন ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টির সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং '২ বা সন্তোষজনক', ১১টি প্রতিষ্ঠানের '৩ বা মোটামুটি ভাল', ৬টির '৪ বা প্রান্তিক' এবং ২টি প্রতিষ্ঠানের '৫ বা অসন্তোষজনক'। একটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ সময় পর্যন্ত ক্যামেলস্ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি এবং আরও একটি প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন প্রক্রিয়া চলমান ছিল।

আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন

৭.১৭ চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নে গুরুত্বারোপ এবং কিছু আইনি ও প্রবিধানগত নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 'গাইডলাইনস অন কমার্শিয়াল পেপার ফর ফাইনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স' সংশোধন করা হয়েছে যা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমার্শিয়াল পেপারের বিষয়ে দক্ষতার সাথে অধিক সংগঠিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। প্রবিধানের অংশ হিসেবে, বিশেষ করে ঋণ/লিজ ব্যবহার এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাইবার নিরাপত্তা ও ডাটাবেজ ব্যাকআপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছর ২১-এ বেশ কয়েকটি সার্কুলার এবং সার্কুলার লেটার জারি করা হয়েছে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল অ্যাকোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি

৭.১৮ জানুয়ারি ২০১২ হতে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল-২ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পন্থাসমূহের অনুশীলন এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো অধিকতর ঝুঁকিভিত্তিক ও ঘাত-সহনশীল করণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline (CAMD) for Financial Institutions নামক একটি গাইডলাইন জারি করেছে। বিধিবদ্ধ পরিপালন হিসেবে সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গাইডলাইনটি অনুসরণ করছে। ব্যাসেল-২ অনুযায়ী বাংলাদেশে কার্যরত সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তার মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০ ভাগ অথবা ১ বিলিয়ন টাকা এর মধ্যে যেটি অধিক তা ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন

৭.১৯ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, নিরীক্ষা কমিটি এবং

চার্ট ৭.০১ ৩০ জুন ২০২১ অনুযায়ী অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ

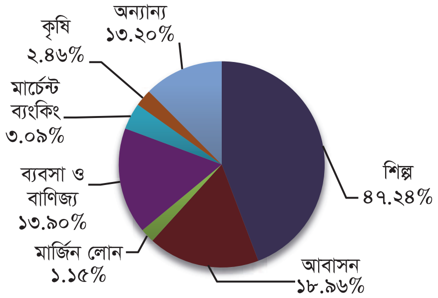

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্ষদে পরিচালকের মোট সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১১ জন হতে পারে। পরিচালক পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের ভিশন/মিশন, বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা, মুখ্য কর্মক্ষমতার সূচক, প্রধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গাইডলাইন্স ইত্যাদি প্রণয়ন ও অনুমোদন করে থাকে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলি ও ব্যবসায়ের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং

৭.২০ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ, অগ্রিম, লিজ, বিনিয়োগ ইত্যাদির কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং গুণগত বিবেচনার ভিত্তিতে সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করে থাকে। সম্পদসমূহকে স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ উল্লেখ হিসাব, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণ করে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূকে যথাক্রমে শতকরা ১.০, ৫.০, ২০.০, ৫০.০ ও ১০০.০ ভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। জুন ২০২১ ভিত্তিতে মোট বকেয়া ঋণ/লিজের পরিমাণ ছিল ৬৭১.১৫ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিরূপ শ্রেণিকৃত ছিল ১০৩.২৮ বিলিয়ন টাকা (মোট ঋণ/লিজের শতকরা ১৫.৩৯ ভাগ, সারণি ৭.০৩)। জালিয়াতি ও জালিয়াতির ঝুঁকি কমানোর জন্য এবং কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছর ২১-এ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঋণ/লিজ/

অগ্রিমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা

৭.২১ ঋণ/লিজ পুনঃতফসিলকরণ এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কঠিন অ-ব্যাংক আর্থিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় ঋণ গ্রহীতাকে রক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/লিজ হিসাব পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী গ্রাহকের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করতে হয়। সার্কুলার মোতাবেক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ১ম, ২য় এবং ৩য় ধাপে যথাক্রমে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ/লিজের শতকরা ১৫.০ ভাগ, শতকরা ৩০.০ ভাগ ও শতকরা ৫০.০ ভাগ অথবা মোট বকেয়া ঋণ/লিজের শতকরা ১০.০ ভাগ শতকরা ২০.০ ভাগ ও শতকরা ৩০.০ ভাগ এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, তা ডাউন পেমেন্ট হিসেবে নগদে গ্রহণ করতে হয়।

মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৭.২২ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কিত পাঁচটি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন ও সম্ভাব্য সকল ঝুঁকিকে দক্ষতার সাথে সনাক্ত ও মোকাবেলার জন্য একটি সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত গাইডলাইনে ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি, পরিপালন ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, সুনামগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং মানি লন্ডারিং ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্ট্রেস টেস্টিং

৭.২৩ স্ট্রেস টেস্টিং হলো সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষমতা নির্ণায়ক একটি কৌশল যার মাধ্যমে

সারণি ৭.০৫ অর্থবছর ২১-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শনসমূহ

পরিদর্শনের নাম	সংখ্যা
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের বিশদ পরিদর্শন	২৭
শাখার বিশদ পরিদর্শন	০
কোর রিস্ক পরিদর্শন	০
এফআইসিএল পরিদর্শন (কুইক সামারি প্রতিবেদন)	২৬
বিশেষ পরিদর্শন (অনুরোধে)	৩

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যতিক্রম কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা যাচাই করা হয়। স্ট্রেস টেস্টিং বিভিন্ন ঝুঁকির (সুদহার, ঋণ, ইক্যুইটি এবং তারল্য) বিষয়ে এবং বিরূপ অপ্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনাকে সতর্ক করে থাকে। ১ থেকে ৫ মাত্রার স্ট্রেস টেস্ট রেটিং স্কেল এবং Weighted Average Resilience-Weighted Insolvency Ratio (WAR-WIR) Matrix ব্যবহার করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জোনাল অবস্থান নির্ধারণ করা হয় যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন

৭.২৪ অর্থবছর ২১-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ (এফআইআইডি) মোট ২৭টি বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমের বিস্তারিত ৭.০৫ সারণিতে দেখানো হল। পরিদর্শন প্রতিবেদনের বাস্তবায়নও এ বিভাগ তদারকি করে থাকে।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা

চার্জ-এর তালিকা

৭.২৫ আমানতকারী/ বিনিয়োগকারী/ গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণার্থে কতিপয় সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণসহ বিদ্যমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জের একটি সম্পূর্ণ তালিকা শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সুবিধাজনক

দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্যাদি আপলোড করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে এতদ্সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে থাকে। কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন ফি এবং চেক ডিজঅনার ফি নামে কোন কমিশন/চার্জ আরোপ করা যাবে না।

বাংলাদেশে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত গাইডলাইন

৭.২৬ গ্রাহকের পরিবর্তিত ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের পাশাপাশি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাবিধ পণ্য ও সেবা প্রদান করে আসছে। এ সকল পণ্য ও সেবার ধরন ও রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh জারি করেছে যা গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিবেশে পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে গাইড করছে। দক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রসার এবং নতুন পণ্য ও সেবা প্রণয়নে শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে এ গাইডলাইনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স

৭.২৭ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৩ সালে প্রকাশিত 'গাইডলাইন্স অন দা বেস রেট সিস্টেম ফর নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স' অনুযায়ী নিয়মিতভাবে তাদের বেস রেট এবং কস্ট অব ফান্ডস বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে থাকে। এসব বিবরণীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কস্ট অব ফান্ডস ইনডেক্স নামে একটি সমন্বিত বিবরণী প্রস্তুত করে, তার আলোকে প্রতিমাসে ইনডেক্স হালনাগাদ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করে থাকে। একটি গ্রহণযোগ্য রেফারেন্স রেট হিসেবে কস্ট অব ফান্ডস ইনডেক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রচলিত বেস রেট সিস্টেম সুদ হার নির্ধারণ পদ্ধতিকে সহজতর করে এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কস্ট অব ফান্ডস ইনডেক্স ছিল শতকরা ৭.৬৬ ভাগ যা জুন ২০২১-এ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৬.৬৪ ভাগ।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধি

৭.২৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দণ্ডিত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি কর্পোরেট মেমোরি সিস্টেমে সংরক্ষণের নির্দেশনা সম্বলিত সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৭.২৯ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায়, কোভিড-১৯ এর প্রভাব বাংলাদেশের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক খাতেও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। এ প্রভাব থেকে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এর গ্রাহকদের রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু মূলনীতি যেমন- ঋণ/লিজ হিসাব শ্রেণিকরণে শিথিলতা প্রদান, সিআরআর-এর হার দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ২.৫ ভাগ হতে শতকরা ১.৫ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ২.০ ভাগ হতে শতকরা ১.০ ভাগে হ্রাস, ঋণ পুনর্গঠন ও ঘূর্ণায়মান ঋণ রিনিউয়াল সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প ও সেবা খাত এবং সিএমএসএমই খাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সুদ ভর্তুকি ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ তাৎক্ষণিক নীতি এবং প্রতিক্রিয়া, সরকারের উদ্দীপনা প্যাকেজ এবং অন্যান্য নীতির সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

আর্থিক বাজার

৮.১ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২১-এ আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণসহ কোভিড-১৯ অতিমারি হতে সৃষ্ট প্রতিকূলতা থেকে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণে সক্রিয় রয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য প্রাপ্তি সহজীকরণ এবং সুষম ও প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রা বিনিময় হার বজায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, সজাগ নজরদারি ও জোরদার তত্ত্বাবধানে আর্থিক বাজারের সামঞ্জস্যতা অটুট রাখায় বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্ক রয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারির প্রাণঘাতী ঢেউসমূহের মধ্যে পর্যাপ্ত তারল্য, সুসঙ্গত বাজার পরিচালনা এবং একটি ভাল আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জরুরি নীতি সহায়তাসহ পুরো অর্থবছর-২১ জুড়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

বাজার সারসংক্ষেপ - অর্থবছর ২১

- মার্চ-এপ্রিল, ২০২০ সময়ে নগদ জমা সংরক্ষণের হার (CRR) এবং রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৫.৫ ভাগ হতে ৪ ভাগ এবং শতকরা ৬ ভাগ হতে ৫.২৫ ভাগে হ্রাস করে ব্যাংক ব্যবস্থায় যথেষ্ট তারল্য যোগানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণসহ কোভিড-১৯ হতে সৃষ্ট ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অর্থবছর ২১-এর শুরু থেকেই সূচিত হয়।

- অপেক্ষাকৃত কম খরচে ব্যাংকগুলোর তহবিল নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাই ২০২০-এ পুনরায় রেপো সুদ হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করে।

- নীতি সুদ হার করিডর যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রিভার্স রেপো সুদ হারও ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে জুলাই ২০২০-এ শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করে।

- চলমান সুদ/মুনাফা হার যৌক্তিকীকরণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক রেট ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে জুলাই ২০২০-এ শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে শতকরা ৪.০০ ভাগে

চার্ট ৮.০১ কলমানি সুদের হার

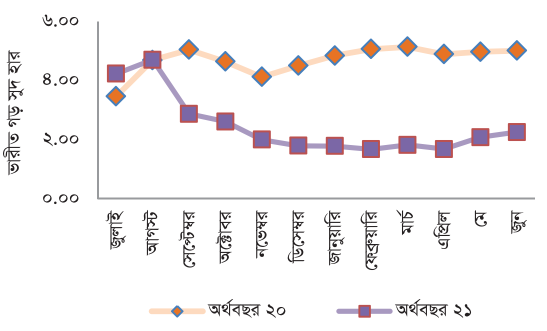

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮.০১ কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার

সময়	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)
	অর্থবছর ২০		অর্থবছর ২১	
জুলাই	১৫৯৪.৩৩	৩.৪৬	১৭৫৮.৯৩	৪.২৩
আগস্ট	৭৯৫.০৫	৪.৬৯	১৬৫৩.৮২	৪.৭০
সেপ্টেম্বর	১১৫৯.১৯	৫.০৪	১৫৫৯.৫৭	২.৮৭
অক্টোবর	১৬৫৬.৮৮	৪.৬৪	৭৩০.০১	২.৬১
নভেম্বর	১২০৯.৮৩	৪.১২	৮১৪.৭২	২.০০
ডিসেম্বর	১০৭১.০৮	৪.৫০	৯৬১.৭৩	১.৭৯
জানুয়ারি	১১১০.৩২	৪.৮৪	৮৭৭.৮০	১.৭৮
ফেব্রুয়ারি	৭৫১.০২	৫.০৬	৯৭০.৬৭	১.৬৭
মার্চ	২৭৩.৬৭	৫.১৪	৯১০.৭৩	১.৮২
এপ্রিল	১২৬৭.৬১	৪.৮৯	৭৮৯.৮৩	১.৬৮
মে	১৪৩৭.০২	৪.৯৭	৬৪১.৭৭	২.০৮
জুন	১৮৮৭.০১	৫.০১	৬৭৯.৪৩	২.২৫
গড়	**১১৮৪.৪২**	**৪.৭০**	**১০২৯.০৮**	**২.৪৬**

উৎস : ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুনঃনির্ধারণ করে, যা বিগত ২০০৩ সাল থেকে শতকরা ৫ ভাগে অপরিবর্তিত ছিল।

- নীতিমালা শিথিলকরণের ফলে, ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত তারল্য অর্থবছর ২১-এ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং উচ্চতর রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ, উর্ধ্বমুখী আমানতের প্রবৃদ্ধি এবং ঋণ ও অগ্রিমের মন্থর প্রবৃদ্ধির কারণে তারল্য প্রবাহের ধাপে ধাপে উত্তরণ ঘটে।

- তারল্য সরবরাহে আধিক্য থাকা এবং চলমান কোভিড-১৯ মহামারির ফলে ধীর ঋণ চাহিদার প্রেক্ষিতে, আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদ হার জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.০১ ভাগ হতে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এ শতকরা ২.২৫ ভাগে নেমে আসে।

- অতিমারি পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুদ্রানীতির আর্থিক ও ঋণ উভয় খাতের মূল অ্যাংকরিং সূচকসমূহের নিরাপদ অবস্থান বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছাকৃতভাবেই তারল্য নিষ্ক্রীয়করণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত ছিল।

- শরীয়াহ্‌ভিত্তিক অর্থায়ন উন্নয়নে, 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প'-এর জন্য তহবিল সংগ্রহের নিমিত্তে ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস) বন্ড ইস্যু করা হয় যার মেয়াদ ৫ বছর। এ উদ্দেশ্যে দুই ধাপে প্রতিটি ৪০.০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের নিলামে ইতোমধ্যে ৮০.০ বিলিয়ন টাকার সুকুক বন্ড ইস্যু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিজিআইএস-এর স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

- অর্থবছর ২১-এ সহায়ক নীতিমালা গ্রহণ এবং বিনিয়োগকারীগণের আস্থা পুনরুদ্ধারের স্বস্তিকর আর্থিক অবস্থার মাধ্যমে দেশের উভয় শেয়ার বাজারে (ডিএসই এবং সিএসই) তেজী ভাব বজায় ছিল। ফলে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (DSEX) শতকরা ৫৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১ শেষে ৬১৫০.৫ এ দাঁড়ায়।

- মার্কিন ডলার বিক্রি ও ক্রয়সহ বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং যথাযথ হস্তক্ষেপ, বাণিজ্য-অংশীদারগণের প্রধান মুদ্রাসমূহের বিপরীতে বাংলাদেশি মুদ্রার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফলস্বরূপ, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং জোরালো রপ্তানি আয়ের কারণে টাকার উপর উপচিতির চাপ থাকা সত্ত্বেও অর্থবছর ২১-এ টাকা-ডলার বিনিময় হার অনেকটাই স্থিতিশীল ছিল।

- সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্তের উপর ভিত্তি করে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থবছর ২১ শেষে ৪৬.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়, যা সে সময়ে ৬.৯ মাসের আমদানি দায় মেটাতে সক্ষম ছিল।

সারণি ৮.০২ পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২১

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)@
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
৩৯	১-দিন/৩-দিন	১৬৩	৭৬.৯৩	১৬৩	৭৬.৯৩	৪.৭৫-৫.২৫
	৭-দিন	৫৫১	২৪৮.৫৬	৫৫১	২৪৮.৫৬	৪.৮৫-৫.৩৫
	১৪-দিন	-	-	-	-	-
	২৮-দিন	৫	৪.১৯	৫	৪.১৯	৫.০০-৫.৫০
	মোট	**৭১৯**	**৩২৯.৬৮**	**৭১৯**	**৩২৯.৬৮**	**৪.৭৫-৫.৫০***

* বিভিন্ন মেয়াদের দরপত্রের সার্বিক সুদ হার পরিসীমা।

@ বর্তমান ওভারনাইটভিত্তিক রেপো সুদ হার হলো শতকরা ৪.৭৫ ভাগ যা ৩০ জুলাই ২০২০ থেকে কার্যকর রয়েছে, যা ১২ এপ্রিল ২০২০ থেকে শতকরা ৫.২৫ ভাগে কার্যকর ছিল।

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাজারের সামগ্রিক চিত্র

৮.২ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক (ফরমাল), আধা প্রাতিষ্ঠানিক (সেমি ফরমাল) এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক (ইনফরমাল)-এ তিনটি বিস্তৃতভাবে বিচ্ছিন্ন খাত নিয়ে গঠিত। মুদ্রা বাজার (ব্যাংক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার), পুঁজিবাজার (স্টক মার্কেট), বন্ড মার্কেট এবং বীমা বাজার নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক (ফরমাল) আর্থিক খাত গঠিত। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অধীনে এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হয় যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক (ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক মার্কেটের জন্য), ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেগুলেটরি অথোরিটি (বীমা কোম্পানিগুলোর জন্য) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য)। নির্দিষ্ট বিষয়াদি তদারকিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ও ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি সিকিউরিটিজ ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারসহ দেশের মুদ্রা এবং পুঁজি বাজারে এ সকল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ক. মুদ্রা বাজার

কলমানি মার্কেট কার্যক্রম-অর্থবছর ২১

৮.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণতার সাথে দৈনিক ভিত্তিতে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং খোলা বাজার কার্যক্রমে (OMOs) ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে সরকারের ঋণের চাহিদা এবং কলমানি মার্কেট অনুসরণের মাধ্যমে নীতিগত উদ্দেশ্য অর্জন করে থাকে। অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির শিথিলতা ব্যাংকগুলোর তারল্য বজায় রাখতে সহায়তা করে, যা কলমানি বাজারে স্থিতিশীল ভারীত গড় সুদ হার শতকরা ১.৬৭ ভাগ থেকে শতকরা ৪.৭০ ভাগের মধ্যে রাখতে সহায়ক হয়। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০-এ কলমানি বাজারে সুদের হার শতকরা ৩.৪৬ ভাগ থেকে শতকরা ৫.১৪ ভাগের মধ্যে ছিল (সারণি ৮.০১ এবং চার্ট ৮.০১)। অর্থবছর ২১-এ আন্তঃব্যাংক কলমানি বাজারে মাসিক গড় লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৫.৩৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৩.১ ভাগ কম ছিল। এটি মুদ্রা বাজারে পর্যাপ্ত তারল্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২১

৮.৪ ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনীয় তারল্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারি ট্রেজারি বিল, বন্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের জামানতভিত্তিক বাজার ও অভিহিত মূল্যের বিপরীতে, বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত পূর্বনির্ধারিত এবং নিলামে ধার্যকৃত সুদ হারে, বিভিন্ন প্রকারের পুনঃক্রয় (repo) চুক্তির (ওভারনাইট রেপো, মেয়াদি রেপো, তারল্য সহায়তা সুবিধা (LSF) এবং বিশেষ রেপো) ওভারনাইট অথবা মেয়াদভিত্তিতে নিলাম করে থাকে। আর্থিক বাজার ও বিনিয়োগের উন্নতি সাধনে অপরিহার্য এবং মুদ্রা নীতির মুখ্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থবছর ২১-এ ওভারনাইট রেপো, মেয়াদি রেপো এবং তারল্য সহায়তা সুবিধা (LSF) সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৪.৭৫ ভাগ, শতকরা ৫.৫০ ভাগ এবং শতকরা ৪.৭৫ ভাগ রাখা হয়।

সারণি ৮.০৩ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২১

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)@
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
১	১-দিন/২-দিন	১	৬.২০	-	-	-
	৩-দিন/৭-দিন	-	-	-	-	-
	মোট	১	৬.২০	-	-	-

@ রিভার্স রেপো সুদ হার ছিল শতকরা ৪.০০ ভাগ যা ৩০ জুলাই ২০২০ থেকে কার্যকর ছিল, যা ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে শতকরা ৪.৭৫ ভাগ কার্যকর ছিল।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮.৫ রেপো প্রোগ্রামের অধীনে, ১ দিন থেকে ৩৬০ দিন মেয়াদের ভিতর ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তারল্যের আবর্তনশীল প্রয়োজন পূরণে ৭, ১৪ এবং ২৮ দিনের মেয়াদি রেপো ৬ জুন ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়। অধিকন্তু, দীর্ঘমেয়াদি তারল্যের প্রয়োজনে ১৩ মে ২০২০ তারিখে ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো চালু করা হয়, যদিও অর্থবছর ২১-এ এ নিলামের বিপরীতে কোনো দরপত্র পাওয়া যায়নি। ওভারনাইট রেপো সুদ হারকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে বিবেচনা করে নিলামে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে মেয়াদি রেপো সুদহার ধার্য করা হয়। অর্থবছর ২১-এ মোট ৩৯টি পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে মোট ৩২৯.৬৮ বিলিয়ন টাকার ৭১৯টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে সকল দরপত্রই গৃহীত হয় (সারণি ৮.০২)। অর্থবছর ২০-এ মোট ৫৪৭৮.৪৪ বিলিয়ন টাকার ৫৮৪১টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়েছিল। অর্থবছর ২১-এ গৃহীত মূল্যমানের দরপত্রের পরিমাণ ৫১৪৮.৭৬ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। গৃহীত দরপত্রের সুদ হার পরিসীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫-৫.৫০ ভাগ, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল বার্ষিক শতকরা ৫.২৫-৯.০০ ভাগ।

বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২১

৮.৬ মুদ্রা নীতির মুখ্য উদ্দেশ্যের আলোকে, মুদ্রা, রিজার্ভ ও আমানতকে প্রভাবিত করতে রিজার্ভ মুদ্রা ও মুদ্রা গুণককে সঠিক পর্যায়ে বজায় রাখতে বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক তারল্য উত্তোলন করে থাকে। অর্থবছর ২১-এ বিপরীত পুনঃক্রয়ের সুদ হার (নীতি হার) ছিল শতকরা ৪.০০ ভাগ, যা ব্যাংক আমানতের সুদ হার যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রেখে প্রান্তিক সঞ্চয়কারীর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বাজারকে সংকেত দেয়। অর্থবছর ২১-এ শুধুমাত্র ১টি বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৬.২০ বিলিয়ন টাকার কেবল ১টি দরপত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তা গৃহীত হয়নি (সারণি ৮.০৩)।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিল নিলাম

৮.৭ ব্যাংক ব্যবস্থায় কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীল তারল্য পরিস্থিতি বজায় রাখতে পূর্বে প্রবর্তিত ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের পাশাপাশি ৭ দিন ও ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কার্যক্রম এপ্রিল ২০১৬-এ চালু করা হয়েছিল। অর্থনীতির সামগ্রিক তারল্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্কতার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ব্যবহার করে থাকে। তবে, অর্থবছর ২১-এ বিবি বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট

সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম

৮.৮ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেজারি বিল (T-bills) ও বন্ড স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দায় হিসেবে ইস্যু করে থাকে। এগুলো পরোক্ষ মুদ্রা নীতি হাতিয়ার যা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধানত ঋণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। সিকিউরিটিজগুলো নিলামের

সারণি ৮.০৪ সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম-অর্থবছর ২১

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০২১ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১৪-দিন	-	-	-	-	০.০০	৪.৯২-৭.৫২	-
৯১- দিন	১৮০৩	১৬৯১.৩৭	৪৪১	৫৩৮.৮৫	১১২.৫০	৫.৫১-৭.৯২	০.৩৫-৫.৪০
১৮২- দিন	১১৮৮	৯০৭.০৬	৩০৯	২৭৩.০০	১২১.০০	৬.৬৬-৮.৫৬	০.৫৮-৬.১৫
৩৬৪- দিন	১২৬৮	৯১৪.০৮	৩৬৮	২৮৭.৫০	২৮৭.৫০	৭.১৯-৮.৭০	১.০৩-৬.৪৪
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				২৫.৬৫			
মোট	**৪২৫৯**	**৩৫১২.৫১**	**১১১৮**	**১১২৫.০০**	**৫২১.০০**	**৪.৯২-৮.৭০**	**০.৩৫-৬.৪৪**

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মাধ্যমে ইস্যু করা হয় যেখানে ঐ সকল দরপত্রকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ আয় সীমায় প্রজ্ঞাপিত ইস্যু পরিমাণ সরবরাহ করে। দরপত্রের জন্য কাট-অফ আয় হারকে পূর্বনির্ধারিতভাবে আংশিক বরাদ্দ রাখা হয়। এ দরপত্রসমূহ ইস্যু করার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমটি হলো সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের কৌশল এবং দ্বিতীয়টি হলো বাজারে বিরাজমান অতিরিক্ত তারল্য নিয়ন্ত্রণ।

৮.৯ অর্থবছর ২১-এ নিলামের দরপত্র অংশগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ২১টি প্রাথমিক ডিলার (পিডি) ব্যাংক অবলেখক এবং বাজার নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যদিও নিয়ম অনুসারে বিল ও বন্ডের জন্য গঠিত নিলাম কমিটি নিলাম সুদ হার, বাজার প্রেক্ষাপট এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও তারল্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিবি/ পিডি এবং নন-পিডি ব্যাংকসমূহে ডিভল্ভ করতে পারে।

৮.১০ অর্থবছর ২১-এ সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ৯১ দিন, ১৮২ দিন এবং ৩৬৪ দিন মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক নিলাম অব্যাহত ছিল। অর্থবছর ২১-এ ট্রেজারি বিল নিলামের ফলাফলের সার-সংক্ষেপ সারণি ৮.০৪-এ দেখানো হয়েছে। অর্থবছর ২০-এর তুলনায় অর্থবছর ২১-এ অধিকাংশ ট্রেজারি বিলের বার্ষিক ভারীত গড় আয়ের পরিসীমা হ্রাস পায়, যা বাজারে কিছুটা তারল্য উদ্বৃত্ত প্রতিফলিত করে।

৮.১১ অর্থবছর ২১-এ মোট ৩৫১২.৫১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৪২৫৯টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে মোট ১১২৫.০০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১১১৮টি দরপত্র (বিবি-তে ২৫.৬৫ বিলিয়ন টাকার ডিভল্বমেন্টসহ) গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের বিপরীতে ভারীত গড় yield-to- maturity পরিসীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ০.৩৫ ভাগ থেকে শতকরা ৬.৪৪ ভাগ। অর্থবছর ২০-এ ২৯১৮.৯৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৬৩১৬টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে মোট ১৫০৩.০০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের দরপত্র (বিবি-তে ৩০২.২৪ বিলিয়ন টাকার ডিভল্বমেন্টসহ) গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)-এর নিলাম

৮.১২ তারল্য ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় করে, পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ষাণ্মাসিক ভিত্তিক কুপন হারসহ ২ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর এবং ২০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকগুলো held to maturity (HTM)

সারণি ৮.০৫ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড-এর নিলাম - অর্থবছর ২১

বন্ডের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বন্ডের স্থিতি (জুন ২০২১ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		
২-বছর	১১৩৯	৮৩১.৩৬	২৫৬	২১৮.৯২	৪৪০.০০	২.৪৩৯১-৬.৩৮৫৫
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৯.০৮		
৩-বছর এফআরটিভি	-	-	-	-	৫.০০	-
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি						
৫-বছর	১০২৬	৬৬০.৫৮	৩৩৭	২১৫.০০	৫৬৬.৫০	৩.৮৪৩০-৬.৯২৯৭
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি						
১০-বছর	১২০১	৭০২.০০	৪১৪	১৮৫.০০	৮৬৫.৬৫	৫.৩৭৭৩-৭.৮৭১৭
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				১০.০০		
১৫-বছর	৪৭৯	২৫৭.৭১	১৩৮	৫৯.২৭	৪১৬.১৬	৫.৬৪৬৮-৭.৯৫৮৪
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৬.৭৩		
২০-বছর	৬০৬	৩১৮.০৮	১৩৩	৫১.৫২	৩৮৫.৮৭	৬.০৬০০-৮.১৩২৪
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৭.৯৮		
মোট	**৪৪৫১**	**২৭৬৯.৭৩**	**১২৭৮**	**৭৬৩.৫০**	**২৬৭৯.১৮**	**২.৪৩৯১-৮.১৩২৪***

* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আকারে বিজিটিবি তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তার (SLR) উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। HTM সিকিউরিটিজগুলো অভিহিত মূল্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য পরিশোধিত হয় এবং HFT সিকিউরিটিজগুলো marking to market পদ্ধতি অনুসারে লেনদেন করা হয়। বিল এবং বন্ড উভয়ই বিবি-এর MI মডিউল ব্যবহারের মাধ্যমে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনের জন্য যোগ্য।

৮.১৩ বিজিটিবি-এর অনুকূলে ২৭৬৯.৭৩ বিলিয়ন টাকার মোট ৪৪৫১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং ৭৬৩.৫০ বিলিয়ন টাকার ১২৭৮টি দরপত্র গৃহীত হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৩৩.৭৯ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। জুন ২০২১ শেষে বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ৫১১.০০ বিলিয়ন টাকা অথবা শতকরা ২৩.৫৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৭৯.১৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা জুন ২০২০ শেষে ছিল ২১৬৮.১৮ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ ট্রেজারি বন্ডগুলোর বার্ষিক ভারীত গড় yield-to-maturity শতকরা ২.৪৩৯১ ভাগ থেকে শতকরা ৮.১৩২৪ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থবছর ২১-এর বিজিটিবি নিলামের সারসংক্ষেপ সারণি ৮.০৫-এ দেখানো হয়েছে।

ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি)

৮.১৪ সুদ হারে পরিবর্তনশীলতা এবং বাজার বৈচিত্র্য আরোপ করে একটি শক্তিশালী বন্ড মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেটের বিকাশের জন্য প্রথমবারের মতো ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে ৩ বছর মেয়াদি ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি) চালু করা হয়। স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ উভয়ে এফআরটিবি ক্রয় ও ধারণ করার যোগ্যতা রাখে। কার্যক্রমের ধরন অনুসারে নিবাসী এবং অনিবাসী বিনিয়োগকারীগণ বিশেষ ব্যাংক হিসাব ব্যবহারের মাধ্যমে এফআরটিবি ক্রয় করতে পারে। অনিবাসীগণ দেশের বাহিরে থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় সুদ (কুপন) স্থানান্তর এবং পুনঃবিক্রয় অথবা দায় মোচন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে। তবে, এফআরটিবির কোনো নিলাম অর্থবছর ২১-এ অনুষ্ঠিত হয়নি এবং পূর্বে ইস্যুকৃত বন্ডের স্থিতি জুন ২০২১ শেষে ছিল ৫.০০ বিলিয়ন টাকা।

৮.১৫ ৯১ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ কম্পাউন্ডেড রেট (বিসিআর) প্রাথমিকভাবে সরকারের ঋণ হাতিয়ারসমূহের ফ্লোটিং সুদ হার নির্ণয়ে আরোপিত রেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি একটি দৈনিকভিত্তিক সুদ হার যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিল নিলামের কাট-অফ্ আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত এবং ওয়েবসাইটে ঘোষিত হয়। ৯১ দিন মেয়াদি বিসিআর হলো একটি চক্রবৃদ্ধি সুদ হার, যা পূর্ববর্তী ৯১-দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের সুদ হারের গড় থেকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে, এফআরটিবি-এর সুদ হার নির্ণয় করা হয় বিসিআর গণনা এবং ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত একটি ব্যাপ্তি (mark-up) যোগ করে। জুন ২০২১ শেষে ৯১ দিন মেয়াদি বিসিআর ছিল শতকরা ০.৬৯ ভাগ।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)

৮.১৬ ইসলামি ব্যাংকিং খাতে মুদ্রা বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা জমাকৃত বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি) তহবিলের বিপরীতে সরকার গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। এ তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণকারী ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শীটে প্রতিফলিত ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক সঞ্চয় হার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাদানগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিনিয়োগের উপর বন্ডের আয় নির্ভর করে। অর্থবছর ০৪-এ ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক ৬ মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি প্রচলন করা হয়। পরবর্তীতে, ৩ মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি জানুয়ারি ২০১৫-এ চালু হয়। ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদি ইসলামিক বন্ডের নিলাম জানুয়ারি ২০১৫ থেকে স্থগিত

করা হয়। বর্তমানে ইসলামি শরিয়াহ্ নিয়ম মোতাবেক ৩ মাস ও ৬ মাস ম্যাচুরিটির বিজিআইআইবি-এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নিয়ম অনুসারে, ইসলামি শরিয়াহ্ অনুযায়ী লাভ-লোকসান গ্রহণে সম্মত বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ এবং অনিবাসী বাংলাদেশি এ সকল বন্ড ক্রয় করতে পারে।

৮.১৭ জুন ২০২১ শেষে বিজিআইআইবি বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০.২১ বিলিয়ন টাকা, যেখানে মোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২.৭৪ বিলিয়ন টাকা এবং বিজিআইআইবি-এর বিপরীতে নিট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৭.৪৭ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২০ শেষে বিজিআইআইবি-এর বিপরীতে মোট বিক্রয়, মোট অর্থায়ন এবং নিট স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩১.৮৮, ৬৭.৮২ এবং ৬৪.০৬ বিলিয়ন টাকা। বিজিআইআইবি-এর সার্বিক লেনদেনের সারসংক্ষেপ সারণি ৮.০৬-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)

৮.১৮ সরকার প্রথমবারের মতো ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক (বিজিআইএস) বন্ড ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে চালু করেছে। ‘সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ’ নামে একটি অবকাঠামো প্রকল্পের উন্নয়নে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই মোট ৮০ বিলিয়ন টাকার বন্ড ইস্যু করা হয়েছে। একটি ইসলামি সুকুকে সাধারণত তিনটি পক্ষ জড়িত থাকে যাদেরকে অরিজিনেটর, স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) এবং বিনিয়োগকারী বলা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ অরিজিনেটর এবং বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) হিসেবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ইস্যুকৃত সুকুক বন্ডের ক্ষেত্রে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে রেন্ট (মুনাফা) পরিশোধ করা হয় এবং বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৬ মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি-এর উপর ভিত্তি করে তাদের মোট বিনিয়োগের ৪.৬৯ শতাংশ মুনাফা পাবেন।

সারণি ৮.০৬ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক বন্ড

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
বিক্রয়	১০৭.১১	১৩১.৮৮	১৭০.২১
অর্থায়ন	৮৪.৮০	৬৭.৮২	১২.৭৪
নিট স্থিতি	২২.৩১	৬৪.০৬	১৫৭.৪৭

উৎস : মতিঝিল অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী, শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংক, এনবিএফআই এবং বীমা কোম্পানিগুলো সুকুক সার্টিফিকেটের শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়ার যোগ্য, যেখানে প্রচলিত ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ডের শতকরা ১৫ ভাগ পাওয়ার অধিকারী। এছাড়াও, বিজিআইএসের শতকরা ১০ ভাগ ইসলামি শাখা ও প্রচলিত ব্যাংকসমূহের উইন্ডোগুলোর জন্য এবং বাকি শতকরা ৫ ভাগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে ইস্যুর জন্য নির্ধারিত। ব্যাংক এবং এনবিএফআই-এর নিজস্ব অ্যাকাউন্টে থাকা সুকুক সার্টিফিকেটগুলো এসএলআর উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসাবেও গণনাযোগ্য হবে।

৮.১৯ ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ইজারা সুকুকের প্রথম নিলামে ৪০ বিলিয়ন টাকা ইস্যু করার লক্ষ্যে ১৫১.৫৩ বিলিয়ন টাকার ওভারসাবস্ক্রাইবড রেসপন্স পাওয়া যায় এবং ০৯ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিলামে ৪০ বিলিয়ন টাকা ইস্যু করার জন্য ৩২৭.২৬ বিলিয়ন টাকার ওভারসাবস্ক্রাইবড রেসপন্স পাওয়া যায়। সুকুক বন্ডের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ওভারসাবস্ক্রাইব রেসপন্স অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে, যা এ বন্ডের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা নির্দেশ করে এবং বিশেষতঃ সরকারের অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী দিনে এর যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮.২০ ওয়েজ আর্নার এবং অনিবাসী বাংলাদেশি (এনআরবি) জনগণের বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার তিন প্রকারের এনআরবি সেভিংস বন্ড, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড

(ডব্লিউইডিবি), ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ডিআইবি) ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (ডিপিবি) প্রচলন করেছে। ডব্লিউইডিবি (৫-বছর ম্যাচুরিটি, টাকায় মূল্য প্রদান ও টাকায় সুদের হার শতকরা ১২.০ ভাগ) এর টার্গেট গ্রুপ হলো সাধারণ বাংলাদেশি ওয়েজ আর্নার অথবা বাংলাদেশি নাগরিক যারা বিদেশে বেতনভুক্ত হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

এনআরবি সেভিংস বন্ড

৮.২১ অপরদিকে, ডিআইবি (৩ বছর ম্যাচুরিটি, ডলারে মূল্য প্রদান ও ডলারে সুদের হার শতকরা ৬.৫ ভাগ) এবং ডিপিবি (৩ বছর ম্যাচুরিটি, ডলারে মূল্য প্রদান ও টাকায় সুদের হার শতকরা ৭.৫ ভাগ) এর টার্গেট গ্রুপ হলো অনিবাসী বাংলাদেশি যাদের অনিবাসী ব্যাংক হিসাব (এফসি হিসাব) রয়েছে। এনআরবি সেভিংস বন্ড বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে তহবিল সংগ্রহ করে এবং ওয়েজ আর্নার ও অনিবাসী বাংলাদেশি জনগণের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করে। অর্থবছর ২১-এ এনআরবি সেভিংস বন্ড এ বিনিয়োগকৃত রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় শতকরা ১.০৫ ভাগ।

খ. পুঁজিবাজার

অর্থবছর ২১-এ পুঁজিবাজারের কার্যক্রম

৮.২২ পুঁজিবাজারকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৃহৎ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুঁজি বাজার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও উন্নয়নে তহবিল সরবরাহ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE), চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) এবং তাদের সহযোগী সংস্থাগুলো নিয়ে বাজারটি গঠিত, যেখানে DSE-কে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি অন্বেষণে অগ্রগামী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের মূল বিনিয়োগ হাতিয়ার হলো ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ (শেয়ার),

চার্ট ৮.০২ ডিএসই-এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা

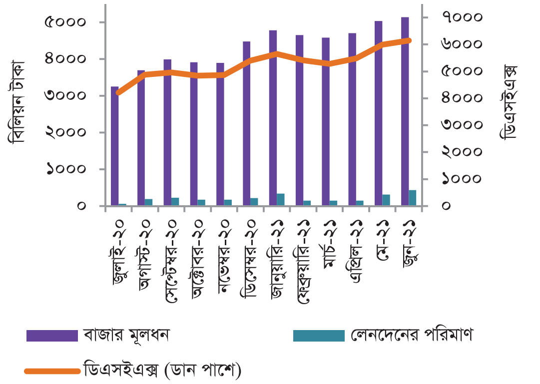

উৎস : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

ডিবেঞ্চার ও কর্পোরেট বন্ড। পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)। বাজারের কার্যক্রম সহজতর করতে এবং উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। পুঁজিবাজারে, সিকিউরিটিজ লেনদেন পরিচালনার জন্য DSE প্রাসঙ্গিক আইন, পরিকল্পনা, নিয়ম ও বিধান অনুসারে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে নতুন 'ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৮.২৩ চার্ট ৮.০২ হতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ব্রড ইনডেক্স এবং DSE-এর বাজার মূলধন অর্থবছর ২১-এর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তবে, ইনডেক্স অক্টোবরে হ্রাস পেলেও নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাজার মূলধন সামান্য হ্রাস পায়, কিন্তু ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২১-এর প্রথমার্ধ শেষে DSE ইনডেক্স এবং বাজার মূলধন যথাক্রমে ৫৪০২.০৭ ও ৪৪৮২.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ইনডেক্স এবং বাজার মূলধন উভয়েরই নিম্নগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ইনডেক্স এবং বাজার

মূলধনে অব্যাহতভাবে উর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ২১-শেষে উর্ধ্বগামী প্রবাহের ফলশ্রুতিতে ইনডেক্স এবং বাজার মূলধন যথাক্রমে ৬১৫০.৪৮ ও ৫১৪২.৮২ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছায় (চার্ট ৮.০২)।

প্রাথমিক ইস্যু

৮.২৪ অর্থবছর ২১-এ ১৫টি কোম্পানি পাবলিক প্লেসমেন্টের মাধ্যমে পুঁজিবাজার হতে ৯.৩ বিলিয়ন টাকার নতুন মূলধন সংগ্রহ করে, অর্থবছর ২০-এ ৫টি কোম্পানি ৩ বিলিয়ন টাকা মূলধন সংগ্রহ করেছিল। অর্থবছর ২১ এবং অর্থবছর ২০-এ প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে নতুন কোন ইক্যুইটি ইস্যু করা হয়নি। অর্থবছর ২১-এ পাবলিক অফারিং-এর পরিমাণ ছিল প্রাপ্যতার ১০ গুণেরও বেশি, যা প্রাইমারি বাজারে নতুন সিকিউরিটিজের স্বল্পতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থবছর ২১-এ ১০৫টি তালিকাভুক্ত কোম্পানি তাদের লভ্যাংশের রক্ষিত অংশের বিপরীতে মোট ৩০.১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের বোনাস শেয়ার ঘোষণা করে, যা অর্থবছর ২০-এর ৯৫টি কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ১৮.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় অনেক বেশি। অপরদিকে, অর্থবছর ২১-এ ২টি কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত রাইট শেয়ারের পরিমাণ ছিল ০.৫ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ২টি কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত রাইট শেয়ারের পরিমাণ ছিল ২.১ বিলিয়ন টাকার চেয়ে কম। অর্থবছর ২১-এ ১টি কোম্পানিকে তালিকা থেকে বাতিল করা হয়, যার ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮.৩ বিলিয়ন টাকা, কিন্তু অর্থবছর ২০-এ কোন কোম্পানিকে তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়নি।

সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম

৮.২৫ অর্থবছর ২১ শেষে বাজার মূলধনের শতকরা অংশ হিসেবে সেকেন্ডারি বাজারে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত প্রাধান্য বিস্তার করে, যার অবদান ছিল শতকরা ৪২.৭ ভাগ এবং এরপর বাজার মূলধনে সার্ভিসেস ও বিবিধ খাত (শতকরা ৩২.৯ ভাগ), আর্থিক খাত (শতকরা ২৪.৩ ভাগ) এবং বন্ড (শতকরা ০.১ ভাগ) এর অবদান ছিল। অর্থবছর ২১-শেষে DSE-এর বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ২০-এর ৩১১৯.৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৬৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৪২.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণি ৮.০৮), যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১৪.৫৭ ভাগ। অর্থবছর ২১-শেষে CSE-এর বাজার মূলধনের পরিমাণ শতকরা ৭৯.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৮৩.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১২.৪১ ভাগ। অর্থবছর ২১-এ সেকেন্ডারি বাজারে

সারণি ৮.০৭ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)-এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৫৮৪	৫৮৯	৬০৯
ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	১২৬৮.৬	১২৯৯.৮	১৩৯৭.৩
প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং আইপিও এর মাধ্যমে ইক্যুইটি (বিলিয়ন টাকা)	৪.২	৩.০	৯.৩
বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	৩৯৯৮.২	৩১১৯.৭	৫১৪২.৮
লেনদেন পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	১৪৫৯.৭	৭৮০.৪	২৫৪৭.০
লেনদেন সংখ্যা (বিলিয়ন)	৩৬.৯	২৬.০	৮৩.৬
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (DSEX)®	৫৪২১.৬২	৩৯৮৯.০৯	৬১৫০.৪৮

* কোম্পানি, মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
® DSE জানুয়ারি ২০১৩ হতে বেঞ্চমার্ক ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (DSEX) চালু করে যা S&P Dow Jones কর্তৃক নকশাকৃত ও উন্নীত।
উৎস : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

সারণি ৮.০৮ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)-এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৩২৬	৩৩১	৩৪৮
ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	৭১২.৯	৭৩৫.৯	৮৩৩.৭
বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	৩২৯৩.৩	২৪৪৭.৬	৪৩৮৩.৭
লেনদেন - পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	৮৪.৮	৫৩.১	১১৬.৯
লেনদেন - সংখ্যা (বিলিয়ন)	২.৫	১.৭	৪.১
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	১৬৬৩৪.২১	১১৩৩২.৫৯	১৭৭৯৫.০

* কোম্পানি, মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
উৎস : চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।

DSE ও CSE-এর লেনদেনের পরিমাণ অর্থবছর ২০-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২২৬.৪ ভাগ ও ১২০.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২১-এ DSE ব্রড ইনডেক্স (DSEX) শতকরা ৫৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬১৫০.৪৮ যেখানে CSE-এর সকল শেয়ারের মূল্য সূচক (CASPI) শতকরা ৫৭.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭৯৫.০-এ দাঁড়ায় (সারণি ৮.০৭ ও ৮.০৮)।

অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

৮.২৬ অর্থবছর ২১-এ অনিবাসীগণ কর্তৃক অনিবাসী বিনিয়োগকারী টাকা হিসাব (NITA)-এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মোট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ২০-এর ৫১.৩ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৯.২ বিলিয়ন টাকায়। অপরদিকে, শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ আয় ও লভ্যাংশ বিদেশে প্রত্যাবাসনের মোট বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ২০-এর ৩৯.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৮৬.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এপ্রিল ১৯৯২ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিনিয়োগের মোট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮৭.০ বিলিয়ন টাকা, যার বিপরীতে বিদেশে প্রত্যাবাসিত বিক্রয়লব্ধ আয় ও লভ্যাংশের মোট বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫১.৪ বিলিয়ন টাকা।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

৮.২৭ দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় মূলধন বাজার বিনির্মাণ, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইসিবি পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুঁজিবাজারের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইসিএমএল), আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (আইএএমসিএল) এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ (আইএসটিসিএল) নামে তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আইসিবি'র উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করে।

৮.২৮ অর্থবছর ২১-এ আইসিএমএল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করার আন্ডাররাইটিং সহায়তা হিসেবে ৪টি কোম্পানিকে ০.৩ বিলিয়ন টাকার যোগান এবং ৬টি কোম্পানির ৭.৯ বিলিয়ন টাকার ইস্যু ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করে। আইএএমসিএল দেশের দ্রুত সম্প্রসারিত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জুন ২০২১ শেষে কোম্পানিটি ৯টি ক্লোজড-এন্ডস ও ১৫টি ওপেন-এন্ডস মিউচ্যুয়াল ফান্ড চালু করে। এছাড়া, কোম্পানিটি বিভিন্ন ধরনের নিয়মিত এবং বিশেষ মিউচুয়াল ফান্ডও চালু করে। অর্থবছর ২১-এ ২৪টি মিউচুয়াল ফান্ডের পোর্টফোলিও-তে কোম্পানিটির নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮.২ বিলিয়ন টাকা। আইএসটিসিএল ডিপোজিটারি পারটিসিপ্যান্ট (DP) সেবাসহ দেশের বৃহত্তম স্টক ব্রোকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থবছর ২১-এ আইএসটিসিএল মোট ২০৮.০ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করে, যা DSE ও CSE-উভয়ের মোট লেনদেনের শতকরা ৭.৮ ভাগ।

৮.২৯ আইসিবি স্বয়ং অর্থবছর ২১-এ ৩.১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে যার বিপরীতে ০.৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয় করে। অর্থবছর ২১-এ বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২.৪ বিলিয়ন টাকা যেখানে আমানত গ্রহণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.১ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ হিসাবে আইসিবি কর্তৃক ১১.২ বিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়। অর্থবছর

২১-এ আইসিবি মোট ৩.৭ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করে, যার মধ্যে ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ ১.২ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ আইসিবি'র অঙ্গীকারের মোট পরিমাণ ছিল ৫.৩ বিলিয়ন টাকা।

পুঁজিবাজার সিকিউরিটিজে তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ

৮.৩০ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল/বন্ড এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি)-এ বিনিয়োগ ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজারের সম্পদ (ইক্যুইটি, ডিবেঞ্চার) ধারণের পরিমাণ জুন ২০২০ শেষের ৪৮০.৭ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে জুন ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ৫৪৬.১ বিলিয়ন টাকা। শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এর বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম স্থিতির পরিমাণ জুন ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ৬৭.৮ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৫১.০ বিলিয়ন টাকা।

অর্থবছর ২১-এ পুঁজিবাজার উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপ

৮.৩১ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ আইনের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকরণ এবং সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অর্থবছর ২১-এ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো :

- BSEC তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর জন্য স্বতন্ত্র ডাইরেক্টরস্ অনলাইন ডাটাবেস পোর্টাল চালু করেছে, এবং বিভাগীয় কাজ সহজ করার পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত লকডাউনের কারণে আর্থিক বিবৃতি/আবেদন/অন্যান্য নথি জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর বিষয়ে BSEC ৩ মে ২০২১ তারিখে একটি নির্দেশনা জারি করে।
- IOSCO-এর ঘোষণা অনুসরণ করে পুঁজিবাজারে আর্থিক সাক্ষরতা এবং বিনিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে ৫ অক্টোবর ২০২০ থেকে ১১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত 'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০২০' পালন করে।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ শেষে BSEC ব্যবস্থাপনা নির্বাহী এবং কতিপয় শেয়ারহোল্ডার পরিচালক কর্তৃক ছয়টি তালিকাভুক্ত কোম্পানির সম্ভাব্য অর্থ পাচারের বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান সম্পন্ন করে।
- BSEC বিদেশি এবং অনিবাসী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দুবাইতে ৯ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়কালে বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট রোড-শোর পাশাপাশি ডিজিটাল বুথ এবং অনলাইন বিও অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- BSEC তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ, মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি (এনআরসি) পুনর্গঠন এবং কর্পোরেট বন্ডের অডিট কমিটি এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর জন্য কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড প্রয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- BSEC এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- এছাড়া, বাজার কার্যক্রমের উন্নতি সহজতর করার লক্ষ্যে BSEC কিছু নিয়ম জারি করে, যার মধ্যে ছিল 'BSEC (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা ২০২০', 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বিধিমালা ২০২০', 'BSEC (ডেট সিকিউরিটিজ) বিধিমালা, ২০২১', এবং 'BSEC (ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড) বিধিমালা, ২০২১'।

গ. ঋণ বাজার

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম

৮.৩২ অর্থবছর ২১-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগামে উর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণি ৮.০৯)। জুন ২০২১ শেষে মোট আগামের পরিমাণ ১১৩৭১.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০২০ শেষের ১০৪৮৬.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৮.৪ ভাগ বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থবছর ২১-এ মোট আগামের মধ্যে কৃষি, মৎস্য ও বন খাত (শতকরা ১০.৯ ভাগ), শিল্প খাত (শতকরা ৯.৮ ভাগ), ব্যবসা ও বাণিজ্য খাত (শতকরা ৮.৮ ভাগ) এবং চলতি মূলধন অর্থায়নে (শতকরা ৬.৩ ভাগ) অর্থবছর ২০-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, অর্থবছর ২১-এ সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো অন্যান্য খাতে আগামের শতকরা ১৪.৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি। অন্যদিকে, অর্থবছর ২১-এ নির্মাণ খাতে আগাম প্রান্তিকভাবে শতকরা ২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও পরিবহন খাতে শতকরা ২.৭ ভাগ হ্রাস পায়।

সারণি ৮.০৯ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	জুন শেষে		
	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১[সা]	পরিবর্তন (%)
কৃষি, মৎস্য ও বন	৪৮৩.৪	৫৩৬.২	১০.৯
শিল্প	২১৫৭.৮	২৩৬৯.৮	৯.৮
চলতি মূলধনে অর্থায়ন	২২৩৩.৪	২৩৭৩.৪	৬.৩
নির্মাণ	৯৩৬.২	৯৫৯.৮	২.৫
পরিবহন	১৪১.০	১৩৭.২	-২.৭
ব্যবসা ও বাণিজ্য	৩৫৩৬.০	৩৮৪৭.৯	৮.৮
অন্যান্য	৯৯৯.২	১১৪৬.৮	১৪.৮
মোট	**১০৪৮৬.৯**	**১১৩৭১.০**	**৮.৪**

[সা] সাময়িক
উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮.৩৩ অর্থবছর ২১-এ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যবসা ও বাণিজ্য খাতের (শতকরা ৩৩.৮ ভাগ) ভূমিকা সর্বাগ্রে, এরপর ছিল চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ২০.৯ ভাগ), শিল্প খাত (শতকরা ২০.৮ ভাগ), অন্যান্য খাত (শতকরা ১০.১ ভাগ), নির্মাণ খাত (শতকরা ৮.৪ ভাগ), কৃষি, মৎস্য ও বন খাত (শতকরা ৪.৭ ভাগ) এবং পরিবহন খাতের (শতকরা ১.২ ভাগ) অবদান। মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদান চার্ট ৮.০৩-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ

৮.৩৪ অর্থবছর ২১-এ অতিমারি পরিস্থিতির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ

সারণি ৮.১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান	বিতরণ		আদায়		স্থিতি		মেয়াদোত্তীর্ণ		মোট স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার (%)	
	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৭৫.২	৫৭.২	৫৭.০	২৭.৪	৫৫৯.৪	৭৫২.৫	১৬৫.৩	২৬৩.৩	২৯.৫	৩৫.০
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৭৯.৬	৫৪৫.৫	৫৫৪.৭	৪৫০.৭	১৮১২.৩	২০৫০.০	২০৪.৩	২৩৪.১	১১.৩	১১.৪
বিদেশি ব্যাংক	৪১.৯	৩২.০	২১.৩	৩৩.৭	৮৪.২	৭৮.৮	২.৭	২.৩	৩.২	৩.০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি, রাকাব)	২.৬	৮.১	২.২	৯.৯	১৮.১	১৭.৫	৫.৮	৭.৭	৩২.৩	৪৪.২
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪৩.৩	৪৪.৯	৬২.০	৬৩.২	২৯৯.৫	২৫৪.১	৫০.৬	৫০.৯	১৬.৯	২০.০
মোট	**৭৪২.৬**	**৬৮৭.৭**	**৬৯৭.২**	**৫৮৪.৯**	**২৭৭৩.৫**	**৩১৫২.৯**	**৪২৮.৭**	**৫৫৮.৪**	**১৫.৫**	**১৭.৭**

উৎস : এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিতরণ অর্থবছর ২০-এর তুলনায় শতকরা ৭.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬৮৭.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আদায়ের পরিমাণও অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১৬.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫৮৪.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে, কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে আদায় হ্রাস এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জুন ২০২১ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ স্থিতি জুন ২০২০-এর তুলনায় শতকরা ১৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৫২.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২১-এ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ শতকরা ৩০.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং জুন ২০২১ শেষে মোট ঋণ স্থিতির শতকরা হিসেবে বৃদ্ধি পেয়ে তা শতকরা ১৭.৭ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৮.১০)।

৮.৩৫ জুন ২০২১ শেষে ৩১৫২.৯ বিলিয়ন টাকার মোট মেয়াদি শিল্প ঋণ স্থিতির মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (পিসিবি) বৃহত্তর অংশ রয়েছে (শতকরা ৬৫.০ ভাগ) যা মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণে ক্ষেত্রে তাদের মুখ্য ভূমিকা নির্দেশ করে (সারণি ৮.১০ এবং চার্ট ৮.০৪)। যদিও মোট স্থিতিতে ছয়টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি) ও দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংকের (বিকেবি এবং রাকাব) অবদান মিলিতভাবে ছিল শতকরা ২৪.৪ ভাগ, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বেশি থাকায়, ঋণদানে তাদের প্রকৃত ভূমিকা গৌণ। কারণ এ ব্যাংকগুলো অর্থবছর ২১-এ মাত্র ৬৫.৩ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৯.৫ ভাগ) ঋণ বিতরণ করে যেখানে সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৮৭.৭ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২১ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (পিসিবি) অবদান ছিল সর্বোচ্চ (৫৪৫.৫ বিলিয়ন টাকা), পরবর্তী অবস্থানে ছিল যথাক্রমে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এসসিবি) (৫৭.২ বিলিয়ন টাকা), আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪৪.৯ বিলিয়ন টাকা), বিদেশি ব্যাংকসমূহ (৩২.০ বিলিয়ন টাকা) এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (৮.১ বিলিয়ন টাকা)।

চার্ট ৮.০৩ মোট আগামের খাত ভিত্তিক অংশ : অর্থবছর ২১

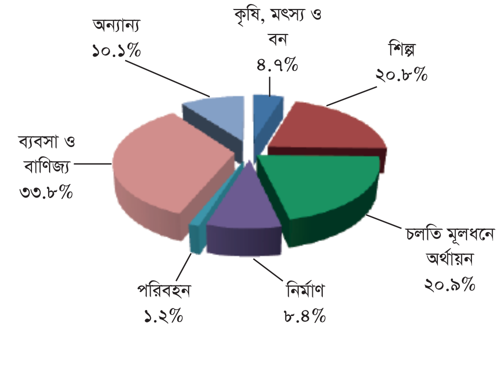

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.০৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ: অর্থবছর ২১

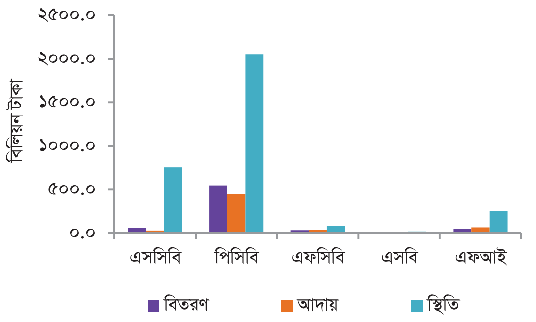

উৎস : এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮.৩৬ জুন ২০২১ শেষে বিদেশি ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ছিল (মোট স্থিতির শতকরা ৩.০ ভাগ)। এরপর যথাক্রমে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (শতকরা ১১.৪ ভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (শতকরা ২০.০ ভাগ), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এসসিবি) (শতকরা ৩৫.০ ভাগ) এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের (শতকরা ৪৪.২ ভাগ) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ছিল। তবে, দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক-বিকেবি এবং রাকাব মূলতঃ কৃষি খাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করায়, মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে এদের অংশ তুলনামূলকভাবে খুবই নগণ্য ছিল।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি ॥ (আইপিএফএফ ॥) প্রকল্প

৮.৩৭ বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগত অর্থায়ন উৎসাহিতকরণ এবং অবকাঠামো খাতের অংশগ্রহণকারী ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি ॥ (আইপিএফএফ ॥) প্রকল্পটি (জুলাই ২০১৭–জুন ২০২২) বাস্তবায়ন করছে। আইপিএফএফ ॥ প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ, ইকোনোমিক জোন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও অন্যান্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ন্যায় নির্বাচিত খাতগুলোর অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগত অর্থায়ন সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে।

৮.৩৮ অদ্যাবধি, ১৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে এর তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের আওতায়, Karnafuly Dry Dock Limited (KDDL) এবং Summit Communications Limited শীর্ষক দু'টি সাব-প্রজেক্টে অর্থায়নের জন্য অর্থবছর-২১ এ ৪.০৯ বিলিয়ন টাকা (৪৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমান) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অর্থবছর ২০-এ, Bangladesh Technosity Limited এবং Meghna Industrial Economic Zone Limited শীর্ষক দু'টি সাব-প্রজেক্ট এ অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৩.৭৬ বিলিয়ন টাকা (৪৪.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমান) ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। অপরদিকে, কারিগরি সহায়তা (TA) কম্পোনেন্ট সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা গঠন ও বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে জুন ২০২১ পর্যন্ত, আইপিএফএফ ॥ প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এজেন্সি ও সংস্থার প্রায় ২১৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)/ এন্টারপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)

৮.৩৯ ঝুঁকিপূর্ণ তবে বিকাশমান কৃষিভিত্তিক/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আইসিটি শিল্পে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ০১-এ সরকার কর্তৃক ১.০ বিলিয়ন টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) গঠিত হয় এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর অর্পিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইক্যুইটি মডেলের পরিবর্তে 'এন্টারপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)' শিরোনামে একটি ঋণভিত্তিক নীতিমালা অনুমোদন করেন। বর্তমান সংশোধিত নীতিমালাটি সরকারি অর্থের নিরাপত্তার জন্য সহায়ক এবং একইসাথে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ ৪ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ শতকরা ২ ভাগ সরল সুদে ঋণ পাবেন। সংশোধিত নীতিমালার আওতায় তহবিলের জন্য EOI (Expression of Interest) ১২ আগস্ট ২০১৮ হতে গ্রহণ শুরু হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি খাতের বিপরীতে গৃহীত EOI-এর সংখ্যা যথাক্রমে ৪২০৩টি এবং ১৯টি, যার মধ্যে ৫৩টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক EOI ১.১ বিলিয়ন টাকার ঋণ বরাদ্দ পেয়েছে।

৮.৪০ বাংলাদেশ ব্যাংক ও ICB-এর মধ্যে ১ জুন ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত ইইএফ-এর অপারেশনাল কার্যক্রম স্থানান্তর বিষয়ক সাব-এজেন্সি চুক্তি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও ICB-এর মধ্যে ২০ মে ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত ইএসএফ সম্পর্কিত অপর একটি সাব-এজেন্সি চুক্তি অনুযায়ী, ICB বর্তমানে ইইএফ/ইএসএফ-এর

অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদন করছে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষায়িত ইউনিট নীতি নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্স মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি করছে।

৮.৪১ ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ২০৬৩টি (১৯২৩টি কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পে ৩৪.৬ বিলিয়ন টাকা এবং ১৪০টি আইসিটি প্রকল্পে ২.২ বিলিয়ন টাকাসহ) প্রকল্প ইইএফ/ইএসএফ হতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছে। জুন ২০২১ শেষের হিসাব মতে, তহবিল হতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৯২৯টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ১৪.৮ বিলিয়ন টাকা এবং ১০৪টি আইসিটি প্রকল্পে ১.৩ বিলিয়ন টাকা দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত, মোট ৩৮১টি কৃষিভিত্তিক কোম্পানি এবং ৬৫টি আইসিটি কোম্পানি যথাক্রমে ৩.৫ বিলিয়ন টাকা এবং ০.৪ বিলিয়ন টাকা মূল্যের শেয়ার বাই-ব্যাক করেছে। অদ্যাবধি, এ তহবিল সহায়ক প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৫৫,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তহবিলটির আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ফলস্বরূপ পল্লি অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। তহবিল সহায়তাকৃত আইসিটি প্রকল্পগুলোতে উৎপাদিত বিশ্বমানের সফটওয়্যার দেশীয় বাজারে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

গৃহনির্মাণ অর্থসংস্থান

৮.৪২ জুন ২০২১ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহায়ন ঋণের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৭১.৮ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৮.১১), যা বেসরকারি খাতে মোট ঋণের শতকরা ৮.২ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমগ্র আবাসন ঋণ পোর্টফোলিওতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো পর্যাপ্ত আমানত সম্পদসহ গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। জুন ২০২১ শেষের হিসাব মতে ৫২৯.৮ বিলিয়ন টাকার বৃহত্তর ঋণ স্থিতি নিয়ে এ ব্যাংকগুলো গৃহায়ন ঋণে প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে (সারণি ৮.১১)। জুন ২০২১ শেষের মোট গৃহায়ন ঋণ স্থিতিতে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (এসসিবি) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩৭.৮ বিলিয়ন টাকার ঋণ স্থিতি রয়েছে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোর ৪৪.২ বিলিয়ন টাকা স্থিতি রয়েছে। এছাড়া, ২টি বেসরকারি খাতের বিশেষায়িত গৃহায়ন অর্থসংস্থান কোম্পানীও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ প্রদান করে। কিছু চুক্তিভিত্তিক আমানত স্কিমসহ দীর্ঘমেয়াদি আমানত গ্রহণ করে এ কোম্পানিগুলো তাদের কার্যক্রমে তহবিল সরবরাহ করে।

সারণি ৮.১১ আবাসন খাতে গৃহায়ন ঋণের স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	মোট স্থিতি (জুন শেষে)		
	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১[সা]
ক) গৃহায়ন অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান	৮৮.৬	৯০.৮	৯৩.৬
১। বিএইচবিএফসি	৩২.৬	৩৪.৭	৩৭.০
২। ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স	৪৩.৯	৪৩.২	৪৩.৪
৩। ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১২.১	১২.৯	১৩.২
খ) ব্যাংকসমূহ	৭৩৫.৭	৭৭২.৩	৮১১.৮
১। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৮৯.১	৪৮৯.৬	৫২৯.৮
২। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	২১১.২	২৪২.১	২৩৭.৮
৩। অন্যান্য ব্যাংক (বিদেশি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত)	৩৫.৪	৪০.৬	৪৪.২
গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৬৮.৫	৬৮.০	৬৫.৬
ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান			
গ্রামীণ ব্যাংক	১.১	১.০	০.৮
মোট	**৮৯৩.৯**	**৯৩২.১**	**৯৭১.৮**

[সা] সাময়িক।

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক; বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং গ্রামীণ ব্যাংক।

৮.৪৩ জুন ২০২১ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)-এর গৃহনির্মাণ ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ৩৭ বিলিয়ন টাকা। কর্পোরেশনটির তহবিলের উৎসসমূহ হচ্ছে সরকার কর্তৃক পরিশোধিত মূলধন এবং বিভিন্ন সংস্থার নিকট সরকার প্রতিশ্রুত সুদবাহী ঋণপত্র বিক্রি হতে প্রাপ্ত মুনাফা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তহবিল সংগ্রহের দ্বিতীয় রীতিটি অব্যবহৃত হচ্ছে। বিএইচবিএফসি অতীতে, রাষ্ট্র

মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি) ও বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা ক্রয়কৃত স্বল্প সুদবাহী ঋণপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণে অর্থায়ন করত। বিএইচবিএফসি পরিচালন ও ডেট সার্ভিসিং ব্যয় নির্বাহ করে নতুন ঋণ প্রদানের জন্য অতীতের ঋণ আদায়ের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, প্রতিষ্ঠানটির নতুন ঋণদান কর্মসূচি সীমিত হয়ে পড়েছে। অর্থবছর ২০ এবং অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে ৪.৮ বিলিয়ন টাকা ও ৫.৭ বিলিয়ন টাকা আদায়ের বিপরীতে যথাক্রমে ৪.২ বিলিয়ন টাকা এবং ৫.১ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপি করোনা প্রাদুর্ভাবের প্রভাব মোকাবেলায় বিএইচবিএফসি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন, বিশেষ ইক্যুইটি ঋণ সম্প্রসারণ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সুবিধা প্রভৃতি।

৮.৪৪ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত গৃহায়ন তহবিল, এনজিওগুলোকে সর্বনিম্ন শতকরা ১.৫ ভাগ সরল সুদে গৃহায়ন ঋণ অর্থায়ন করে, যারা পল্লি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শতকরা ৫.৫ ভাগ সরল সুদে ১ থেকে ১০ বছর ব্যাপী আদায়যোগ্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান করে। জুন ২০২১ পর্যন্ত, গৃহায়ন তহবিল দেশের ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলাকে এর আওতায় ৬১৬টি এনজিওর মাধ্যমে পল্লি গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিতে ৪.২ বিলিয়ন টাকা অর্থ ছাড় করেছে এবং ইতোমধ্যে ৮৮৪৯৩টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। জুন ২০২১ শেষে, আদায়যোগ্য মোট ২.৯ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে তহবিলটি ২.৬ বিলিয়ন টাকা আদায় করেছে, এ আদায়ের হার ছিল শতকরা ৯০.২ ভাগ।

৮.৪৫ গৃহায়ন তহবিল স্কিমের আওতায় মহিলা শিল্প শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি/মহিলা হোস্টেল নির্মাণের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ঢাকা জেলার সাভারের আশুলিয়ায় একটি ১২তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ০.২ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে, এ ডরমিটরি ৭৪৪ জন শ্রমজীবী মহিলাকে আবাসন সুবিধা প্রদানে প্রস্তুত। উপরন্তু, মংলা ইপিজেডস্থ কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ০.৩ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে একটি ডরমিটরি নির্মাণের নিমিত্তে গৃহায়ন তহবিল ও BEPZA-এর মধ্যে একটি চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৮.৪৬ তাছাড়া, গৃহায়ন তহবিল দরিদ্র পোশাক শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণের উদ্দেশ্যে BGMEA-এর সদস্য কোম্পানিসমূহে ঋণ সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ঘরে ফেরা কর্মসূচি– প্রকল্পের অনুকূলে গৃহায়ন তহবিল ০.০২ বিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং প্রথম দফায় এরই মধ্যে ০.০১ বিলিয়ন টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাট এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় শ্রমিক হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণের জন্য গৃহায়ন তহবিল ০.৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। গৃহ নির্মাণ ঋণ কর্মসূচি ছাড়াও সিডর, আইলা, আম্ফান, নদী ভাঙনের মতো প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে গৃহায়ন তহবিল অনুদান হিসেবে ০.৩ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা বাজার

৮.৪৭ সাবলীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অংশীজন হল বাংলাদেশ ব্যাংক, অনুমোদিত ডিলারগণ এবং গ্রাহকেরা। ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭ দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি পরিচালনা করে না বরং এর পরিবর্তে, বাজার কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে। দেশের

মুদ্রানীতিভঙ্গি, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্থিতি, বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এবং সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময়ে সময়ে বাজার অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দেশিকা জারি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানে ক্রমান্বয়িক শিথিলকরণ এবং ১২ আগস্ট ১৯৯৩ তারিখে গঠিত বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA)-এর কার্যপরিধি সম্প্রসারণের কারণে। আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি একটি পাইকারি বাজার যার মাধ্যমে বেশিরভাগ মুদ্রার লেনদেন ব্যাংকের মধ্যে পরিচালিত হয়। আন্তঃব্যাংক বাজারের তিনটি প্রধান অংশ হল : স্পট মার্কেট, ফরওয়ার্ড মার্কেট এবং ফিউচার মার্কেট।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

৮.৪৮ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সাল থেকে ভাসমান (Floating) বিনিময় হার চালু করেছে। এ ব্যবস্থার অধীনে, ব্যাংকগুলো আন্তঃব্যাংক এবং গ্রাহক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব হার নির্ধারণ করতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য যখন প্রয়োজন হবে, বাংলাদেশ ব্যাংক তখন ইউএস ডলার ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারে। অর্থবছর ২১-এ, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহে বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কারণে টাকার উপর উপচিতি চাপের সৃষ্টি হলেও টাকা-ডলার বিনিমিয় হার মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল ছিল। জুন ২০২০ শেষে এ মুদ্রা বিনিময় হার ৮৪.৭৮ টাকার তুলনায় জুন ২০২১ শেষে এ মুদ্রা বিনিময় হার দাঁড়ায় ৮৪.৮১ টাকা (চার্ট ৮.০৫), যা শতকরা ০.০৪ ভাগ অবচিতি নির্দেশ করে, যেখানে অর্থবছর ২০-এর শতকরা ০.৪৭ ভাগ অবচিতি হয়েছিল।

চার্ট ৮.০৫ টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) : অর্থবছর ২১

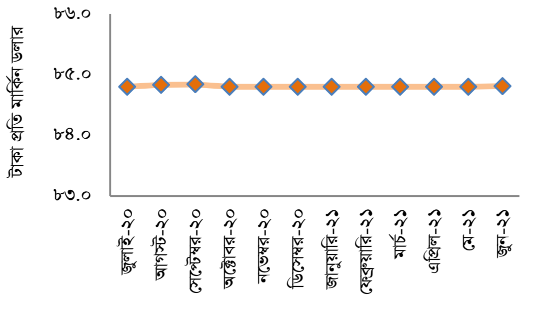

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮.৪৯ বিনিময় হারে অযাচিত অনিশ্চয়তা এড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সাবলীল কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ০.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং ৭.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে, যা অপ্রত্যাশিত উপচিতি চাপ এড়াতে এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৮.৫০ বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক সম্পদই হল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট (gross) বৈদেশিক রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক প্রধান মুদ্রাসমূহ (জি-৭), স্বর্ণ এবং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্ (এসডিআর)। রিজার্ভ সাধারণত বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য সম্পর্কিত দায় মেটানো অথবা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। যে কোনো অর্থনীতির বাহ্যিক অভিঘাত শোষণ ক্ষমতা পরিমাপের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। অর্থবছর ২১-এ

বিওপি (BoP)-এর সার্বিক ভারসাম্যে বলিষ্ঠ উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থবছর ২০-এর ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ মাত্রা ৪৬.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায় যা প্রায় ৭ মাসের আমদানি দায় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত এবং এটি বর্তমানে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

কৃষি এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন

৯.১ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি প্রাধিকারপ্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। এটি দেশের গ্রামীণ কর্ম ও আয় সৃজনের প্রধান উৎসও বটে। অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান ১২.০৭ শতাংশ (অর্থবছর ১৬-এর স্থির মূল্যে)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪১ ভাগ সরাসরি কৃষি কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, কৃষিখাত দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, এবং সর্বোপরি দেশের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৯.২ বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদের সুবিধার জন্য সঠিক, সময়োচিত এবং ঝামেলামুক্তভাবে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর 'কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি' প্রণয়ন করে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে কৃষি এবং গ্রামীণ খাতের ভূমিকা জোরদার করতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে 'কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। সকল তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থবছর ২১-এ কৃষি খাতে লক্ষ্যমাত্রা ২৬২.৯২ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে প্রকৃত ঋণ বিতরণ দাঁড়ায় ২৫৫.১১ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯৭.০৩ ভাগ) বিলিয়ন টাকা (সারণি ৯.০১)।

অর্থবছর ২১-এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

৯.৩ এ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাস্তবায়নের অবস্থা নিম্নরূপ :

- প্রায় ৩.০৬ মিলিয়ন কৃষকের মধ্যে ১.৬১ মিলিয়ন নারী; বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৯২.৮৮ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।

সারণি ৯.০১ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী*

(বিলিয়ন টাকা)

	বিতরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১।	**ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা**	**২১৮.৮**	**২৪১.৪**	**২৬২.৯**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	১১৬.৯	১৩১.৯	১৫৬.৬
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	৬.২	১৩.০	৯.৮
	গ) গবাদিপশু	২৭.১	২৪.৪	২৯.৩
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	৩.৪	৫.৭	৪.৫
	ঙ) মৎস্য	২৫.০	২৪.৫	২৮.৫
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	১১.৯	১৫.৮	১১.২
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	২৮.৩	২৬.১	২৩.০
২।	**প্রকৃত বিতরণ**	**২৩৬.২**	**২২৭.৫**	**২৫৫.১**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	১১৮.৮	১১৪.০	১২৮.৯
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	৩.২	২.৭	৪.৪
	গ) গবাদিপশু	৩২.৫	৩১.৭	৩৫.৩
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	১.২	১.৩	১.৮
	ঙ) মৎস্য	২৬.৮	২৬.১	২৯.৫
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৯.৫	২০.৯	২০.৪
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৩৪.৩	৩০.৯	৩৪.৯
৩।	**মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ**	**২৩৬.২**	**২২৭.৫**	**২৫৫.১**
	ক) স্বল্পমেয়াদি	১৯৯.৩	১৯১.৫	২২০.৭
	খ) দীর্ঘমেয়াদি	৩৬.৯	৩৬.০	৩৪.৫
৪।	প্রকৃত আদায়	২৩৭.৩	২১২.৫	২৭১.২
৫।	আদায়যোগ্য ঋণ	৩০৪.৬	২৭৯.৮	৩৩৬.৬
৬।	মোট ঋণের স্থিতি	৪২৯.৭	৪৫৫.৯	৪৫৯.৪
৭।	মোট বকেয়া ঋণ	৬৬.৯	৬০.৬	৫৮.৭
৮।	মোট ঋণের স্থিতিতে বকেয়া ঋণের শতকরা হার	১৫.৬	১৩.৩	১২.৮

* বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ব্যতীত।

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- বিভিন্ন ব্যাংকের আয়োজনে মোট ১৪৭০২টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ০.০৮ মিলিয়ন কৃষকের মাঝে ৫.১৯ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রায় ২.২৫ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ১৭৬.৪০ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৭,৭৯৬ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ০.৩৪ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক প্রায় ৯.৮৩ মিলিয়ন হিসাব খোলা হয়েছে।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ১৮,৬৬৩ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে শতকরা ৫.০ ভাগ সুদহারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ০.৬৮ বিলিয়ন টাকার বেশি কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে।

কৃষি ঋণ বিতরণ

৯.৪ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিতরণে এগিয়ে আসায় কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়ন গতি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত বিতরণ ছিল ২৫৫.১১ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত বিতরণ ২২৭.৪৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১২.১৪ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৯ থেকে অর্থবছর ২১ সময়কালে সামগ্রিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা সারণি ৯.০১-এ এবং অর্থবছর ২১-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিতরণের চিত্র যথাক্রমে চার্ট ৯.০১ ও ৯.০২-এ দেখানো হলো।

৯.৫ সার্বিক কৃষি ঋণ বিতরণের প্রায় শতকরা ৮৬.৫০ ভাগ ছিল স্বল্পমেয়াদি এবং অবশিষ্ট ১৩.৫০ ভাগ ছিল সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও গবাদিপশু ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। অর্থবছর ২১-এ স্বল্পমেয়াদি ঋণের সিংহভাগই ছিল শস্য উৎপাদন, যা মোট স্বল্পমেয়াদি ঋণের শতকরা ৫৮.৪১ ভাগ (সারণি ৯.০১)।

৯.৬ কৃষি খাতে (সকল ব্যাংকসহ) মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৩.৪৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ০.৭৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৪৫৯.৪০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৪৫৫.৯৩ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৯.০২)।

৯.৭ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবদানও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থবছর ২১-এ বিকেবি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এফসিবিস) তাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৯.৯৫ এবং ২০.৮২ ভাগ বেশি ঋণ বিতরণ করেছে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংক, রাকাব ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের লক্ষ্যমাত্রা থেকে যথাক্রমে শতকরা ১৫.৮১, ১.১৯ ও ৬.৮৫ ভাগ কম ঋণ বিতরণ করেছে (সারণি ৯.০২)। এছাড়া, অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ১০.৩৩ বিলিয়ন

সারণি ৯.০২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১					
			এসসিবি	বিকেবি	রাকাব	পিসিবি	এফসিবি	মোট
বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	২১৮.০০	২৪১.২৪	৩১.৯৫	৬০.০০	১৮.৫০	১৪৫.৪৬	৭.০১	২৬২.৯২
প্রকৃত বিতরণ	২৩৬.১৬	২২৭.৪৯	২৬.৯০	৬৫.৯৭	১৮.২৮	১৩৫.৪৯	৮.৪৭	২৫৫.১১
আদায়	২৩৭.৩৪	২১২.৪৫	২৪.৬১	৬৬.৭০	২২.৭২	১৪৭.১	১০.০৯	২৭১.২৪
বকেয়া	৬৬৯.১৬	৬০.৬০	২২.২২	১৩.৮২	১৬.০৪	৬.৫৭	০.০০	৫৮.৬৫
মোট ঋণের স্থিতি	৪২৯.৭৪	৪৫৫.৯৩	১১৬.১৯	১৮৩.৪০	৪০.৩৩	১১৫.৬৭	৩.৮১	৪৫৯.৪০

* বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) ব্যতীত

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

টাকা ঋণ বিতরণ করেছে; যার ফলে, মোট ঋণ বিতরণের (ব্যাংকসহ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০৬.৬০ বিলিয়ন টাকা।

ঋণ আদায়

৯.৮ ফসল উৎপাদনে প্রকৃত কৃষককে ঋণ বিতরণ এবং যথাসময়ে ঋণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিতকরণে নিবিড় তদারকি পরিচালনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যাংকসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অর্থবছর ২১-এ কৃষি ঋণ আদায় অর্থবছর ২০-এর মোট আদায় ২১২.৪৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৭.৬৭ ভাগ বেড়ে ২৭১.২৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, কৃষি ঋণের প্রকৃত আদায়ের হার অর্থবছর ২১-এ ছিল শতকরা ৫৯.০৪ ভাগ (আদায়যোগ্য ঋণসহ), যা অর্থবছর ২০-এ ছিল শতকরা ৪৬.৬০ ভাগ (সারণি ৯.০১)।

৯.৯ কৃষি ঋণের স্থিতির তুলনায় বকেয়ার পরিমাণ জুন ২০২০-এর শেষের শতকরা ১৩.২৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১-এর শেষে শতকরা ১২.৭৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণি ৯.০১ ও সারণি ৯.০২)।

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

৯.১০ দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি এবং রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থবছর ২১-এ মোট বিতরণ ২৫৫.১১ বিলিয়ন এর মধ্যে, দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি এবং রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১১১.১৫ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে, যা মোট বিতরণের শতকরা ৪৩.৫৭ ভাগ। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মোট ১৩৫.৪৯ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যা মোট বিতরণের শতকরা ৫৩.১১ ভাগ এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ৮.৪৭ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে, যা মোট

চার্ট ৯.০১ অর্থবছর ২১-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

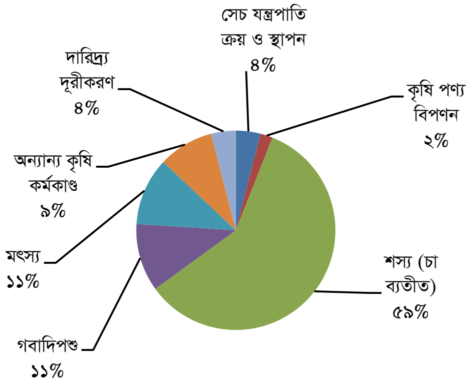

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৯.০২ অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ

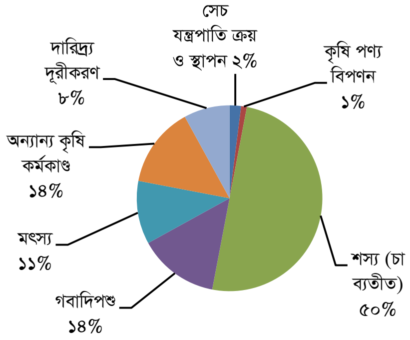

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিতরণের শতকরা ৩.৩২ ভাগ (সারণি ৯.০২)। অর্থবছর ২১ শেষে মোট বকেয়া ঋণের স্থিতিতে রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১৯.১২ ভাগ, যেখানে রাকাব এবং বিকেবি-এর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল বকেয়া ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৩৯.৭৭ ও ৭.৫৪ ভাগ (সারণি ৯.০২)। অর্থবছর ২১ শেষে বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় বকেয়া ঋণের শতকরা ৫.৬৮ ভাগ।

সরকারের সুদ ভর্তুকি (বাজেট বরাদ্দ)

৯.১১ দেশে ডাল, তেলবীজ, মসলা, ভুট্টার ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও এসব ফসলের উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। এ সকল ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা ও ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সরকারের সুদ-ক্ষতি ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ১ জুলাই ২০১০ তারিখ থেকে শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি সুদহারে রাষ্ট্র মালিকানাধীন (বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত) ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে আসছে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন (বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত) ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণের আওতায় উল্লিখিত ফসল উৎপাদনে শতকরা ৫.০ ভাগ হারে সরকারি ভর্তুকি সুবিধায় অর্থবছর ১২ হতে ঋণ বিতরণ করে আসছে। এ খাতের বিস্তারিত চিত্র সারণি ৯.০৩-এ দেখানো হলো।

৯.১২ অর্থবছর ২১-এ ৩৬টি ব্যাংক শতকরা ৫ ভাগ সুদ ভর্তুকি হিসেবে ০.০২৩ বিলিয়ন টাকা সুবিধা পেয়েছে। অর্থবছর ২১-এ আমদানি বিকল্প ফসলসমূহের উপর ব্যাংক কর্তৃক ১.২৭ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার ভর্তুকি সুবিধা নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সুদ ভর্তুকি

নভেল করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতি সুদ হারে কৃষিঋণ বিতরণ স্কিম

৯.১৩ নভেল করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি ঋণের সুদ হার কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ব্যাংকসমূহকে শস্যদানা, অর্থকরী ফসল, শাক সবজি এবং কন্দ ফসলে ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসিডি সার্কুলার-২ অনুযায়ী শতকরা ৪ ভাগ (সর্বোচ্চ) রেয়াতি হারে কৃষি ঋণ প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। এ সকল ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ 'সুদ-ক্ষতি' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে শতকরা ৫.০ ভাগ হারে পুনর্ভরণ সুবিধা ভোগ করবে। ০১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত সুবিধাটি চালু থাকবে। পুনর্ভরণ সুবিধাটি পাওয়ার জন্য ব্যাংকসমূহকে অবশ্যই নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ব্যাংকসমূহকে 'কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা' যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। অর্থবছর শেষে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সমন্বয়কৃত ঋণের বিপরীতে পুনর্ভরণ দাবি করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় মোট দাবিকৃত ঋণের ন্যূনতম শতকরা ১০.০ ভাগ হারে নথি সরেজমিনে যাচাই করবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে ব্যাংকসমূহকে পুনর্ভরণ করবে। অর্থবছর ২১-এ কৃষক পর্যায়ে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এ কার্যক্রমে ৪৫.৯৪ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি ৯.০৩ আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ঋণ বিতরণ

(মিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিতরণ	শতকরা
অর্থবছর ২০	১২৩৩.২৫	১০৬৫.৬৯	৮৬.৪১%
অর্থবছর ২১	১৪১৫.০০	১২৬৮.৫২	৮৯.৬৪%

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

৯.১৪ দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা বিকেবি এবং রাকাবকে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) পর্যায়ে সুদের হার হলো শতকরা ৪ ভাগ, ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে তা শতকরা ৮ ভাগ এবং ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর। রাকাব এবং বিকেবি অর্থবছর

২১-এ তাদের কৃষি ও পল্লি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যথাক্রমে ৫ বিলিয়ন এবং ১০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে।

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১৫ দেশের জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও আমদানিকৃত দুধের উপর নির্ভরতা হ্রাসে এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতের জন্য ২ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ২০১৫ সালে গঠন করা হয়। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা শতকরা ৫ ভাগ হারে সুদ ভর্তুকি পাওয়ার লক্ষ্যে ১৪টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঋণ বিতরণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেয়ে থাকে। ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণ আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট শর্ত পালন সাপেক্ষে সরকারের কাছ থেকে শতকরা ৫ ভাগ হারে ভর্তুকি পেয়ে থাকে। এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ২ বিলিয়ন টাকা প্রান্তিক ঋণ গ্রহীতাদেরকে (end borrowers) বিতরণ করেছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ১.৩ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়েছে; যার মধ্যে শুধুমাত্র অর্থবছর ২১-এ আদায় করা হয়েছে ০.৮৯ বিলিয়ন টাকা। এ স্কিমের আওতায় উপকারভোগী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৮,৪২৯ জন।

পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১৬ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাঁচাপাট ক্রয়ে চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে। এ স্কিমের আওতায় অর্থবছরে ২১-এ ৪ জন সুবিধাভোগীর মাঝে ০.১৪৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

কৃষি খাতে পুনঃঅর্থায়নের বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

৯.১৭ সম্প্রতি নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম শতকরা ৬০ ভাগ ঋণ শস্য খাতে বিতরণ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে চলতি মূলধনভিত্তিক কৃষি খাতে (হর্টিকালচার, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছে। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ সরাসরি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ করবে। অন্যদিকে, পিএফআইসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে শতকরা ১ ভাগ সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। ফান্ডটি আর্বতনশীল নয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে স্কিমটি গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ৪৩টি পিএফআই অংশগ্রহণমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ ৪৩টি পিএফআই-এর মাঝে ৫০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাংকসমূহ ১,৮৩,০৭০ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে ৪২.৯৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

ডিমান্ড লোন

৯.১৮ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন ছাড়াও দেশের কৃষি ঋণের নিয়মিত চাহিদা পূরণে করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা হলো ডিমান্ড প্রমিজরি নোটের বিপরীতে ৯০ দিন মেয়াদি ডিমান্ড লোন। অর্থবছর ২১-এ রাকাব ১৮ বিলিয়ন টাকা করে ডিমান্ড লোনের সুবিধা পেয়েছে।

বক্স ৯.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস)-এর সূচনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের অধীনে প্রাথমিকভাবে 'Local Finance Initiatives Support to SMEs (LF-I-SME) Project' বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিগত ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে 'ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) ইউনিট' গঠিত হয়। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয়ভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায়, কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ (সিএমএসই) খাতে জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে ২০ বিলিয়ন টাকার একটি সিজিএস তহবিল অনুমোদন করে। যে সকল সম্ভাব্য সিএমএসই ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জামানত সংক্রান্ত আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হবে, সে সকল সিএমএসই সিজিএস-এর মাধ্যমে সহায়তার জন্য বিবেচিত হবে। এ ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সিজিএস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিচালনা পদ্ধতি 'Manual of Credit Guarantee Scheme' জারি করে। কোভিড-১৯ এর অতিমারি পরিস্থিতি প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার এ স্কিমকে ২০তম আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ হিসাবেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ স্কিমের অধীনে, জামানতবিহীন বা অপর্যাপ্ত জামানত রয়েছে এরূপ যে কোনো সিএমএসই এক বছরের জন্য ০.০২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত একটি জামানতমুক্ত ঋণ/বিনিয়োগ পেতে পারে। সিজিএস-এর আওতায় নিবন্ধিত কোনো একটি ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ এবং মন্দমানে শ্রেণিকৃত হলে, অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) একটি সিএমএসই ঋণের সর্বোচ্চ শতকরা ৮০ ভাগ কভারেজ পাবে, উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট পিএফআইকে বহন করতে হবে। তবে, শর্ত থাকে যে, মোট দাবির পরিমাণ পিএফআইটির মোট পোর্টফোলিও গ্যারান্টি লিমিট (পিজিএল)-এর শতকরা ৩০ ভাগের বেশি হবে না। অর্থবছর ২০ ও ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের মূল অর্জনসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ইউনিট, ২০২০ সালে প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদন করতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে Expression of interest (EOI) প্রেরণ করার জন্য আহবান জানায়। তদানুসারে, আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং যেখানে পোর্টফোলিও গ্যারান্টি সীমার মোট পরিমাণ ছিল ৯৬১৫.২ মিলিয়ন টাকা। তবে, ২০২১ সালে ৩৭টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ১৭৯৮৩.৫ মিলিয়ন টাকার পিজিএল সম্বলিত অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পন্ন করে, যা পূর্ববর্তী বছরের পিজিএল-এর তুলনায় অনেক বেশি।

২০২০ সালে ১৬টি জেলা থেকে বিভিন্ন পিএফআই-এর মোট ২৭৪টি গ্যারান্টি আবেদন গৃহীত হয়। চার্ট ক এবং খ-এ যথাক্রমে উদ্যোগের ধরন এবং আর্থিক খাতভিত্তিক প্রদানকৃত গ্যারান্টির শতকরা অংশ দেখানো হয়েছে। প্রদানকৃত গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশনের মোট সংখ্যার উপর ভিত্তি করে, মোট ১৪১টি বা প্রায় শতকরা ৫১ ভাগ উদ্যোগ ক্ষুদ্র খাত, ১১৭টি বা প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ মাইক্রো খাত এবং বাকি ১৬টি বা প্রায় শতকরা ৬ ভাগ কুটির উদ্যোগ খাতের অন্তর্ভুক্ত। গ্যারান্টিপ্রাপ্ত নিবন্ধিত গ্রাহকদের বেশির ভাগই (শতকরা ৩৮ ভাগ) ব্যবসায় নিয়োজিত, যেখানে উৎপাদন এবং সেবা খাতের ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা যথাক্রমে প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ ও শতকরা ২৭ ভাগ গ্যারান্টি নিবন্ধন পেয়েছে।

বক্স ৯.০১ (চলমান)

চার্ট ক : সিজিএস-এর আওতায় উদ্যোগের ধরন-ভিত্তিক প্রদানকৃত গ্যারান্টির শতকরা অংশ

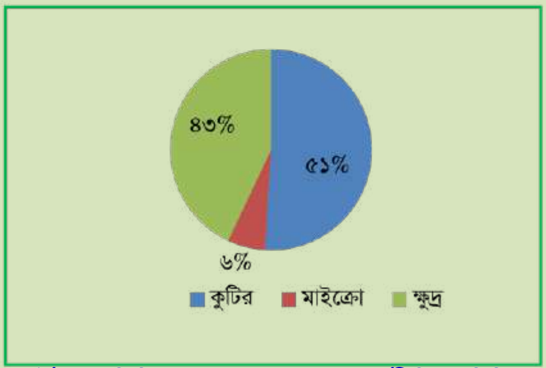

চার্ট খ : সিজিএস-এর আওতায় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত-ভিত্তিক প্রদানকৃত গ্যারান্টির শতকরা অংশ

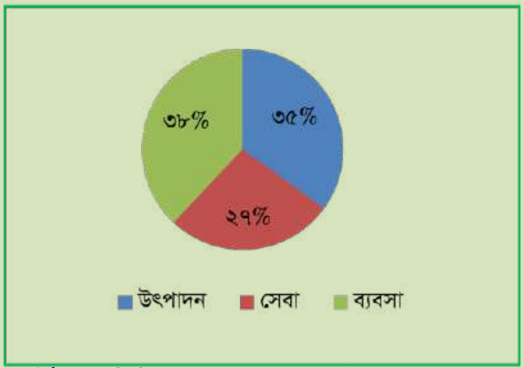

চার্ট গ : সিজিএস-এর আওতায় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিতরণকৃত ঋণের শতকরা অংশ

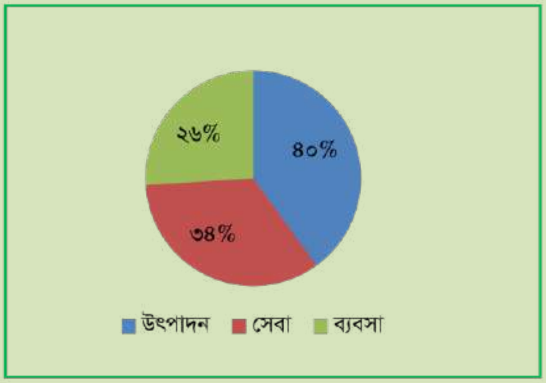

চার্ট ঘ : সিজিএস-এর আওতায় উদ্যোগের ধরন-ভিত্তিক বিতরণকৃত ঋণের শতকরা অংশ

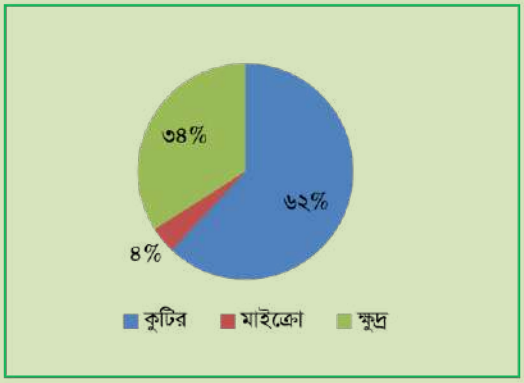

উৎস : ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২০ সালে ২৭৪টি সিএমএসই গ্রাহকদের মধ্যে মোট ২৯০.৩৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। সিজিএস-এর অধীনে উৎপাদন খাতে সর্বোচ্চ ১১৬.০৩ মিলিয়ন টাকা বা মোট ঋণ বিতরণের প্রায় শতকরা ৪০.০ ভাগ ঋণ/বিনিয়োগ পায়, এরপরে যথাক্রমে সেবা ও ব্যবসায় খাত পায় (চার্ট গ)। উদ্যোগের ধরন বিবেচনা করে, সিজিএস-এর অধীনে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্রেডিট গ্যারান্টি পেয়েছে (১৮০.৪২ মিলিয়ন টাকা অথবা শতকরা ৬২.০ ভাগ), যেখানে কুটির খাতের উদ্যোগসমূহ সবচেয়ে কম গ্যারান্টি পেয়েছে (চার্ট ঘ)।

টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। তদানুসারে, আর্থিক খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর নিমিত্তে জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার জন্য সকল পিএফআইকে তাদের মোট পিজিএল-এর সর্বনিম্ন শতকরা ১০.০ ভাগ নির্দিষ্ট করতে হবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিজিএস ইউনিট কর্তৃক একটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০ সালে মোট গ্যারান্টি আবেদনের প্রায় শতকরা ১৫.০ ভাগ ছিল নারী মালিকানাধীন সিএমএসই-এর আবেদন ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/ কর্মসূচি

স্মল এন্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ডাইভার্সিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)

৯.১৯ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে অর্থায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ ও প্রযুক্তি সুবিধা প্রদানের জন্য ২০১৫ সালে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এ প্রকল্পের দাতা সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের অংশ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যয়িত হয়। প্রকল্পের মোট মূল্য ৮.২৩ বিলিয়ন টাকা এবং এর মেয়াদকাল ২০১৪-২০২১। এ প্রকল্প হতে সুবিধা পেতে ১১টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। অর্থবছর ২১-এ ১১টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১,০৯,৫৭০ জন গ্রাহকের মধ্যে ৫.৮২ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের শুরু থেকে প্রায় ৪,৫৮১,০৬১ জন গ্রাহকের মধ্যে সর্বমোট ২৫.৫৭ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৩.০ ভাগ নারী। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ পদ্ধতি, নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি এবং পশুপালনের নতুন নতুন পদ্ধতির সাথে গ্রাহকদেরকে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে তাদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে SMAP-PIU কৃষি খাত ও প্রাণী সম্পদ খাতের পণ্যের বহুমুখীকরণের উপর ঋণ বিতরণ জোরালো করেছে।

এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)

৯.২০ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১১ সালে। প্রকল্পের ঋণ উপাদান ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক প্রদত্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বেসিক ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২৫টি জেলার ৫৪টি উপজেলার মধ্যে বিস্তৃত। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ২.০৪ বিলিয়ন টাকা গ্রাহকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ০.২০৪ মিলিয়ন কৃষক।

সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক-অর্থায়ন

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

৯.২১ বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ও মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আনসার-ভিডিপি সদস্যের মধ্যে এ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণের পরিমাণ এবং সুদের জন্য এ ক্ষেত্রে সরকারি গ্যারান্টি রয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ঋণ অংশের স্থিতি ছিল ৪.৭৫ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক ০.৭৫ বিলিয়ন টাকা ব্যাংক রেটে (বর্তমানে শতকরা ৪ ভাগ) ঋণ প্রদান করে থাকে এবং গ্রাহক পর্যায়ে তা সর্বোচ্চ শতকরা ৮ ভাগ। অবশিষ্ট

সারণি ৯.০৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ

(বিলিয়ন টাকা)

মেয়াদ	নিট স্থিতিভিত্তিক বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	উপ-খাতসমূহ				নারী উদ্যোক্তা	অর্জন
		শিল্প	সেবা	বাণিজ্য	মোট		
২০২০	২২৯১.৫৩	৮০৮.৪৩	৪২৫.০৫	৮৩৪.৫৬	২০৬৮.০৪	৮২.৪৪	৯০.২৫%
২০২১*	২৫২৭.১১	৮৫০.৪৩	৪১৪.৮২	৮২৮.৬৮	২০৯৩.৯২	৮২.৮৭	৮২.৮৬%

*জানুয়ারি-জুন, ২০২১।

উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪ বিলিয়ন টাকা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শতকরা ২ ভাগ সুদে প্রাক-অর্থায়ন করা হয় এবং যেখানে গ্রাহক পর্যায়ে কৃষি ঋণে সুদ হার শতকরা ৫ ভাগ এবং ক্ষুদ্র ঋণে সুদ হার শতকরা ৮ ভাগ নেয়া হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০,২৫৫ জন, যেখানে অর্থবছর ২১-এ মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ২২,৫৪৩ জন।

কর্মসংস্থান ব্যাংক

৯.২২ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মসংস্থান ব্যাংককে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের (‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ নীতিমালা’-তে উল্লিখিত খাতসমূহসহ) গ্রাহকদের জন্য প্রচলিত ঋণ সুবিধার বাইরে এ ঋণের সুবিধা বহাল করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৯.৭৫ বিলিয়ন টাকা কর্মসংস্থান ব্যাংককে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি ঋণ ৬.৭৫ বিলিয়ন টাকা, ৩ বছরের মধ্যমেয়াদি ঋণ ২.৯ বিলিয়ন টাকা এবং ১ বছরের স্বল্পমেয়াদি আবর্তনশীল ঋণ ০.১০ বিলিয়ন টাকা যা শর্তপূরণের উপর নির্ভর করে ৩ বছর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেটে প্রাক-অর্থায়ন করে এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে তা সর্বোচ্চ শতকরা ৮ ভাগ সুদ ধার্য করে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালাসমূহ এবং ব্যাংকসমূহের ‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ নীতিমালা’ মেনে চলার তাগিদ রয়েছে। অর্থবছর ২১-এ উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে ৬৫,৮৮৮ জন গ্রাহক উপকার পায়।

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন (সিএমএসএমইস)

৯.২৩ দেশের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে প্রাপ্ততা নিশ্চিতকরণ-সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছে সিএমএসএমই খাত। ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ সিএমএসএমই খাত সম্প্রসারণ ও বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা আলোচ্য অর্থবছরেও অব্যাহত ছিল। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ‘কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফঃস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম’, ‘স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম’, ‘কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল’, ‘ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল’, ‘কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম’, জাইকা সহায়তাপুষ্ট ‘ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)’ প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা প্রাক অর্থায়ন স্কিম’ এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট ‘আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট এবং প্রোগাম টু সাপোর্ট সেইফটি রেট্রোফিটস্ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল আপগ্রেডস্ ইন দি আরএমজি সেক্টর’ শীর্ষক প্রকল্পসমূহ থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এভাবে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসছে। অর্থবছর ২১-এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২৫২৭.১১ বিলিয়ন টাকার নিট স্থিতিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০৯৩.৯২ বিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করেছে, যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৮২.৯ ভাগ (সারণি ৯.০৪)।

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২৪ বর্তমানে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে এসএমই এন্ড এসপিডি পরিচালিত ৫টি এবং জাইকা, এআইআইবি ও ইউরোপিয়ান

উন্নয়ন সহযোগীগণের সহযোগিতায় ৩টি আবর্তনশীল প্রকৃতির পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ তহবিলটি আবর্তনশীল প্রকৃতির। এছাড়াও ৩টি পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে (সারণি ৯.০৫)। জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন তহবিল হতে ১,৪৭,০৭৩টি (কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৯৭,৮১৪টি প্রতিষ্ঠানসহ) উদ্যোগে ১২৫.৮৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন করা হয়েছে। মোট অর্থায়নের মধ্যে ৫৮.৭১ বিলিয়ন টাকা চলতি মূলধন খাতে, ৪২.৫২ বিলিয়ন টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ ও ২৪.৬২ বিলিয়ন টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাক-অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সিএম-এসএমই খাতকে প্রসারিত করার পাশাপাশি এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সারণি ৯.০৫-এ তুলে ধরা হল।

সিএমএসএমই খাতের প্রসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফঃস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২৫ বিভাগীয় শহর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ১৪ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শতকরা ৩ ভাগ সুদে এবং গ্রাহক পর্যায়ে শতকরা ৭ ভাগ (শতকরা ৩ ভাগ + সর্বোচ্চ শতকরা ৪ ভাগ স্প্রেড) সুদে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৩,২২৮টি উদ্যোগে ২২.৪০ বিলিয়ন টাকা ঘূর্ণায়মান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে (সারণি ৯.০৬)।

ক্ষুদ্র শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২৬ দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিলের বাইরে ১৫ বিলিয়ন টাকার 'ক্ষুদ্র শিল্প তহবিল' নামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে। সিএসএমই কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক এবং ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শতকরা ৩ ভাগ হারে (পূর্বে ছিল শতকরা ৫ ভাগ) ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহকে শতকরা ৭ ভাগ হারে (পূর্বে ছিল শতকরা ৯ ভাগ) ঋণ প্রদান করে। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের শতকরা ১০০ ভাগ অর্থ ৪৪টি ব্যাংক ও ২৭টি ব্যাংক-বহির্ভূত

সারণি ৯.০৫ বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাতভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১) কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বল ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৮.৮৮	৪.৯৬	৮.৫৫	২২.৩৯	৩,২২৮	-	-	৩,২২৮
২) স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০.৭৭	৩০.০৫	৯.১১	৪৯.৯৩	১৪,২৫২	২২,১২৩	৬,২১৩	৪২,৫৮৮
৩) নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	০.০৫	০.৫২	০.০২	০.৫৯	৩৩৩	৩৫২	২২৯	৯১৪
৪) ইসলামী শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৩.৮৫	০.৮৭	১.৪৩	৬.১৫	২৩৩	৬২৬	৬২	৯২১
৫) কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প	৩৪.২৬	-	-	৩৪.২৬	-	৯৭,৮১৪	-	৯৭,৮১৪
৬) জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই	০.৯০	৬.১২	৩.৮৩	১০.১৫	৯৫৮	৩৪	৬০০	১,৫৯২
৭) জাইকা সহায়তাপুষ্ট ইউবিএসপি	-	-	০.৭৯	০.৭৯	০৬	-	-	০৬
৮) সিরাপ (SREUP)	-	-	০.৮৯	০.৮৯	১০	-	-	১০
সর্বমোট	**৫৮.৭১**	**৪২.৫২**	**২৪.৬২**	**১২৫.৮৫**	**১৯,০২০**	**১,২০,৯৪৯**	**৭,১০৪**	**১,৪৭,০৭৩**

উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যাধ্যমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করা হয়। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলের মাধ্যমে ৪৯.৯৩ বিলিয়ন টাকা ৪২,৫৮৮টি উদ্যোগে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি ৯.০৭)।

কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

৯.২৭ এ তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১ মিলিয়ন টাকা চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এ ঋণের সর্বোচ্চ সুদ শতকরা ৭ ভাগ (শতকরা ৩ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের + সর্বোচ্চ শতকরা ৪ ভাগ স্প্রেড)। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিলের মাধ্যমে ৯১৪টি উদ্যোগে ৫৭০ মিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি ৯.০৯)।

ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২৮ সিএমএসএমই খাতে অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিলের আওতায় ইসলামি শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ) এবং কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতের নতুন উদ্যোক্তাগণ তাদের অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৯২১টি উদ্যোগে ৬.১৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি ৯.০৮)।

জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/প্রাক-অর্থায়ন স্কিম

৯.২৯ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের উন্নয়ন ও অর্থায়নের লক্ষ্যে জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক 'ফাইনান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজ্‌ড এন্টারপ্রাইজ (এফএসপি-ডিএসএমই)-বিডি-পি ৬৭' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির ব্যয় কারিগরি সহায়তাসহ ৫,০০০ মিলিয়ন ইয়েনের সমপরিমাণ টাকা। ব্যাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন ও প্রাক-অর্থায়নে, আবর্তনশীল তহবিলের আওতায় এ প্রকল্প হতে সুবিধাপ্রাপ্ত পিএফআইসমূহকে সিএমএসএমই সাব-প্রজেক্টকে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক রেটে (বর্তমানে শতকরা ৪ ভাগ) ঋণ সরবরাহ করে থাকে। জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১,৫৯২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১০.৮৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি ৯.০৫)।

আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)

৯.৩০ তৈরি পোশাক খাতের শিল্প কারখানার ভবন সংস্করণ, পুনঃনির্মাণ এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান সরকারের সহযোগিতায় ৩৬তম জাপানিজ ওডিএ প্যাকেজের আওতায়

সারণি ৯.০৬ গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাতভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৪৪)	৮.১৮	২.১২	২.০৮	১২.৪০	১,৯৬৯	-	-	১,৯৬৯
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৭)	০.৭০	২.৮৪	৬.৪৭	১০.০০	১,২৫৯	-	-	১,২৫৯
	মোট	**৮.৮৮**	**৪.৯৬**	**৮.৫৫**	**২২.৪০**	**৩,২২৮**	-	-	**৩,২২৮**

নোট : বন্ধনীর পরিসংখ্যানসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা প্রদর্শন করে।
উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

"আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। জাপান (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার ঋণ চুক্তি অনুযায়ী জাইকা ১২,০৮৬ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন প্রদান করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে ২৫টি ব্যাংক ও ১০টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসএমই-এসপিডির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ০.৭৯ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি ৯.০৫)।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন

৯.৩১ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগী এজেন্সি (এসডিসি) এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের 'Skills for Employment Investment Programme (SEIP)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে যুবক ও নতুন কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১১,৪৮৪ জনকে বাজার চাহিদা সম্পন্ন ১০টি ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল শতকরা ৩২ ভাগ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে শতকরা ৭৫.২২ ভাগের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে যার মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১,২৪৬ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে দক্ষ হিসেবে সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। সনদপ্রাপ্তদের মধ্য হতে ২,৩১০ জন সিএমএসএমই খাতে উদ্যোক্তা হয়েছেন।

নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প

৯.৩২ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি 'বাংলাদেশ রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) সেক্টর প্রকল্পের সুরক্ষা, পুনঃনির্মাণ এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (এসআরইইউপি)' নামক আরএমজি খাতের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সুদৃঢ়করণের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি) এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ), কেএফডাব্লিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জার্মান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জিআইজেড) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ এবং ১৪.২৯ মিলিয়ন ইউরো অনুদানসহ সর্বমোট ৬৪.২৯ মিলিয়ন ইউরোর অর্থায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক খাত গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে, তৈরি পোশাক খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স (আমেরিকান ও ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট) এবং দেশের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিরাপত্তা নিয়ম নীতি মেনে ব্যাংকিং খাত ও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতে বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়ানো। সুতরাং, প্রকল্পটি আরএমজিগুলোর সুরক্ষা পুনঃনির্মাণ, পরিবেশ ও সুরক্ষা উন্নয়নে অনুদানের বিনিয়োগ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের

সারণি ৯.০৭ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাতভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৪৪)	৯.৬০	১৩.৬৮	৩.৯০	২৭.১৮	৮,৫৬৮	১৫,৫৫৩	৩,৭৬৬	২৭,৯১৭
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৭)	১.১৭	১৬.৩৭	৫.২১	২২.৭৫	৫,৬৫৪	৬,৫৭০	২,৪৪৭	১৪,৬৭১
	মোট	১০.৭৭	৩০.০৫	৯.১১	৪৯.৯৩	১৪,২২২	২২,১২৩	৬,২১৩	৪২,৫৮৮

নোট : বন্ধনীর পরিসংখ্যানসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা প্রদর্শন করে।
উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তৈরি পোশাক রপ্তানির উন্নতি সাধন করা। এ প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক খাতের মালিকগণ কারখানাকে আকর্ষণীয় করার জন্য শতকরা ৭.০ ভাগ হারে ঋণ সুবিধা পায়। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩ থেকে ৭ বছর। এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়কাল ১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ১২টি ব্যাংক ও ২টি ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আরএমজি মালিকগণ নির্দিষ্ট ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। ইতোমধ্যে, ১২টি তৈরি পোশাক কারখানাকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১.২১ বিলিয়ন টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প

৯.৩৩ বাংলাদেশ ব্যাংক করোনা সমস্যায় আক্রান্ত সিএমএসএমই খাতে ১০০ বিলিয়ন টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ব্যাংক এবং ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে। পুনঃঅর্থায়নের আওতায় ব্যাংক এবং ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ম্যাধ্যমে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৭,৮১৪ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মাঝে ৩৪.২৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে (সারণি ৯.১০)।

ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম

৯.৩৪ সম্প্রতি কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে আর্থিক সমস্যায় আক্রান্ত সিএমএসই খাত। উল্লেখ্য, এ গ্যারান্টি স্কিমটি কোভিড-১৯ এর অতিমারি পরিস্থিতির সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারের ২০তম আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, এ অভিনব উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করার জন্য সিজিএস ইউনিট ০৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ‘ম্যানুয়াল অব ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম’ প্রকাশ করেছে। উল্লিখিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সিএমএস খাতের উদ্যোক্তাগণ ০.২ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগ পেতে পারেন। ১৬টি জেলার মোট ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে ০.২৯ বিলিয়ন টাকার গ্যারান্টি প্রদান করেছে, যার মধ্যে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ নারী উদ্যোক্তা। ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার ক্ষেত্রে নারী মালিকানাধীন সিএমএসই-সমূহকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয় এজন্য পিএফআইসমূহকে তাদের পোর্টফোলিও গ্যারান্টি সীমা বা পিজিএল-এর কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ বরাদ্দ রাখতে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। ২০২১ সালে ৩৭টি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে গ্যারান্টি স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে, চুক্তির আওতায় পোর্টফোলিও গ্যারান্টি সীমা বা পিজিএল-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭.৯৮ বিলিয়ন টাকা।

কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এবং ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (সিইসিআরএফপি)

৯.৩৫ কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এবং ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (সিইসিআরএফপি) ঋণ চুক্তি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রজেক্টে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) সর্বমোট ৩০০

সারণি ৯.০৮ ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাতভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৩)	৩.৪৯	০.১৩	০.০০	৩.৬২	১১৭	৪৯২	৩২	৬৪১
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১)	০.৩৬	০.৭৪	১.৪৩	২.৫৩	১১৬	১৩৪	৩০	২৮০
	মোট	**৩.৮৫**	**০.৮৭**	**১.৪৩**	**৬.১৫**	**২৩৩**	**৬২৬**	**৬২**	**৯২১**

নোট : বন্ধনীর পরিসংখ্যানসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা প্রদর্শন করে।
উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করেছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ঋণ চুক্তির সম্প্রসারণ এবং কোভিড-১৯ অতিমারিতে সৃষ্ট তারল্য সংকট নিরসন করা।

জুন ২০২১ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৯.৩৬ সিএমএসএমই খাতে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত মুখ্য পদক্ষেপসমূহ :

- সিএমএসএমই খাতে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ঋণ বিতরণকে গুরুত্ব না দিয়ে ঋণ আদায়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ খাতে ২০২৪ সালের মধ্যে মোট ঋণের শতকরা ২৫ ভাগ আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা প্রতি বছর শতকরা ১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ২০২১ সালের মধ্যে খাতওয়ারী সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ পোর্টফোলিওতে উৎপাদন খাতে অনূর্ধ্ব শতকরা ৪০ ভাগ, সেবা খাতে কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ এবং বাণিজ্য খাতে সর্বোচ্চ শতকরা ৩৫ ভাগ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।
- উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলায় একটি নতুন ঋণ আবেদন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রতিটি শাখাতে আর্থিক সুবিধাবঞ্চিত মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৩ জন মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এসএমই ঋণ বিতরণে অন্যান্য স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক নির্বাচন

৯.৩৭ বাংলাদেশ ব্যাংক লিড ব্যাংক গাইডলাইনস্ জারি করেছে (২৪ জানুয়ারি ২০২১) এবং ২০২১ সালের জন্য লিড ব্যাংক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেছে। এটি প্রতিটি জেলার জন্য নির্বাচিত লিড ব্যাংকের বার্ষিক ক্যালেন্ডার। লিড ব্যাংক আলোচনা, সেমিনার এবং মতবিনিময় সভার (জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা) মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সিএমএসএমই সম্পর্কিত তথ্য যেমন তৃণমূল পর্যায়ে সিএমএসএমই লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ বিতরণ, ক্ষেত্র ভিত্তিক অর্থায়ন, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ইত্যাদি প্রচার করে।

৯.৩৮ লিড ব্যাংক বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের ব্যাংকের শাখা, ব্যবসায়িক সংগঠন, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসের পরামর্শক্রমে এবং বিসিক-এর সমন্বয়ে সিএমএসএমই মত বিনিময়ের সভা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সিএমএস-এমই খাতে সরকার ২০০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধন সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (আবর্তনশীল) গঠন করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ শতকরা

সারণি ৯.০৯ নব্য উদ্যোক্তা তহবিল হতে সিএমএসএমই পুনঃঅর্থায়ন (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাতভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৮)	০.০৩	০.২১	০.০১	০.২৫	১৪৯	১৯৬	১১২	৪৫৭
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৪)	০.০২	০.৩১	০.০১	০.৩৪	১৮৪	১৫৬	১১৭	৪৫৭
	মোট	০.০৫	০.৫২	০.০২	০.৫৯	৩৩৩	৩৫২	২২৯	৯১৪

নোট : বন্ধনীর পরিসংখ্যানসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা প্রদর্শন করে।
উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫০ ভাগ পর্যন্ত এ স্কিম হতে শতকরা ৪ ভাগ সুদ/ মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেতে পারে। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঝামেলামুক্ত এবং কম সময়ে ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে লিড ব্যাংক সহায়তা করছে।

শিল্প ঋণ

৯.৩৯ বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত ছিল। ফলশ্রুতিতে, দেশে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থবছর ১১ থেকে অর্থবছর ২১ পর্যন্ত বছর-ওয়ারি শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ৯.১১-এ দেখানো হলো।

সারণি ৯.১০ সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(বিলিয়ন টাকা)

	প্রতিষ্ঠানের ধরন	পুনঃঅর্থায়ন	সিএমএসএমই এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১।	ব্যাংক	৩১.৭১	৯৭,৮১৪
২।	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২.৫৫	
	মোট	**৩৪.২৬**	

উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

৯.৪০ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক বাজার গড়ে তোলার জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনায় নিয়ন্ত্রক হিসেবে কার্যকরভাবে কাজ করছে। এমআরএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিধি বিধান প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, সরেজমিনে পরিদর্শন এবং অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি করে আসছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত এমআরএ ৮৮০টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করেছে। তবে, যে সব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আইন,

সারণি ৯.১১ শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (অর্থবছর ১১- অর্থবছর ২১)

(বিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
অর্থবছর ১১	৭১৩.০০	৩২১.৬৩	১০৩৪.৬৩	৫৬৬.৯৫	২৫০.১৬	৮১৭.১১
অর্থবছর ১২	৭৬৬.৭৫	৩৫২.৭৮	১১১৯.৫৩	৬৪৪.০০	৩০২.৩৭	৯৪৬.৩৭
অর্থবছর ১৩	১০৩১.৬৬	৪২৫.২৮	১৪৫৬.৯৪	৮৫৪.৯৬	৩৬৫.৪৯	১২২০.৪৬
অর্থবছর ১৪	১২৬১.০৩	৪২৩.১১	১৬৮৪.১৪	১১৩২.৯১	৪১৮.০৭	১৫৫০.৯৮
অর্থবছর ১৫	১৫৫৪.৭৭	৫৯৭.৮৪	২১৫২.৬১	১১৭৯.৬০	৪৭৫.৪১	১৬৫৫.০১
অর্থবছর ১৬	১৯৯৩.৪৯	৬৫৫.৩৯	২৬৪৮.৮৮	১৪৯৭.৬৩	৪৮২.২৫	১৯৭৯.৮৮
অর্থবছর ১৭	২৩৮৫.১৭	৬২১.৫৫	৩০০৬.৭২	১৮৫৫.৩৩	৫২০.৯৫	২৩৭৬.২৮
অর্থবছর ১৮	২৭৫৬.২৯	৭০৭.৬৮	৩৪৬৩.৯৭	২০২৯.৮০	৭০১.৯৩	২৭৩১.৭৩
অর্থবছর ১৯	৩১৯০.০৭	৮০৮.৫০	৩৯৯৮.৫৭	২৪৩১.৯৪	৭৬৫.৬৯	৩১৯৭.৬৩
অর্থবছর ২০	৩১২১.৩৪	৭৪২.৫৭	৩৮৬৩.৯১	২৫৬৬.০৬	৬৯৭.২৪	৩২৬৩.৩০
অর্থবছর ২১	৩২৪৮.২৬	৬৮৭.৬৫	৩৯৩৫.৯১	২৮৫৪.৭৮	৫৮৪.৮৯	৩৪৩৯.৬৭

উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিধি যথাযথভাবে পালন ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে এমন ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ৭৪৬টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দেশের ৩৩.৩০ মিলিয়নের অধিক গ্রাহককে আর্থিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। জুন ২০২১-এ ক্ষুদ্র ঋণ খাতে সঞ্চয় স্থিতি ছিল প্রায় ৪১৪.৩৫ বিলিয়ন টাকা।

৯.৪১ ক্ষুদ্র ঋণকে বিস্তৃত ও সহজতর করার লক্ষ্যে পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার অংশীদার সংস্থা (পিও) এর সহায়তায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি শীর্ষ ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। পিকেএসএফ কর্তৃক অর্থবছর ২১-এ ২৭৮টি অংশীদার সংস্থাকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮.৩২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এর ৩৮.৬৭ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ৯.৬৫ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২৪.৯৫ ভাগ বেশি।

৯.৪২ দারিদ্র্য বিমোচন তথা গরীব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থবছর ২১-এ গ্রামীণ ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯০.৫৭ বিলিয়ন টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২০৫.২৮ বিলিয়ন টাকা ছিল। অর্থবছর ২১-এ গ্রামীণ ব্যাংক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, টিএমএসএস এবং ব্যুরো বাংলাদেশ ১০৩৮.১৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১০৪২.২৬ বিলিয়ন টাকা আদায় করে। এসব প্রতিষ্ঠানের অর্থবছর ২১-এ মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ৭০১.৪২ বিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২.৯২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৭১৫.৯১ বিলিয়ন টাকা এবং ১৭.১৭ বিলিয়ন টাকা। করোনা অতিমারির কারণে ঋণ স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ অর্থবছর ২০-এর শতকরা ২.৪০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৪.৬৯ ভাগে দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সারণি ৯.১২-তে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৯.১২ গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১। মোট বিতরণ	**১০৭৬.৬৪**	**৯৬৭.২৭**	**১০৩৮.১৮**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২৫১.৩৭	২২৩.০৮	১৯০.৫৭
খ) ব্র্যাক	৩৯৬.১২	৩৬০.৯৯	৪২৯.০১
গ) আশা	২৮৩.৬৮	২৫২.১৬	২৮৫.৬৭
ঘ) প্রশিকা	৪.৩২	৪.৯৩	৭.৯০
ঙ) টিএমএসএস	৪৯.৬৭	৪৩.৯১	৪৮.৯৫
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৯১.৪৮	৮২.২০	৭৬.০৮
২। মোট আদায়	**১০০০.২৯**	**৮৮৭.১৫**	**১০৪২.২৬**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২৪৫.০৬	২০৭.২২	২০৫.২৮
খ) ব্র্যাক	৩৫০.৪০	৩২৫.৬২	৪৩১.০৮
গ) আশা	২৮৪.৫৭	২৩৬.২১	২৭৩.১৩
ঘ) প্রশিকা	৪.২২	৫.৩৯	৬.১৬
ঙ) টিএমএসএস	৪৫.০৯	৪০.৯৬	৪৬.২০
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৭০.৯৫	৭১.৭৫	৮০.৪১
৩। মোট ঋণের স্থিতি	**৬৪৭.৫২**	**৭১৫.৯০**	**৭০১.৪২**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১৫৮.৫১	১৫৮.৬২	১৪২.৬০
খ) ব্র্যাক	২৩০.৪৩	২৬৫.৮০	২৬৩.৬৮
গ) আশা	১৬১.১০	১৭৭.০৫	১৮৯.৬০
ঘ) প্রশিকা	৯.০৮	১৩.২৩	৫.১৫
ঙ) টিএমএসএস	২৮.৮২	৩০.৯৩	৩৪.৬৯
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৫৯.৫৮	৭০.২৭	৬৫.৭০
৪। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	**১৪.৮২**	**১৭.১৬**	**৩২.৯২**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	০.৯২	১.৫৪	৫.০৬
খ) ব্র্যাক	৩.৫৭	৬.৩৬	৭.৭৯
গ) আশা	৬.৪৭	৬.৪১	১৮.২২
ঘ) প্রশিকা	০.৭৫	০.৮০	০.২০
ঙ) টিএমএসএস	১.১৬	০.৮৫	০.৮৫
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	১.৯৫	১.২০	০.৮০
৫। মোট স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার	**২.২৯**	**২.৪০**	**৪.৬৯**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	০.৫৮	০.৯৭	৩.৫৫
খ) ব্র্যাক	১.৫০	২.৩৯	২.৯৫
গ) আশা	৪.০২	৩.৬২	৯.৬১
ঘ) প্রশিকা	৮.২৫	৬.০৫	৩.৮২
ঙ) টিএমএসএস	৪.০৪	২.৭৪	২.৪৫
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৩.২৮	১.৭১	১.২১

উৎস : মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি।

সরকারি অর্থসংস্থান

১০.১ সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে উচ্চ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জীবনমানের উন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তবে, কাঙ্ক্ষিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেট ঘাটতি সবসময় যুক্তিসঙ্গত ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। চলমান কোভিড-১৯ মহামারির পৌনঃপুনিক আঘাত এবং এর প্রাদুর্ভাব রোধে জনগণের চলাচলে বিধিনিষেধ এবং দেশব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লকডাউনের কারণে অর্থবছর ২১-এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৬.১ ভাগ নির্ধারণ করা হলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর চূড়ান্ত হিসাবায়ন অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে তা শতকরা ৬.৯৪ ভাগ অর্জিত হয়।

অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

রাজস্ব প্রাপ্তি

১০.২ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বিগত অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক নির্ধারণ করা হয়। বর্ধিত এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার, সংগ্রহ প্রক্রিয়া অটোমেশন এবং ডিজিটালাইজেশন, করদাতাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কর আওতা সম্প্রসারণ, বিভিন্ন পরিষেবা প্রাপ্তিতে বাধ্যতামূলক আয়কর দাতা সনাক্তকরণ নম্বর সনদ, আয়কর দাতা সনাক্তকরণ নম্বরধারীদের জন্য বাধ্যতামূলক রিটার্ন জমা দেয়া, প্রতিটি ব্যবসায় ইলেকট্রনিক ফিস্ক্যাল ডিভাইস (EFD) এবং সেলস্ ডেটা কন্ট্রোলার (SDC) স্থাপন ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া হয়। ফলে, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় অর্থবছর ২১-এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

সারণি ১০.০১ এক নজরে বাজেট

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	পরিমাণ			জিডিপির শতকরা হার		
	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২২@	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২২@
১. মোট রাজস্ব	**২৬৫৯.১**	**৩৫১৫.৩**	**৩৮৯০.০**	**৮.৪**	**১০.০**	**১১.৩**
ক. কর রাজস্ব	২২১৯.৮	৩১৬০.০	৩৪৬০.০	৭.০	৯.০	১০.০
খ. কর বর্হিভূত রাজস্ব	৪৩৯.৩	৩৫৫.৩	৪৩০.০	১.৪	১.০	১.২
২. মোট ব্যয়	**৪২০১.৬**	**৫৩৮৯.৮**	**৬০৩৬.৮**	**১৩.৩**	**১৫.৩**	**১৭.৫**
ক. পরিচালন	২৫৪৮.৮	৩২৩৬.৯	৩৬১৫.০	৮.০	৯.২	১০.৫
খ. এডিপি	১৫৫৩.৮	১৯৭৬.৪	২২৫৩.২	৪.৯	৫.৬	৬.৫
গ. অন্যান্য	৯৯.০	১৭৬.৫	১৬৮.৬	০.৩	০.৫	০.৫
৩. বাজেট ঘাটতি #	**১৫৪২.৫**	**১৮৭৪.৫**	**২১৪৬.৮**	**৪.৯**	**৫.৩**	**৬.২**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত, # অনুদান ব্যতীত।

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

১০.৩ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫১৫.৩ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা প্রারম্ভিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ৭.০ ভাগ কম, কিন্তু অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় শতকরা ৩২.২ ভাগ বেশি ছিল। কর রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ২১-এ মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৮৯.৯ ভাগ নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় শতকরা ৪২.৪ ভাগ বেশি। তবে, অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় শতকরা ১৯.১ ভাগ কম নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১০.০১)।

১০.৪ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির শতকরা ১০ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৮.৪ ভাগ

ছিল। আলোচ্য অর্থবছরে মোট কর রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির শতকরা ৯ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে শতকরা ৭ ভাগ ছিল। একইভাবে, মোট কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা সাময়িক জিডিপির ১ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২০-এ শতকরা ১.৪ ভাগ ছিল ।

১০.৫ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে আয়, মুনাফা ও মূলধনী আয় হতে প্রাপ্ত সর্বমোট কর অর্থবছর ২০-এর ৭৫৪.২ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ২৭.২ ভাগ বৃদ্ধি করে ৯৫৯.৫ বিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে, স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল), ভূমি উন্নয়ন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যান্য কর হতে আদায় অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় বৃদ্ধি করে যথাক্রমে শতকরা ২৯৩.৫, ১৪৯.২, ৫৬.৬, ৪৮.৫, ৪২.৭, ৪২.২ এবং ১১.৩ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। তবে, আলোচ্য অর্থবছরে যানবাহন কর এবং রপ্তানি শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪৯.১ এবং ২৯.৯ ভাগ কম নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১০.২)। অর্থবছর ২১-এর খাতভিত্তিক কর রাজস্ব আদায়ের বিবরণী চার্ট ১০.০১-এ দেখানো হয়েছে।

১০.৬ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে প্রশাসনিক ফি, অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়, সেবা এবং মূলধন রাজস্ব ইত্যাদি বাবদ আদায় অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় বৃদ্ধি করে যথাক্রমে শতকরা ১৭১.৮, ৩২.৬, ১৪.৩ এবং ১২.৩ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, আলোচ্য অর্থবছরে লভ্যাংশ এবং মুনাফা, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ এবং ভাড়া ও ইজারা বাবদ প্রাপ্তি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৫১.৪, ৩০ এবং ৯.৩ ভাগ কম নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১০.০২)।

চার্ট ১০.০১ কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টন* অর্থবছর ২১

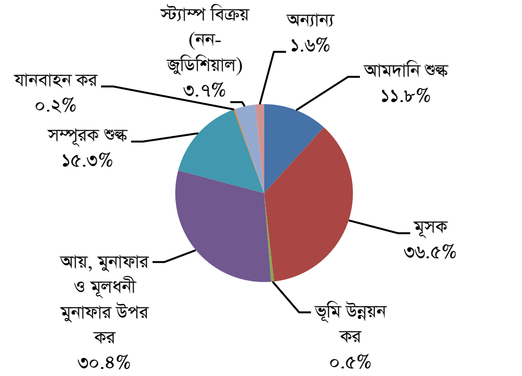

* সংশোধিত
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১০.০২ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২২@
১. কর রাজস্ব	**২২১৯.৮**	**৩১৬০.০**	**৩৪৬০.০**
ক. এনবিআর কর রাজস্ব	**২১৬০.৪**	**৩০১০.০**	**৩৩০০.০**
আয়, মুনাফা ও মূলধনী আয়ের উপর কর	৭৫৪.২	৯৫৯.৫	১০৪৯.৫
আমদানি শুল্ক	২৩৭.২	৩৭১.৫	৩৭৯.১
রপ্তানি শুল্ক	০.৮	০.৫	০.৬
সম্পূরক শুল্ক	৩২৫.৩	৪৮৩.০	৫৪৪.৭
মূল্য সংযোজন কর	৮১০.৫	১১৫২.২	১২৭৭.৫
আবগারি শুল্ক	২৩.০	৩২.৮	৩৮.৩
অন্যান্য কর	৯.৪	১০.৫	১০.৫
খ. এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	**৫৯.৪**	**১৫০.০**	**১৬০.০**
মাদক শুল্ক	০.৭	১.৩	১.৪
যানবাহন কর	১৫.৭	৮.০	৮.০
ভূমি উন্নয়ন কর	৬.৭	১৬.৬	১৮.৮
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল)	৩০.১	১১৮.৫	১২৬.২
সারচার্জ	৬.২	৫.৬	৫.৬
২. কর বহির্ভূত রাজস্ব	**৪৩৯.২**	**৩৫৫.৩**	**৪৩০.০**
প্রশাসনিক ফি	২৩.৮	৬৪.৭	৭২.১
লভ্যাংশ ও মুনাফা	৩৪.৭	১৬.৯	২০.৬
সুদ	১৯.১	১২৬.৯	১৫৫.৯
মূলধন রাজস্ব	১.৯	২.১	৩.৩
সেবা বাবদ আদায়	৪৩.২	৪৯.৪	৫৪.৫
টোল	৬.৮	৮.১	১০.০
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৬.০	৪.২	৪.৬
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	১৭.৯	২৩.৮	৩৩.২
ভাড়া ও ইজারা	৫.০	৪.৫	৪.৬
অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব ও আদায়	২৮০.৯	৫৪.৮	৭১.১
মোট	**২৬৫৯.০**	**৩৫১৫.৩**	**৩৮৯০.০**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত।
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয়।

ব্যয়

১০.৭ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫৩৮৯.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১৫.৩ ভাগ), যা অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ২৮.৩ ভাগ বেশি ছিল। অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় ৩২৩৬.৯ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ৯.২ ভাগ) নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত পরিচালন ব্যয় ২৫৪৮.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৭.০ ভাগ বেশি ছিল (সারণি ১০.০১)।

১০.৮ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিবরণী হতে দেখা যায় যে, সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণ, ইত্যাদি) মোট ১৪৪৭.৮ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অর্থবছর ২০-এ ব্যয়কৃত ১১১৬.৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৯.৭ ভাগ বেশি এবং আলোচ্য অর্থবছরের মোট বরাদ্দের শতকরা প্রায় ২৬.৯ ভাগ। অন্যান্য খাতের মধ্যে জনপ্রশাসন, কৃষি, পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯৫৩.৪, ২৯৭.৩ এবং ৬০১.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, অর্থবছর ২১-এ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং প্রতিরক্ষা বাবদ বরাদ্দ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২৩৭.৮ এবং ৩৩৫.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে (সারণি ১০.০৫)।

১০.৯ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাবদ ১৯৭৬.৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয় (জিডিপির শতকরা ৫.৬ ভাগ) যা অর্থবছর ২০-এর এডিপি-তে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ২৭.২ ভাগ বেশি (সারণি ১০.০১)।

সারণি ১০.০৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের বিভিন্ন খাতের অংশ

(শতকরা হার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২২@
কৃষি	৪.১	৩.৯	৩.৪
পরিবহন ও যোগাযোগ[১]	২৬.৭	২৫.৭	২৭.৪
শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন[২]	১১.৪	১২.৪	১১.৩
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি[৩]	১৩.০	১২.০	২০.৪
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি[৪]	১২.৬	১৩.৪	১০.৫
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন[৫]	৭.৬	৯.৩	৬.৩
স্বাস্থ্য[৬]	৬.৪	৭.৬	৭.৭
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ[৭]	২.৭	৩.৪	৩.৮
অন্যান্য	১৫.৫	১২.৩	৯.২
মোট	১০০	১০০	১০০

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত।

উৎস : সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২১-২২, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

[১] অর্থবছর ২১ পর্যন্ত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পৃথক পৃথক বরাদ্দ একত্র করে করা হয়েছে;
[২] অর্থবছর ২১ পর্যন্ত শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিনোদন ও গণসংযোগ খাতের পৃথক পৃথক বরাদ্দ একত্র করে করা হয়েছে;
[৩] অর্থবছর ২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের পৃথক পৃথক বরাদ্দ একত্র করে করা হয়েছে;
[৪] ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন;
[৫] পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ;
[৬] স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ;
[৭] পানিসম্পদ।

অর্থবছর ২১-এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন

১০.১০ অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়ায় ১৮৭৪.৫ বিলিয়ন টাকা যা জিডিপির শতকরা ৫.৩ ভাগ (সারণি ১০.০১)। সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতেই বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন করে থাকে। সরকারি অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ এবং ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ। অর্থবছর ২১-এ সংশোধিত বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশ ১১৫০.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.২৫ ভাগ); যার মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৭৯৭.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ২.২৫ ভাগ) এবং অবশিষ্ট ৩৫৩.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১ ভাগ) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ, যা প্রধানত জাতীয় সঞ্চয়পত্রসমূহের বিক্রয় হতে প্রাপ্ত (চার্ট ১০.০২)। ঘাটতি বাজেটে বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২৪.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ২.০৫ ভাগ) (সারণি ১০.০৪)।

অর্থবছর ২১-এর বাজেটে রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

প্রত্যক্ষ কর

১০.১১ সরকারি রাজস্ব আয়ের প্রধান খাতগুলোর অন্যতম উৎস হলো প্রত্যক্ষ কর যা আয়, মুনাফা ও মূলধনী আয় হতে প্রাপ্ত। কোভিড মহামারিতে সাধারণ জনগণের আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ কর হতে রাজস্ব আদায় পূর্ববর্তী অর্থবছরের অর্জিত শতকরা ৩৪ ভাগ হতে হ্রাস করে অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা ৩০.৪ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর ২১-এর জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয় যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ব্যক্তিবর্গের আয়ের উপর কর

- মূল্যস্ফীতি এবং কোভিড-১৯ মহামারির আর্থিক ক্ষতির প্রভাবে প্রকৃত আয় হ্রাসের সম্ভাবনায় ব্যক্তি শ্রেণি করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ২,৫০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,০০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়;
- মহিলা এবং পঁয়ষট্টি বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ৩,০০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,৫০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়;
- ব্যক্তি শ্রেণি করদাতাদের সর্বনিম্ন কর হার শতকরা ১০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৫ ভাগ এবং সর্বোচ্চ কর হার শতকরা ৩০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ২৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয়; এবং
- অনলাইনে প্রথমবার আয়কর রিটার্ন দাখিলকারী করদাতাদের ২০০০ টাকা কর রেয়াতের প্রস্তাব করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক আয়ের উপর কর

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় শতকরা ২৫ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়;

চার্ট ১০.০২ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)ঃ অর্থবছর ২১*

(জিডিপির শতকরা হার)

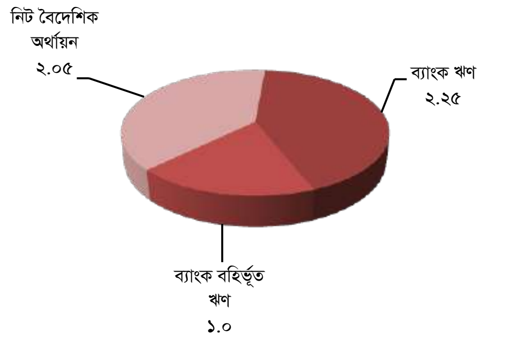

* সংশোধিত

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সারণি ১০.০৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

(বিলিয়ন টাকা)

উৎসসমূহ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২১@
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১০৮০.৫ (৩.৪)	১১৫০.৫ (৩.২৫)	১১৩৪.৫ (৩.৩)
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ	৭৯২.৭ (২.৫)	৭৯৭.৫ (২.২৫)	৭৬৪.৫ (২.২)
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	২৮৭.৮ (০.৯)	৩৫৩.০ (১.০)	৩৭০.০ (১.১)
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	৪৪১.৩ (১.৪)	৭২৪.০ (২.০৫)	১০১২.৩ (২.৯)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান সহ)	১৫১৭.৩ (৪.৮)	১৮৩৪.৭ (৫.২)	২১১১.৯ (৬.১)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	১৫৪২.৫ (৪.৯)	১৮৭৪.৫ (৫.৩)	২১৪৬.৮ (৬.২)
জিডিপি (মেমোরেনডাম আইটেম)	৩১৭০৪.৭#	৩৫৩০১.৮#	৩৪৫৬০.৪

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত।

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জিডিপির শতাংশ নির্দেশক;

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং # বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানিসমূহের কর হার বিদ্যমান শতকরা ৩৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৩২.৫ ভাগ করা হয়;
- তৈরি পোশাক খাতের গ্রিন বিল্ডিং সনদপ্রাপ্ত এবং সনদহীন কারখানাসমূহের জন্য যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ এবং শতকরা ১২ ভাগ হারে বিদ্যমান বিশেষ কর হার সুবিধা আরও ২ বছরের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়।

বক্স ১০.০১ সরকারি সিকিউরিটিজ ও মুদ্রা বাজারের উন্নয়নে সাম্প্রতিককালে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১. বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক ইস্যু

সুদবাহী প্রকৃতির কারণে বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংক ও অন্যান্য শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের অতিরিক্ত তারল্য আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাজারে বিনিয়োগ করতে পারতো না। এমতাবস্থায়, ইসলামিক ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অতিরিক্ত তারল্য তুলে নেওয়ার জন্য ২০০৪ সালে ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস মেয়াদি 'বাংলাদেশ সরকার ইসলামিক বিনিয়োগ বন্ড (বিজিআইআইবি)' চালু করার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক কিছু তহবিল সৃষ্টি করা হয়। তা সত্ত্বেও শরীয়াহ্‌ভিত্তিক সরকারি সিকিউরিটিজ কম থাকায় ইসলামিক ব্যাংক ও অন্যান্য শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ কম ছিল। এ প্রেক্ষিতে এ ধরনের বিনিয়োগকারীদের জন্য বিকল্প বিনিয়োগ ব্যবস্থা হিসেবে ২০২০ সালে সরকার কর্তৃক 'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের বিদ্যমান ও ভবিষ্যতে অস্তিত্বশীল সম্পদের মালিকানা এবং ভোগস্বত্বের বিপরীতে ৮,০০০.০০ কোটি টাকার সুকুক ইস্যু করা হয়। এ সুকুক ইস্যুর ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংককে স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) ও ট্রাস্টি হিসেবে মনোনীত করে এবং অর্থ বিভাগ সুকুক ইস্যুর ক্ষেত্রে অরিজিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এসপিভি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সুকুক ইস্যুর মাধ্যমে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ১ম ধাপে ৪০ বিলিয়ন টাকা এবং ৯ জুন ২০২১ তারিখে ২য় ধাপে অবশিষ্ট ৪০ বিলিয়ন টাকা উত্তোলন করেছে। এ সুকুকের অন্তর্নিহিত চুক্তির প্রকৃতি মূলত ইজারাহভিত্তিক এবং সুকুকের মেয়াদ ৫ বছর নির্ধারিত হয়েছে। এ সুকুকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিনিয়োগকারীগণ অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে ৪.৬৯% হারে ভাড়া পাচ্ছেন। একজন একক বিনিয়োগকারীকে এ সুকুকে কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত নেই। শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন তহবিল, ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেট সংস্থা এবং ব্যক্তি বিনিয়োগকারীগণ সুকুকে বিনিয়োগ করতে পারে। সুকুক ইস্যুর ফলে শরীয়াহ্‌ভিত্তিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এর ফলে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অতিরিক্ত তারল্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারছে। পাশাপাশি সুকুকের মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থ দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সরকারের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করছে।

২. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজারের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

সরকারি সিকিউরিটিজের জন্য একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী বন্ড মার্কেট উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারভিত্তিক ইল্ড কার্ভ প্রণয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাজারে বিদ্যমান প্রচলিত সিকিউরিটিজগুলো থেকে ৩০টি বন্ডকে ৬টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে বেঞ্চমার্ক সিকিউরিটিজ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সেকেন্ডারি বাজারভিত্তিক ইল্ড নির্ধারণের জন্য এ বন্ডগুলোর লেনদেন বৃদ্ধি এবং টু-ওয়ে প্রাইস কোট করার জন্য প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেটকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি একটি বাজারভিত্তিক কার্যকর ইল্ড কার্ভ প্রণয়নে সহায়তা করবে। এছাড়া, সরকারি সিকিউরিটিজের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পৃথক 'ক্লায়েন্টাল সার্ভিস উইন্ডো' খোলার নির্দেশনা প্রদান করেছে। আলোচ্য উইন্ডোর মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ, সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৩. ইলেকট্রনিক ডিলিং সিস্টেম (ইডিএস) সফটওয়্যার

ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কলমানি লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক Electronic Dealing System (EDS) নামে একটি পৃথক সফটওয়্যার চালু করেছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ০২ মার্চ, ২০২১ তারিখ থেকে তাদের কলমানি লেনদেন সম্পাদন করছে। এ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারে স্বচ্ছতা আনয়ন ও মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১০.১২ বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ে এককভাবে সবচেয়ে বড় উৎস হল মূল্য সংযোজন কর বা মূসক। অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিমাণ হলো মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩৬.৫ ভাগ। অর্থবছর ২১-এ মূল্য সংযোজন কর আদায়ে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১১৫২.২ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ২০-এর ৮১০.৫ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ৪২.২ ভাগ বেশি। কোভিড মহামারির কারণে আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও নতুন 'মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করে।

মূসক আরোপ ও সম্প্রসারণ

- ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর অগ্রিম কর হার বিদ্যমান শতকরা ৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৪ ভাগ করা হয়;
- শোরুম পর্যায়ে আসবাবপত্রের উপর মূসক হার বিদ্যমান শতকরা ৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ৭.৫ ভাগ করা হয়;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লঞ্চ পরিষেবাসমূহে মূসক হার বিদ্যমান শতকরা ৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ১০.০ ভাগ করা হয়;
- মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ অ্যাসেম্বল শিল্পের (assemble industries) স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সুরক্ষা প্রদান করতে এর উপর মূসক হার বিদ্যমান শতকরা ৫ ভাগে অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়;
- স্থানীয় আইসিটি সেক্টরের প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য, লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি), আনলোডেড পিসিবি এবং রাউটারের স্থানীয় উৎপাদনের উপর মূসক হার শতকরা ৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;
- মেইজ/ভুট্টার স্টার্চ এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আলু হতে তৈরি পটেটো ফ্লেক্সে মূসক হার বিদ্যমান শতকরা ১৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয়; এবং
- স্থানীয় টেক্সটাইল শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য পলিয়েস্টার, রেয়ন এবং অন্যান্য সমস্ত কৃত্রিম সুতার উপর মূসক হার বিদ্যমান শতকরা ৫ ভাগ পরিবর্তে প্রতি কেজিতে ৬ টাকা হারে এবং সব ধরনের তুলাজাত সুতায় প্রতি কেজিতে বিদ্যমান ৪ টাকা হতে হ্রাস করে ৩ টাকায় নির্ধারণ করা হয়।

মূসক অব্যাহতি

- সরকারের দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রকল্পসমূহে (রূপপুর পাওয়ার প্লান্ট, হাই-টেক পার্ক, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পসমূহ) বিদ্যমান মূসক ছাড় সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়;
- মোবাইল ফোন সেটের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সরিষার তেল মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়;
- অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ার কন্ডিশনার প্রভৃতি শিল্পে বিদ্যমান মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতির সুবিধা অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়;
- কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন- পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার চালিত সিডার, সমন্বিত হারভেস্টার, লো লিফট পাম্প ইত্যাদিকে বিক্রয় পর্যায়ে মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়;
- আমদানি পর্যায়ে কৃষিকাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের রাবারের তৈরি টায়ার ও টিউব মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়;
- কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায়, আমদানি, উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে কোভিড-১৯ এর টেস্ট কিট এবং ওষুধের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত

ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) এবং সার্জিক্যাল মাস্ক (ফেসমাস্কসহ) মূসক-এর আওতা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়;

- মহামারি চলাকালীন সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে, মেডিটেশন সেবাসমূহ মূসক-এর আওতা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়; এবং
- স্বর্ণের অবৈধ আমদানি রোধ এবং বৈধ উপায়ে স্বর্ণ আমদানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্বর্ণের বার আমদানিতে বিদ্যমান শতকরা ১৫ ভাগ মূসক প্রত্যাহার করা হয়।

আমদানি শুল্ক ও কর

১০.১৩ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতিশীল দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসারণে সহায়তা, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিযোগিতা বজায় রাখা, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণে ও সহায়তা প্রদানে বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামোকে সময়ে সময়ে যৌক্তিকীকরণ করা হয়। এছাড়া, অবৈধ পাচার ও পণ্যের মিথ্যা বিবৃতি প্রদান ঠেকাতে বিদ্যমান অসঙ্গতিপূর্ণ কর কাঠামোতে সংশোধন করা হয়। এছাড়া, অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে আমদানি শুল্ক শতকরা ৫৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি করে ৩৭১.৫ বিলিয়ন টাকা করা হয় যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ২৩৭.২ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এর জাতীয় বাজেটে আমদানি শুল্কে প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ ছিল :

- কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন: রোলার চেইন, বল বিয়ারিং, হুইল পার্টস (রিম), এমএস শিট (১ মিমি-৩ মিমি), গিয়ার বক্স ও এর অংশবিশেষ, গ্রেইন ড্রায়ারের ব্লোয়ার, বেস মেটাল ও স্টিয়ারিং-এর প্রলেপযুক্ত ইলেক্ট্রোডের জন্য আমদানি শুল্ক বিদ্যমান শতকরা ১০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ১ ভাগে নির্ধারণ করা হয়;
- কৃষি যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত টায়ার ও টিউবে আমদানি শুল্ক শতকরা ৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ১ ভাগ করা হয়;
- দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ড্রেজার আমদানিতে আমদানি শুল্ক বিদ্যমান শতকরা ১ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ৫ ভাগ করা হয়;
- প্লাস্টিকের তৈরি ফটোগ্রাফিক প্লেট আমদানিতে আমদানি শুল্ক বিদ্যমান শতকরা ২৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ১৫ ভাগ করা হয়;
- মাছ ও পোল্ট্রি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সয়াবিন অয়েল কেক-এর উপর বিদ্যমান শতকরা ৫ ভাগ নিয়ন্ত্রক শুল্ক এবং সয়া প্রোটিন কনসেনট্রেট-এর উপর বিদ্যমান শতকরা ১০ ভাগ আমদানি শুল্ক হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়;
- বাংলাদেশে লুব ব্লেন্ডিং শিল্পের উন্নয়নের জন্য, অধিক পরিসরে বেস অয়েল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক হার বিদ্যমান শতকরা ১০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৫ ভাগ করা হয়;
- দেশীয় মধু চাষিদের সুরক্ষার জন্য অধিক পরিসরে প্রাকৃতিক মধু আমদানির উপর আমদানি শুল্ক হার বিদ্যমান শতকরা ১৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করা হয়;
- আমদানি নির্ভরতা হ্রাসের পাশাপাশি স্থানীয় পেঁয়াজ চাষিদের ন্যায্য বাজারমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেঁয়াজ আমদানিতে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়;
- রসুন ও চিনি আমদানিতে উৎস কর কর্তন (টিডিএস) হার বিদ্যমান ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ২ শতাংশ করা হয়;
- কৃষি খাতের প্রধান উপাদানসমূহে বিশেষ করে সার, বীজ এবং কীটনাশকে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা বলবৎ রাখা হয়;
- অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত মূসক নিবন্ধিত পিভিসি/পিইটি রেজিন উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ইথিলিন/প্রোপিলিন আমদানিতে বিদ্যমান ৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রক শুল্ক হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়;

- মোমবাতি তৈরিতে ব্যবহৃত প্যারাফিনের উপর আমদানি শুল্ক বিদ্যমান ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করা হয়;
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক প্রদত্ত গাড়ি ও জীপ নিবন্ধন এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য সকল পরিষেবায় সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হয়;
- চার্টার্ড বিমান এবং হেলিকপ্টার সেবাসমূহে সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ করা হয়;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পেরেক, ট্যাক, লোহা/ইস্পাতের ড্রয়িং পিনের মতো কিছু পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হার বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ করা হয়;
- পাদুকা শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত প্রিন্টেড নিটেড বা ক্রোশেটেড ফেব্রিক্স-এর উপরে বিদ্যমান ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বাদ দেওয়া হয়;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রসাধনী সামগ্রীর সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়;
- সিরামিক সিঙ্ক, বেসিন ইত্যাদি উৎপাদন পর্যায়ে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়;
- মোবাইল ফোনের SIM/RIM কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবায় সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে;
- নিম্ন সেগমেন্টের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৩৯ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক হার ৫৭ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়;
- মধ্যম সেগমেন্টের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৬৩ টাকা, উচ্চ সেগমেন্টের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৯৭ টাকা এবং প্রিমিয়াম সেগমেন্ট প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ১২৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়; তবে সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ৬৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়;
- হাতে তৈরি ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার মূল্য বিদ্যমান ১৪ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৮ টাকা, ১২ শলাকার মূল্য ৬.৭ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৯ টাকা এবং ৮ শলাকার মূল্য ৪.৫ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। তবে, সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ৩০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়;
- ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার মূল্য বিদ্যমান ১৭ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৯ টাকা এবং ১০ শলাকার দাম ৮.৫ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। তবে, সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ৪০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়; এবং
- প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য ৪০ টাকা এবং ১০ গ্রাম গুলের মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রযোজ্য হয়।

অর্থবছর ২২-এর বাজেট : জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে অভিঘাতসহিষ্ণু ভবিষ্যতের পথে বাংলাদেশ

১০.১৪ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বজায় রাখার লক্ষ্যে কোভিড-১৯ মহামারি হতে বিভিন্ন খাতের পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিকৌশল/প্রণোদনা একীভূত করে অর্থবছর ২২-এর বাজেট প্রণয়ন করা হয়। অর্থবছর ২২-এর প্রস্তাবিত বাজেটের মোট আকার ৬০৩৬.৮ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা জিডিপির শতকরা ১৭.৫ ভাগ এবং অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ বেশি। উক্ত বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ, গড় মূল্যস্ফীতির হার ৫.৩ শতাংশ এবং বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৬.২ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

অর্থবছর ২২-এর রাজস্ব প্রাপ্তি

১০.১৫ অর্থবছর ২২-এ প্রক্ষেপিত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ৩৮৯০ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেট ৩৫১৫.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১০.৭ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় কর রাজস্ব প্রাপ্তি এবং কর-বহির্ভূত

রাজস্ব প্রাপ্তি যথাক্রমে ৯.৫ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। অর্থবছর ২২-এ মোট রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাতের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১১.৩ ভাগ যা অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল শতকরা ১০ ভাগ (সারণি ১০.০১)।

১০.১৬ অর্থবছর ২২-এর বাজেটে আয়, মুনাফা ও মূলধনী আয়ের উপর প্রত্যক্ষ কর অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়; যা মোট রাজস্ব আয়ের ৩০.৩ শতাংশ। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর (মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক) শতকরা ৯.৭ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতের মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ২২-এর বাজেটে অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ২২.৩ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় (সারণি ১০.০২)। অর্থবছর ২২-এর খাতভিত্তিক কর রাজস্ব আদায়ের বিবরণী চার্ট ১০.০৩-এ দেখানো হলো।

১০.১৭ অর্থবছর ২২-এর প্রস্তাবিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে মূলধন রাজস্ব; অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়; টোল; লভ্যাংশ ও মুনাফা; প্রশাসনিক ফি; পরিষেবা ফি; জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ; এবং ভাড়া ও ইজারা বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৫৫.৭, ৩৯.৮, ২৪.১, ২২.৩, ১১.৫, ১০.৫, ৯.৭ এবং ২.২ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

অর্থবছর ২২-এর ব্যয়

১০.১৮ অর্থবছর ২২-এ মোট সরকারি ব্যয় অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৩৬.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। অর্থবছর ২২-এর বাজেটে পরিচালন ব্যয় ৩৬১৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির ১০.৫ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে যা অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত পরিচালন ব্যয় ৩২৩৬.৯ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ১১.৭ শতাংশ বেশি। আলোচ্য অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি)

চার্ট ১০.০৩ কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টন : অর্থবছর ২২*

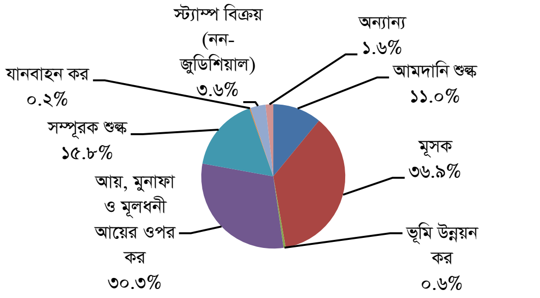

* প্রস্তাবিত।
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১০.০৫ রাজস্ব ব্যয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২২@
সামাজিক খাত	১১১৬.৪	১৪৪৭.৮	১৬৭২.৫
জন প্রশাসন	৩৯২.৯	৯৫৩.৪	১১২৭.১
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৫৪০.০	৫৮৫.০	৬২০.০
প্রতিরক্ষা	৩৪৪.৮	৩৩৫.০	৩৭২.৮
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৩৪.৩	২৬৯.৫	২৯১.২
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৪৩.২	৫৩.২	৬৫.৯
কৃষি	২১৯.৮	২৯৭.৩	৩১৯.১
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৩৭.৪	৬০১.১	৭২০.৩
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩৩১.৩	২৩৭.৮	২৭৪.৮
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন	৩২৩.৯	৪২৪.৩	৪২১.৯
গৃহায়ণ	৫৫.০	৭৪.৩	৬৩.৫
অন্যান্য	৬২.৭	১১১.২	৮৭.৬
মোট	৪২০১.৬	৫৩৮৯.৮	৬০৩৬.৮

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত।
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয়।

ব্যয় শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। অন্যদিকে, অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় অন্যান্য ব্যয় অর্থবছর ২২-এ ৪.৫ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে (সারণি ১০.০১)।

১০.১৯ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে তাদের কার্যবণ্টনের উপর ভিত্তি করে তিনটি গ্রুপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এগুলো হলো– সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবাসমূহ। অর্থবছর ২২-এর বাজেটে, সামাজিক খাতে ব্যয় অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে নির্ধারিত ১৪৪৭.৮ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ১৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৭২.৫ বিলিয়ন টাকা (মোট ব্যয়ের ২৭.৭ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়। উক্ত খাতের সিংহভাগই

ব্যয় করা হবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য খাতে (সারণি ১০.০৬)। অন্যান্য খাতের মধ্যে, অর্থবছর ২২-এর বাজেটে জন প্রশাসন খাতে প্রায় ১১২৭.১ বিলিয়ন টাকা (১৮.৭ শতাংশ), পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৭২০.৩ বিলিয়ন টাকা (১১.৯ শতাংশ), অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধে ৬২০ বিলিয়ন টাকা (১০.৩ শতাংশ), স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন খাতে ৪২১.৯ বিলিয়ন টাকা (৭ শতাংশ), কৃষিখাতে ৩১৯.১ বিলিয়ন টাকা (৫.৩ শতাংশ), জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ২৭৪.৮ বিলিয়ন টাকা (৪.৬ শতাংশ) বরাদ্দ রাখা হয় (সারণি ১০.০৫)।

১০.২০ অর্থবছর ২২-এর বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি)-র জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয় ২২৫৩.২ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির প্রায় ৬.৫ শতাংশ। উক্ত উন্নয়নমূলক ব্যয় অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত এডিপি হতে ১৪.০ শতাংশ বেশি (সারণি ১০.০১)। অর্থবছর ২২ হতে এডিপি ১৫টি খাত এবং ৭২টি উপখাতে পুনর্গঠন করা হয়। অর্থবছর ২২-এর এডিপিতে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত যথারীতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। উক্ত খাতে মোট ৬১৬.৩ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয় যা অর্থবছর ২২-এর মোট এডিপি বরাদ্দের ২৭.৪ শতাংশ। এডিপি-র অন্যান্য খাতের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪৫৮.৭ বিলিয়ন টাকা (২০.৪ শতাংশ), শিক্ষা খাতে ২৩১.৮ বিলিয়ন টাকা (১০.৩ শতাংশ), স্বাস্থ্য খাতে ১৭৩.১ বিলিয়ন টাকা (৭.৭ শতাংশ) বরাদ্দ দেয়া হয় (সারণি ১০.০৩)।

অর্থবছর ২২-এর বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

১০.২১ অর্থবছর ২২-এ বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) ২১৪৬.৮ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৭২.৩ বিলিয়ন টাকা বেশি। অর্থবছর ২২-এ প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত হবে শতকরা ৬.২ ভাগ যা অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল ৫.৩ শতাংশ।

চার্ট ১০.০৪ বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) অর্থায়ন : অর্থবছর ২২*

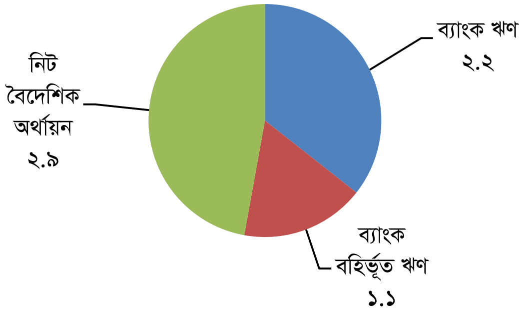

* প্রস্তাবিত
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১০.০৬ সামাজিক খাতভুক্ত রাজস্ব ব্যয়ের উপখাতসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

উপখাতসমূহ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২২@
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৬৫৯.৭	৭৮৬.৮	৯৪৮.৮
স্বাস্থ্য	১৭৫.৩	৩১৪.৭	৩২৭.৩
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়াবলী	৩৭.৬	৪৭.২	৪৯.৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩.০	৩.৫	৩.৭
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৪০.৯	২৯৫.৬	৩৪৩.২
মোট	১১১৬.৪	১৪৪৭.৮	১৬৭২.৫

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২১-২২, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতির ১১৩৪.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.৩ ভাগ) সংস্থান করা হবে এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১০১২.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.৯ ভাগ) অর্থায়নের প্রত্যাশা করা হয় (চার্ট ১০.৪), যা অর্থবছর ২১-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল যথাক্রমে ১১৫০.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.২৫ ভাগ) এবং ৭২৪ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.০৫ ভাগ)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৭৬৪.৫ বিলিয়ন টাকা ও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎসসমূহ হতে ৩৭০ বিলিয়ন টাকা অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১০.০৪)।

বৈদেশিক খাতের উন্নয়ন

বহিঃবাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য

১১.১ অর্থবছর ২১-এ, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট নজিরবিহীন স্থবিরতা থেকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বিশেষ করে অর্থবছর ২১-এ উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিতে টিকা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন এবং বিশ্ববাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরারম্ভের ফলে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৯.৭ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বব্যাংক প্রাক্কলন করে, যদিও উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছে (ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২১)। এ প্রেক্ষিতে, সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত তাৎক্ষণিক এবং কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশের বহিঃখাতের প্রায় সকল হিসাব এবং সূচকসমূহ বিশেষ গতিশক্তি অর্জন করেছে।

১১.২ অর্থবছর ২১-এ, চলতি হিসাবে ঘাটতি অর্থবছর ২০-এর জিডিপি'র শতকরা ১.৫ ভাগের বিপরীতে শতকরা ১.১ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১১.০১: ক)। ডলারের বিপরীতে টাকার নামিক বিনিময় হার সামান্য অবচিত হয়ে অর্থবছর ২১-এর জুন শেষে ৮৪.৮১ টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এর জুন শেষে ছিল ৮৪.৭৮ টাকা। বাণিজ্য ভার আরোপিত ১৫টি মুদ্রার ঝুঁড়ির ভিত্তিতে নির্ণীত টাকার নামিক কার্যকর বিনিময় হার (নিয়ার) সূচক (ভিত্তি : অর্থবছর ১৬ = ১০০), অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৪.৮৫ ভাগ হ্রাস পায়। একইভাবে, টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (রিয়ার) সূচক অর্থবছর ২১-এ শতকরা ২.৭৩ ভাগ হ্রাস পায় (চার্ট ১১.০১: খ)। নিয়ার এবং রিয়ার সূচকের হ্রাসের প্রবণতা অর্থবছর ২১-এ টাকার কিছুটা উপচিতি চাপকে নির্দেশ করে, যদিও ভিত্তিস্তর থেকে রিয়ার সূচকের উত্থিত অবস্থা টাকার বাণিজ্য ভার আরোপিত

চার্ট ১১.০১ বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ

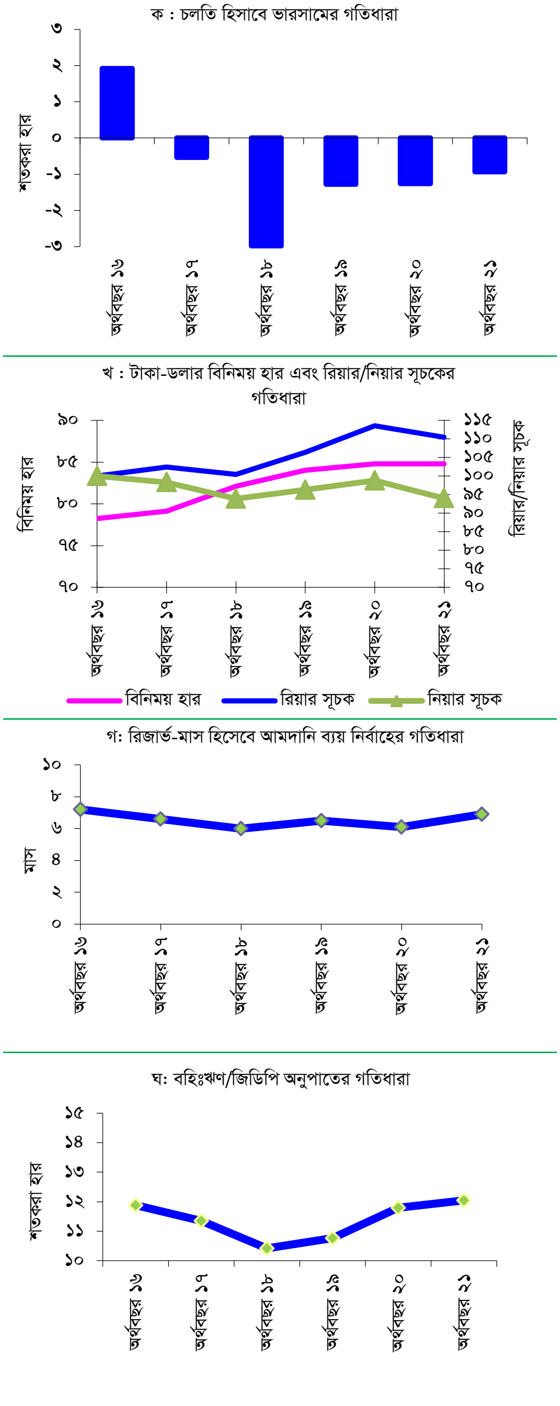

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রার ঝুঁড়ির তুলনায় টাকার উপচিতি হওয়াকেই নির্দেশ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বাজার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মার্কিন ডলার নিট ক্রয় করে। ফলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ জুন ২০২০ শেষে ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে জুন ২০২১ শেষে ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের প্রায় সাত মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল (চার্ট ১১.০১: গ)। বাংলাদেশের বহিঃঋণ স্থিতি অর্থবছর ২০-এর জিডিপি'র শতকরা ১১.৭৯ ভাগ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এর শেষে জিডিপি'র শতকরা ১২.০৪ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১১.০১: ঘ)।

লেনদেন ভারসাম্য

১১.৩ মূলত প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ২১-এ চলতি হিসাবে ঘাটতি হ্রাস পায়। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চেয়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি বিগত অর্থবছরের ১৮৫৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে অর্থবছর ২১-এ শতকরা ২৮.০৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৭৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। অর্থবছর ২১-এ প্রাথমিক আয় খাত ও সেবা খাতের ঘাটতি বেড়ে যথাক্রমে ৩১৭২ মিলিয়ন (শতকরা ৩.৩২ ভাগ) মার্কিন ডলার এবং ৩০০২ মিলিয়ন (শতকরা ১৬.৪৫ ভাগ) মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। কিন্তু, বেসরকারি হস্তান্তরের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি তথা প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের কারণে মাধ্যমিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে শতকরা ৩৫.১১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এর ১৮৭৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে অর্থবছর ২১-এ ২৫৩৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে, চলতি হিসাবে ঘাটতি অর্থবছর ২০-এর ৫৪৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে কমে অর্থবছর ২১-এ ৪৫৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলধনী হিসাব ভারসাম্য যেখানে অর্থবছর ২০-এর ২৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে কিছুটা কমে অর্থবছর ২১-এ ২২১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, সেখানে বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে যথেষ্ট পরিমাণ মেয়াদি ঋণ গ্রহণের কারণে আর্থিক হিসাব ভারসাম্য অর্থবছর ২০-এর ৮৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ১৩০৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এর ফলে সার্বিক ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ২০-এর ৩১৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে অর্থবছর ২১-এ ৯২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট ৩-এর সারণি-১৬)। লেনদেন ভারসাম্যে অগ্রগতি/গতিধারা যেমন প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, রপ্তানি, আমদানি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বহিঃখাতের সর্বশেষ ইস্যু অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে আলোকপাত করা হয়েছে।

১১.৪ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রচলিত দক্ষতাকে উন্নততর প্রযুক্তিতে রূপান্তর করতে উন্নয়নের অন্যান্য প্রধান উপাদানসমূহের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ অবস্থা অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ, আইসিটি এবং যোগাযোগ খাতের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। যদিও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ পরিমাণগতভাবে এখনও সীমিত, তথাপি এটি উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় যে, সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দেখিয়েছে। ফলে, অর্থবছর ২১-এ, নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ শতকরা ৬.৬১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যদিও বিস্ময়করভাবে অর্থবছর ২১-এ পোর্টফোলিও

বিনিয়োগে ২৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহিঃপ্রবাহ হয়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরে ৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অন্তঃপ্রবাহ ঘটেছিল (পরিশিষ্ট ৩-এর সারণি ১৬)।

রপ্তানি

১১.৫ একটি অর্থনীতির বাণিজ্য নীতির সাথে প্রকৃতিগতভাবেই রপ্তানির অবদান ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ সবসময় বহিঃমুখী বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে আসছে। গত অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারি এবং তা মোকাবেলায় দেশ-বিদেশে গৃহীত নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির ফলে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তবে, অর্থবছর ২১-এ প্রায় সকল রপ্তানি খাতে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, বিদ্যমান কোভিড-১৯ মহামারি সত্ত্বেও মোট রপ্তানি আয় অর্থবছর ২০-এর ৩৩৬৭৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৩৮৭৫৮.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি ১১.০১)। অর্থবছর ২১ জুড়ে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন দূরদর্শী নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ এ উন্নতিতে সহায়তা করে, যেগুলোর মধ্যে ছিল স্থগিত ঋণ সুবিধা চালুকরণের অনুমতি ও আমদানি ব্যয় এবং রপ্তানি এলসি'র ব্যবহার সময়কাল বর্ধিতকরণ, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়ানো ইত্যাদি। এসব ব্যবস্থাদির ফলে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই (প্রায় চার পঞ্চমাংশেরও অধিক) পোশাক খাত (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য) হতে আসা অব্যাহত থাকে।

রপ্তানি পণ্যসমূহ

১১.৬ ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য যা যৌথভাবে মোট রপ্তানি আয়ে শতকরা প্রায় ৮১.১৬ ভাগ অবদান রয়েছে, তা অর্থবছর ২০-এর ২৭৯৪৯.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৩১৪৫৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২১-এ এ দুই খাত হতে রপ্তানি আয় যথাক্রমে শতকরা ৩.২৪ ভাগ এবং ২১.৯৪

চার্ট ১১.০২ বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা

(জিডিপির শতকরা হারে)

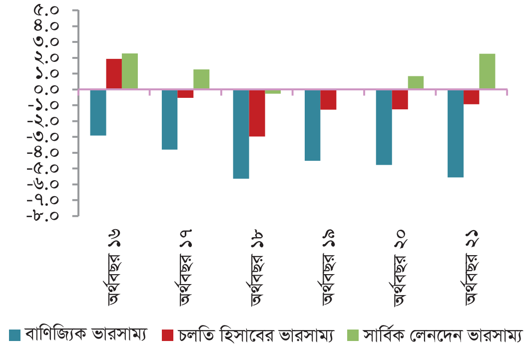

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ভাগ বৃদ্ধি পায়। খাতভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি আয়ের গতিধারা থেকে লক্ষণীয় যে, অর্থবছর ২০-এর তুলনায় অর্থবছর ২১-এ প্রায় প্রতিটি রপ্তানি পণ্যে অধিক আয় অর্জিত হয়। যদিও ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য মোট রপ্তানিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে, কিন্তু অন্যান্য খাত যেমন: প্রকৌশল দ্রব্যাদি (শতকরা ৮০.৬০ ভাগ প্রবৃদ্ধি), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ৪১.০৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি), পাটজাত দ্রব্য (শতকরা ৩৫.৯৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি), পাদুকা (শতকরা ২০.৯৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি), চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (শতকরা ১৬.৫৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি) অর্থবছর ২১-এ ক্রমবর্ধিষ্ণু আয়ের রপ্তানি পণ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শীর্ষ ১০টি রপ্তানি পণ্য, যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ পূরণ করেছে তা সারণি ১১.০১-এ দেখানো হলো। খাতভিত্তিক রপ্তানি পণ্যের গতিধারা বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট ৩-এর সারণি ১৭-এ দেখানো হয়েছে।

রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ

১১.৭ অর্থবছর ২১-এ, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা অংশের পরিমাণ বিবেচনা করে দেখা যায় যে, নাফটা, সার্ক, আসিয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানির শতকরা অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যদিও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অঞ্চলে এর পরিমাণ

হ্রাস পায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে অর্থবছর ২১-এ মোট রপ্তানির শতকরা ৪৫.০৬ ভাগ (অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৫৫.৫ ভাগ) রপ্তানি করা হয়, একই সময়ে নাফটা (NAFTA) জোটভুক্ত দেশসমূহে শতকরা ২১.৪৪ ভাগ (অর্থবছর ২০-এ শতকরা ২০.৮ ভাগ) রপ্তানি করা হয়। অর্থবছর ২১-এ সার্ক (SAARC), আসিয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানি আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের যথাক্রমে শতকরা ৩.৮৭, ১.৮৪ এবং ২৭.৭৮ ভাগ (চার্ট ১১.০৩)।

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)

১১.৮ দেশের রপ্তানিকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে আসছে। রপ্তানি বাণিজ্যে কোভিড-১৯ জনিত বাধা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২৪ জুন ২০২১ তারিখে উক্ত তহবিল বাড়িয়ে ৫.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করে।

১১.৯ সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে রপ্তানির ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক একাধিক নীতিগত সহায়তা, বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি সহায়তা হিসেবে ইডিএফ সুদের হার লাইবর+১.৫% মার্কিন ডলার হতে হ্রাস করে শতকরা ২.০ ভাগ করা হয়। এছাড়াও, ক্রেতা/বিক্রেতার ঋণের অধীনে ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানি ব্যয় নিষ্পত্তির জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা হয়, যেখানে ব্যবহারের সময় বর্ধিত মেয়াদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়। এ সমস্ত ঋণের পুনঃঅর্থায়ন মেয়াদ সর্বোচ্চ ১৮০ দিন।

১১.১০ সাধারণত ইডিএফ উত্তোলনের পর থেকে পুনর্ভরণের প্রাথমিক সময়সীমা ১৮০ দিন, পরবর্তীতে রপ্তানিকারকদের রপ্তানি আয় প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বিলম্বের জন্য

চার্ট ১১.০৩ অর্থবছর ২১-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্য-ভিত্তিক চিত্র

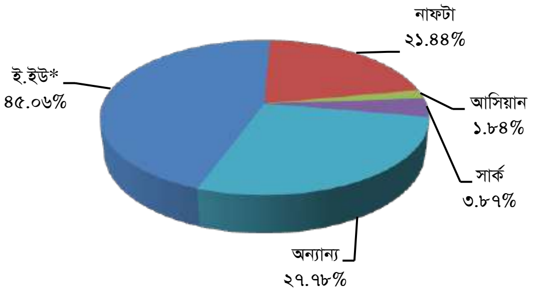

*গ্রেট ব্রিটেন অন্তর্ভুক্ত

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১১.০১ শীর্ষ ১০টি রপ্তানি পণ্যের আয়ের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২১-এ শতকরা পরিবর্তন
১. নিটওয়্যার দ্রব্যাদি	১৩৯০৮.০০	১৬৯৬০.০৩	২১.৯৪
২. ওভেন পোশাক	১৪০৪১.১৯	১৪৪৯৬.৭০	৩.২৪
৩. হোম টেক্সটাইল	৭৫৮.৯১	১১৩২.০৩	৪৯.১৬
৪. কৃষিজাত পণ্য	৮৬২.০৬	১০২৮.১০	১৯.২৬
৫. পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত)	৭৫২.৪৬	১০২৩.৩৩	৩৫.৯৯
৬. পাদুকা (চামড়ার পাদুকা সহ)	৭৫৫.৮৮	৯১৪.৩৪	২০.৯৬
৭. প্রকৌশল দ্রব্যাদি	২৯২.৯২	৫২৯.০০	৮০.৬০
৮. হিমায়িত চিংড়ি এবং মাছ	৪০৭.৯৪	৪৪৪.৪১	৮.৯৪
৯. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (চামড়ার জুতা ব্যতীত)	৩১৮.৮৬	৩৭১.৭৯	১৬.৫৯
১০. রাসায়নিক দ্রব্য	১৯৮.৮৬	২৮০.৫৮	৪১.০৯
১১. অন্যান্য	১৩৭৭.০১	১৫৭৮.০০	১৪.৬০
মোট	৩৩৬৭৪.০৯	৩৮৭৫৮.৩১	১৫.১০

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

প্রয়োজনে আরো ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু, মহামারি অবস্থার জন্য এটি প্রাথমিক উত্তোলনের দিন হতে ৩৬০ দিন পর্যন্ত বিতরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১১.১১ আবর্তনশীল পদ্ধতিতে ইডিএফ ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ অর্থবছর ২১-এ ৯.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৬.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ২০২১-এ ইডিএফ-এর স্থিতির পরিমাণ ৫.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৪.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ৫৬টি ব্যাংক ইডিএফ-এর আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা গ্রহণ করছে এবং জুন ২০২১-এর শেষে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ১৩৮০ জন।

বক্স ১১.০১ বাংলাদেশে ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করতে সাম্প্রতিক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশে অর্থবছর ১৭-এর পর হতে ইনওয়ার্ড ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব স্বত্ত্বেও, অর্থবছরে ২১-এ বাংলাদেশ ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ করে যা চলতি হিসাব ঘাটতি হ্রাসকরণে ব্যাপকভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি ব্যালেন্স অব পেমেন্টে উদ্বৃত্ত অর্জনে সহায়তা করে। নিম্নে, অর্থবছর ১১ হতে অর্থবছর ২১ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রেরিত ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্স প্রবাহের চিত্র তুলে ধরা হলো :

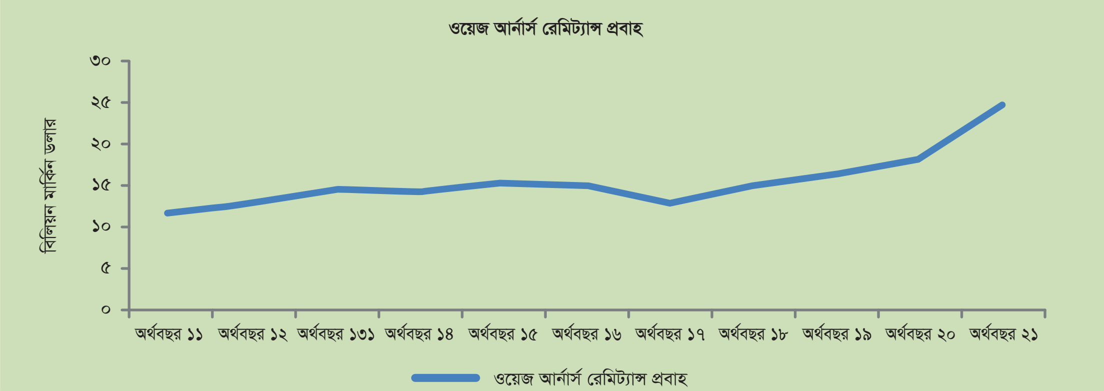

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশকিছু সম্মিলিত উদ্যোগ উপরোক্ত রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে, রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপের বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

বৈধ উপায়ে প্রেরিত ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের বিপরীতে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা

০৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকার অনিবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক বিদেশ হতে বৈধ উপায়ে প্রেরিত ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের বিপরীতে শতকরা ২ ভাগ নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা ০১ জুলাই ২০১৯ হতে কার্যকর হয়। প্রাথমিকভাবে, ১,৫০০.০০ মা.ড. বা ১,৫০,০০০.০০ টাকা সমপরিমাণ রেমিট্যান্স পর্যন্ত কোনোরূপ দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে বেনিফিসিয়ারীগণকে শতকরা ২ ভাগ নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও, পরবর্তীতে, এ সীমা ৫,০০০.০০ মা.ড. বা ৫,০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। ৫,০০০.০০ মা.ড. বা ৫,০০,০০০.০০ টাকার বেশি রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে কতিপয় দলিলাদি দাখিল ও যাচাইয়ান্তে শতকরা ২ ভাগ নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সরকার ঘোষিত নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে অপারেশনাল নির্দেশিকা ও সার্কুলার জারি করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে আসছে।

বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারীদের সিআইপি সম্মাননা প্রদান

অনিবাসী বাংলাদেশিদের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পার্সন (সিআইপি) নির্ধারণ নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করে। এর ধারাবাহিকতায়, প্রতিবছর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের পুরষ্কারস্বরূপ নির্ধারিত সংখ্যক অনিবাসী বাংলাদেশি সিআইপি সম্মাননা পেয়ে থাকেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত এ সম্মাননা বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের সাথে বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজ ও ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থা আরও সহজতর ও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট। এর ফলস্বরূপ, বিদেশ হতে অনিবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজীকরণের লক্ষ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশস্থ তফসিলি ব্যাংকের সাথে বিদেশস্থ ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের মোট ১৪৬২টি ড্রয়িং ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের মালিকানায় বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপন

ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের পাশাপাশি কতিপয় বাংলাদেশি ব্যাংক অনিবাসী বাংলাদেশি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হতে রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজীকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব মালিকানায় এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপন করে। জুন ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের মালিকানায় বিদেশে মোট ২৬টি এক্সচেঞ্জ হাউজ কার্যরত ছিল।

বক্স ১১.০১ (চলমান)

রেমিট্যান্স বিতরণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেমিট্যান্স বিতরণ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রথাগত ক্যাশ পিক-আপ ও একাউন্ট ক্রেডিট পদ্ধতির পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথাগত ব্যাংক ও এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ সম্প্রসারণের পাশাপাশি, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা অপ্রতুল, সে সব স্থানে কতিপয় মাইক্রোফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশন (এমএফআই)-এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদন প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২১টি মাইক্রোফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশন (এমএফআই) ও তাদের শাখাসমূহ দেশব্যাপী রেমিট্যান্স বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বেনিফিসিয়ারির নিকট রেমিট্যান্স বিতরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ

বেনিফিসিয়ারির নিকট রেমিট্যান্সের অর্থ সঠিক সময়ে বিতরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) কার্যদিবস সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় এবং রেমিট্যান্স বিতরণকারী সকল ব্যাংক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও মাইক্রোফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশন (এমএফআই)-এর জন্য এই নির্দেশনা পরিপালন বাধ্যতামূলক করা হয়।

অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা

বাংলাদেশ ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পরামর্শকরত অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বেশ কিছু বিনিয়োগ ব্যবস্থার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে; যেমন:

১. ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড চালুকরণ
২. ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড চালুকরণ
৩. ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড চালুকরণ
৪. অনিবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের জন্য 'নন-রেসিডেন্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট' খোলার অনুমোদন
৫. অনিবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের জন্য আইপিও-এর শতকরা ১০ ভাগ শেয়ার বরাদ্দের কোটা সংরক্ষণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স এ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশে প্রেরিত রেমিট্যান্স-এর অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করতে ২০১৩ সালে নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স এ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তন করা হয় :

১. সাধারণ কর্মজীবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী,
২. বিশেষায়িত কর্মজীবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী
৩. ব্যবসায়িক ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী,
৪. বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের মালিকানাধীন সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী এক্সচেঞ্জ হাউজ এবং
৫. বাংলাদেশে কার্যরত সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স গ্রহণকারী তফসিলী ব্যাংক।

ফিন-টেক পদ্ধতির আওতাধীন আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটর (আইএমটিও)-কে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের সাথে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

রেমিট্যান্স প্রেরণের খরচ হ্রাসকরণ ও বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ফিন-টেক পদ্ধতির আওতাধীন আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটর (আইএমটিও)-কে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের সাথে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সম্প্রতিকালে, বেশ কিছু ফিন-টেক পদ্ধতির আওতাধীন আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটর (আইএমটিও) যেমন-টেরা-পে, ট্রান্সফাস্ট, ডিজিটাল ওয়ালেট কর্পোরেশন, পে-পল পেমেন্ট কার্ড ফর এভরিওয়ান ইত্যাদিকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করার অনুমোদন প্রদান করা হয়।

অনিবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক গৃহায়ণ অর্থায়ন সুবিধা

অনিবাসী বাংলাদেশিদের গৃহায়ণ অর্থায়নের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংককে অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ আকলন সুবিধা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেছে। বর্তমানে, অনিবাসী বাংলাদেশীগণ সর্বোচ্চ ৭৫ঃ২৫ ঋণ-ইক্যুয়িটি হারে ঋণ সুবিধাটি গ্রহণ করতে পারেন।

উপরোক্ত নীতিমালা ও উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ইনওয়ার্ড ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আমদানি

১১.১২ বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারি সত্ত্বেও মোট আমদানি (এফওবি) অর্থবছর ২০-এর ৫০৬৯০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে শতকরা ১৯.৭১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৬০৬৮১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলত চাল আমদানির উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ২১-এ খাদ্যশস্যের আমদানিতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। একইভাবে, বিশ্ববাজারে অর্থবছর ২১-এ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের দামের উচ্চ বৃদ্ধির কারণে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের আমদানি ব্যয় উচ্চ হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২১-এ কিছু দ্রব্য যেমন: তন্তুজাত দ্রব্য এবং লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য মৌলিক ধাতু যথাক্রমে শতকরা ৪.২৪ ভাগ এবং শতকরা ১.২৮ ভাগ হ্রাস পাওয়া ব্যতীত প্রায় সকল দ্রব্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২১-এ বিভিন্ন খাতভিত্তিক আমদানি ব্যয় ও তাদের শতকরা পরিবর্তন সারণি ১১.০২-এ দেখানো হলো।

বাণিজ্য শর্ত

১১.১৩ বাণিজ্য শর্ত মূলত রপ্তানি মূল্যসূচক এবং আমদানি মূল্যসূচকের পারস্পরিক তুলনাকে নির্দেশ করে। অর্থবছর ২১-এ বাণিজ্য শর্ত ৮৪.৮৭ তে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৮৬.৩৮। একই অর্থবছরে রপ্তানি এবং আমদানির মূল্য সূচক যথাক্রমে শতকরা ৩.২৩ এবং ৫.০৬ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণি ১১.০৩)। রপ্তানি মূল্য সূচকের চেয়ে আমদানি মূল্যসূচকের দ্রুত বৃদ্ধি রপ্তানি পণ্যের চেয়ে আমদানি পণ্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি তথা অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্তের প্রতিকূল অবস্থাকে নির্দেশ করে।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

১১.১৪ অর্থবছর ২১-এ বিদেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত সর্বাধিক রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের ফলে চলতি হিসাবের তুলনামূলক কম ঘাটতির ফলে সার্বিক

চার্ট ১১.০৪ আমদানি ব্যয়ের গতিধারা

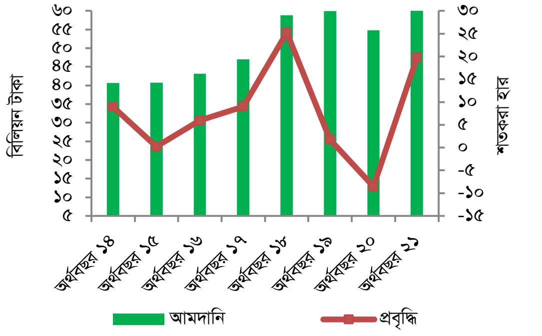

উৎস : এনবিআর-এর তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

লেনদেন ভারসাম্যে জোরালো উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ অর্থবছর ২০-এর ১৮২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে শতকরা ৩৬.১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ২৪৭৭৭.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১৫ সরকারের সহায়তামূলক নীতি পদক্ষেপসমূহ যেমন- বৈধ উপায়ে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে এর সুবিধাভোগীদের শতকরা ২ ভাগ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অবৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো প্রতিরোধ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়সাশ্রয়ী ও সুলভে অর্থ স্থানান্তরে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে অর্থবছর ২১-এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সর্বাধিক অন্তঃপ্রবাহ ঘটে। বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহকে সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশের বিনিময় হাউজগুলোর সাথে দেশীয় ব্যাংকসমূহের ড্রয়িং ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা আমানতের (security deposit money) পরিমাণ হ্রাস করে।

১১.১৬ অর্থবছর ২১-এ, বরাবরের মতই সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বেশি (শতকরা প্রায় ২৩.০৯ ভাগ) অংশ আসে, এর পর আসে যুক্তরাষ্ট্র (শতকরা ১৩.৯৭ ভাগ), সংযুক্ত আরব আমিরাত (শতকরা

৯.৮৫ ভাগ), যুক্তরাজ্য (শতকরা ৮.১৭ ভাগ), মালয়েশিয়া (শতকরা ৮.০৮ ভাগ), কুয়েত (শতকরা ৭.৬১ ভাগ) এবং ওমান (শতকরা ৬.২০ ভাগ) থেকে। এছাড়া, অন্যান্য দেশসমূহ থেকে শতকরা ২৩.০৩ ভাগ রেমিট্যান্স আসে। অর্থবছর ২১-এর প্রধান রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশসমূহের অবস্থান চার্ট ১১.০৫-এ দেখানো হলো।

বৈদেশিক সাহায্য

১১.১৭ মোট প্রাতিষ্ঠানিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ২.৩০ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৭২১২.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৭৩৮১.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সারণি ১১.০৪)। অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ছিল ৯৩৪৯.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২১-এ কোন খাদ্য সাহায্য না থাকলেও অর্থবছর ২০-এ এর পরিমাণ ছিল ১০.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২১-এ প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২১২.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৭৩৭১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১১.১৮ ৩০ জুন ২০২১-এ মোট প্রাতিষ্ঠানিক বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯৪৫৭.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ২১-এর জিডিপি'র শতকরা ১২.০৪ ভাগ), যা অর্থবছর ২০-এর ৩০ জুন পর্যন্ত ছিল ৪৪০৯৫.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ২০-এর জিডিপি'র শতকরা ১১.৭৯ ভাগ)। অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯১৪.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঋণ পরিশোধের হিসাবে আইএমএফ ক্রেডিট, ঋণ রাইটঅফের পরিমাণ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, প্রতিরক্ষা ও বেসরকারি খাতসমূহের কিছু বিশেষ ঋণ অন্তর্ভুক্ত ব্যতীত), যা অর্থবছর ২০-এর ১৭৩৩.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১৮০.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা

সারণি ১১.০২ পণ্যদ্রব্য আমদানি ব্যয়ের গতিধারা
(কাস্টমস নথির ভিত্তিতে)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ২০[স]	অর্থবছর ২১[সা]	অর্থবছর ২১-এ শতকরা পরিবর্তন
ক) খাদ্যশস্য	**১৬৭২.০৫**	**২৬৮০.৪৩**	**৬০.৩১**
১। চাল	২১.৫১	৮৫০.৮৭	৩৮৫৫.৭
২। গম	১৬৫০.৫৪	১৮২৯.৫৬	১০.৮৫
খ) ভোগ্য পণ্য	**৩৭০৫.১১**	**৪১৫৫.৫৯**	**১২.১৬**
১। দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	৩৪১.১৯	৩৪৪.০৯	০.৮৫
২। মসলা	৩৫১.০৫	৪০৪.৩৮	১৫.১৯
৩। ভোজ্য তেল	১৬১৭.২৮	১৯২৬.৩৮	১৯.১১
৪। ডাল (সকল প্রকার)	৬৬২.২১	৬৮১.০৩	২.৮৪
৫। চিনি	৭৩৩.৩৮	৭৯৯.৭১	৯.০৪
গ) মধ্যবর্তী পণ্য	**৩১৯১২.৪৭**	**৩৮৩০৬.৮৪**	**২০.০৪**
I. পেট্রোলিয়াম পণ্য	**৫৩৫৭.৪৮**	**৮৯৮৫.১**	**৬৭.৭১**
১। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৭৩০.৮৬	২৬১৬.৩৭	২৫৭.৯৯
২। পিওএল	৪৬২৬.৬২	৬৩৬৮.৭৩	৩৭.৬৫
II. তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট	**১৩০২৪.৫৪**	**১৪০৬৯.২৭**	**৮.০২**
১। কাঁচা তুলা	২৯৬০.৫৯	৩১৮৬.০২	৭.৬১
২। সুতা	১৯০০.৯৫	২৪৩৫.৯	২৮.১৪
৩। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	৬৩৮০.১৯	৬৫৫২.৯৯	২.৭১
৪। তন্তুজাত দ্রব্য	১০৮৫.৫	১০৩৯.৪৮	-৪.২৪
৫। ট্যানিং ও ডাইং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী	৬৯৭.৩১	৮৫৪.৮৮	২২.৬
III. অন্যান্য মধ্যবর্তী পণ্য	**১৩৫৩০.৪৫**	**১৫২৫২.৪৭**	**১২.৭৩**
১। ক্লিংকার	৮৭৮.৫৭	১০৪৮.১৬	১৯.৩
২। তেলবীজ	১১৮২.৬৮	১৪০৬.০৭	১৮.৮৯
৩। রাসায়নিক দ্রব্য	২৫৩৩.৩৫	২৯৭৩.৭৪	১৭.৩৮
৪। ঔষধ সামগ্রী	২৯৩.৮৩	৩৬৩.০৫	২৩.৫৬
৫। সার	১০৩৫.২৪	১৩৬০.৪২	৩১.৪১
৬। প্লাস্টিক এবং রাবার সামগ্রী	২৬০৯.৮	৩১৬৮.১১	২১.৩৯
৭। লৌহ এবং ইস্পাত এবং অন্যান্য বেজ ধাতু	৪৯৯৬.৯৮	৪৯৩২.৯২	-১.২৮
ঘ) মূলধনী পণ্য	**১১১০৮.৮৬**	**১৩০১১.৯৪**	**১৭.১৩**
১। মূলধনী যন্ত্রপাতি	৩৫৮১.৩১	৩৮২৪.৪৭	৬.৭৯
২। অন্যান্য মূলধনী পণ্য	৭৫২৭.৫৫	৯১৮৭.৪৭	২২.০৫
ঙ) অন্যান্য	**৬৩৮৬.২**	**৭৪৩৯.৯১**	**১৬.৫**
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৫৪৭৮৪.৬৯**	**৬৫৫৯৪.৭১**	**১৯.৭৩**
মোট আমদানি (এফওবি)	**৫০৬৯০.৪**	**৬০৬৮১.১**	**১৯.৭১**
ইপিজেড-এর আমদানি	৩৪৮৭.৭	৩৪৮৮.৫৮	০.০৩

[স] সংশোধিত [সা] সাময়িক।

সূত্র : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

শতকরা ১০.৪৩ ভাগ বেশি। মোট পরিশোধের মধ্যে, অর্থবছর ২১-এ আসল বাবদ ১৪১৮.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সুদ বাবদ ৪৯৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল যথাক্রমে ১২৫৬.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪৭৭.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২১-এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫.০৫ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল শতকরা ৫.২৮ ভাগ।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি

১১.১৯ অর্থবছর ২১-এ টাকার বহিঃপ্রতিযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা অপারেশনস্ ও ব্যবস্থাপনা বেশ সফল ছিল। অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মাত্র ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয়ের বিপরীতে ৭৯৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১১.২০ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ একটি দেশের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হয় এবং বহিঃখাতের সাময়িক ভারসাম্যহীনতা দূর করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ বলতে প্রধান প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা (জি-৭), সংরক্ষিত স্বর্ণ এবং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্ (এসডিআর)- এর সমষ্টিকে বোঝায়। অর্থবছর ২১-এর শুরুর দিকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ছিল ৩৭.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জুন ২০২১ শেষে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়।

১১.২১ আইএমএফ হতে মূল দায়ের মোট দায় দাঁড়িয়েছে ১৪০৮.০০ মিলিয়ন এসডিআর, যেখানে অর্থবছর ২১ শেষে এর পরিমাণ ছিল ৬৯৩.৪৩ মিলিয়ন।

১১.২২ বিনিময় এবং একইসাথে সুদের হারের তারতম্যের কারণে বৈশ্বিক মুদ্রাবাজার সবসময় অনিশ্চিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। তাই, ঝুঁকি এড়াতে বৈদেশিক সম্পদ পোর্টফোলিওর ভিন্নতা প্রয়োজন। এ কারণে, বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃসম্পদের পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণ করত বন্ড (সার্বভৌম, সুপরান্যাশনাল, সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত), ইউএস গভর্নমেন্ট

চার্ট ১১.০৫ অর্থবছর ২১-এর প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের দেশভিত্তিক অংশ

(শতকরা)

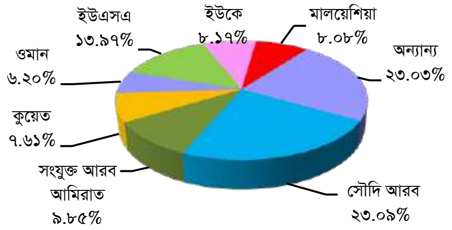

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১১.০৩ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত

(ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)

বছর	রপ্তানি মূল্যসূচক	আমদানি মূল্যসূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত
অর্থবছর ০৯	১২৫.১৩	১৪০.৩৫	৮৯.১৬
অর্থবছর ১০	১৩২.৬৪	১৪৮.৩২	৮৯.৪৩
অর্থবছর ১১	১৪৬.৪১	১৬৬.৫১	৮৭.৯৩
অর্থবছর ১২	১৫১.৭১	১৭৬.৪৪	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৩	১৬৩.০৪	১৮৯.৬২	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৪	১৭২.০৯	২০০.৩৭	৮৫.৮৯
অর্থবছর ১৫	১৮২.৪০	২১২.৩৭	৮৫.৮৯
অর্থবছর ১৬	১৯৫.৯৫	২২৪.৯৪	৮৭.১১
অর্থবছর ১৭	২০৬.৬১	২৩৭.১৮	৮৭.১১
অর্থবছর ১৮	২১৪.৩১	২৪৬.০৩	৮৭.১১
অর্থবছর ১৯	২২৫.৯৫	২৫৯.৩৮	৮৭.১১
অর্থবছর ২০	২৩২.৯৮	২৬৯.৭৩	৮৬.৩৮
অর্থবছর ২১	২৪০.৫০	২৮৩.৩৮	৮৪.৮৭

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ১১.০৪ বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ#

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০*	অর্থবছর ২১**
১। প্রাপ্তি	৬৫৪২.৫৭	৭৩৮১.৭১	৭২১২.১৩
ক) খাদ্য সাহায্য	২২.৬১	১০.৭১	০.০০
খ) প্রকল্প সাহায্য	৬৫১৯.৯৬	৭৩৭১.০০	৭২১২.১৩
২। পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি)	১৫৯৩.৭৮	১৭৩৩.৯৮	১৯১৪.৮১
ক) আসল	১২০২.৩১	১২৫৬.৫৪	১৪১৮.৬৩
খ) সুদ	৩৯১.৪৭	৪৭৭.৪৪	৪৯৬.১৮
৩। জুন শেষে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	৩৭৮৩৫.৯৪	৪৪০৯৫.১২	৪৯৪৫৭.৬৬
৪। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১০.৭৭	১১.৭৯	১২.০৪
৫। রপ্তানির শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ (মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি) পরিশোধ	৪.০২	৫.২৮	৫.০৫

* সংশোধিত, ** সাময়িক।

ঋণ পরিশোধের হিসাবে ঋণ রাইটঅফের পরিমাণ, আইএমএফ ক্রেডিট এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, প্রতিরক্ষা ও বেসরকারি খাতসমূহের কিছু বিশেষ ঋণ অন্তর্ভুক্ত হয় না)।

নোট : অন্যান্য সমন্বয় যেমন মুদ্রার তারতম্য, লোন রাইটঅফের কারণে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ পরিশোধের পার্থক্য ঋণের স্থিতির সমান নয়।

উৎস : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

ট্রেজারি বিল ও নোট এবং আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি ডিপোজিটে বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বিনিয়োগ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিউইয়র্ক ফেড-এর রেপো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণেও সক্রিয় রয়েছে, যা খুব কম ঝুঁকিতে সংগত মুনাফা প্রদান করে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড (ইডিএফ) এবং গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) গঠনের মাধ্যমে রপ্তানি খাতের প্রসারের লক্ষ্যে দেশীয় রপ্তানিকারকদের সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা (এলটিএফএফ) নামে একটি পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করে থাকে।

মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১১.২৩ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত কাঠামো যেমন- আর্থিক নীতি কাঠামো, বিনিময় হার নীতি ও ব্যবস্থা, বৈদেশিক ঋণের অবস্থা এবং ভূ-রাজনৈতিক চিত্রের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ (আরএমজি) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণতঃ বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য পক্ষের সাথে লেনদেনে ঝুঁকি সর্বনিম্ন রাখার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক-ভাবে পরিচিত এজেন্সি কর্তৃক (স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর, মুডিস্ এবং ফিচ) নির্ধারিত ভাল ঋণমানের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক-ভাবে সুপরিচিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে

সারণি ১১.০৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ

(মাস শেষে, মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

মাস	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭
জুলাই	৩০২২৫.৮৯	৩৩১৮২.৩০	৩২১০৫.৪৫	৩২০৯৩.২৫	৩৭২৮৮.৪৩	১৫৫৩৪	২১৩৮৪	২৫৪৬৯	৩০০৩৯
আগস্ট	৩১৩৫১.৯৮	৩৩৭৮৬.২৮	৩২৯২৬.৫১	৩২৭৭৫.৭৭	৩৯০৪০.১৪	১৬২৫২	২২০৭০	২৬১৭৫	৩১১৬৫
সেপ্টেম্বর	৩১৫৭৩.২৪	৩৩০০৫.৬২	৩১৯৫৭.৭৪	৩১৮৩১.৯২	৩৯৩১৩.৯৮	১৬১৫৫	২১৮৩৭	২৬৩৭৯	৩১৩৮৬
অক্টোবর	৩২০৭৯.০১	৩৩৬৪০.৯৫	৩২০৭৭.৯৬	৩২৪৩৭.৭৪	৪১০০৫.৭৯	১৭৩৪৬	২২৩১৩	২৭০৫৮	৩১৮৯৫
নভেম্বর	৩১৫৫১.৯৫	৩২৮১৩.৭৯	৩১০৫৬.০৪	৩১৭২৮.৯৯	৪১২৬৯.২২	১৭১০৬	২১৫৯০	২৬৪০৮	৩১৩৭১
ডিসেম্বর	৩২২৭১.৩২	৩৩৪১৬.৯৭	৩২০১৬.২৫	৩২৬৮৯.১৮	৪৩১৬৬.৫২	১৮০৯৫	২২৩১০	২৭৪৯৩	৩২০৯২
জানুয়ারি	৩১৯০৫.৫৬	৩২৮৮৯.৮১	৩১২৭৯.৬৯	৩২৩৮১.২০	৪২৮৬২.৫২	১৮১১৯	২২০৪২	২৭১৩৯	৩১৭২৪
ফেব্রুয়ারি	৩২৭৩৭.৮১	৩৩৫৬৩.৩৮	৩২২৩৫.৬৮	৩২৯৮৬.৫১	৪৪০১৬.৫৪	১৯১৫১	২৩০৩২	২৮০৫৯	৩২৫৫৭
মার্চ	৩২৩৯৭.৫৮	৩২৫৯৮.৫৮	৩১৭৫৩.২৯	৩২৫৭০.১৬	৪৩৪৪০.৭৯	১৯২৯৫	২৩০৫৩	২৮২৬৬	৩২২১৫
এপ্রিল	৩২৭০২.৩৮	৩৩০৯৪.২৭	৩২১২২.৮৭	৩৩১১১.০৬	৪৪৯৫০.৪২	২০৩৭০	২৪০৭২	২৯১০৬	৩২৫১৯
মে	৩২৪৩০.৬৮	৩২৩৪৮.১০	৩১৩৪৪.৭৯	৩৩৪০৯.৮৯	৪৪৯৬০.৫২	২০২৬৮	২৩৭০৮	২৮৮০৩	৩২২৪৬
জুন	৩৩৬৭৯.৩৮	৩২৯৪৩.৪৬	৩২৭১৬.৫১	৩৬০৩৭.০৩	৪৬৩৯১.৪৪	২১৫০৮	২৫০২৬	৩০১৬৮	৩৩৪৯৩

উৎস : একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১১.০৬ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের লেনদেন

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

লেনদেনের শিরোনাম	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	শতকরা পরিবর্তন
প্রাপ্তি	১৯৩.৫৪ (১৬৩৫.৩৭)	১৯৪.১২ (১৬৪৮.০৮)	২৪৬.১৮ (২০৮৮.৪২)	২৬.৮২%
পরিশোধ	৭,০৪২.৯০ (৫৯৫১২.৫২)	৫,৬৮০.৯০ (৪৮২৩০.৮৩)	৮৬৫১.৩৫ (৭৩৩৯২.৪৯)	৫২.২৯%
নিট উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	-৬,৮৪৯.৩৬ (-৫৭,৮৭৭.১৫)	-৫,৪৮৬.৭৮ (-৪৬,৫৮২.৭৫)	-৮৪০৫.১৭ (-৭১৩০৪.০৭)	৫৩.১৮%

নোট :১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকা নির্দেশ করে
২) সর্বশেষ ৩০.০৬.২০২১-এ ভারিত গড় বিনিময় হার, ১ এসিইউ ডলার = ১ মার্কিন ডলার; ১ মার্কিন ডলার = ৮৪.৮৩৩৬ টাকা।

উৎস : ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিনিয়োগ করে। সরকার ও অন্যান্যদের বাধ্যতামূলক পরিশোধ মেটাতে পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণের পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার মজুদকে দু'টি শ্রেণি যথা- তারল্য শ্রেণি এবং বিনিয়োগ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। বৈদেশিক বিনিময় হার ঝুঁকি সর্বনিম্ন এবং মজুদ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিন্যাসকে প্রধান প্রধান মুদ্রায় বহুমুখীকরণ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বিনিময় হার নীতির উন্নয়নের সাথে তাল মিলাতে সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

১১.২৪ রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ মোতাবেক সুদ হার ও বিনিময় হার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ সময় সীমা এবং মুদ্রা লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করা হয়, যেখানে কার্যক্রমগত ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে মজুদ

ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম তিনটি স্বতন্ত্র রিপোর্টিং ইউনিট যথা- ফ্রন্ট অফিস, মিডল অফিস এবং ব্যাক অফিসের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। যা হোক, নির্ধারিত তারল্য সীমাবদ্ধতা এবং বাজার ও ঋণ ঝুঁকি সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক পোর্টফোলিও বিনিয়োগকে বিভিন্ন খাত যেমন- স্বর্ণ, টি-বিল, রেপো, স্বল্প মেয়াদি ডিপোজিট, উচ্চ রেটিং সম্পন্ন সভরেন, সুপরা-ন্যাশনাল এবং কর্পোরেট বন্ডে বহুমুখীকরণ করে। বিদেশের খ্যাতনামা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে তহবিল জমা ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা বিচক্ষণ ও সতর্কতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আসছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU)-এর আওতায় লেনদেন

১১.২৫ অর্থবছর ২১-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের লেনদেনের নিট পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে, রপ্তানি আয় পূর্বের ১৯৪.১২ মিলিয়ন ACU ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ২৪৬.১৮ মিলিয়ন ACU ডলারে দাঁড়ায় এবং আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৩৪.৭২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৮০.৯০ মিলিয়ন ACU ডলার থেকে ৮৬৫১.৩৫ মিলিয়ন ACU ডলারে দাঁড়ায়। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ নিট দেনাদার ছিল। ACU-এর আওতায় বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের লেনদেন সারণি ১১.০৬ এ দেখানো হলো।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)-এর সাথে লেনদেন

১১.২৬ এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (ECF)-এর আওতায় সম্পূর্ণ ৬৩৯.৯৬ মিলিয়ন এসডিআর গ্রহণের পর, আইএমএফ-এর নির্বাহী বোর্ড র‍্যাপিড ফাইন্যান্সিং ইন্সট্রুমেন্ট (RFI)-এর অধীনে ৩৫৫.৫৩ মিলিয়ন

সারণি ১১.০৭ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন এসডিআর)

সুবিধাদি	জুন ২০২১ পর্যন্ত উত্তোলন/ক্রয়	জুন ২০২০ শেষে দায়ের স্থিতি	অর্থবছর ২১-এ পরিশোধ	জুন ২০২১ শেষে দায়ের স্থিতি
ইসিএফ	৬৩৯.৯৬	৪৬৬.২৫৬৩	১০৯.৭০৭৫	৩৫৬.৫৪৮৮
আরএফআই	৩৫৫.৫৩	--	--	৩৫৫.৫৩
আরসিএফ	১৭৭.৭৭	--	--	১৭৭.৭৭
মোট	১১৭৩.২৬	৪৬৬.২৫৬৩	১০৯.৭০৭৫	৮৮৯.৮৪৮৮

উৎস : ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসডিআর অনুমোদন করে এবং ২৯ মে ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের জন্য র‍্যাপিড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (RCF)-এর অধীনে ১৭৭.৭৭ মিলিয়ন এসডিআর বিতরণ করে। অর্থবছর ২১-এ, ECF-এর মোট পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯.৭০৭৫ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থবছর ২১ শেষে আইএমএফ-এর ECF-এ দায় স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৬.৫৪৮৮ মিলিয়ন এসডিআর (সারণি ১১.০৭)। অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ আইএমএফ-কে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩.২৪৫৬ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে। জুন ২০২১ শেষে আইএমএফ-এর নিকট মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ৮৮৯.৮৪৮৮ মিলিয়ন এসডিআর-এ দাঁড়ায়। কোটা সংক্রান্ত ১৪তম জেনারেল রিভিউ অনুসারে আইএমএফ-এ বাংলাদেশের জন্য কোটা দাঁড়ায় ১০৬৬.৬ মিলিয়ন এসডিআর যা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়ে অর্থবছর ২১ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালার প্রধান পরিবর্তনসমূহ

১১.২৭ অর্থবছর ২১-এ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করার লক্ষ্যে এবং চলমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উক্ত সময়কালে বৈদেশিক মুদ্রা বিধিবিধানের ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ:

- **অর্থবছর ২১-এর জন্য রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা :** দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরকার অর্থবছর ২১-এর জন্যও জাহাজীকৃত বিভিন্ন পণ্যের অনুকূলে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখে।
- **বিদেশ ভ্রমণে আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার :** বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক কার্ডধারী ভিসাপ্রাপ্তগণ বিদেশ ভ্রমণে অনলাইনে কার্ডের মাধ্যমে বিমান টিকেট কিনতে পারবেন।
- **অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর ডমিস্টিক প্রসেসিং এরিয়ার অন্তর্গত শিল্প প্রতিষ্ঠানের রয়্যালটি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি প্রত্যাবাসন :** অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর ডমিস্টিক প্রসেসিং এরিয়ার অন্তর্গত শিল্প উদ্যোক্তাদের পক্ষে অনুমোদিত ডিলারগণ রয়্যালটি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি প্রত্যাবাসনের জন্য টাকা অ্যাকাউন্ট হতে নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে বহির্মুখী রেমিট্যান্সে কার্যকর করতে পারবেন।
- **সাপ্লাইয়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিট-এর অধীনে অনুমোদিত আমদানির বিপরীতে ত্রৈমাসিক পরিশোধে ছাড় প্রদান:** সাপ্লাইয়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিট-এর অধীনে অনুমোদিত আমদানির বিপরীতে ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধে ছাড় প্রদান সংক্রান্ত পূর্বের নির্দেশনা অন্যান্য অনুমোদিত বিলম্বিত পরিশোধের জন্যও যথারীতি প্রযোজ্য হবে।
- **সোনার গহনা আমদানি :** স্বর্ণনীতি ২০১৮-এর অধীনে অনুমোদিত স্বর্ণের ডিলারগণ (এজিডিএস) সোনার গহনা আমদানি করবেন।
- **প্রেরণযোগ্য উদ্বৃত্ত হিসাবায়নের জন্য বিদেশি শিপিং লাইন/তাদের এজেন্ট কর্তৃক বিলম্বশুল্ক, আটকাবস্থা, পরিচালনা অথবা সমমানের চার্জ সংগ্রহ :** অর্থবছর ১৮ এর পূর্বে সংগৃহীত শিরোনামে উল্লিখিত চার্জসমূহ প্রযোজ্য করাদি কর্তন সাপেক্ষে উদ্বৃত্ত আয় গণনায় বিবেচিত হবে।
- **বাণিজ্য লেনদেনে বাড়তি সুবিধার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের নিয়মনীতি শিথিলকরণ :** কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের জন্য প্রাথমিকভাবে বর্ধিত সময়কাল প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সকল খাতের জন্য সমানভাবে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল। তবে নিম্নলিখিত খাতে নীতি সহায়তাসমূহ যথা- শিল্পপণ্য আমদানিকারক করোনা-১৯ ভাইরাস সংশ্লিষ্ট জীবন রক্ষাকারী ঔষধ আমদানির জন্য ৫,০০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আগাম পরিশোধ, কাঁচামাল আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহার সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে ৩৬০ দিন, কৃষি উপকরণ ও সার আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহার সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে ৩৬০ দিন ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে।
- **চলতি হিসাবে লেনদেনের বিপরীতে রেমিট্যান্স :** বহির্মুখী রেমিট্যান্সের পরিধি আরও বৃদ্ধি করার জন্য বৈধ অন্যান্য চলতি হিসাবে পরিশোধযোগ্য ফি যেমন অডিট ফি, প্রত্যয়ন ফি, কমিশন ফি, পরীক্ষাকরণ ফি, মূল্যায়ন ফি ইত্যাদি GFET-2018 এর অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-২৭-এ অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সুবিধা ইকোনোমিক জোনের অধীনে ডমেস্টিক প্রসেসিং এরিয়ায় চলমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
- **সফ্‌টওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ/সহায়তা ফি'র জন্য বহির্মুখী রেমিট্যান্স :** লেনদেনের সুবিধার্থে সফ্‌টওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ/সহায়তা ফি বাবদ রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য অনুমোদিত ডিলারদের সাধারণ অনুমোদন প্রদান করা হয়। সেই মোতাবেক, প্রথমবারের জন্য উপর্যুক্ত ফি পরিশোধের জন্যও কতিপয় নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে অনুমোদিত ডিলারদের বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে না।

- **বিলম্বিত ও ব্যবহারের ভিত্তিতে ইন্ট্রাওকুলার লেন্সসহ চক্ষু চিকিৎসা সরঞ্জামের আমদানি :** ইন্ট্রাওকুলার লেন্সসহ চক্ষু চিকিৎসা সরঞ্জামের আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে বিলম্বিত/ব্যবহার ভিত্তিতে আমদানি সময়কাল বিদ্যমান ৯০ দিন থেকে ১৮০ দিনে বর্ধিত করা হয়।
- **ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিক্রয় আদেশের মাধ্যমে বিজনেস টু কনজ্যুমার পণ্য রপ্তানি :** বিজনেস টু কনজ্যুমার পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য অনুমোদিত ডিলার শাখাগুলো এখন থেকে কতিপয় নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে ই-কমার্স ওয়েবসাইটের প্রত্যেক বিক্রয়ের বিলি/ শিপমেন্টের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ৫০০ মার্কিন ডলার বা সমমানের অর্থ ক্যাশ অন ডেলিভারি/পেমেন্টের অনুমোদন দিতে পারবে এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।
- **বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের দ্বারা পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা (এফসি) হিসাবে পারিশ্রমিক স্থানান্তর:** রপ্তানিকারক নিয়োগদাতাগণ তাদের ERQ হিসাব এবং টাকা হিসাব হতে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের এফসি হিসাবে নিট পারিশ্রমিকের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানান্তর করতে পারবেন।
- **বায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে আমদানির বিপরীতে অগ্রিম পরিশোধ:** অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য পরিমাণ নির্বিশেষে বিদেশি ব্যাংক হতে প্রাপ্ত পরিশোধ গ্যারান্টি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলী পরিপালনের শর্তে, অনুমোদিত আমদানির বিপরীতে অগ্রিম অর্থ প্রদান বহিঃঅর্থদাতা এবং/অথবা তফসিলি ব্যাংকগুলোর অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম দ্বারা সরাসরি সম্পাদন করা যেতে পারে।
- **পাসপোর্টে বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদন:** ভ্রমণের উপযুক্ত এনটাইটেলমেন্ট-এর আওতায় ক্যাশ অথবা নন-ক্যাশ যেমন- আন্তর্জাতিক কার্ড রূপে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের জন্য পাসপোর্টে অনুমোদন করা যাবে। বিদেশি পাসপোর্টধারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের এনটাইটেলমেন্ট/উৎস নির্বিশেষে নগদে বৈদেশিক মুদ্রা অবমুক্তির জন্য অনুমোদনটি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
- **আইটিইএস (Information Technology Enabled Services) রপ্তানিকারকদের জন্য MFSPs-এর মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের অনুমতি প্রদান:** স্বল্পমূল্যের আইটিইএস পণ্য রপ্তানি সহজতর করার জন্য বিভিন্ন দেশে কার্যরত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত OPGSPs/ডিজিটাল ওয়ালেটস্ এবং/অথবা এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে আগত আয় বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈধ লাইসেন্সধারী মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার-এর মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- **অন্তঃগামী পর্যটক/যাত্রীদের ডিজিটাল ওয়ালেট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়:** অন্তঃগামী পর্যটক/যাত্রীদের ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে আনয়নকৃত অর্থ বাংলাদেশে সফরকালে লেনদেনের সুবিধার্থে অনুমোদিত ডিলার শাখাগুলো কতিপয় শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে নগদায়ন করতে পারবে। এ প্রেক্ষিতে, অনুমোদিত ডিলার শাখাগুলো আগত যাত্রীর ওয়ালেট হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে সমমূল্যের নগদ টাকা এবং/অথবা এককালীন প্রিপেইড কার্ড টাকায় ইস্যু করতে পারবে।
- **ডিটিএইচ প্রযুক্তির মাধ্যমে স্যাটেলাইট চ্যানেলের স্থানীয় বিতরণের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের জন্য বহির্মুখী রেমিট্যান্স:** নতুন উদ্ভাবিত ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) প্রযুক্তির মাধ্যমে স্যাটেলাইট চ্যানেল গ্রহণের অর্থ পরিশোধের সুবিধার্থে বিদেশে উক্ত সাবস্ক্রিপশন ফি প্রেরণের জন্য তাদের গ্রাহকদের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহের আবেদন বিবেচনা করবে।

- **জলযান পরিচালনার জন্য এজেন্সি কমিশন:** পণ্য পরিবহনের ধরনের সাথে সঙ্গতি রেখে যৌক্তিকতা আনয়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম এজেন্সি কমিশন নিম্নরূপে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে: (ক) সিএফআর বা অনুরূপ শর্তে মোট রপ্তানি পরিবহন চার্জের ২.৫০ শতাংশ, (খ) এফওবি বা অনুরূপ শর্তে মোট রপ্তানি পরিবহন চার্জের ৫.০০ শতাংশ, (গ) সিএফআর বা অনুরূপ শর্তে মোট আমদানি পরিবহন চার্জের ৫.০০ শতাংশ, (ঘ) এফওবি বা অনুরূপ শর্তে মোট আমদানি পরিবহন চার্জের ২.৫০ শতাংশ।
- **রিয়ালাইজেশন অনুবিধিসহ লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) ইস্যুকরণ প্রসঙ্গে:** এফই সার্কুলার লেটার নং ২২/২০২০ এর নির্দেশাবলী মেনে চলা সাপেক্ষে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ রপ্তানিকারকদের পক্ষে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য রিয়ালাইজেশন অনুবিধিসহ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি অথবা ইউজেন্স এলসি ইস্যু করতে পারবে।
- **বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণযোগ্য অভ্যন্তরীণ লেনদেনের বিপরীতে অর্থ পরিশোধের নিষ্পত্তিকরণ:** চলমান কোভিড পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ গ্রহণযোগ্য অভ্যন্তরীণ লেনদেনের বিপরীতে তাদের নস্ট্রো হিসাবের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ চালিয়ে যেতে পারবে।
- **বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টিং-এর সাথে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তাদের বদলি:** বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টিং-এর সাথে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তাদের বদলিযোগ্য সময় ৩ (তিন) বছর হতে বৃদ্ধি করে ৫ (পাঁচ) বছর করা হয়েছে।
- **বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে রয়্যালটি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণের ফি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি বাবদ পরিশোধ:** রয়্যালটি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণের জন্য বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ফি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো GFET-2018-এর নির্দেশাবলী ও BIDA-এর সর্বশেষ নির্দেশিকাসমূহ প্রতিপালন করবে।
- **অনুমোদনযোগ্য রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য অর্থ পরিশোধের বিকল্প চ্যানেল হিসেবে আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স কার্ডের ব্যবহার:** লেনদেন সহজতর করার জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ জিএফইটি এবং তদ্‌পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুসরণপূর্বক অর্থ পরিশোধের প্রথাগত ব্যাংকিং চ্যানেলের বিকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক কার্ড চ্যানেল ব্যবহার করে বহির্মুখী রেমিট্যান্স কার্যকর করতে পারবে।
- **বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্পমেয়াদি অনুমোদনযোগ্য বাণিজ্য অর্থায়ন সুবিধার নির্দেশনামূলক খরচ:** জাহাজীকরণ পরবর্তী পর্যায়ে বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্পমেয়াদি রপ্তানি অর্থায়নে নমনীয়তা আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে: ক) রপ্তানি বিলের ছাড় প্রদান/আগাম অর্থ প্রদানের জন্য লাইবর ছাড়াও অর্থায়নের মুদ্রায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ঘোষিত বিকল্প রেফারেন্স/বেঞ্চমার্ক সুদ হারের সাথে বার্ষিক ৩.৫০ শতাংশ নির্ধারিত মার্কআপ প্রযোজ্য হবে; খ) অর্থায়নের জন্য ঋণের সময়কালের উপর নির্ভর করে ১ মাস, ৩ মাস ইত্যাদি মেয়াদ নমনীয় হবে; গ) মেয়াদভিত্তিক সুদ হারের অনুপস্থিতিতে পেমেন্ট গ্যারান্টিসহ ছাড় প্রদান/আগাম অর্থ প্রদানের আকারে ইউজেন্স/ক্রেডিট রপ্তানি বিলের অর্থায়নের জন্য কার্যকর সুদ অগ্রিম চক্রবৃদ্ধি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। শরিয়াহ্‌ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রথাগত হারের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত রেফারেন্স/বেঞ্চমার্ক হারের সাথে নির্ধারিত মার্কআপ যুক্ত হবে।

অধিকন্তু, বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালার উপরোক্ত প্রধান নীতিমালার ঘোষণাসমূহ/ নির্দেশিকা/ বহিঃখাত উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সার্কুলার পরিবর্তনসমূহের অন্যান্য লক্ষণীয় দিকগুলো পরিশিষ্ট ১-এর অনুচ্ছেদ গ-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ তত্ত্বাবধান

১১.২৮ অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশের জাতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং সকল প্রকার এএমএল/সিএফটি কার্যক্রমের সমন্বয়কারী হিসেবে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও বিস্তার প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় পদক্ষেপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য পরিপালনীয় বিধিবিধান

১১.২৯ বিএফআইইউ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের সূত্র নং-বিএফআইইউ(পলিসি-২)-৫/২০২১-৩৯৪ এর মাধ্যমে ব্যবসাভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে শেল ব্যাংকের সাথে কোনো ধরনের লেনদেন বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন না করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে।

সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (এসটিআর) গ্রহণ ও কার্যকরকরণ প্রতিবেদন প্রেরণ

১১.৩০ অর্থবছর ২১-এ, রিপোর্টিং সংস্থাসমূহ বিএফআইইউ-তে ৫১১০টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন ও কার্যক্রম প্রতিবেদন (এসটিআর ও এসএআর) দাখিল করে। প্রাপ্ত এসটিআর ও এসএআর পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ কর্তৃক ৪২টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় উদ্যোগ

১১.৩১ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় আরো সহজতর করা এবং এ বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে বিএফআইইউ গত ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

- বিএফআইইউ অর্থবছর ২১-এ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। জুন ২০২১ পর্যন্ত উল্লিখিত দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিএফআইইউ এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৮টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন করেছে।

- বিএফআইইউ অর্থবছর ২১-এ বিভিন্ন দেশের এফআইইউ হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য ২২টি অনুরোধ পায় এবং সবগুলো অনুরোধের তথ্যাদি প্রদান করে। এর পাশাপাশি বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে মোট ১৯১টি অনুরোধ প্রেরণ করে এবং প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন

- ইউনাইটেড নেশনস্ ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড-এর সহায়তায় বিএফআইইউ মার্চ ২০২১-এ বাংলাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য "Enabling AML/CFT Compliance in Expanding Agent Banking for MSMEs and Low Income Segments" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করে।

- করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং রিলেশনশিপে এএমএল/সিএফটি পরিপালন আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে বিএফআইইউ ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সার্ভিস প্রোভাইডিং ব্যাংক/প্রতিনিধি অফিসের সাথে একটি ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করে।

- মানিলন্ডারিং অপরাধের তদন্ত বিষয়ে বিএফআইইউ গত ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ তদন্তকারী সংস্থাসমূহের সাথে একটি সমন্বয় সভা আয়োজন করে। উক্ত সভায় দুর্নীতি দমন কমিশন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

  এছাড়া, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আর্থিক অপরাধ তদন্তের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ৩০টি প্রশিক্ষণে বিএফআইইউ'র প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ

১১.৩২ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এফএটিএফ স্টাইল রিজিওনাল বডি, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৮-২০২০ মেয়াদে সংস্থাটির কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করে এবং বিএফআইইউ-এর প্রধান কর্মকর্তা কো-চেয়ার হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এপিজি'র পাশাপাশি বিএফআইইউ এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ ও বিমস্টেক, ইউএনওডিসি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউএসডিওজে, এডিবি ও অন্যান্য দাতা সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ অর্থবছর ২১-এ এসব সংস্থা ও বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

১২.১ কোভিড-১৯ মহামারির প্রারম্ভে 'সামাজিক দূরত্ব' নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার (অপরিহার্য এবং জরুরী পরিষেবা সম্পর্কিত কিছু কার্যক্রম ব্যতীত) চলাচলে বিভিন্ন বিধি-নিষেধসহ দেশব্যাপী শাটডাউন জারি করে। কোভিড নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী এ শাটডাউন কেবল কোভিডের বিস্তার রোধ করতে সাহায্য করলেও সরবরাহ ব্যবস্থায় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতিতে, পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্, বিশেষ করে ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলো অর্থনীতিকে সচল ও অভিঘাত সহনশীলতায় সক্ষম রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২.২ প্রকৃতপক্ষে, একটি কার্যকরী ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম যে কোনো দেশের অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য। এটি ব্যক্তি ও কর্পোরেট পর্যায়ে আর্থিক কার্যক্রমে সহায়তা করে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে অর্থ প্রদান ও লেনদেন-নিষ্পত্তি সুবিধা প্রদানের দ্বারা আর্থিক মধ্যস্থতা বৃদ্ধি করে। লেনদেন ব্যবস্থায় যে কোনো ব্যর্থতা বা ব্যাঘাত আর্থিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং অর্থনীতিতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকর প্রবিধি প্রণয়ন ও মহামারির মাঝেও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের লেনদেন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সম্পাদনার লক্ষ্যে সজাগ রয়েছে।

১২.৩ উপর্যুক্ত পটভূমিতে, অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশের পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমের কার্যক্রম নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ের মধ্যে পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও অধ্যায়টিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্

১২.৪ অর্থবছর ২১-এ, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম (মোবাইল আর্থিক পরিষেবা ও আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম) উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সংখ্যা ও মূল্যের ক্ষেত্রে, অর্থবছর ২১-এ ডিজিটাল লেনদেন, অর্থবছর ২০-এর তুলনায় যথাক্রমে ৩১ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিশিষ্ট-৩, সারণি ২৩)। সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধি মূলত কাগজহীন লেনদেন যেমন : ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) এবং রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস)-এর বৃদ্ধির ফলে ঘটেছে। মূল্যমানের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রধানত আইবিএফটি, ই-কমার্স ও বিইএফটিএন লেনদেন বৃদ্ধির ফলে ঘটেছে। কাগজভিত্তিক লেনদেন (যেমন, বিএসিপিএস তথা চেকভিত্তিক লেনদেন)-এর তুলনায় কাগজবিহীন ডিজিটাল লেনদেন অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে (পরিশিষ্ট-৩, সারণি ২৩)। একটি অনুকূল ডিজিটাল লেনদেন প্রতিবেশ সম্প্রসারণের পাশাপাশি সারাদেশে বছরব্যাপী নানা মাত্রায় কোভিড-১৯ মহামারিজনিত চলাচল-বিধিনিষেধের ফলে, দেশে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের প্রায় সব পদ্ধতি, বিশেষত কাগজবিহীন পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২.৫ এ সময়ে, ডিজিটাল লেনদেনের (আন্তঃব্যাংক ডিজিটাল লেনদেন এবং মোবাইল পেমেন্ট) আওতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) ও মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর সাপেক্ষে খুচরা লেনদেন (যেমন: নিয়মিত মূল্য চেক, এটিএম, পিওএস, ই-কমার্স, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এবং ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তর), উচ্চমূল্য লেনদেন (যেমন : উচ্চমূল্য চেক ও রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট) এবং মোবাইল পেমেন্ট/ই-মানি লেনদেনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২১-এ ডিজিটাল লেনদেনের

মূল্যমান সংকীর্ণ মুদ্রার তুলনায় ১৬.৪ গুণ বেশি ছিল, যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ১৪.৯ গুণ। একই সময়ে, ডিজিটাল লেনদেনের মূল্যমান ছিল জিডিপির ১.৬ গুণ যা পূর্বের অর্থবছরে ছিল ১.৩ গুণ। অর্থের এ উচ্চ আবর্তন গতি লেনদেন ব্যবস্থার দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির পরিচায়ক, যা মুদ্রানীতির কার্যকর ও দক্ষ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করছে (সারণি ১২.১)।

১২.৬ উল্লেখ্য, দেশে অন্তঃব্যাংক ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ আন্তঃব্যাংক লেনদেনের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বড়। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইন্টারনেট এবং অ্যাপসভিত্তিক লেনদেন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস

১২.৭ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস (বিএসিএইচ) এবং বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস (বিএসিপিএস) ও বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) নামে দু'টি পেমেন্ট উইং-এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সেবা প্রদান করে। উভয় সিস্টেমই ব্যাচ প্রসেসিং এবং ডেফার্ড নেট সেটেলমেন্ট (ডিএনএস) পদ্ধতিতে কাজ করে। কেন্দ্রীয় বিএসিএইচ সিস্টেম তার সদস্য ব্যাংকসমূহ থেকে ২৪/৭ ভিত্তিতে (ইন্সট্রুমেন্ট ও নির্দেশনা) গ্রহণ করে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে সেগুলোর প্রক্রিয়া এবং নিষ্পত্তি সম্পন্ন করে। প্রত্যেক নিকাশ কার্যক্রম সম্পাদনের পর, বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত প্রতিটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাবে তা একক-বহুপাক্ষিক (single multilateral) নিট অংকে নিষ্পত্তি করা হয়।

১২.৮ 'চেক ইমেজিং অ্যান্ড ট্রাঙ্কেশন' (সিআইটি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাগজভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্ট (যেমন : চেক, পে-অর্ডার, ডিভিডেন্ড ও রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদি) -এর নিকাশ ও নিষ্পত্তি সম্পন্ন করে বিএসিপিএস দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রথাগত নিকাশ-ঘরগুলোকে একটি একক নিকাশ-ঘরে নিয়ে এসেছে। অর্থবছর ২১-এ,

চার্ট ১২.০১ রেগুলার ভ্যালু চেকের লেনদেন

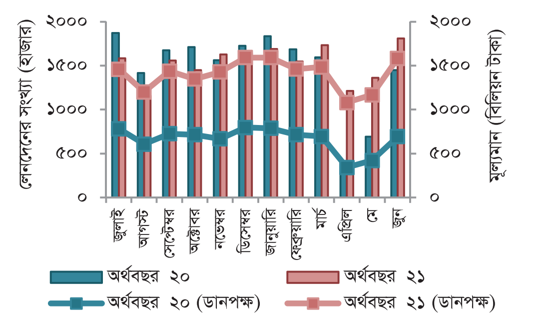

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.০২ হাই ভ্যালু চেকের লেনদেন

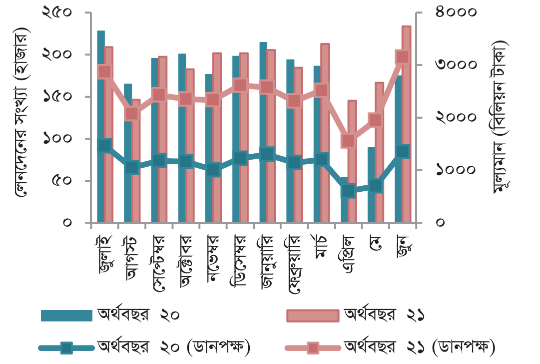

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২.০১ বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার গভীরতা

(মূল্যমান বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	মূল্যমান		এম১ (মূল্যমান/এম১)		জিডিপি (মূল্যমান/জিডিপি)	
	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
খুচরা লেনদেন	১২৪২২	১৫৭৯৫	২৮৪৫ (৪.৪)	৩৪৮১ (৪.৫)	২৭৩৯৩ (০.৫)	৩০১১১ (০.৫)
উচ্চমূল্য লেনদেন	২৫৬৫৭	৩৪৯৯২	২৮৪৫ (৯.০)	৩৪৮১ (১০.১)	২৭৩৯৩ (০.৯)	৩০১১১ (১.২)
এমএফএস/ই-মানি লেনদেন	৪২৪৬	৬২৩৬	২৮৪৫ (১.৫)	৩৪৮১ (১.৮)	২৭৩৯৩ (০.২)	৩০১১১ (০.২)
মোট ডিজিটাল লেনদেন	৪২৩২৫	৫৭০২৩	২৮৪৫ (১৪.৯)	৩৪৮১ (১৬.৪)	৩১৭০৫ (১.৩)	৩৫৩০২ (১.৬)

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিএসিপিএস-এর মাধ্যমে ৮,৮৮৭.৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১৮,৩৭৩ হাজার রেগুলার ভ্যালু ইন্সট্রুমেন্ট নিকাশ করা হয়েছে যা অর্থবছর ২০-এর তুলনায় যথাক্রমে ১১.৮ শতাংশ ও ৪.৩ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, একই সময়ে,

১৫,৩৪৮.০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ২,২৮৭ হাজার উচ্চমূল্যের ইন্সট্রুমেন্ট নিকাশ করা হয়, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৪.৬ শতাংশ এবং ৯.৮ শতাংশ বেশি। বিএসিপিএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত উভয় ধরনের ইন্সট্রুমেন্টের সংখ্যার তুলনায় এর মূল্যমান বৃদ্ধির উচ্চ হার মহামারিকালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতির সাথে বাজারের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে (চার্ট ১২.০১ এবং ১২.০২)।

১২.৯ কাগজবিহীন, সাশ্রয়ী, সুরক্ষিত ও দক্ষ লেনদেন মাধ্যম হিসেবে বিইএফটিএন ক্রেডিট ট্রান্সফার (যেমন: বেতন পরিশোধ, বিদেশি এবং দেশীয় রেমিটেন্স প্রেরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান, জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদ ও মূলধন প্রেরণ, কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদান, অবসর ভাতা প্রদান ইত্যাদি) এবং ডেবিট ট্রান্সফার (যেমন : ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ঋণ পরিশোধ, বীমা প্রিমিয়াম প্রদান, কর্পোরেট থেকে কর্পোরেট পেমেন্ট ইত্যাদি) নিষ্পত্তি করে। অর্থবছর ২১-এ, বিইএফটিএন-এর মাধ্যমে ৩,৭৭৪.৪ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১,৩৭,৬৫২ হাজার ক্রেডিট ট্রান্সফার নিষ্পত্তি করা হয় যা অর্থবছর ২০-এর তুলনায় যথাক্রমে ১৭২.৯ শতাংশ ও ৫৩.৫ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, একই সময়ে, ৬৩১.৫ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৪,০৬৬ হাজার ডেবিট ট্রান্সফার নিষ্পত্তি করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৭৫ শতাংশ ও ৮.৯ শতাংশ বেশি। এ সময়ে ক্রেডিট ট্রান্সফার সংখ্যায় ক্রম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা প্রধানত বিভিন্ন সরকারি প্রদান, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির বিধিনিষেধের মধ্যে অসহায় পরিবারের সহায়তা প্রদানের জন্য ঘটেছে। পক্ষান্তরে, ডেবিট ট্রান্সফারের মূল্যের উচ্চ-বৃদ্ধি প্রধানত কোভিড-সংশ্লিষ্ট চলাচলে-বিধিনিষেধের সময়ে ব্যক্তি ঋণের কিস্তি পরিশোধ বৃদ্ধির জন্য ঘটেছে (চার্ট ১২.০৩ এবং ১২.০৪)।

চার্ট ১২.০৩ বিইএফটিএন (ক্রেডিট) লেনদেন

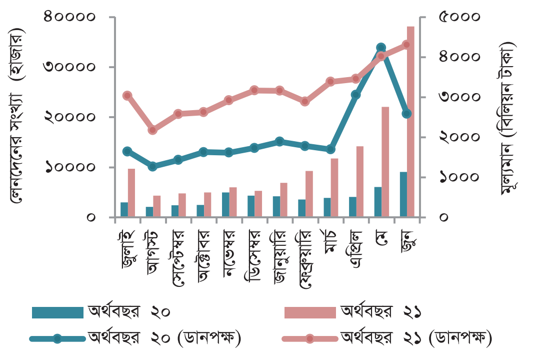

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.০৪ বিইএফটিএন (ডেবিট) লেনদেন

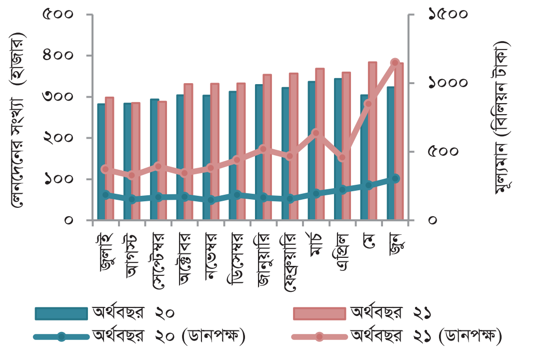

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.০৫ আরটিজিএস লেনদেন

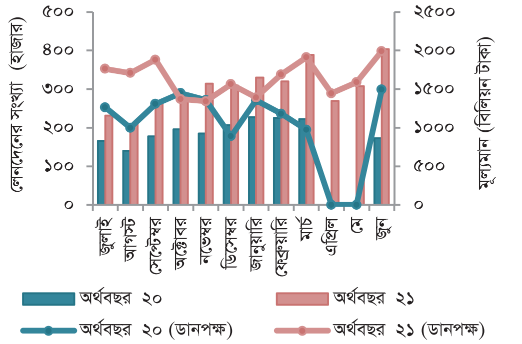

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম

১২.১০ উচ্চমূল্যের অর্থ প্রদানে তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি সুবিধা চালু করার মাধ্যমে আরটিজিএস অর্থ প্রবাহের গতি ও

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, দু'টোকেই ত্বরান্বিত করেছে। ২০২১ সালের জুন মাস অবধি, ৫৮টি তফসিলি ব্যাংকের ১০,৭৯৩টি অনলাইন শাখা উচ্চমূল্যের (১,০০,০০০ টাকা বা এর অধিক) লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য আরটিজিএস এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে, এ সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যাট অনলাইন পেমেন্ট, কাস্টমস্ ডিউটি ই-পেমেন্ট, স্বয়ংক্রিয় চালান পেমেন্ট ইত্যাদিসহ নানা ধরনের লেনদেন সহজে ও তৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায়ের আন্তঃব্যাংক লেনদেনের পাশাপাশি সিস্টেমটি অন্যান্য ডেফারড্ নেট সেটেলমেন্ট-ভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থা (যেমন : বিএসিপিএস, বিইএফটিএন, এনপিএসবি) এর ব্যাচও নিষ্পত্তি করতে সক্ষম।

১২.১১ অর্থবছর ২১-এ, আরটিজিএস এর মাধ্যমে ১৯,৬৪৪.৩ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৩,৬২১ হাজার লেনদেন নিষ্পত্তি হয়েছে যা অর্থবছর ২০-এর তুলনায় যথাক্রমে ৬০.২ শতাংশ এবং ৮৮.৭ শতাংশ বেশি। করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায়, এপ্রিল ও মে মাসে চলাচলের উপর কঠোর বিধিনিষেধের কারণে ঐ সময়ে আরটিজিএস লেনদেনের মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থার মাঝে এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে সামগ্রিকভাবে আরটিজিএস লেনদেনের সংখ্যা ও মূল্য দু'টোই বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট ১২.০৫) ।

ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ

১২.১২ বিভিন্ন বিকল্প ডেলিভারি চ্যানেল থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক লেনদেন (যেমন: অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অফ সেলস (পিওএস), ইন্টারনেট ইত্যাদি) সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) চালু করে। এনপিএসবি-এর মূল উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় স্যুইচ হিসেবে ধীরে ধীরে ব্যাংক বা অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানাধীন বা

চার্ট ১২.০৬ এটিএম লেনদেন

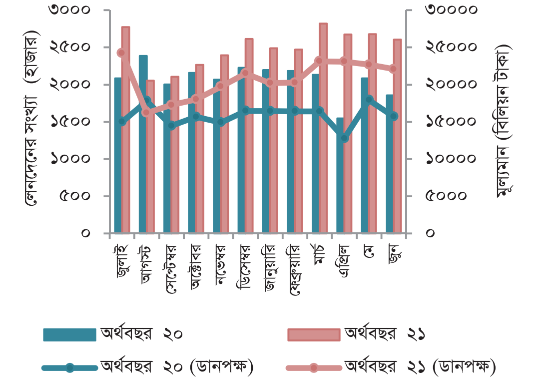

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.০৭ পিওএস লেনদেন

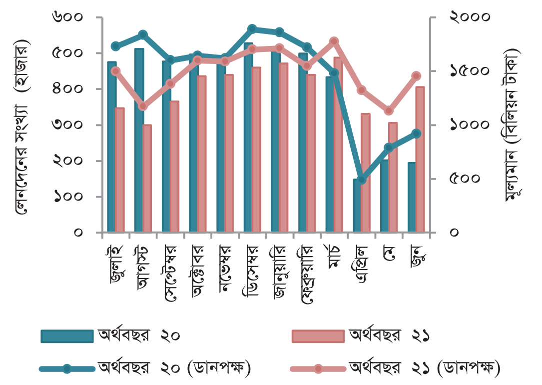

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শেয়ারকৃত সকল স্যুইচকে তার সাথে সংযুক্ত করা এবং বাংলাদেশের পেমেন্ট স্যুইচগুলোর জন্য একটি সর্বজনীন ইলেক্ট্রনিক স্যুইচিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

১২.১৩ সংখ্যার বিচারে, অর্থবছর ২১-এ এনপিএসবি-এর মাধ্যমে যথাক্রমে ২৯,৯৪৪ হাজার, ৪,৭৮৯ হাজার এবং ৩,৩৩৭ হাজার এটিএম, পিওএস এবং আইবিএফটি লেনদেন নিষ্পত্তি হয়েছে। এসময়ে, পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় এটিএম এবং আইবিএফটি লেনদেনের সংখ্যা যথাক্রমে ২০ শতাংশ এবং ২১৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং পিওএস লেনদেন ৪ শতাংশ হ্রাস পায়। একই সময়ে, মূল্যের বিচারে এটিএম, পিওএস ও আইবিএফটি

লেনদেন পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ৩১ শতাংশ, ২ শতাংশ ও ৩৩২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৪৮,৩৯৩.৭ মিলিয়ন, ১৭,৮৭৪.১ মিলিয়ন ও ৯৮,৬০০ মিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে (সারণি ১২.০৬, ১২.০৭ ও ১২.০৮)।

১২.১৪ কোভিড মহামারিকালে শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান সর্বত্র নিরুৎসাহিত করা হয় এবং সেবা প্রদানের সময় হ্রাস করা হয়। এর পরিবর্তে এটিএম বুথে লেনদেনের সীমা ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে, এটিএম লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এদিকে, মধ্যবিত্ত জনগণের ডিজিটাল জীবনধারার প্রতি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পাশাপাশি আলোচ্য সময়ে চলাচলে বিভিন্ন বিধিনিষেধের ফলে আন্তঃব্যাংক তহবিল স্থানান্তরে ব্যাপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তবে, দোকান ও বাজার বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকায় বা সীমিত ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কারণে এ সময়ে পিওএস লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং মূল্যের বিচারে স্বল্প বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

১২.১৫ উল্লেখ্য যে, দেশে এনপিএসবি-এর বাইরেও আরও কিছু বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক স্যুইচ রয়েছে, যেখানে এটিএম, পিওএস এবং ই-কমার্স লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। তবে সামগ্রিকভাবে এটিএম, পিওএস এবং ই-কমার্স লেনদেনও এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিশিষ্ট-৩, সারণি ২৩)।

মোবাইল আর্থিক সেবা

১২.১৬ ২০২৪ সালের মধ্যে ‘সবার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি’, বাংলাদেশ ব্যাংকের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃতপক্ষে, দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সংযোগে অগ্রগতি, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যায় অভাবনীয় বৃদ্ধি, লেনদেন মাধ্যমের ডিজিটালাইজেশন, আইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা, মোবাইল অপারেটরদের

চার্ট ১২.০৮ আইবিএফটি লেনদেন

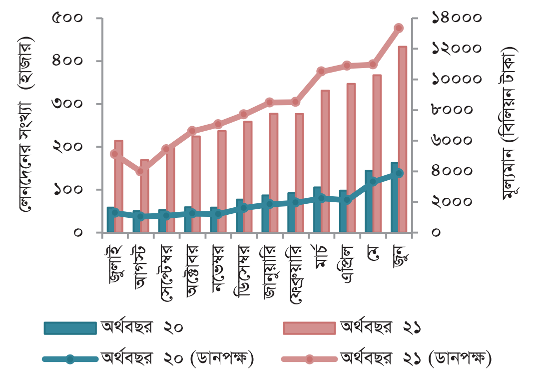

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.০৯ এমএফএস লেনদেন

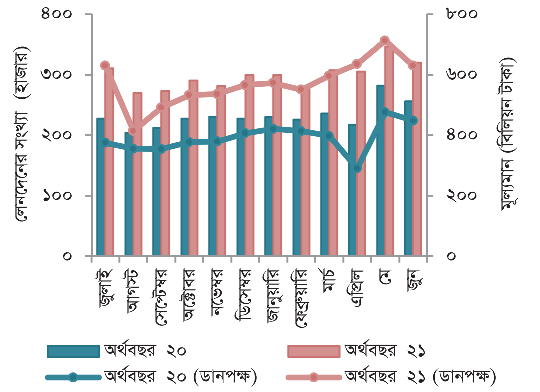

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.১০ ২০২১ সালের জুনে এমএফএস ব্যবহারের প্রকৃতি

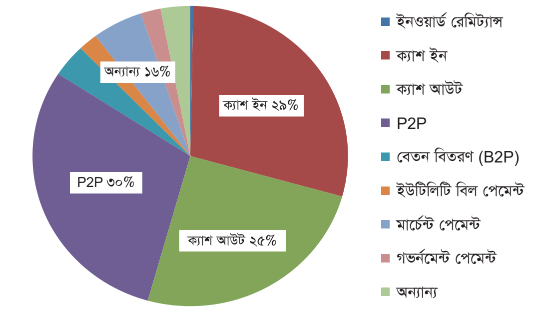

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক আওতা বৃদ্ধি এবং সারা দেশে ইন্টারনেটের প্রাপ্যতা এমএফএস-এর মাধ্যমে আর্থিক

অন্তর্ভুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে। অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি সহজ, ব্যবহারবান্ধব ও সাশ্রয়ী হওয়ায় এমএফএস-কে প্রান্তিক, ব্যাংকিং সুবিধাহীন/ স্বল্প-সুবিধাপ্রাপ্ত ও নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথ সুগম হয়েছে।

১২.১৭ ৩০ জুন ২০২১ তারিখের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ৯টি ব্যাংক এবং ৩টি ব্যাংকের ৩টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান এমএফএস সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বর্তমানে শুধুমাত্র ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন (Bank-led) মডেলে এমএফএস প্রদানকারীদের দেশের অভ্যন্তরে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদানের অনুমতি দিয়েছে:

ক) মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট পয়েন্ট, ব্যাংকের শাখা, এটিএম, এমএফএস হিসাবের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল অ্যাকাউন্ট থেকে ‘ক্যাশ-ইন’ এবং ‘ক্যাশ-আউট’;

খ) পারসন টু বিজনেস (P2B) পেমেন্ট, যেমন: ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, মোবাইল টপ-আপ, ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে/স্কিমে জমাকরণ, ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (এনজিও-এমএফআই) এর ঋণের কিস্তি জমাকরণ, বীমা কোম্পানিগুলোকে বীমা প্রিমিয়াম প্রদান ইত্যাদি;

গ) বিজনেস টু পারসন (B2P) পেমেন্ট, যেমন: বেতন বিতরণ, লভ্যাংশ/রিফান্ড ওয়ারেন্ট/ডিসকাউন্ট প্রদান ইত্যাদি;

ঘ) পারসন টু পারসন (P2P) অর্থ প্রদান, যেমন: একই অথবা ভিন্ন ভিন্ন এমএফএস সেবা প্রদানকারীর মধ্যে একটি এমএফএস ব্যক্তিগত হিসাব থেকে অন্য একটি ব্যক্তিগত এমএফএস হিসাবে অর্থ প্রেরণ, এমএফএস হিসাব থেকে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক হিসাব হতে এমএফএস হিসাবে অর্থ প্রদান;

ঙ) বিজনেস টু বিজনেস (B2B) পেমেন্ট, যেমন: ভেন্ডর পেমেন্ট, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পেমেন্ট, ইত্যাদি;

চ) অনলাইন এবং ই-কমার্স পেমেন্ট;

ছ) গভর্নমেন্ট টু পারসন (G2P) পেমেন্ট, যেমন: পেনশন প্রদান, বয়স্ক ভাতা বিতরণ, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বিতরণ, কৃষকদের ভর্তুকি বিতরণ, ইত্যাদি;

জ) পার্সন টু গভর্নমেন্ট (P2G) পেমেন্ট; যেমন: ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, কর, ফি, শুল্ক, টোল চার্জ, জরিমানা সংক্রান্ত প্রদান, ইত্যাদি;

ঝ) ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে আগত বিদেশি রেমিট্যান্স বাংলাদেশি টাকায় সুবিধাভোগীর এমএফএস হিসাবে বিতরণ; এবং

ঞ) ঋণগ্রহীতাদের এমএফএস হিসাবে ঋণের অর্থ বিতরণ, বিক্রেতার অর্থ প্রদান, ইত্যাদি।

১২.১৮ জুন, ২০২১-এর শেষে, এমএফএস-এর এজেন্ট এবং নিবন্ধিত গ্রাহকদের সংখ্যা আগের অর্থবছরের ১ মিলিয়ন এবং ৮৮.৭ মিলিয়ন থেকে বেড়ে যথাক্রমে ১.১ মিলিয়ন এবং ৯৯.৮ মিলিয়নে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২১-এ, এমএফএস-এর মাধ্যমে ৩,৫৮১.৮ মিলিয়ন লেনদেন সম্পন্ন হয় যার মূল্যমান ছিল ৬,২৩৬.২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এর তুলনায় যথাক্রমে ২৯ শতাংশ ও ৪৬.৯ শতাংশ বেশি (চার্ট ১২.০৯)।

১২.১৯ এমএফএস লেনদেনের সংখ্যা এবং মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে মূলত ডিজিটাল লেনদেনের প্রতি জনগণের আগ্রহ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ থেকে নীতিগত সহায়ক পরিবেশের পাশাপাশি এমএফএসের সুপ্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতার ফলে পরিষেবাটির ব্যবহারে ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তদুপরি, দেশের প্রান্তিক জনগণের কাছে সামাজিক

নিরাপত্তা কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন প্রদান উপকারভোগীর হাতে সরাসরি পৌঁছে দিতে সরকার এখন এমএফএস-কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। স্মর্তব্য যে, কোভিডজনিত সংকটকালে রপ্তানিমুখী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ সরকার অর্থবছর ২০-এ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে যা সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকার কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জীবিকা হারানো ৫.০ মিলিয়ন পরিবারকে মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান করে এবং সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য চারটি প্রধান এমএফএস প্রদানকারীকে বিতরণ চ্যানেল হিসাবে ব্যবহার করে। এ সকল বিষয়গুলো এমএফএস-এ জনগণের অন্তর্ভুক্তি ও এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে।

১২.২০ ডিজিটাল লেনদেনের প্রতি নাগরিকদের ইতিবাচক আগ্রহ এমএফএস ব্যবহারের ধরনেও লক্ষ্য করা গেছে। আলোচ্য সময়ে, ব্যবহারীদের এমএফএস ওয়ালেটে টাকা রাখার পরিমাণ এবং অন্তঃমোবাইল-অপারেটর লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মোবাইল আর্থিক পরিষেবার প্রতি ব্যবহারকারীদের আস্থা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। চার্ট ১২.১০ থেকে দেখা যায় যে, ২০২১ সালের জুন মাসে ক্যাশ আউটের পরিমাণ পূর্ববর্তী জুন মাসের তুলনায় ৩০ শতাংশ থেকে কমে ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ে, ক্যাশ-ইন ও ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (P2P) লেনদেনের হার বেড়ে যথাক্রমে ২৯ শতাংশ ও ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে। মূলত মার্চেন্ট পেমেন্ট ও ইউটিলিটি বিল পেমেন্টে এমএফএস-এর ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে ক্যাশ-আউট কমেছে এবং এর বিপরীতে ক্যাশ-ইন ও পিটুপি লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে।

অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল এবং লাইসেন্সিং

১২.২১ দেশে দক্ষ, সুরক্ষিত এবং ক্যাশবিহীন পেমেন্টকে নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত দু'টি ভাগে, যথা: পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও) ও পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) হিসাবে ফিনটেক ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করে। সাধারণত, পিএসপিগুলো ই-ওয়ালেট পরিষেবা প্রদান করে এবং পিএসওগুলো মার্চেন্ট একত্রীকরণ, মার্চেন্ট অধিগ্রহণ, হোয়াইট লেবেল এটিএম, পেমেন্ট গেটওয়ে ও স্যুইচিং সমাধান পরিষেবা প্রদান করে। বর্তমানে পাঁচটি পিএসও এবং চারটি পিএসপি সম্পূর্ণরূপে চালু আছে এবং আরও কিছু লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

আইনি ও প্রবিধিগত কাঠামো

১২.২২ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের পেমেন্ট সিস্টেমের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত নিয়ম, প্রবিধান ও নির্দেশিকা জারি করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে, মূলত নিম্নোক্ত বিধিবিধানসমূহ দেশের পেমেন্ট ব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য রয়েছে :

ক) বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ রেগুলেশনস (বিপিএসএসআর), ২০১৪; এবং

খ) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সম্পর্কিত নির্দেশিকা-২০১১ (সংশোধিত সংস্করণ, ২০১৮)।

পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে কাগজ-ভিত্তিক এবং ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সহজ ও সুষ্ঠু রাখতে বেশ কিছু আইনি এবং নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা দিয়েছে। বাংলাদেশের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমের বিদ্যমান আইনি এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস্ (বিএসিপিএস) অপারেটিং রুলস এন্ড প্রসিডিউরস্, ২০১০ (সংশোধিত সংস্করণ, ২০১৯);

২. বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) অপারেটিং রুলস, ২০১০ (সংশোধিত সংস্করণ, ২০২০); এবং

৩. বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম রুলস, ২০১৫।

১২.২৩ এরই ধারাবাহিকতায়, পিএসডি বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পেমেন্ট সিস্টেমে শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রবিধান জারি করে থাকে। যেমন :

১) ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত রিটেইল অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি;
২) ৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে 'বাংলা কিউআর' কোড-ভিত্তিক পেমেন্ট নির্দেশিকা;
৩) ৬ মে ২০২১ তারিখে পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সার্ভিসে ট্রাস্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য নির্দেশিকা;
৪) ৬ মে ২০২১ তারিখে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কুরিয়ার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মূল্য ঘোষিত পণ্য/পার্সেল বিতরণ হতে পণ্য মূল্য বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিতরণের নির্দেশনা; এবং
৫) ৩০ জুন ২০২১ তারিখে ডিজিটাল কমার্স লেনদেনের অনুকূলে ছাড়করণ নির্দেশিকা; ইত্যাদি।

১২.২৪ ইতোমধ্যে, ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার অর্থ প্রদানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে আনার লক্ষ্যে 'পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ আইন' এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। গত ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে বিল আকারে এটি মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং বর্তমানে আইনসভায় উত্থাপিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

১২.২৫ বৈশ্বিক নেটওয়ার্কিং ও কানেক্টিভিটির এ যুগে, সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং দক্ষ জাতীয় পেমেন্ট অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে পিএসডি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অভিঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক বাজারের পরিকাঠামোর ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও হ্রাসকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য। এ বিবেচনায়, বিশ্বব্যাংকের সক্রিয় সহায়তায়, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের এফএমআই (আর্থিক বাজার অবকাঠামো) এর তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং এফএমআই-এর প্রিন্সিপাল-১৭ মানদণ্ডের বিপরীতে দেশের লেনদেন মাধ্যমসমূহের স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। উক্ত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে অবকাঠামোসমূহে স্থানান্তরের উপর জোর দিয়েছে এবং মানব সম্পদ ও সফ্টওয়্যার/হার্ডওয়্যার উভয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এফএমআইগুলোর দুর্বলতা মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় সনদ অর্জন ও একটি অত্যাধুনিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপনেও তৎপর রয়েছে।

১২.২৬ বিভিন্ন স্যুইচ এবং চ্যানেলের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান লেনদেনের সাথে সাথে কখনও কখনও ব্যাংকের মধ্যে নিষ্পত্তিসংক্রান্ত বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, যদিও বিরোধগুলোর ধরনে খুব একটা পার্থক্য নেই। প্রযুক্তিগত এবং প্রয়োগসংক্রান্ত (টেকনিক্যাল এবং অপারেশনাল) ত্রুটির কারণেই মূলত বিরোধ সৃষ্টি হয়। ব্যাংক এবং অংশগ্রহণকারীদের এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সালিশি সেবা প্রদান করে আসছে।

পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট

১২.২৭ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় পরিচালিত পেমেন্ট, ক্লিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমের তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পৃথক 'পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট' শাখা স্থাপন করেছে। এটি দেশের অন্যান্য নন-ব্যাংক পেমেন্ট প্রতিষ্ঠান যেমন: এমএফএস, পিএসপি এবং পিএসওসমূহেরও তদারকি করে। এ বিভাগটি বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত পেমেন্ট সিস্টেমগুলোর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে পেমেন্ট সিস্টেমের নিরাপত্তা ও দক্ষতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎপর রয়েছে। এ লক্ষ্যে, পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডগুলো সম্পাদন করে :

১. সিস্টেম এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রতিদিনের কার্যক্রম সম্পর্কিত অনসাইট ও অফ-সাইট উপাত্ত সংগ্রহ করে; আর্থিক প্রবাহ ও লেনদেনের প্রকৃতি, ঝুঁকির মাত্রা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও চর্চা বিশ্লেষণ করে; বিকল্প ও ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করে; বিঘ্ন ও বিরোধ প্রশমিত করে;

২. সিস্টেম এবং অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা প্রতিপালনীয়সমূহ অনুসৃত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে, বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করে এবং পুনঃপরীক্ষার সাথে সাথে সুপারিশ প্রদান করে;

৩. সিস্টেম, অংশগ্রহণকারীদের বা স্কিমের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ বা উন্নতি প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে; এবং

৪. প্রতিপালনীয় কর্তব্য এবং আন্তর্জাতিক মানগুলোর উপর ভিত্তি করে সিস্টেম এবং অংশগ্রহণকারীদের 'স্ব-মূল্যায়ন'-এ সহায়তা প্রদান করে।

রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস

১২.২৮ বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিল ও আমূল পরিবর্তনের পাশাপাশি ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবাগুলো দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। স্পষ্টতই, বিবিধ ডিজিটাল আর্থিক উদ্ভাবন (ফিনটেক) নতুন নতুন ব্যবসায়িক মডেল তৈরির পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক অবকাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবাগুলোকে ইতিবাচক উপায়ে কাজে লাগাতে উদ্ভাবন, ঝুঁকি এবং নীতিগত পদক্ষেপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সঠিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে এ দ্রুত বিকাশমান ফিনটেক থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য এ উদ্ভাবনী ধারণাগুলোর সূক্ষ্ম দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলোর বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য।

১২.২৯ এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ফিনটেকের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগকে সহজতর ও উন্নত করার জন্য রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) প্রতিষ্ঠা করেছে। এ অফিস সম্ভাব্য ফিনটেক ব্যবসায়িক মডেল এবং উদ্ভাবনসমূহের দক্ষতা ও চাহিদা বিশ্লেষণ করে। উপরন্তু, এটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা এবং ব্যবসায়িক মডেলের উপর সিমুলেশন চালায় ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত ধারণা/মডেলের উপযুক্ততা অনুসন্ধান করে। নবাগতদের বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান ছাড়াও, আরএফএফও ফিনটেক উন্নয়নে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করে।

কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪: অগ্রগতি

১২.৩০ একটি ডিজিটালাইজড, স্বয়ংক্রিয়, জ্ঞানভিত্তিক এবং গ্রাহকবান্ধব ব্যাংকিং খাত বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে তার তৃতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলনীতি, লক্ষ্য ও কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পিএসডি-এর জন্য আটটি বিষয়ে তেরোটি কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে দু'টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ের জন্য পিএসডি-এর লক্ষ্যসমূহ :

ক. দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিষ্পত্তি ঝুঁকি কমানোর জন্য লেনদেন ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং

খ. একটি দক্ষ লেনদেন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

১২.৩১ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে পিএসডি-এর জন্য নির্ধারিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পেমেন্ট অবকাঠামোর আন্তঃঅভিগম্যতা (ইন্টারঅপারেবিলিটি) প্রতিষ্ঠা করা, আরটিজিএস-এর পরিধি বাড়ানো, একটি উদ্ভাবনী অফিস প্রতিষ্ঠা করা, লেনদেন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন করা, লেনদেন ব্যবস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা বিবরণী তৈরি করা এবং

এবং অফসাইট তদারকি সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণ।

১২.৩২ ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে পিএসডি সব ধরনের আর্থিক পরিষেবার জন্য আন্তঃঅভিগম্যতার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে, ব্যাংকিং সেবা এবং বিভিন্ন পেমেন্ট সিস্টেম আন্তঃঅভিগম্যতা সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করছে। মোবাইল আর্থিক পরিষেবাগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ কিছু কর্তব্য শেষে আন্তঃঅভিগম্যতা সুবিধার আওতায় আসার প্রক্রিয়ায় আছে। ইতোমধ্যে, আরটিজিএস-এর আওতা আরও বিস্তৃত হয়ে দেশের দূরবর্তী ব্যাংক শাখায়ও পৌঁছেছে। ২০২১ সালের জুন শেষে, দেশের ৯৬ শতাংশ ব্যাংক শাখা আরটিজিএস সেবার সরাসরি আওতায় এসেছে (বর্তমানে দেশের ১০,৭৯৩টি ব্যাংক শাখার মধ্যে ১০,৩৪৬টি শাখা আরটিজিএস পরিষেবা প্রদান করে)। অধিকন্তু, ২০২০ সালের মধ্যে আরএফএফও নামে একটি উদ্ভাবনী অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পেমেন্ট সিস্টেম অংশগ্রহণকারীদের স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। পিএসডি নিয়মিতভাবে লেনদেন ব্যবস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা বিবরণী তৈরি করছে। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দপ্তরে সীমিত কার্যক্রমের ফলে অফ-সাইট তদারকির উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণের লক্ষ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।

১২.৩৩ দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতির কার্যকর বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে অত্যাধুনিক পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ও ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তন করছে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের লেনদেন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে বিএসিপিএস, বিইএফটিএন, আরটিজিএস, এনপিএসবি এবং এমএফএস-এর লেনদেন প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। দেশের লেনদেন ব্যবস্থার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রলম্বিত বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারির মাঝেও নিরাপদ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। লেনদেন ব্যবস্থার এ অগ্রযাত্রায়, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে একটি স্বল্প-নগদ-সমাজ তৈরির পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে ই-কমার্সের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক যোগাযোগ ও আঞ্চলিক সহযোগিতার এ যুগে, বাংলাদেশ ব্যাংক পৃথিবীর নানা প্রান্তে উদ্ভাবিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা ও বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ঋণদান পদ্ধতিসহ আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থার পরিবর্তন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। লেনদেন ব্যবস্থার উন্নতির এ সুফল দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

১৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। একইসাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামোর আওতায় পরিচালক পর্ষদের বিভিন্ন কমিটির কার্যাবলী আলোচিত হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ (আইসিটি) সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং আইসিটি উন্নীতকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

পরিচালনা কাঠামো

পরিচালক পর্ষদ

১৩.২ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭, ১৯৭২) পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০২০' দ্বারা সংশোধিত এর ৯(৩) ধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের শাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ অংশ। পর্ষদ গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, চারজন বেসরকারি কর্মকর্তা এবং তিনজন সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত। পরিচালক পর্ষদের সকল সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদ আংশিকভাবে পুনর্গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির পরিচালক পর্ষদের সভাপতি। পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে জনাব আহমেদ জামাল ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান-এর স্থলাভিষিক্ত হন যেখানে জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পর্ষদের সচিব হিসেবে নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস ৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির-এর স্থলাভিষিক্ত হন যেখানে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ হতে ৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত পর্ষদের সচিবের দায়িত্ব তদারক করেন। তৎপূর্বে জনাব কাজী ছাইদুর রহমান ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে (৩০ জুন ২০২১ তারিখভিত্তিক) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদে ৮ (আট) জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন যদিও বেসরকারি খাত হতে ১ (এক) জন পরিচালক অদ্যাবধি নিয়োগপ্রাপ্ত হননি। অর্থবছর ২১-এ, পরিচালক পর্ষদের মোট ১০ (দশ)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাহী কমিটি

১৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭, ১৯৭২) পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০২০' দ্বারা সংশোধিত এর ১২(১) ধারা বলে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত ছিল :

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	সদস্য
জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান	সদস্য
জনাব মাহবুব আহমেদ	সদস্য
জনাব আহমেদ জামাল	সদস্য
জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস	সচিব

জনাব আহমেদ জামাল, ডেপুটি গভর্নর, ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান, ডেপুটি গভর্নর, এর স্থলে নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন যেখানে জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক, ৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে নির্বাহী কমিটির সচিব হিসেবে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, নির্বাহী পরিচালক-এর

স্থলাভিষিক্ত হন যেখানে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ হতে ৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তৎপূর্বে জনাব কাজী ছাইদুর রহমান ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থবছর ২১-এ পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটির মোট ৬ (ছয়)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি

১৩.৪ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সুশাসনকে সুসংহত করার প্রয়াসে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে পর্ষদের ৪ (চার) জন অ-নির্বাহী (non-executive) পরিচালকের সমন্বয়ে ১২ আগস্ট ২০০২ তারিখে আর্থিক প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার দায়িত্বসহ পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত :

জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	আহ্বায়ক
জনাব মাহবুব আহমেদ	সদস্য
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	সদস্য
জনাব মোঃ নজরুল হুদা	সদস্য
জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস	সচিব

অর্থবছর ২১-এ, পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটির মোট ৮ (আট)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট চার্টার অনুসারে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট (আইএডি) অর্থবছর ২১-এ ৫৮টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিট (বিভাগ/অফিস/ইউনিট/সেল) চিহ্নিত করে এবং তদানুসারে বার্ষিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত ২৩টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে দুই/চার বার এবং অবশিষ্ট ৩৫টি মধ্যম/নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে একবার করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে, পরিকল্পিত নিরীক্ষা কার্যক্রমের প্রায় শতকরা ৬৩ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়।

১৩.৬ বার্ষিক নিরীক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ গভর্নর এবং পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হয়। অর্থবছর ২১-এ নিরীক্ষা কমিটির ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর এবং নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশিকা/পরামর্শ/নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের জন্য ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত ইউনিটসমূহকে জানানো হয়। এসব নির্দেশিকা/পরামর্শ/নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ নিরীক্ষা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)

১৩.৭ মাননীয় গভর্নর, ৪ (চার) জন ডেপুটি গভর্নর এবং সকল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের সমন্বয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি) গঠিত। এ টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে থাকে। অর্থবছর ২১-এ, কোভিড-১৯ এর প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম-এর কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উদ্যোগসমূহ

বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ

১৩.৮ অর্থবছর ২১-এ, বিভিন্ন পদে মোট ৩৫৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়। অর্থবছর ২১-এ, নতুন নিয়োগ ও সংখ্যাসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

সহকারী প্রোগ্রামার	২৫ জন
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	২১ ”

সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	২৭ জন
সহকারী পরিচালক (পরিসংখ্যান)	৫১ "
সহকারী পরিচালক (তড়িৎ কৌশল)	৭ "
সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-লাইব্রেরি)	৬ "
মেডিকেল অফিসার	১১ "
অফিসার	১৮৯ "
অফিসার (এক্স ক্যাডার-পাবলিকেশন্স)	৪ "
ফার্মাসিস্ট	১২ "
মোট	**৩৫৩ "**

নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ

১৩.৯ অর্থবছর ২১-এ, কর্মকর্তা পর্যায়ের ২০৩টি এবং কর্মচারী পর্যায়ের ১টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। একই সময়, কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তা পর্যায়ের ১৩২টি এবং কর্মচারী পর্যায়ের ৮৭টি পদকে পরবর্তী উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সমসংখ্যক পূর্ববর্তী নিম্নতর পদকে অবলুপ্ত করা হয়। অর্থবছর ২১ শেষে, মঞ্জুরিকৃত পদবল অর্থবছর ২০-এর ৯,৪৭৩ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৬৮৬ হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদবল এবং কর্মরত জনবল

১৩.১০ ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মঞ্জুরিকৃত পদবল, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদের সংখ্যা
সহকারী পরিচালক এবং তদূর্ধ্ব	৬,০৩৮	৪,১৯৭	১,৮৪১
অফিসার এবং সমমান সম্পন্ন	১,৩৮৮	৮৮৭	৫০১
বি এবং সি ক্যাটাগরি	১,৫১৪	১,১১৭	৩৯৭
ডি ক্যাটাগরি	৭৪৬	২০৬	৫৪০
মোট	**৯,৬৮৬**	**৬,৪০৭**	**৩,২৭৯**

অর্থবছর ২১-এ, কর্মরত কর্মকর্তার (অফিসার এবং তদূর্ধ্ব) সংখ্যা পূর্বের বছরের তুলনায় শতকরা ১.৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,০১১ হতে ৫,০৮৪ জনে এবং কর্মচারীর (বি, সি এবং ডি ক্যাটাগরি) সংখ্যা শতকরা ৪.১৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১,৩৮০ হতে ১,৩২৩ জনে দাঁড়ায়। বছর শেষে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর সংখ্যার অনুপাত ছিল ৩.৮ ঃ ১। ৩০ জুন ২০২১ তারিখভিত্তিক মোট মঞ্জুরিকৃত পদের শতকরা ৩৩.৮৫ ভাগ পদ শূন্য রয়েছে।

পদোন্নতি

১৩.১১ অর্থবছর ২১-এ, ৬৮০ জন কর্মকর্তা এবং ১০০ জন কর্মচারী তাদের পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদেও শতকরা ১৩.৪২ ভাগ এবং কর্মচারীদের শতকরা ৭.৫৬ ভাগ পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন।

প্রেষণ/লিয়েনে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা

১৩.১২ অর্থবছর ২১ শেষে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯৫ জন কর্মকর্তা দেশে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। একই সময়ে ৮ জন কর্মকর্তা চাকরিতে লিয়েন ভোগ করেছেন যার মধ্যে ৪ জন দেশের অভ্যন্তরে এবং ৪ জন বিদেশে কর্মরত ছিলেন।

বিভিন্ন বিভাগ/ ইউনিট পুনর্গঠন/নতুন সৃষ্টি

১৩.১৩ অর্থবছর ২১-এ, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট-এর অধীনে 'রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস' নামে একটি ইউনিট গঠন করা হয়। ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এর অধীনে 'ইসলামিক সিকিউরিটিজ সেকশন' নামে একটি ইউনিট গঠন করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (ডিএফআইএম)-এর অধীনে একটি 'লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সেল' নামে একটি সেল গঠন করা হয়।

রিওয়ার্ড অ্যান্ড রিকগনিশন

১৩.১৪ অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ জন

কর্মকর্তাকে তাঁদের অসাধারণ কর্মসম্পাদনের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড-২০১৮' প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে, ২ জনকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবর্তিত স্মারক স্বর্ণ মুদ্রা এবং ৮ জনকে (২ জন ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ৬ জনকে ৩টি দল হিসেবে) স্মারক রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

১৩.১৫ এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ জন কর্মকর্তাকে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯' প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ব্যাংকের ৭টি ভিন্ন অফিসের নির্বাহী পরিচালক হতে অফিসার পর্যন্ত ৭ জন কর্মকর্তা এবং ৩টি ভিন্ন অফিসের বি, সি এবং ডি ক্যাটাগরিভুক্ত ৩ জন কর্মচারী 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯' লাভ করেন। একইভাবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১ জন কর্মকর্তাকে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০' প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ব্যাংকের ৬টি ভিন্ন অফিসের নির্বাহী পরিচালক হতে অফিসার পর্যন্ত ৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫টি ভিন্ন অফিসের বি, সি এবং ডি ক্যাটাগরিভুক্ত ৫ জন কর্মচারী 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০' লাভ করেন।

অবসর গ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ

১৩.১৬ অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ, পদত্যাগ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ, বরখাস্ত/চাকরিচ্যুত এবং মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

অবসর গ্রহণ	১৭৫	জন
স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ	১	"
পদত্যাগ	৫৪	"
মৃত্যুবরণ	১৮	"
বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান	০	"
অপসারণ	১	"
বরখাস্তকরণ	৫	"
চাকরিচ্যুত	৫	"
সর্বমোট	**২৫৯**	"

কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন

১৩.১৭ অর্থবছর ২১-এ, ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের বৃত্তি হিসেবে ২.৮৪ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ০.০২ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়, মসজিদ, ক্লাব, ডে-কেয়ার সেন্টার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদসমূহের বিনোদন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১১৫.৩৪ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৮ অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপে সশরীরে অংশগ্রহণ করেননি। যদিও, কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ভার্চুয়ালি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। মোট ২২ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ/বৈদেশিক শিক্ষা ছুটির অনুমতি প্রদান করা হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৯ অর্থবছর ২১-এ, বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৩০৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (বিবিটিএ ব্যতীত) কোর্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২ জন কর্মকর্তাকে দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার

১৩.২০ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একে একটি

বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিবিটিএ মেধা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ছাড়াও সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত পরিবর্তিত বিবিধ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণের দ্বারা তাদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিবিটিএ দেশে ও বিদেশের উন্নততর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত কর্মীদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে, বিবিটিএ অর্থবছর ২১-এ মোট ৭৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা এবং সেমিনার পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে ৩৮টি বিবিটিএ তার নিজ প্রাঙ্গনে এবং বাকি ৩৫টি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসে পরিচালিত হয়। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতির অবনতির কারণে অর্থবছর ২০-এ অনুষ্ঠিত ৯০টি কোর্সের তুলনায় অর্থবছর ২১-এ কোর্সে এর সংখ্যা ৭৩টি-তে হ্রাস পায়। নিম্নবর্ণিত কোর্সসমূহে সর্বমোট ১৯৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অর্থবছর ২১-এ বিবিটিএ কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহ সারণি ১৩.০১-এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণি ১৩.০১ অর্থবছর ২১-এ বিবিটিএ-তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার-এর বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
ক।	**বুনিয়াদি কোর্স**	৪ টি	১৯২ জন
১)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি)-৩৯ তম ব্যাচ	১ "	৬৫ "
২)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি)-৪০ তম ব্যাচ	১ "	৪২ "
৩)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি-বিশেষায়িত)-৫ম ব্যাচ	১ "	৪০ "
৪)	১ম বুনিয়াদি কোর্স (ক্যাশ অফিসার)	১ "	৪৫ "
খ।	**অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স**	৬৩ "	১৫৮৭ "
i)	বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য	২৮ "	৫৪৩ "
১)	বেসিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট	১ "	১৭ "
২)	কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	২ "	২৯ "
৩)	ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস)	২ "	৪০ "
৪)	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স	২ "	৩৩ "
৫)	ইটিকেট অ্যান্ড পারসোনাল গ্রুমিং	১ "	২৬ "
৬)	ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ও সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স	১ টি	১৫ জন
৭)	ফাইন্যান্সিং ইন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট	১ "	২০ "
৮)	আইএসও ২৭০০১	১ "	২৫ "
৯)	ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিসেস	১ "	২০ "
১০)	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্সিং	১ "	২২ "
১১)	মনিটারি পলিসি ফর্মুলেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ব্যাংক	১ "	২৪ "
১২)	নেটওয়ার্ক অ্যান্ড হার্ডওয়ার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস	১ "	১৯ "
১৩)	পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	১ "	২৫ "
১৪)	প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	১ "	২১ "
১৫)	পাবলিক ডেট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভঃ সিকিউরিটিস মার্কেট ইন বাংলাদেশ	১ "	২১ "
১৬)	সেফটি, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	১ "	২২ "
১৭)	স্ট্র্যাটিজিক প্ল্যানিং, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লিডারশিপ ডেভোলপমেন্ট	১ "	২৭ "
১৮)	এসএমই ফাইন্যান্সিং: পলিসিস অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজিস অ্যান্ড ওমেন এন্টারপ্রিনিউয়ারশিপ ডেভেলপমেন্ট	১ "	১৭ "
১৯)	টেকনিকস অব ইন্সপেকশন অব ব্যাংকস অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং	১ "	১৭ "
২০)	আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এনালাইসিস অব ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অব ব্যাংক	২ "	৪০ "
২১)	ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস ইআরপি-এমএম মডিউল	৪ "	৬৩ "
ii)	তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য	৩৫ "	১০৪৪ "
১)	ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি ফর ব্যাংকস আন্ডার ব্যাসেল-৩	১ "	২০ "
২)	সিআইবি বিজনেস রুলস অ্যান্ড কলেটেরাল ডাটাবেস	৬ "	১৭৩ "
৩)	ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	২ "	৫৮ "
৪)	ডিটেকশন, ডিসপোজাল অব ফোর্জড অ্যান্ড মিউটিলেটেড নোটস্	২ "	১১২ "
৫)	ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) অ্যান্ড এক্সটারনাল ডেট রিপোর্টিং	৩ "	৮৩ "
৬)	ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন রিপোর্টিং	২ "	৬০ "
৭)	ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং	৬ "	১৭৭ "
৮)	গাইডলাইনস অন আইসিটি সিকিউরিটি ফর ব্যাংকস অ্যান্ড এনবিএফআএস	১ "	২৫ "
৯)	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফিন্যান্স	৪ "	১১২ "
১০)	মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং	৪ "	১২৩ "
১১)	প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	১ "	২৬ "
১২)	ট্রেড বেস্‌ড মানি লন্ডারিং	১ "	২৭ "
১৩)	ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন এসডিজি'স	১ "	২৩ "
১৪)	সিআইবি বিজনেস রুলস অ্যান্ড কলেটেরাল ম্যানেজমেন্ট	১ "	২৫ "
গ।	**কর্মশালা/সেমিনার/লেকচার সেশন**	৬ "	১৭৬ "
১)	গভমেন্ট সেভিংস ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (জিএসআইএমএস)	৫ "	১৫৫ "
২)	সিন্ডিকেট ফিন্যান্সিং, গ্রুপ লেন্ডিং অ্যান্ড ব্রিজ ফিন্যান্স	১ "	২১ "
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	৭৩ "	১৯৫৫ "

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি।

ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

১৩.২১ বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত বরাদ্দ ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে আইডিএ-এর অর্থায়ন ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ২০২১ পর্যন্ত আইডিএ থেকে প্রাপ্ত অর্থায়ন ২৭৫.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৬২.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অব্যয়িত রয়েছে ১৩.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অন্যদিকে, জুন ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে ব্যয় হয়েছে ৪১.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৩.২২ প্রকল্পটির মেয়াদকালে ৩টি প্রধান কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হয়। কম্পোনেন্টগুলো হলো– (ক) আর্থিক বাজারের অবকাঠামোকে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুরূপ পর্যায়ে উন্নীতকরণ, (খ) ব্যাংকিং খাতে তত্ত্বাবধান ও প্রবিধির আন্তর্জাতিক মান পরিপালনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং (গ) আর্থিক বাজার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বাজার খাতে অনুঘটন/ উদ্দীপনা সরবরাহকরণ। সুনির্দিষ্টভাবে কম্পোনেন্টগুলোর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

১৩.২৩ এ অংশের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে আরো জোরদারকরণ, বিশেষত (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষত সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন এবং (গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণে জোর দেয়ার মাধ্যমে। নতুন প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম আত্মীকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ অংশের আওতায় তিন জন উপদেষ্টা নিয়োগ এবং তিনটি ডাটা সেন্টার নির্মাণের জন্য নয়টি আইটি প্যাকেজ ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি ডাটা সেন্টার এবং একটি নিয়ার ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে একটি ডিজাস্টার রিকভারি সাইট (ডিআরএস) স্থাপন করা হয়েছে এবং তা খুব দ্রুত চালু হবে। এফএসএসপি'র আওতায় একজন আইটি গভর্নেন্স এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এবং তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি গভর্নেন্স এর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেন। মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর সিআইবি উন্নয়নের জন্য এফএসএসপি-র অধীনে ক্রেডিট ইনফরমেশন মনিটরিং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ক্রেডিট ইনফরমেশন শেয়ারিং স্কিমে মাইক্রো ফাইন্যান্স সেক্টরের অংশগ্রহণের ক্ষমতা পর্যালোচনা করেন এবং এমএফআই খাতের জন্য সিআইবির প্রয়োজনীয়তা রূপায়িত করেন। পরবর্তীতে তিনি এমআরএ-এর ক্রেডিট ইনফরমেশন ডাটাবেস প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এমআরএ সিআইবি বর্তমানে পাইলট পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এসসিবি), রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন

বীমা কোম্পানিসমূহ (এসওআইসি), উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিএফআই), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিআইএ) এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি এর জন্য ইনফরমেশন সিস্টেম স্ট্র্যাটেজি পেপার (আইএসএসপি) প্রণয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করে। সেই অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ইনফরমেশন সিস্টেম স্ট্র্যাটেজি পেপার (আইএসএসপি) প্রণয়ন করে এবং এসসিবি, বিশেষায়িত ব্যাংক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি), জীবন বীমা কর্পোরেশন (জেবিসি), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি (বিআইএ)-এর জন্য বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ একটি বীমা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

১৩.২৪ ব্যাংকিং প্রবিধি ও তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন ও প্রশিক্ষণসহ বিশদ ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতির উন্নয়ন ও আত্মীকরণে এ প্রকল্প কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। বর্তমানে ব্যাংকিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিধিনির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি এ প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরী করে তুলবে। প্রকল্পের এ কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যাংককে বিধি নির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যাংকিং সিস্টেম নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা অর্জনে এবং একটি নিরাপদ ও সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য ২০১৯ সালের জুন মাসে একটি ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিস্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়। ফার্মটি ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তার মেয়াদ শেষ করেছে এবং ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন (বিসিবিএস) এর সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি কার্যকর ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি (আরবিএস) চালু করার জন্য সুপারিশ প্রদান করেছে। এ সুপারিশমালার সাহায্যে ব্যাংকগুলোর মাইক্রো ও ম্যাক্রো আর্থিক ঝুঁকির ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সম্পূর্ণ কার্যকরি তদারকি ব্যবস্থা পর্যালোচনা/পরিচালনা করতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ১১টি ব্যাসেল কোর নীতিমালা (বিসিপি) পরিপালনে সমর্থ হয়েছে। সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবিধি ও তত্ত্বাবধায়ন ক্ষমতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী স্তরে উন্নীতকরণ যা স্বচ্ছতা এবং উদারীকরণ শক্তিশালী করবে। সুপারভিশন ফার্মটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান (আরবিএস) নিয়ে বেশ কয়েকটি কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা

১৩.২৫ দেশে দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের অপ্রতুলতা মোকাবেলার জন্য প্রকল্পের তৃতীয় অংশের অধীনে উৎপাদন খাতের জন্য ‘দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা (এলটিএফএফ)’ চালু করা হয়েছিল। এর অধীনে, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধানত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উৎপাদন খাতের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুবিধা প্রদান করেছে। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধার (এলটিএফএফ) লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান স্বল্পমেয়াদি আমানত এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে, এফএসএসপি ৩ থেকে ১০ বছরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে। সুবিধাটি মূলতঃ দেশের রপ্তানিকারক, নতুন উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে (প্রধানত উৎপাদনশীল ইউনিটসমূহ) সাহায্য করেছে। এ সুবিধাটি প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ধিত প্রতিযোগিতায় অবদান

রেখেছে এবং উদীয়মান ব্যবসায়ের সুযোগকে সমৃদ্ধ করেছে। এ উদ্যোগসমূহ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও, এ সুবিধা এবং সেফগার্ডসমূহ পরিপালন বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানোন্নয়নেও অবদান রেখেছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৭৫.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, একজন এনভায়রনমেন্ট রেগুলেশন কমপ্লায়েন্স পরামর্শক (জাতীয়) এবং একজন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়ন পরামর্শক প্রকল্পের আওতায় কাজ সম্পন্ন করেছেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

১৩.২৬ এফএসএসপির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিয়মিত কাজসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে, এফএসএসপির আওতায় একটি Knowledge Development Fund অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫,৪৬৯ জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মোট ৫২১ কর্মকর্তাকে রিস্ক বেজড সুপারভিশন (আরবিএস)-এর উপর সেন্টার ফর ব্যাংকিং স্টাডিজ (শ্রীলঙ্কা), টরন্টো সেন্টার (কানাডা), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), এএফসি জার্মানি কর্তৃক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি)-তে প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স (পিএমবিএফ); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার্স; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমডিএস); ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এনআইবিএম)-এ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং প্রোগ্রামের অধীনে বিদেশি এক্সপোজার প্রশিক্ষণ; ভারতে এসএপি মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ, ইতালির ITC-ILO-তে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ; বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)-এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় ৩,৫১৯ জন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাকে 'আইটি নিরাপত্তা ও সচেতনতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা এফএসএসপির অধীনে একক বৃহত্তম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

১৩.২৭ এফএসএসপি আর্থিক বাজারের অবকাঠামো, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক ও তদারকি ক্ষমতা এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ছাড়াও বৃহত্তর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা চালু করেছিল।

১৩.২৮ এফএসএসপি ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে শেষ হয়। উদ্ভাবন ও আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও, বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আর্থিক বাজারের অবকাঠামো, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, দক্ষ মানব পুঁজি, আর্থিক খাতের উন্নয়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোর জন্য আরও শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে।

স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং

১৩.২৯ বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল, শক্তিশালী এবং প্রযুক্তিবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের Vision, Mission Statement এবং Core Values-এর আলোকে সর্বপ্রথম ২০১০ সালে '১ম পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনাঃ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১০-২০১৪' প্রণয়ন করা হয়। ২০০৯ সালের ১৩-১৪ নভেম্বর সময়ে অনুষ্ঠিত 'Strategic Planning and Management Strengthening Workshopw'-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটির প্রথম সূত্রপাত হয়।

পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সমগতিতে এগিয়ে চলার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আধুনিক, গতিশীল ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত করাই কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অফিস/বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনে process owner হিসেবে মূল দায়িত্ব পালনের জন্য ৫ অক্টোবর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত গভর্নর-ইন-কাউন্সিল সভায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথাযথভাবে, ১০ অক্টোবর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এবং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট (এফএসএসপিডি)-তে রূপান্তরিত হয়।

১৩.৩০ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১০-২০১৪ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে 'Heading Towards New Horizon' শিরোনামে '২য় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা: স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৫-২০১৯' এর উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে প্রতি বছর এফএসএসপিডি কর্তৃক আয়োজিত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কর্মশালায় 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৫-২০১৯' বাস্তবায়নের হালনাগাদ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়।

১৩.৩১ ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সময়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২তম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কর্মশালায় 'Fostering Stable Financial System' মূলমন্ত্র নিয়ে '৩য় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা : স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০২০-২০২৪'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নের জন্য পূর্ববর্তী ২টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতাধীন কৌশলগত লক্ষ্যগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনর্বিবেচনাপূর্বক অর্জিত অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কার্যকরী অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটির খসড়া প্রস্তুত করা হয়। ১১টি কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৫৯টি উদ্দেশ্য এবং ২০৪টি কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০২০-২০২৪ প্রস্তুত করা হয়। কর্ম পরিকল্পনাগুলো ২৫৩টি সূচকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪৬টি বিভাগ এবং সকল শাখা অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে প্রস্তুতকৃত Terms of Reference (ToR) অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও শাখা অফিসে একজন উপমহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের নেতৃত্বে স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন টিম (এসসিটি) গঠন করা হয়েছে। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রতি ত্রৈমাসিকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শাখা অফিস হতে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (কিউপিআর) সংগ্রহ করা হয় এবং এফএসএসপিডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিতভাবে স্ট্র্যাটেজিক ফলো-আপ সভা আয়োজন করা হয়।

১৩.৩২ অর্থবছর ২১-এ ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এন্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট (আইএসডিএসডি) নিয়মিত সফ্টওয়্যার উন্নয়ন এবং ডাটা প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করার পাশাপাশি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয়কৃত আইটি সিস্টেমসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সফ্টওয়্যার এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়।

১৩.৩৩ অর্থবছর ২১-এ, ২০১৭-২০২১ ভিত্তিক সংজ্ঞায়িত আইসিটি কৌশল অনুসারে আইএসডিএসডি বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য বেশ কিছু আইসিটি কৌশল প্রয়োগ করে।

আইটি নিরাপত্তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি

১৩.৩৪ উপশম পরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি সুরক্ষিত আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের জন্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি সিস্টেমসমূহে বেশ কিছু সুরক্ষা ডিভাইস এবং প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে আইটি নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন

১৩.৩৫ অর্থবছর ২১-এ, সমাপ্ত বিভিন্ন আইসিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ সম্পর্কিত কাজগুলো নিম্নলিখিত সারণি (১৩.০২)-তে দেখানো হলো :

সারণি ১৩.০২ অর্থবছর ২১-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্সংশ্লিষ্ট কাজ

ক্রমিক নং	সফটওয়্যার/ ইনফরমেশন সিস্টেম-এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কার্যাবলী)
১	২	৩
১	সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স	ক. **দুর্বলতা মূল্যায়ন চেকলিস্ট :** সফটওয়্যারের দুর্বলতা মূল্যায়ন চেকলিস্টের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । খ. **সফটওয়্যারে গুণমান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি :** সফটওয়্যারের গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতির একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্ত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২	এন্টারপ্রাইজ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে সিস্টেমটির উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩	এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউস (ইডিডব্লিউ)	বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুসারে নতুন ডাটা যুক্ত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কিছু নতুন ম্যাপিং, রিপোর্ট এবং ড্যাশবোর্ড ডিজাইন করা হয়েছে। অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এবং অন্যান্য আর্থিক কর্পোরেশন থেকে ডাটা সংগ্রহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ, এর উপর আইএসডিএসডি এখন কাজ করছে। আইএসএমডি'র চাহিদা অনুযায়ী ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম-এর কভারেজ বাড়ানো হয়েছে। এটির মাধ্যমে বর্তমানে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তদারকি করা হচ্ছে।
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সিস্টেম	সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) মেডিকেল সেন্টারে সিলিং-বহির্ভূত ঔষধ সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন করার জন্য একটি সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। একই সাথে বিবি'র জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক কেন্দ্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫	বিবি সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ)	লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সকল আর্থিক সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করার জন্য সার্টিফায়িং অথরিটি বাস্তবায়ন করছে। সিস্টেমটির বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে অপারেশনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৬	সঞ্চয়বন্ডের ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম এবং ইলেকট্রনিক ডিলিং সিস্টেম	ক. **সঞ্চয়বন্ডের জন্য ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম :** নিজস্ব অবস্থানে থেকে অনিবাসী বাংলাদেশিরা যাতে সঞ্চয়বন্ডের অনলাইন ক্রয় এবং নগদায়ন করতে পারে সেজন্য এ সিস্টেমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সিস্টেমটি ব্যবহার করছে। খ. **ইলেকট্রনিক ডিলিং সিস্টেম:** এ সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকের জন্য কল মানি মার্কেট অনলাইন করা হয়েছে। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সিস্টেমটি ব্যবহার করছে।
৭	সিবিএস পোর্টাল	ক. **অনলাইন সঞ্চয়পত্র ট্যাক্স সার্টিফিকেট সিস্টেম :** এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে সঞ্চয়পত্রের ট্যাক্স সার্টিফিকেটসমূহ ২০২০ সাল হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের ই-মেইলে পাঠানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্স সার্টিফিকেট তৈরি করা হচ্ছে সে সঞ্চয়পত্রের জন্য যা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ১৩ মার্চ ২০১৯ বা তার পূর্বে বিক্রি করা হয়েছিল। খ. **ইন্টারনেট ব্যাংকিং সিস্টেম :** এ সিস্টেমটি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের রক্ষিত বিভিন্ন হিসাবের ব্যালেন্স যাচাই/চেক করতে পারে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে শিডিউল ব্যাংকসমূহ সিস্টেমে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম হতে ব্যালেন্স ট্রান্সফারের অনুরোধ/নির্দেশ দিতে পারে।
৮	ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিএমএস)	এ সিস্টেমটি ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যা এখন বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।
৯	কোর ব্যাংকিং সলিউশনের উন্নয়ন (সিবিএস)	**কোর ব্যাংকিং সলিউশনের উন্নয়ন (সিবিএস) :** বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আইএসডিএসডি'র কর্মকর্তাগণ এখন নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সলিউশন(সিবিএস) তৈরি করছে। এ সিস্টেমেটিতে ১২টি মডিউল এবং ৩৫টি সাব-মডিউল রয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি সাব-মডিউল ইতোমধ্যেই উন্নয়ন করত পরীক্ষা /পাইলটিংয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাকি মডিউল ও সাব-মডিউলের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উৎস : ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব

১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ২১-এর আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনসমূহের কার্যনির্বাহী সারসংক্ষেপ (সাবসিডিয়ারি-এসপিসিবিএল ব্যতীত) নিম্নরূপ :

আয়

১৪.২ ব্যাংকের মোট পরিচালন আয় (বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) অর্থবছর ২০-এর ৮৬.০৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৫.৭৮ বিলিয়ন টাকা (২৯.৯৫ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ৬০.৩০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নসহ ব্যাংকের মোট পরিচালন মুনাফা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩.৯৯ বিলিয়ন টাকা (৪.৪২ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ৮৬.৩৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। আয়ের উৎস সারণি ১৪.০১-এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়

১৪.৩ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের উপর সুদের হার হ্রাসের কারণে অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ২০-এর ৪৯.৬৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৩.৮৯ বিলিয়ন টাকা (৪৮.১২ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ২৫.৭৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়

১৪.৪ অর্থবছর ২১-এ স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ২০-এর ৩৬.৪২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৮৯ বিলিয়ন টাকা (৫.১৯ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ৩৪.৫৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি ১৪.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়

	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
পরিচালন আয়		
ক. বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**৪৯.৬৬**	**২৫.৭৭**
সুদ আয়	৪৯.৩২	২৫.৪৫
কমিশন ও বাট্টা	০.৩৪	০.৩২
খ. অভ্যন্তরীণ মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**৩৬.৪২**	**৩৪.৫৩**
সুদ আয়	৩৩.৭৭	২৯.৩৮
কমিশন ও বাট্টা	২.২৭	৪.৪৩
ডিভিডেন্ড ও অন্যান্য	০.৩৬	০.৬০
অন্যান্য আয়	০.০২	০.১২
মোট : (ক+খ)	**৮৬.০৮**	**৬০.৩০**
গ. বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/(ক্ষতি)	**৪.২৭**	**২৬.০৬**
উসুলকৃত লাভ (ক্ষতি)	৩০.৯১	১৫.১৩
অনুসলকৃত লাভ (ক্ষতি)	(২৬.৬৪)	১০.৯৩
মোট : (ক+খ+গ)	**৯০.৩৫**	**৮৬.৩৬**

উৎস : একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ১৪.০২ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়

বিবরণ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২০
ক. আর্থিক খরচ	**৯.৮৬**	**১০.৯৮**
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	**১.০৪**	**৩.২০**
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	০.৬৬	২.৯২
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	০.৩৮	০.২৮
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	**৮.৮২**	**৭.৭৮**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	০.২৫	০.২৫
কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	৮.৫৭	৭.৫৩
খ. অন্যান্য খরচ	**১৮.৭২**	**১৭.৫১**
নোট মুদ্রণ	৩.৪০	৩.১৪
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	১৫.৩২	১৪.৩৭
মোট ব্যয় (ক+খ)	**২৮.৫৮**	**২৮.৪৯**

উৎস : একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

যদিও কমিশন ও বাট্টা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সরকারি সিকিউরিটিজের সুদ, সরকারের ঋণ, রেপো হ্রাস পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয় সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়

১৪.৫ অর্থবছর ২১-এ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নে অর্থবছর ২০-এর ৪.২৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৬.০৬ বিলিয়ন টাকা মুনাফা করেছে। টাকার বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ রিজার্ভ মুদ্রার (মার্কিন ডলার এবং ইয়েন ছাড়া) মান বেড়ে যাওয়াই এর মূল কারণ।

ব্যয়

১৪.৬ অর্থবছর ২১-এ ব্যাংকের মোট ব্যয় অর্থবছর ২০-এর ২৮.৪৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.০৯ বিলিয়ন টাকা (০.৩২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৫৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১৪.০২-এ দেখানো হয়েছে।

আর্থিক ব্যয়

১৪.৭ অর্থবছর ২১-এ আর্থিক ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১০.৯৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.১২ বিলিয়ন (১০.২০ শতাংশ) টাকা হ্রাস পেয়ে ৯.৮৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদের হারের তারতম্যের কারণে এ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও আইএমএফ সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

অন্যান্য ব্যয়

১৪.৮ অর্থবছর ২১-এ অন্যান্য ব্যয়-এর পরিমাণ ১৮.৭২ বিলিয়ন যা অর্থবছর ২০-এর ১৭.৫১ বিলিয়ন অপেক্ষা ১.২১ বিলিয়ন (৬.৯১ শতাংশ) বেশি। মূলত সোনালী ব্যাংকের নোট মুদ্রণ খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ বৃদ্ধির ফলে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুনাফা

১৪.৯ অর্থবছর ২১-এ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) ৩১.৭২ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ২০-এ ছিল ৫৭.৫৯ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২১-এ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা

চার্ট ১৪.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় এবং মুনাফার ধারা

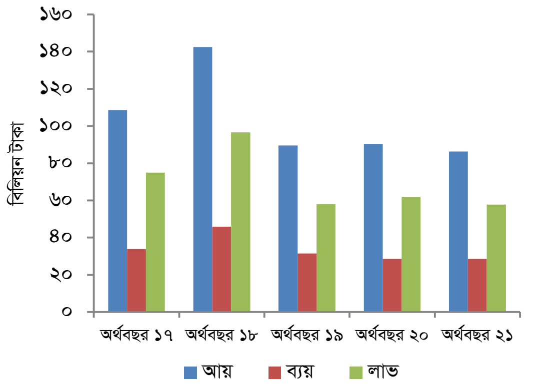

উৎস : একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

(বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি সহ) ৫৭.৭৮ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬১.৮৬ বিলিয়ন টাকা (চার্ট ১৪.০১)।

অন্যান্য সামগ্রিক আয়

১৪.১০ আলোচ্য অর্থবছরে ব্যাংক পুনর্মূল্যায়ন বাবদ ৪০.৬৭ বিলিয়ন টাকা লাভ করেছে। এ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক দলিলাদি মূল্য বৃদ্ধির ফলে এ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ হয়েছে।

মুনাফা আবন্টন

১৪.১১ ৩১.৭২ বিলিয়ন টাকা মুনাফা হতে ০.২৫ বিলিয়ন টাকা বিধিবদ্ধ তহবিল, ০.১০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এবং ০.২৫ বিলিয়ন টাকা সম্পদ নবায়ন ও প্রতিস্থাপন তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। সরকারের নিকট হতে পাওনার বিপরীতে ০.১৯ বিলিয়ন টাকা সমন্বয়ের পর ৩১.০৯ বিলিয়ন টাকা সরকারের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে যা অর্থবছর ২০-এর তুলনায় ২৪.৩৬ বিলিয়ন টাকা কম।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদসমূহ

১৪.১২ অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ২০-এর ৩,১৬৭.২৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৭৪.৭৫ বিলিয়ন (২৭.৬২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪,০৪২.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৩ অর্থবছর ২১-এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ২০-এর ৬৪৩.২৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬৬.৫৯ বিলিয়ন টাকা (১০.৩৫ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ৫৭৬.৭০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৪ অর্থবছর ২১-এ ব্যাংকের অ-আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ২০-এর ৪১.২৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৬৫ বিলিয়ন হ্রাস পেয়ে ৪০.৬৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

দায়সমূহ

১৪.১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায় অর্থবছর ২০-এর ৪৪৬.২৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৪.২০ বিলিয়ন টাকা (৫.৪২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭০.৪৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৬ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে জমা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের পরিমাণ অর্থবছর ২০-এর ৩,০১৩.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় অর্থবছর ২১-এ ৭৪০.৮ বিলিয়ন টাকা (২৪.৫৮ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৭৫৪.০২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

প্রচলন নোট

১৪.১৭ মুদ্রার প্রচলন বিগত অর্থবছর ২০-এর ২,০৬৫.৫৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮৭.৭২ বিলিয়ন টাকা (৯.০৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এ ২,২৫৩.২৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রচলনকৃত মুদ্রার (২,২৫৩.২৫ বিলিয়ন টাকা) বিপরীতে ৩১.৪৩ বিলিয়ন টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য, ২,১২৬ বিলিয়ন টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি, ৪৯.৩৫ বিলিয়ন টাকার বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ, ৪.৬ বিলিয়ন টাকার টাকা মুদ্রা এবং ৪১.৮৮ বিলিয়ন টাকার অন্যান্য স্থানীয় সম্পদের সংস্থান রয়েছে।

ইক্যুইটি

১৪.১৮ অর্থবছর ২১-এ ব্যাংকের মোট ইক্যুইটি অর্থবছর ২০-এর ৩৯২.৩১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪২.৫ বিলিয়ন টাকা (১০.৮৩ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৪.৮১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ইক্যুইটির বিবরণ নিম্নরূপ :

ক. ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ০.০৩ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

খ. অর্থবছর ২১-এ সংরক্ষিত মুনাফা অর্থবছর ২০-এর ৫৬.৯৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৫.৮৭ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ৩১.১২ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

গ. অর্থবছর ২১-এ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অর্থবছর ২০-এর ২১৫.১৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫১.৪৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৬.৬৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঘ. অর্থবছর ২১-এ মুদ্রা হ্রাস-বৃদ্ধি সঞ্চিতি অর্থবছর ২০-এর ৭১.২৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৫.১৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬.৩৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঙ. গ্রামীণ ঋণ তহবিল, কৃষি ঋণ তহবিল এবং শিল্প ঋণ তহবিলের অর্থ উন্নীতকরণের ফলে অর্থবছর ২১-এ বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি অর্থবছর ২০-এর ১৬.৫২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৭৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.২৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

চ. অর্থবছর ২১-এ অন্যান্য সঞ্চিতি অর্থবছর ২০-এর ১২.৪৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.০২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ছ. ব্যাংকের সাধারণ সঞ্চিতি ৪.২৫ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

১৪.১৯ অর্থবছর ২১-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থবছর ২০-এর ৩,০৫৯.৫৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৭৫.১৩ বিলিয়ন (২৮.৬০ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৯৩৪.৬৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

একীভূতকরণ

১৪.২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল)-এর হিসাব ব্যাংকের হিসাবের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

নিরীক্ষক

১৪.২১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ২১-এর আর্থিক বিবরণী-সমূহ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানদ্বয় ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স এবং হাওলাদার ইউনুস অ্যান্ড কোং (যারা বাংলাদেশের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস) কর্তৃক যৌথভাবে নিরীক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন

মতামত

আমরা এতদ্সঙ্গে সংযোজিত বাংলাদেশ ব্যাংক ("ব্যাংক") এবং এর সাবসিডিয়ারির ("গ্রুপ") ৩০ জুন ২০২১ তারিখের সমন্বিত ও পৃথক স্থিতিপত্র (একত্রে "আর্থিক বিবরণী" নামে অভিহিত করা হয়েছে), সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের পৃথক ও সমন্বিত আয়-ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণী, সমন্বিত ও পৃথক ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী ও নগদ তহবিল প্রবাহের বিবরণী এবং টীকাসমূহ, তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবনীতিসমূহের সারাংশ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্যসহ নিরীক্ষা করেছি।

আমাদের মতে, সার্বিক প্রেক্ষাপটে এতদ্সংযোজিত আর্থিক বিবরণীসমূহ স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, ৩০ জুন ২০২১ তারিখে ব্যাংক এবং গ্রুপের আর্থিক অবস্থা ও তাদের আর্থিক কর্মক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের নগদ তহবিলের প্রবাহ আন্তর্জাতিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে যা টীকা নম্বর ২.০১-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড (আইএএস) অনুযায়ী আমরা নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছি। সমন্বিত ও পৃথক স্থিতিপত্রে নিরীক্ষকদের দায়দায়িত্ব অংশে উক্ত মানদণ্ড অনুযায়ী আমাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বর্ণনা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইথিক্স স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড ফর অ্যাকাউন্টেন্টস কোড অব ইথিক্স ফর প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টস (আইইএসবিএ কোড) অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রুপ হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর আইনানুসারে আমরা আমাদের অন্যান্য নৈতিক দায়দায়িত্ব পরিপালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মতামত প্রদানের জন্য প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণাদি যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আমাদের মতামতকে শর্তযুক্ত না করে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়াদিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে গ্রাচ্যুইটি ফান্ডের সঞ্চিতি ১,৮০০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চিতি ২২,৮১৬ মিলিয়ন টাকা। সঞ্চিতিসমূহ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের বীমা মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ধরা হয়েছে যা ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। এছাড়া, আইএএস-১৯-এর অনুচ্ছেদ-৫৮ অনুসারে সুবিধা দায় (বা সম্পদ) নিয়মিতকরণের কথা বলা থাকলেও ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের পর তহবিলের উপর বীমা মূল্যায়ন করা হয়নি।

২। সমন্বিত আর্থিক বিবরণীর ১০নং টীকায় ব্যাংক প্রকাশ করেছে যে, আইনজীবীর প্রতিবেদনানুসারে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তে অননুমোদিত সুইফ্ট লেনদেনের মাধ্যমে অপসারিত ৫,২২৪ মিলিয়ন টাকা পুনরুদ্ধারযোগ্য।

৩। ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অ-আর্থিক সম্পদ (সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির যে কোনো উপাদান অথবা অস্পর্শনীয় সম্পদ যার ক্রয়মূল্য/পুনঃমূল্য ১,০০,০০০ টাকার বেশি)-এর পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ পুনর্মূল্যায়নের সময় আইএএস-১৬ এর অনুচ্ছেদ-৩৬ এর পরিপালন করা হয়নি।

এছাড়া, আইএএস-১৬ এর অনুচ্ছেদ-৪১ অনুসারে পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের কিছু অংশ ব্যবহারকৃত সম্পদ খাতে স্থানান্তরযোগ্য। এক্ষেত্রে, উক্ত মূল্য পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের বাহিত মূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্যের উপর অবচয়মূল্যের পার্থক্যের সমপরিমাণ হবে। তথাপি, পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের সম্পূর্ণ অংশের উপর অবচয় ধার্য করে তা লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে। এর ফলে, সম্পদ সম্পূর্ণরূপে অবচয়কৃত হলেও, অবণ্টিত মুনাফায় স্থানান্তর না হওয়ার দরুণ সম্পদের মেয়াদোত্তীর্ণকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। ব্যাংকের প্রচারকৃত মুদ্রা ২,২৫৩,২২১ মিলিয়ন টাকা যা আর্থিক বিবরণীর টীকা নং- ২০-এ উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ সালের ৩০নং ধারা অনুযায়ী ইস্যুকৃত নোটের সমপরিমাণ সম্পদ ব্যাক আপ হিসেবে রাখতে হয়। এসপিসিবিএলে বিনিয়োগকৃত ১২,০০০ মিলিয়ন টাকা এসেট ব্যাক আপ হিসেবে রাখা হয়েছে যা ধারা ৩০ অনুযায়ী পরিপালিত হয়নি।

অপরিহার্য নিরীক্ষা বিষয়াদি

আমাদের পেশাগত বিবেচনায় চলতি বছরের আর্থিক বিবরণীতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদি অপরিহার্য নিরীক্ষা বিষয়াদি হিসেবে পরিগণিত। আর্থিক বিবরণীর নিরীক্ষা এবং মতামত প্রদানে সামগ্রিকভাবে এসব বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর উপর আলাদাভাবে কোনো মতামত প্রদান করা হয়নি। নিম্নবর্ণিত নিরীক্ষা বিষয়াবলী আমাদের প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ মর্মে নির্ধারিত।

১. বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ৩,১৮৬.৮৮ বিলিয়ন টাকা, ব্যাংকের মোট সম্পত্তির ৬৮.৪০% এর সমান, যা আর্থিক বিবরণীসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান। এ বিনিয়োগসমূহ বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগে এক বা একাধিক বছরের বেশি সময়ের জন্য বিনিয়োগকৃত। আর্থিক বিবরণীতে বৈদেশিক বিনিয়োগ মূল্যায়ন এবং উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা ঝুঁকি বহন করে।

আমাদের বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি বলে মনে করা হয়, মোকাবেলা করতে আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

- বিদেশি বিনিয়োগের বাহিত মূল্য নির্ণয়ে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পরিচালন কার্যকারিতার রূপরেখা ও পরীক্ষা নিরূপণ করা।
- এসএপি-এর স্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের কাছে সরাসরি নিশ্চিতকরণ বার্তা পাঠানো হয়েছে। নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে।
- ব্যবহৃত বিনিময় হার ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, সুদ আয় পুনর্বিবেচনা এবং সনাক্তকরণ, পরিমাপ, উপস্থাপনার মূল্যায়ন এবং আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি বিশদ বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট আইএফআরএস অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি আর্থিক প্রতিবেদনের টীকা ৩.০৬ এবং ৫-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে উদ্বৃত্ত (আইএমএফ)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাংকের সম্পদ সমাপনী তারিখে ১৯৮.৪৫ বিলিয়ন টাকা, মোট সম্পত্তির ৪.২৬% সমান, যার প্রভাব আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য। কোটা ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন এসডিআর সরকারি হিসাব হতে

বৈদেশিক মুদ্রা সরাসরি বিকলন করে প্রদানের মাধ্যমে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে তা শতকরা ২৫.০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। এই সম্পদ সমূহের অনন্য কাঠামো, শর্তাদি এবং মূল্যায়ন আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

ব্যাংক আইএমএফের সদস্যপদ চাঁদার বিপরীতে আইএমএফ সিকিউরিটিজ (প্রমিসরি নোট) ইস্যু করেছে এবং সদস্যের কোটা ভিত্তিক এসডিআর বরাদ্দ করা হয়েছে। আইএমএফের সাথে দায়বদ্ধতা ব্যাংকের মোট দায়ের প্রায় শতকরা ৪.৭১ ভাগ। আইএমএফ-এর সাথে দায়ের কারণে বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তর আবশ্যক হওয়ায় ও মেয়াদি বকেয়া সুদের কারণে ইহা আমাদের নিরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় আইএমএফ ওয়েবসাইট থেকে এসডিআর পরিমাণ পরীক্ষা করা এবং পরবর্তী সময়ে সমাপনী তারিখের এই পরিমাণটি রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত বিনিময় হার পরীক্ষা করা হয়। উপরন্তু, আমরা সারাবছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং লেনদেনসমূহের হিসাবায়নের ভিত্তি পর্যালোচনা করেছি। সেই সাথে, আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতি আইএমএফ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিগুলির পরীক্ষা, সারা বছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং আইএএস ২১ অনুযায়ী আইএমএফ-এর বিদ্যমান রূপান্তর হার ব্যবহার করে আইএমএফ-এর সঙ্গে দায়বদ্ধতার পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় হিসাবায়ন অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদ সম্পর্কে ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য টীকা ৬.০১-এ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর দায় সম্পর্কে টীকা ৬.০২-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যায়ন

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ এবং বিনিয়োগ হিসেবে ৬৭.৫৩ বিলিয়ন সমতুল্য টাকা সংরক্ষণ করে, যা প্রচারণকৃত মুদ্রার বিপরীতে রাখা সম্পদ। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যমান আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা বাজারের পরিবর্তনশীলতা এবং অন্যান্য বাহ্যিক অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। সম্পত্তির অনন্য প্রকৃতি, গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আমাদের নিরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করা হয়।

আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে নমুনা ভিত্তিতে গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাস্তব যাচাইয়ের পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত বাজার হারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রচারণকৃত মুদ্রার বিপরীতে রাখা সম্পদের মূল্য অনুযায়ী স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনর্মূল্যায়নও আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনের টীকা ৩.১৪, ৭ এবং ৮-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. ব্যাংকসমূহে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ

ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ৫২৫.৬৫ বিলিয়ন টাকা, যা মোট সম্পত্তির শতকরা ১২.২৮ ভাগ সমান, যা আর্থিক বিবরণীসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান।

বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের সাথে জড়িত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে :

- ঋণসমূহের নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ হতে অভ্যন্তরীণ স্বীকৃতি এবং ৩০ জুন ২০২১ তারিখে বিদ্যমান বিনিময় হার ব্যবহার করে ইডিএফ, এলটিএফএফ এবং জিটিএফ বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্পত্তির টাকায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে প্রকাশিত সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহে আমাদের হিসাবের পরিমাণ গণনাকৃত পরিমাণের সাথে মিলেছে ।
- সুদের হিসাব স্বয়ংক্রিয় হয় কি না তা যাচাই করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইডিএফ সুদের হিসাব ই-রিফাইনান্স সফ্‌টওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ই-রিফাইনান্স সফ্‌টওয়্যার থেকে সুদের স্থিতি সাধারণ খতিয়ানের বিপরীতে নিশ্চিত হয়েছে।

ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি টীকা ৯-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে লেনদেন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানত বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া ঋণ এবং দান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তহবিল সংগ্রহ এবং জাতীয় কোষাগারের ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। সরকারের পক্ষে এবং সরকারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত লেনদেনসমূহের অনন্য প্রকৃতি এবং বিশদ আকার নিরীক্ষাকার্যে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ হিসাবে ব্যাংকের সম্পত্তির পরিমাণ ২৯৪.৩৯ বিলিয়ন টাকা, মোট সম্পত্তির শতকরা ৬.৩২ ভাগ, যা আর্থিক বিবরণীর উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই বিনিয়োগ এক বছরের কম বা একাধিক বছরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে হয়ে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট ঋণ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি মোকাবেলার আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ঋণের বহনযোগ্য মূল্য নিরূপণে পরিকল্পনার নিরীক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পরিচালন কার্যকারিতা পরীক্ষা।
- নিলামের বিশদ বিশ্লেষণ, মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়া, সুদের আয়ের পুনর্মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট আইএফআরএস অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপনা এবং প্রকাশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি ৩.১১ নং এবং ১২ নং টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. প্রচলনকৃত মুদ্রা

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক নোট ইস্যুকরণ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এ বর্ণিত কাজসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ এবং ইহা একটি মুখ্য নিরীক্ষাযোগ্য বিষয়-কারণ :

- আর্থিক বিবরণী ব্যবহারকারীদের অধিক আগ্রহ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে এর স্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ; এবং
- ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটসমূহের- অর্থনীতিতে প্রচলিত দায়ের সঠিকতা নির্ণয়ে জটিলতা।

ব্যাংক নোটের স্থিতি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত সকল নোটের মূল্য নির্দেশ করে এবং বাতিল/ধ্বংসকৃত নোট ব্যতীত ইস্যুকৃত সকল নোটের দায় অভিহিত মূল্যে পরিমাপ করা হয়।

বাংলাদেশি ব্যাংক নোট নিরীক্ষায় আমরা নিম্নোক্ত নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ পালন করেছি :

- প্রচলিত পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত ব্যাংক নোট-এর স্থিতি সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য নোট ইস্যু ও ফেরত সংক্রান্ত সাধারণ কৌশলসমূহ পরীক্ষা করা হয়েছে।
- আমরা বিগত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে প্রচারণকৃত নোটের পরিবর্তন পর্যালোচনা করেছি। তাছাড়া বিগত বছরের তুলনায় বিভিন্ন মূল্যমানে ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটের সংখ্যার উপর আলোকপাত করে প্রচারণকৃত ব্যাংক নোটের ধারা (ট্রেন্ড) বিশ্লেষণ করেছি।
- বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ১৯৭২-এর ৩০ নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে সম্পত্তির ব্যাক-আপ নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যাংক নোটের চাহিদা নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং নোট ছাপানোর আদেশ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ব্যাংক নোট ইস্যু করার পদ্ধতি জানার জন্য বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং নমুনা ভিত্তিতে প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে ব্যাংক প্রাঙ্গনে রক্ষিত সম্পতিসমূহের সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।

ব্যাংকের প্রচারকৃত মুদ্রা সম্পর্কিত তথ্য আর্থিক বিবরণীর টীকা ৩.২৩ এবং ২০ নং-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য বিষয়

- ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহে আমাদের দায় নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর শর্তহীন মতামত প্রদান করা হয়; এবং
- সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর বিবরণীসমূহও ৩০ জুন ২০২১ ভিত্তিক আমাদের কর্তৃক যৌথভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং অনুরূপ মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের জন্য ব্যবস্থাপক এবং পরিচালনাকার্যে নিযুক্তদের দায়-দায়িত্ব

আর্ন্তজাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত এবং সন্তোষজনক উপস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা দায়ী এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত এ ধরনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা জরুরি, যেগুলি বস্তুগত অযথার্থতা, প্রতারণা বা ত্রুটির কারণ থেকে মুক্ত।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে হিসাবের চলমান নীতি অনুযায়ী গ্রুপের ক্ষমতা নিরূপণ এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে চলমান নীতি সম্পর্কিত বিষয় এবং হিসাবের চলমান নীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করার জন্য ব্যবস্থাপনা দায়ি, যদি না ব্যবস্থাপনা গ্রুপটি অবসায়ন করে বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় অথবা তা না করার কোন বাস্তবসম্মত বিকল্প থাকে।

পরিচালনায় নিয়োজিতগণ গ্রুপের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে দায়বদ্ধ থাকবেন।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ হল, পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্থিক বিবরণীসমূহ সামগ্রিক ভুল বিবৃতি থেকে মুক্ত কিনা, প্রতারণা বা ত্রুটির কারণে এবং আমাদের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস গ্রহণ করা। যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস একটি উঁচু স্তরের নিশ্চয়তা, তবে এটি একটি গ্যারান্টি নয় যে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং (আইএসএ)-এর সাথে পরিচালিত একটি নিরীক্ষা সবসময় বিদ্যমান বস্তুগত ভুল সনাক্ত করবে। অযথার্থ বিবরণীসমূহ প্রতারণা বা ত্রুটি থেকে উদ্ভুত হতে পারে এবং বস্তুগত বিবেচনা করা হয় যদি পৃথকভাবে বা সামগ্রিকভাবে ঐ সমস্ত সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীর নেয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে।

আইএসএ অনুযায়ী একটি নিরীক্ষা অংশ হিসাবে, সার্বিক নিরীক্ষা কার্যক্রমে আমরা পেশাদারী মূল্যায়ন অনুশীলন এবং পেশাদারী সন্দিগ্ধচিত্ততা বজায় রেখেছি। এছাড়াও :

- সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের বস্তুগত অযথার্থতার ঝুঁকিসমূহ- প্রতারণা বা ত্রুটি থেকে উদ্ভুত, চিহ্নিত ও নিরূপণ করা হয়েছে, এসমস্ত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণে নিরীক্ষা পদ্ধতি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা প্রমাণসমূহ অর্জন করা হয়েছে যা আমাদের মতামতের জন্য একটি ভিত্তি সরবরাহে যথেষ্ট ও উপযুক্ত। প্রতারণা থেকে উদ্ভুত একটি বস্তুগত অযথার্থ বিবৃতি চিহ্নিত না করার ঝুঁকি ত্রুটি হতে উদ্ভুত ঝুঁকির তুলনায় অধিকতর কেননা প্রতারণা সম্পৃক্ত হতে পারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগাযোগ, জালিয়াতি, ইচ্ছাকৃত বর্জন, ভুল উপস্থাপনা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পদদলনে।
- নিরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বোঝার জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলি প্রণয়ন করা হয় যা এ পরিস্থিতিতে সাযুজ্য কিন্তু গ্রুপের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়।
- ব্যবহৃত হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের উপযুক্ততা এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক হিসাবের মূল্যায়নও প্রাসঙ্গিক প্রকাশের যুক্তিযুক্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃক হিসাবরক্ষণের চলমান নীতি ব্যবহারের যথাযর্থতা নিরূপণ এবং প্রাপ্ত নিরীক্ষার প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কোনো অনিশ্চয়তার ঘটনা বা শর্ত বিদ্যমান কি না যা চলমান হিসেবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য গোষ্ঠীর দক্ষতার উপর উল্লেখযোগ্য সন্দেহ সৃষ্টি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যদি আমরা উপসংহারে পৌছাই যে একটি বস্তুগত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, তাহলে আমাদের নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনে সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহে এ সম্পর্কিত বিবৃতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে বা যদি এই প্রকাশগুলি অপর্যাপ্ত হয় তবে আমাদের মতামত সংশোধন করতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীর সামগ্রিক উপস্থাপনা, গঠন এবং বিষয়বস্তু ডিসক্লোজারসহ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং যাতে সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ নিখুঁত উপস্থাপনার লক্ষ্যে অন্তর্নিহিত লেনদেনসমূহ ও ঘটনাসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।
- সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহরে উপর একটি মতামত প্রকাশ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অথবা গ্রুপের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য সংক্রান্ত পর্যাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা গ্রুপ নিরীক্ষার দিকনির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং কার্যকারিতা জন্য দায়ি। আমরা আমাদের নিরীক্ষা মতামতের জন্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।

আমরা অডিট এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের সময়সূচি, প্রাপ্ত তথ্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঘাটতি যা নিরীক্ষাকালে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করেছি।

স্বতন্ত্রতার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নৈতিক আবশ্যকতা পরিপালন করত দায়িত্বশীলদের নিশ্চিত করেছি এবং এমনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছি যা আমাদের স্বাধীনতা এবং ক্ষেত্রমতে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

পরিচালনায় নিয়োজিতদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চলতি বছরের সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবৃতিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় নির্ধারণ করা হয়। এসকল বিষয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে যদি না কোনো আইনি বা বিধিবদ্ধ বাধা নিষেধ না থাকে এবং বিরল ক্ষেত্রে জনস্বার্থবিরোধী কোনো বিষয় এ প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়নি।

অন্যান্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়-আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রের শর্তাদি অনুযায়ী আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও তুলে ধরি :

- আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে আইটি ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি হতে উদ্ভুত তথ্য ভুল এবং অসংগতি হতে মুক্ত নয়;
- আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে জড় সামগ্রী (মূলধনী সম্পদ) এবং স্থাবর সম্পত্তির ধার্যকৃত অবচয় আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়;
- ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় যা ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে অবস্তুনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ অসংগতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে;
- আমরা বিগত বছরের নিরীক্ষা আপত্তির পরিপালন যাচাই করেছি এবং তা ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে;
- আমরা ব্যাংক কর্তৃক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এ সরবরাহকৃত আর্থিক তথ্য ও উপাত্তের যথার্থতা পরীক্ষা করেছি; এবং
- আমরা ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপালন পর্যালোচনা করেছি।

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস অ্যান্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

নাসির উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, এফসিএস
ম্যানেজিং পার্টনার
ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

২৩ আগস্ট ২০২১
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমন্বিত আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদ	টীকা সমূহ	২০২১ '০০০ টাকায়	২০২০ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৪,৫০২,৯৯৮
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	২০৪,২২০,৪৮৮
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৩৯,৬৭৮,৮১৬	৬৭,৬৭৬,৯৭৭
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি	৮	২৭,৮৫৫,৭০৯	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	৪০১,২৫৫,৮৯৬
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	১০	১৩,৯৮৭,৭৮১	১৬,৪৬৪,৬৬২
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৪,০৪১,৯৯৫,৯৪৫**	**৩,১৬৭,২৫০,৬০৭**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	১১	৫,০৮২,০১৫	১৮,৩১৪,৩৩২
পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ		-	৭১,৫৯০,২৪৬
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১২	২৯৪,৩৯২,৯৭২	৪২০,০৯০,৭০৮
স্থানীয় মদ্রায় বিনিয়োগ	১৩	২১,১৭৭,৫৪৯	৭,৬৭৭,২৭৫
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৪	২৫৯,৭৪৩,৮৯৪	১২৩,২৬৪,৮০৫
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৫	৪,৬৪০,৭৩৭	৯,৯৮৩,০০৮
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৫৮৫,০৩৭,১৬৭**	**৬৫০,৯২০,৩৭৪**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৪,৬২৭,০৩৩,১১২**	**৩,৮১৮,১৭০,৯৮১**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৬	৪৭,৬৪২,৭৪৬	৪৮,৪০১,২৫৯
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৭	৮০২,০৬৮	৪৩২,৬০৪
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৮	৫,০০১,৯০৫	৪,৩৭৮,৬৪২
মোট- অ-আর্থিক সম্পদ		**৫৩,৪৪৬,৭১৯**	**৫৩,২১২,৫০৫**
মোট সম্পদ		**৪,৬৮০,৪৭৯,৮৩১**	**৩,৮৭১,৩৮৩,৪৮৬**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৯	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	২২৩,৯৫৫,৬৮৭
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	২২২,৩২৯,৭৮৫
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৪৭০,৪৯২,১১৪**	**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২০	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২১	১,২১১,২১৮,৪৬৬	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২২	২৯২,১১৭,৯৮১	১৮৫,৫৫৯,২৯৪
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩,৭৫৬,৫৮৭,০৬৪**	**৩,০১৪,৬৬১,৭৬৮**
মোট দায়		**৪,২২৭,০৭৯,১৭৮**	**৩,৪৬০,৯৪৭,২৪০**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৩	৩০,০০০	৩০,০০০
আ-বণ্টিত মুনাফা	৩০	৪৪,৯১৯,৬৬৩	৭০,৩৮৫,৪৪৩
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৪	২৭০,৩০১,০৭৬	২১৮,৮৪৯,৬৭০
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্য জনিত সঞ্চিতি	২৫	৮৬,৩৯৩,০৬১	৭১,২৬৪,১৩৭
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৬	১৮,২৬৭,০৪৬	১৬,৫১৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৫,৬৪০,৪০৮	১৫,৬৪০,৫৫১
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৮	১২,৪৪৮,৮৯৯	১২,৪৪৮,৮৯৯
সাধারণ সঞ্চিতি	২৯	৫,৪০০,৫০০	৫,৩০০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**৪৫৩,৪০০,৬৫৩**	**৪১০,৪৩৬,২৪৬**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৪,৬৮০,৪৭৯,৮৩১**	**৩,৮৭১,৩৮৩,৪৮৬**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন
মহাব্যবস্থাপক
একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

ফজলে কবির
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন-এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

নাসির উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, এফসিএস, সিজিএমএ (এআইসিপিএ), সিএমএ (ইউকে)
সিনিয়র পার্টনার
ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ শে জুন ২০২১ তারিখে পৃথক আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদ	টীকা সমূহ	২০২১ '০০০ টাকায়	২০২০ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৪,৫০২,৯৯৮
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	২০৪,২২০,৪৮৮
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৩৯,৬৭৮,৮১৬	৬৭,৬৭৬,৯৭৭
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি	৮	২৭,৮৫৫,৭০৯	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	৪০১,২৫৫,৮৯৬
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	১০	১৩,৯৮৭,৭৮১	১৬,৪৬৪,৬৬২
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৪,০৪১,৯৯৫,৯৪৫**	**৩,১৬৭,২৫০,৬০৬**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	১০.০১	৪,৬২৬,৬৬৯	৪,৮৪৫,৯৩৭
পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ		-	৭১,৫৯০,২৪৬
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১২	২৯৪,৩৯২,৯৭২	৪২০,০৯০,৭০৮
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৩.০১	১৫,৯৪৫,০০০	১৫,৯৪৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৪.০১	২৫৭,৮৬৪,৩১৫	১২১,৫৪৪,৯৭১
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৫.০১	৩,৮৬৫,৮২০	৯,২৭২,৩৪০
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৫৭৬,৬৯৪,৭৭৬**	**৬৪৩,২৮৯,২০২**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৪,৬১৮,৬৯০,৭২১**	**৩,৮১০,৫৩৯,৮০৮**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৬.০১	৩৯,২২৯,৩৯৭	৩৯,৬৬৫,৭৮২
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৭	৮০২,০৬৮	৪৩২,৬০৪
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৮.০১	৫৯৯,৮৬৫	১,১৮১,৬৩৩
মোট- অ-আর্থিক সম্পদ		**৪০,৬৩১,৩৩০**	**৪১,২৮০,০১৯**
মোট সম্পদ		**৪,৬৫৯,৩২২,০৫১**	**৩,৮৫১,৮১৯,৮২৭**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৯	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	২২৩,৯৫৫,৬৮৭
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	২২২,৩২৯,৭৮৫
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৪৭০,৪৯২,১১৪**	**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২০	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২১	১,২১১,২১৮,৪৬৬	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২২.০১	২৮৯,৫৫৪,০৬৬	১৮৪,১১৯,৬১৭
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩,৭৫৪,০২৩,১৪৯**	**৩,০১৩,২২২,০৯১**
মোট দায়		**৪,২২৪,৫১৫,২৬৩**	**৩,৪৫৯,৫০৭,৫৬৩**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৩	৩০,০০০	৩০,০০০
আ-বণ্টিত মুনাফা	৩০.০১	৩১,১১৮,৯৯১	৫৬,৯৮৯,৩৮৭
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৪.০১	২৬৬,৬৫৭,৮৮৩	২১৫,১৭১,৭৪৪
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্য জনিত সঞ্চিতি	২৫	৮৬,৩৯৩,০৬১	৭১,২৬৪,১৩৭
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৬	১৮,২৬৭,০৪৬	১৬,৫১৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৫,৬৪০,৪০৮	১৫,৬৪০,৫৫১
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৮	১২,৪৪৮,৮৯৯	১২,৪৪৮,৮৯৯
সাধারণ সঞ্চিতি	২৯.০১	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**৪৩৪,৮০৬,৭৮৮**	**৩৯২,৩১২,২৬৪**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৪,৬৫৯,৩২২,০৫১**	**৩,৮৫১,৮১৯,৮২৭**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন
মহাব্যবস্থাপক
একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

ফজলে কবির
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন-এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

নাসির উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, এফসিএস, সিজিএমএ (এআইসিপিএ), সিএমএ (ইউকে)
সিনিয়র পার্টনার
ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ শে জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

		২০২১	২০২০
আয়	টীকা সমূহ	’০০০ টাকায়	’০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩১	২৫,৪৪৭,৩০০	৪৯,৩১৯,৯৫৮
কমিশন এবং বাট্টা	৩২	৩১৫,১৭৫	৩৪২,৪৪৩
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**২৫,৭৬২,৪৭৫**	**৪৯,৬৬২,৪০১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৪	৩০,৪৮২,৭৯৪	৩৪,৮৩৭,১১৬
কমিশন এবং বাট্টা	৩৫	৪,৪৩৩,৪৮৬	২,২৬৬,৮৮৭
সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়		১,৫৯৪,০৩৬	১,৮২৩,২৩৬
বিবিধ আয়		১২৮,৪৫২	৩৫,২৭০
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৩৬,৬৩৮,৭৬৮**	**৩৮,৯৬২,৫০৯**
মোট আয়		**৬২,৪০১,২৪৩**	**৮৮,৬২৪,৯১০**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৩	(৬৫৭,১৮৫)	(২,৯২১,৯৫৯)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(৩৮৩,২০০)	(২৮১,২৬১)
মোট ব্যয় - বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(১,০৪০,৩৮৫)**	**(৩,২০৩,২২০)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৭	(২৫১,৯২০)	(২৫০,৪৩৮)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৮	(৮,৫৬৮,৮৯৩)	(৭,৫২৬,৫৩৭)
মোট ব্যয় - স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(৮,৮২০,৮১৩)**	**(৭,৭৭৬,৯৭৫)**
অন্যান্য ব্যয়			
সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয়	৩৯	(১৯,৪৯১,০৭৮)	(১৮,৬১৪,৬০৩)
মোট-অন্যান্য ব্যয়		**(১৯,৪৯১,০৭৮)**	**(১৮,৬১৪,৬০৩)**
মোট-ব্যয়সমূহ		**(২৯,৩৫২,২৭৬)**	**(২৯,৫৯৪,৭৯৮)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/ (ক্ষতি) - অনুসুলকৃত		১০,৯২৮,০৪৩	(২৬,৬৩৯,৭৫৭)
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		১৫,১২৮,৯২৪	৩০,৯০৬,৬৪০
করপূর্ব আয়		**৫৯,১০৫,৯৩৪**	**৬৩,২৯৬,৯৯৫**
চলতি কর ব্যয়		(৫২৮,৮৮১)	(৪৮৪,৪৭২)
বিলম্বিত কর আয়/ (ব্যয়)		(৩৩৪,৯৮৪)	৮৫,৭২৭
আর্থিক বছরের লাভ/ (ক্ষতি)		**৫৮,২৪২,০৬৯**	**৬২,৮৯৮,২৫০**
দফাসমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/ (ক্ষতি)		(২৫৬,৩৮৫)	১৩,৯৪৬,৪৩৯
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/ (ক্ষতি)		১১৩,৯৩২	৩৬,৮৬৮
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/ (ক্ষতি)		৪০,৮১১,২৪২	৮,৪৬৬,০৬৯
মোট-অন্যান্য সমন্বিত আয়/ (ক্ষতি)		**৪০,৬৬৮,৭৮৯**	**২২,৪৪৯,৩৭৬**
মোট-সমন্বিত আয়/ (ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের		**৯৮,৯১০,৮৫৮**	**৮৫,৩৪৭,৬২৬**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন	আহমেদ জামাল	ফজলে কবির
মহাব্যবস্থাপক	ডেপুটি গভর্নর	গভর্নর
একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট		

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন-এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ	নাসির উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, এফসিএস, সিজিএমএ (এআইসিপিএ), সিএমএ (ইউকে)
ম্যানেজিং পার্টনার	সিনিয়র পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস	ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ শে জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের সামগ্রিক আয়ের পৃথক বিবরণী

	টীকা সমূহ	২০২১ '০০০ টাকায়	২০২০ '০০০ টাকায়
আয়			
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩১	২৫,৪৪৭,৩০০	৪৯,৩১৯,৯৫৮
কমিশন এবং বাট্টা	৩২	৩১৫,১৭৫	৩৪২,৪৪৩
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**২৫,৭৬২,৪৭৫**	**৪৯,৬৬২,৪০১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৪.০১	২৯,৩৮৫,৩৭১	৩৩,৭৭০,৪০৭
কমিশন এবং বাট্টা	৩৫	৪,৪৩৩,৪৮৬	২,২৬৬,৮৮৭
লভ্যাংশ হতে আয়		৬০০,০০০	৩৬০,০০০
বিবিধ আয়	৩৬	১১৫,১১৮	২৩,৪৭২
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৩৪,৫৩৩,৯৭৫**	**৩৬,৪২০,৭৬৬**
মোট আয়		**৬০,২৯৬,৪৫০**	**৮৬,০৮৩,১৬৭**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৩	(৬৫৭,১৮৫)	(২,৯২১,৯৫৯)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(৩৮৩,২০০)	(২৮১,২৬১)
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়জনিত ব্যয়		**(১,০৪০,৩৮৫)**	**(৩,২০৩,২২০)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৭	(২৫১,৯২০)	(২৫০,৪৩৮)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৮	(৮,৫৬৮,৮৯৩)	(৭,৫২৬,৫৩৭)
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়		**(৮,৮২০,৮১৩)**	**(৭,৭৭৬,৯৭৫)**
অন্যান্য ব্যয়			
নোট মুদ্রণজনিত ব্যয়		(৩,৪০১,৪৫৫)	(৩,১৪৫,৯৯১)
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	৩৯.০১	(১৫,৩১৮,৫৭৯)	(১৪,৩৬৭,৫৯২)
মোট-অন্যান্য ব্যয়		**(১৮,৭২০,০৩৪)**	**(১৭,৫১৩,৫৮৩)**
মোট ব্যয়		**(২৮,৫৮১,২৩২)**	**(২৮,৪৯৩,৭৭৮)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/ (ক্ষতি) - অনুসুলকৃত		(১০,৯২৮,০৪৩)	(২৬,৬৩৯,৭৫৭)
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		১৫,১২৮,৯২৪	৩০,৯০৬,৬৪০
আর্থিক বছরের লাভ/ (ক্ষতি)		**৫৭,৭৭২,১৮৫**	**৬১,৮৫৬,২৭২**
দফা সমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/ (ক্ষতি)		(২৫৬,৩৮৫)	১৩,৯৪৬,৪৩৯
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/ (ক্ষতি)		১১৩,৯৩২	৩৬,৮৬৮
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/ (ক্ষতি)		৪০,৮১১,২৪২	৮,৪৬৬,০৬৯
মোট-অন্যান্য সমন্বিত (ক্ষতি)/ আয়		**৪০,৬৬৮,৭৮৯**	**২২,৪৪৯,৩৭৬**
মোট-সমন্বিত (ক্ষতি)/ আয় সমগ্র আর্থিক বছরের		**৯৮,৪৪০,৯৭৪**	**৮৪,৩০৫,৬৪৮**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন
মহাব্যবস্থাপক
একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

ফজলে কবির
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন-এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

নাসির উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ, এফসিএস, সিজিএমএ(এআইসিপিএ), সিএমএ(ইউকে)
সিনিয়র পার্টনার
ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক
ইক্যুইটি পরিবর্তনের সমন্বিত বিবরণী
৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের

’০০০ টাকায়

বিবরণ	অবণ্টনযোগ্য											বণ্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবণ্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৯ তারিখে স্থিতি	**৩০,০০০**	**২৩,১৭৭,৪৯২**	**১৬৪,৮৭৪,৩৪৭**	**(৪,২৮১,৩৮৩)**	**৩৮,৭৯৮,৮৯০**	**৪০,৩৫৭,৪৯৭**	**১৬,২৬৭,০৪৬**	**১৫,৬৪৫,১৪৮**	**৪,৬৭৬,৭৮৫**	**৭,৫২২,১১৪**	**৫,২০০,৫০০**	**৫৫,৮১৩,৬২৬**	**৩৬৮,০৮২,০৫৯**
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৮,২১৪)	(১৮,২১৪)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৭-২০১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২২৭,৫১৪)	(২২৭,৫১৪)
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	১৩,৯৮৩,৩০৭	-	৮,৪৬৬,০৬৯		-	-	-	-	-	-	৬২,৮৯৮,২৫০	৮৫,৩৪৭,৬২৬
পুনর্বণ্টন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০৪,৫৯৭)	-	-	-	-	(১০৪,৫৯৭)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	৫০৫,৪৪০	(৩৪,৭৩৩)	-	-	-	-	-	-	৩৪,৭৩৩	৫০৫,৪৩৯
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবণ্টন	-	-	(২৬,৬৩৯,৭৫৭)	-	-	৩০,৯০৬,৬৪০	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-	১০০,০০০	(৪,৯৬৬,৮৮৩)	-
৩০ জুন ২০২০ তারিখে স্থিতি	**৩০,০০০**	**৩৭,১৬০,৭৯৯**	**১৩৮,২৩৪,৫৯০**	**৪,৬৯০,১২৬**	**৩৮,৭৬৪,১৫৭**	**৭১,২৬৪,১৩৭**	**১৬,৫১৭,০৪৬**	**১৫,৬৪০,৫৫১**	**৪,৯২৬,৭৮৫**	**৭,৫২২,১১৪**	**৫,৩০০,৫০০**	**৭০,৩৮৫,৪৪৩**	**৪১০,৪৩৬,২৪৬**
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৭,৯৮৩)	(২৭,৯৮৩)
বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	১,৫০০,০০০		-	-	-	(১,৫০০,০০০)	-
সরকারকে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৫০,০০০)	-	-	-	(২৫০,০০০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৯-২০২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩,৭৭৪	৩,৭৭৪
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	(১৪২,৪৫৩)	-	৪০,৮১১,২৪২		-	-	-	-	-	-	৫৮,২৪২,০৬৯	৯৮,৯১০,৮৫৮
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	(১১০,৬৯৪)	(৩৪,৭৩৩)	-	-	-	-	-	-	৩৪,৭৩৩	(১১০,৬৯৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবণ্টন	-	-	১০,৯২৮,০৪৪	-	-	১৫,১২৮,৯২৪	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-	১০০,০০০	(২৬,৭৫৬,৯৬৮)	-
৩০ জুন ২০২১ তারিখে স্থিতি	**৩০,০০০**	**৩৭,০১৮,৩৪৬**	**১৪৯,১৬২,৬৩৪**	**৪৫,৩৯০,৬৭৪**	**৩৮,৭২৯,৪২৪**	**৮৬,৩৯৩,০৬১**	**১৮,২৬৭,০৪৬**	**১৫,৬৪০,৪০৮**	**৪,৯২৬,৭৮৫**	**৭,৫২২,১১৪**	**৫,৪০০,৫০০**	**৪৪,৯১৯,৬৬৩**	**৪৫৩,৪০০,৬৫৩**

বাংলাদেশ ব্যাংক
পৃথক ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী
৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের

’০০০ টাকায়

বিবরণ	অবণ্টনযোগ্য											বণ্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবণ্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৯ তারিখে স্থিতি	**৩০,০০০**	**২৩,১৭৭,৪৯৩**	**১৬৪,৮৭৪,৩৪৬**	**(৪,২৮১,৩৮৪)**	**৩৫,০৮৬,২৩০**	**৪০,৩৫৭,৪৯৭**	**১৬,২৬৭,০৪৬**	**১৫,৬৪৫,১৪৮**	**৪,৬৭৬,৭৮৫**	**৭,৫২২,১১৪**	**৪,২৫০,৫০০**	**৪৩,১৬৬,৭৬৬**	**৩৫০,৭৭২,৫৪১**
সরকার থেকে প্রাপ্য-এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৮,২১৪)	(১৮,২১৪)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৮-২০১৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
সমগ্র আর্থিক বছরের মোট-সমন্বিত আয়	-	১৩,৯৮৩,৩০৭	-	৮,৪৬৬,০৬৯	-	-	-	-	-	-	-	৬১,৮৫৬,২৭২	৮৪,৩০৫,৬৪৮
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০৪,৫৯৭)	-	-	-	-	(১০০,৭৯৪)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	৫০৫,৪৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০৫,৪৪০
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার বণ্টন	-	-	(২৬,৬৩৯,৭৫৭)	-	-	৩০,৯০৬,৬৪০	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-	-	(৪,৮৬৬,৮৮৩)	-
৩০ জুন ২০২০ তারিখে স্থিতি	**৩০,০০০**	**৩৭,১৬০,৮০০**	**১৩৮,২৩৪,৫৮৯**	**৪,৬৯০,১২৫**	**৩৫,০৮৬,২৩০**	**৭১,২৬৪,১৩৭**	**১৬,৫১৭,০৪৬**	**১৫,৬৪০,৫৫১**	**৪,৯২৬,৭৮৫**	**৭,৫২২,১১৪**	**৪,২৫০,৫০০**	**৫৬,৯৮৯,৩৮৭**	**৩৯২,৩১২,২৬৪**
সরকার থেকে প্রাপ্য-এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৭,৯৮৩)	(২৭,৯৮৩)
বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	১,৫০০,০০০	-	-	-	-	(১,৫০০,০০০)	-
সরকারের নিকট স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৫০,০০০)	-	-	-	(২৫০,০০০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৯-২০২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩,৭৭৪	৩,৭৭৪
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	(১৪২,৪৫৩)	-	৪০,৮১১,২৪২	-	-	-	-	-	-	-	৫৭,৭৭২,১৮৫	৯৮,৪৪০,৯৭৪
পুনর্বণ্টন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	(১১০,৬৯৪)	-	-	-	-	-	-	-	-	(১১০,৬৯৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবণ্টন	-	-	১০,৯২৮,০৪৪	-	-	১৫,১২৮,৯২৪	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-	-	(২৬,৬৫৬,৯৬৮)	-
৩০ জুন ২০২১ তারিখে স্থিতি	**৩০,০০০**	**৩৭,০১৮,৩৪৭**	**১৪৯,১৬২,৬৩৩**	**৪৫,৩৯০,৬৭৩**	**৩৫,০৮৬,২৩০**	**৮৬,৩৯৩,০৬১**	**১৮,২৬৭,০৪৬**	**১৫,৬৪০,৪০৮**	**৪,৯২৬,৭৮৫**	**৭,৫২২,১১৪**	**৪,২৫০,৫০০**	**৩১,১১৮,৯৯০**	**৪৩৪,৮০৬,৭৮৮**

বাংলাদেশ ব্যাংক
সমন্বিত নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের

'০০০ টাকায়

বিবরণ	২০২১	২০২০
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
মুনাফা	৫৮,২৪২,০৬৯	৬৩,৬৫৬,৯৯৪
সমন্বয়সমূহ		
অবচয়	১,৩৬৩,০৩৪	১,২১২,৬৯৬
ঋণ ক্ষতি সংস্থান	(১,২১০,৭০৮)	(৯২৬,১৮৮)
স্বল্পমেয়াদি আমানত, বৈদেশিক বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(১৯,৯৫৬,৪৯৯)	(৩৭,৪৮৬,৬১০)
স্থানীয় ট্রেজারি বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(২১,৬২৪,৫১০)	(২২,৬৩৮,৫৩৮)
লভ্যাংশ আয়	(৬০০,০০০)	(৩৬০,০০০)
	১৬,২১৩,৩৮৬	**৩,৪৫৮,৩৫৩**
বছরে প্রদত্ত আয়কর	(৫২৮,৮৮১)	(৫৮৮,৬৭৪)
শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল হতে প্রদান	(৯৪,৭৭৫)	(৮৮,২০০)
শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিলে সংস্থান	(৯৪,৭৭৫)	৯৪,৭৭৫
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	(১২৪,৩৯৮,৪৭২)	(১৭১,২৩৮,১৪২)
বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ হতে অন্যান্য পাওনার (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৪,১৯৭,৩৮৬	(৭৭২,৪৬৪)
সরকারকে প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৭৬,৮৯২,৩০০	(৩৫,৮১৩,৫০০)
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	(১৩৮,০৩৩,৪৮২)	(২২,১১০,৮৫৭)
বরাদ্দকৃত এসডিআর এর প্রদত্ত সুদের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	(১,৪৭৬)	(১০৩,৮৯৬)
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৫,৭৭৩,৮১৭	(৪২৯,৪৩৪)
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৮২,৫৯৯	(১,২৫২,৪৪৪)
প্রচারণকৃত মুদ্রার (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	১৮৭,৭২২,৪৫০	৩৭৬,৯২৪,২৯৩
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	১০৪,৯০৩,৭০৪	৫৪,৮২৫,১৫৯
	১১৬,৪২০,৩৯৬	**১৯৯,৪৪৬,৬১৭**
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**১৩২,৬৩৩,৭৮২**	**২০২,৯০৪,৯৭০**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
আইএমএফ-এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	২,৯৭৩,২৬২	(২৯৫,২৫৭)
স্বল্পমেয়াদি আমানত, ইউএস ট্রেজারি নোটস, বৈদেশিক বিলসমূহ এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	১৯,৯৫৬,৪৯৯	৩৭,৪৮৬,৬১০
বৈদেশিক বিলসমূহ, ইউএস ট্রেজারি নোটস এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	(৩৫২,১২৬,৮২২)	১০৭,৯০৫,৭৮১
বৈদেশিক স্বল্পমেয়াদি আমানত হতে বিনিয়োগ আয়	১৭০,৪৭০,৪৮০	(৬১,৩৩০,১৯৩)
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবিকৃত আয়	২১,৬২৪,৫১০	২২,৬৩৮,৫৩৮
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	৪৮,৮০৫,৪৩৭	(১৬৮,৭০৭,৬৫৩)
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ	৩,৩৯৮,৮৩২	(১৩,০৪৩,৪৭৪)
অন্যান্য স্থানীয় বিনিয়োগ	৯,৩২১	-
স্থায়ী সম্পদ এবং অস্পর্শনীয় সম্পদের সংযোজন	(১,২২৩,২২১)	(৩৬০,৩৪৪)
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ ব্যবহার	**(৮৬,১১১,৭০২)**	**(৭৫,৭০৫,৯৯২)**
অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃ/আন্তঃপ্রবাহ	**(৫৫,৪৬১,৪০৫)**	**(৪৩,১৪৮,৫৫৪)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**(৮,৯৩৯,৩২৫)**	**৮৪,০৫০,৪২৪**
নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৪৮,৮৯৮,১৯০	৩৬৪,৮৪৭,৭৬৬
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৩৯,৯৫৮,৮৬৫**	**৪৪৮,৮৯৮,১৯০**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৪,৫০২,৯৯৮
তিন মাস বা তার কম মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৮৪৭,৫৭০,১২৩	১,৩১৫,২৬৬,৭২২
ধাতব মুদ্রা ও কাগজি মুদ্রার স্থিতি	৫,০৮২,০১৫	৫,০৬৮,২১৮
পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ	-	৭১,৫৯০,২৪৬
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২৫০,৯৫৬,৫৬৬)	(২২৩,৯৫৫,৬৮৭)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(১,২১১,২১৮,৪৬৬)	(৭৬৩,৫৭৪,৩০৬)
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৩৯,৯৫৮,৮৬৫**	**৪৪৮,৮৯৮,১৯০**

বাংলাদেশ ব্যাংক
পৃথক নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের

’০০০ টাকায়

বিবরণ	২০২১	২০২০
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
মুনাফা	৫৭,৭৭২,১৮৫	৬১,৮৫৬,২৭২
সমন্বয়সমূহ		
অবচয়	৯৮২,০৩৫	৮৩৫,০৭৮
ঋণ ক্ষতি সংস্থান	(১,২১০,৭০৮)	(৯২৬,১৮৮)
স্বল্পমেয়াদি আমানত, বৈদেশিক বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(১৯,৯৫৬,৪৯৯)	(৩৭,৪৮৬,৬১০)
স্থানীয় ট্রেজারি বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(২১,৬২৪,৫১০)	(২২,৬৩৮,৫৩৮)
লভ্যাংশ আয়	(৬০০,০০০)	(৩৬০,০০০)
	১৫,৩৬২,৫০৩	**১,২৮০,০১৩**
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	(১২৪,৩৯৮,৪৭২)	(১৭১,২৩৮,১৪২)
বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ হতে অন্যান্য পাওনার (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৪,১৯৭,৩৮৬	(৭৭২,৪৬৪)
সরকারকে প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৭৬,৮৯২,৩০০	(৩৫,৮১৩,৫০০)
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	(১৩৬,৩১৯,৩৪৫)	(২০,৫২৯,৩৮৭)
বরাদ্দকৃত এসডিআর এর প্রদত্ত সুদের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	(১,৪৭৬)	(১০৩,৮৯৬)
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৫,৪০৬,৫২০	(৪০৬,০৬৫)
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	৫৮১,১০৩	(৮৫১,৪২৭)
প্রচারণকৃত মুদ্রার (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	১৮৭,৭২২,৪৫০	৩৭৬,৯২৪,২৯৩
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের (হ্রাস)/ বৃদ্ধি	১০৫,৪৩৪,৪৪৯	৫৩,৪৯১,৮৩৯
	১১৯,৫১৪,৯১৫	**২০০,৭০১,২৫১**
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**১৩৪,৮৭৭,৪১৮**	**২০১,৯৮১,২৬৪**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	২,৯৭৩,২৬২	(২৯৫,২৫৭)
স্বল্পমেয়াদি আমানত, ইউএস ট্রেজারি নোটস, বৈদেশিক বিলসমূহ এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	১৯,৯৫৬,৪৯৯	৩৭,৪৮৬,৬১০
বৈদেশিক বিলসমূহ, ইউএস ট্রেজারি নোটস এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	(৩৫২,১২৬,৮২২)	১০৭,৯০৫,৭৮১
বৈদেশিক স্বল্পমেয়াদি আমানত হতে বিনিয়োগ আয়	১৭০,৪৭০,৪৮০	(৬১,৩৩০,১৯৩)
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবিকৃত আয়	৪৮,৮০৫,৪৩৭	-
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	২১,৬২৪,৫১০	২২,৬৩৮,৫৩৮
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ	(৯০১,০৮৯)	(১৬৮,৭০৭,৬৫৩)
স্থায়ী সম্পদ এবং অস্পর্শনীয় সম্পদের সংযোজন	৯,৩২১	(১,১৬৭,৮৯৬)
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৬০০,০০০	৩৬০,০০০
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ ব্যবহার	**(৮৮,৫৮৮,৪০৩)**	**(৬৩,১১০,০৭০)**
অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃ/আন্তঃপ্রবাহ	**(৫৫,৪৬১,৪০৫)**	**(৪৩,১৪৮,৫৫৪)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**(৯,১৭২,৩৯০)**	**৯৫,৭২২,৬৪০**
নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৪৮,৬৭৫,৯০৯	৩৫২,৯৫৩,২৬৯
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৩৯,৫০৩,৫১৯**	**৪৪৮,৬৭৫,৯০৯**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৪,৫০২,৯৯৮
তিন মাস বা তার কম মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৮৪৭,৫৭০,১২৩	১,৩১৫,২৬৬,৭২২
ধাতব মুদ্রা ও কাগজি মুদ্রার স্থিতি	৪,৬২৬,৬৬৯	৪,৮৪৫,৯৩৭
পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ	-	৭১,৫৯০,২৪৬
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২৫০,৯৫৬,৫৬৬)	(২২৩,৯৫৫,৬৮৭)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(১,২১১,২১৮,৪৬৬)	(৭৬৩,৫৭৪,৩০৬)
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৩৯,৫০৩,৫১৯**	**৪৪৮,৬৭৫,৯০৯**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১ প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক ('ব্যাংক'), একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭) এর আদেশবলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত।

ব্যাংকটির ১০টি শাখা আছে যেগুলোর অবস্থান নিম্নরূপ :

অবস্থান	ঠিকানা
মতিঝিল অফিস	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
চট্টগ্রাম অফিস	নতুন/৬১৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড, চট্টগ্রাম
রাজশাহী অফিস	নাটোর রোড, মাঝি হাটা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬০০০
বগুড়া অফিস	হোল্ডিং নং : ১৬৮৩, ঠনঠনিয়া, বগুড়া-৫৮০০
রংপুর অফিস	বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর অফিস, রংপুর-৫৪০০
খুলনা অফিস	১, রতন সেন রোড, খুলনা-৯১০০
বরিশাল অফিস	দীনবন্ধু সেন রোড, বরিশাল-৮২০০
সিলেট অফিস	ভিআইপি রোড, তালতলা, সিলেট-৩১০০
সদরঘাট অফিস	বাহাদুরশাহ্ রোড, সদরঘাট, ঢাকা-১০০০
ময়মনসিংহ অফিস	২৯, দূর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

ব্যাংকটির কিছু সুনির্দিষ্ট রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সাথে একটি স্বতন্ত্র এজেন্সি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উল্লিখিত এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ৭৩২টি শাখা প্রাত্যহিক রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে জড়িত ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৭(অ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যাংকটির প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

- মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপকরণের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- মুদ্রানীতির সাথে রাজস্ব ও মুদ্রা বিনিময় হার নীতির মিথস্ক্রিয়া, অর্থনীতিতে বিভিন্ন নীতির প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং এ সকল বিষয় সুরাহার জন্য প্রয়োজনীয় অথবা যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব করা;
- বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকার্য সম্পন্ন করা;
- ব্যাংক নোট ইস্যুকরণসহ একটি কার্যকর পরিশোধ ব্যবস্থা স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করা এবং
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ১৬(১৮) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের ব্যাংকার হিসাবেও বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ ধারা ৪(২) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন বাংলাদেশ সরকারকে বণ্টন করা হয়েছে।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এসপিসিবিএল) নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে যা কারেন্সি নোট মুদ্রণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২২ এপ্রিল ১৯৯২ সালে গঠিত হয়। ব্যাংক ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি একত্রে 'দি গ্রুপ' নামে পরিচিত। টীকা নং ৩.০১ ও ১৩.০১ দ্রষ্টব্য।

২ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুতের ভিত্তি

২.০১ পরিপালন বিবরণী

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক ইস্যুকৃত ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুসরণ করে যথাক্রমে ব্যাংক এবং গ্রুপের পৃথক এবং সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। আইএফআরএস সমূহের কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস নিম্নে দেখানো হল :

		কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস
আইএএস ১:	আর্থিক প্রতিবেদনসমূহের উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ২:	মজুদ পণ্য	পরিপালিত
আইএএস ৭:	নগদ প্রবাহের বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ৮:	হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের অনুমান ও ভুলসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১০:	প্রতিবেদন পরবর্তী ঘটনাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১২:	আয়কর	পরিপালিত
আইএএস ১৬:	সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি	পরিপালিত
আইএএস ১৭:	লিজ	পরিপালিত
আইএএস ১৯:	কর্মচারী সুবিধাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২০:	সরকারি অনুদানের হিসাব ও সরকারি সাহায্যের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২১:	বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব	পরিপালিত
আইএএস ২৩:	ধার ব্যয়	পরিপালিত
আইএএস ২৪:	প্রাসঙ্গিক পক্ষের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

আইএএস ২৬:	রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্ল্যানের অ্যাকাউন্টিং ও রিপোর্টিং	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ২৭:	পৃথক আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ২৮:	অ্যাসোসিয়েট ও জয়েন্ট ভেঞ্চার-এ বিনিয়োগ	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩২:	ফিন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস: ডিসক্লোজ এবং উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ৩৩:	শেয়ার প্রতি আয়	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩৪:	অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩৬:	সম্পত্তির ইম্পেয়ারমেন্ট	পরিপালিত
আইএএস ৩৭:	সঞ্চিতি, সম্ভাব্য দায় ও সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৮:	অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৪০:	বিনিয়োগযোগ্য সম্পত্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৪১:	কৃষি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১:	প্রথমবার ইন্টারন্যশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ২:	শেয়ারভিত্তিক পরিশোধ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৩:	সমন্বিত ব্যবসায়	পরিপালিত
আইএফআরএস ৪:	বীমা চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৫:	বিক্রয় ও স্থগিত কার্যক্রমের জন্য অচলতি সম্পদসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৬:	খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও মূল্যায়ন	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৭:	আর্থিক দলিলাদি : ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ৮:	পরিচালন ক্ষেত্রসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৯:	আর্থিক দলিলাদি	পরিপালিত
আইএফআরএস ১০:	সমন্বিত আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএফআরএস ১১:	যৌথ চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১২:	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ১৩:	প্রকৃত মূল্য নির্ণয়	পরিপালিত
আইএফআরএস ১৪:	রেগুলেটরি বিলম্বিত হিসাব	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১৫:	গ্রাহকের সাথে চুক্তি হতে আয়	পরিপালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

২.০২ মূল্যায়নের ভিত্তি

নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ (আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদন) ঐতিহাসিক ব্যয় ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে:

মূল্যায়নের ভিত্তি	উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ
অবলোপিত মূল্য	বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল; ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল; বৈদেশিক বন্ড, বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড
ওসিআই হতে প্রকৃত মূল্য	‘স্বর্ণ এবং রৌপ্য; স্বর্ণ সংক্রান্ত লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি’ ইউএস ট্রেজারি নোট;
বর্তমান মূল্য	নির্দিষ্ট বেনিফিট অবলিগেশন হতে উদ্ভূত দায়

২.০৩ কার্যকরী ও উপস্থাপন মুদ্রা

আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশি টাকায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা গ্রুপের কার্যকর এবং পরিচালন মুদ্রা। উল্লেখ্য ব্যতীত, আর্থিক বিবরণীসমূহ নিকটবর্তী হাজার টাকার অঙ্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০৪ ইস্যু বিভাগ এবং ব্যাংকিং বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী ব্যাংকিং বিভাগ হতে পৃথক এবং সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ইস্যু বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক নোট ইস্যুর কাজ পরিচালনা করা হবে। সেই মতো ইস্যু বিভাগ এককভাবে নোট ইস্যু এবং ইস্যুর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সম্পদসমূহের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংকের অন্যান্য সকল কার্যকলাপ ব্যাংকিং বিভাগের উপর ন্যস্ত। ব্যাংকের অভ্যন্তরে বিভাগসমূহের পৃথকীকরণ এবং ইস্যু ও ব্যাংকিং বিভাগের (একত্রে ‘আর্থিক অবস্থার বিবরণী’ বলা হয়) বিবরণীসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং বছরব্যাপী অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতি সপ্তাহান্তে প্রেরণ করা হয়। বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদসমূহকে একত্রিত করে প্রস্তুত করা হয়। প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের সংস্থান বিষয়ে টীকা নং ২০ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.০৫ অনুমিত হিসাব ও বিচার্যের ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরিতে ব্যবস্থাপনার বিচার্য, অনুমিত হিসাব ও ধারণার ভিত্তি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হিসাব নীতিতে এবং উপস্থাপিত সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়ের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকল অনুমিত হিসাব প্রকৃত ফলাফল হতে পৃথক হতে পারে। অনুমিত হিসাব ও তার সাথে সম্পর্কিত ধারণাসমূহ চলমান ধারণার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। হিসাবরক্ষণের ধারণাসমূহের পুনঃনির্ধারণ চলতি হিসাব সময়ের মধ্যে কার্যকর করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যৎ সময়ের উপর কোনরূপ প্রভাব ফেললেও তা বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ঋণের ক্ষতি, সিকিউরিটির ন্যায্য মূল্য, ন্যায্য মূল্যের অনুক্রমের মূল্যায়ন, সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ন্যায্য মূল্য, অবচয় নির্ণয়ের জন্য সম্পত্তির আর্থিক আয়ুষ্কাল এবং অবসর পরবর্তী সুবিধাদি যেমন পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটির নগদ বিক্রয় সংক্রান্ত সঞ্চিতি গণনা এবং ঐ সকল ধারণাসমূহ যা সুনির্দিষ্ট বেনিফিট পরিকল্পনার অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়নে অনুমিত হিসাব, বিচার্য হিসাব এবং ধারণাসমূহ ব্যবহৃত হয়।

২.০৬ তুলনামূলক তথ্য

এই আর্থিক বিবরণীতে আইএএস-১ এবং আইএএস- ৮ অনুসারে পূর্ববর্তী বছরের সাথে তুলনামূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছরের আর্থিক বিবরণী বোঝার সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ণনামূলক তথ্য টীকা আকারে প্রদান করা হয়েছে।

২.০৭ পুনঃনিবেদন/পুনঃশ্রেণিকরণ

আইএএস-৮ হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহ, হিসাবরক্ষণ প্রাক্কলন এবং ত্রুটির পরিবর্তন অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরের ভুল ত্রুটিগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের সাথে সমন্বয় করতে হবে। ৩০ জুন ২০২১ ভিত্তিক সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় পূর্ববর্তী সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ভুল পরিলক্ষিত হয়নি।

৩ হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত হিসাব নীতিমালাসমূহ পূর্ববর্তী সকল সময়ের আর্থিক বিবরণীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.০১ সমন্বিতকরণের ভিত্তি

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণী যথাক্রমে আইএফআরএস-১০ এবং বিবরণী আইএএস-২৭ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাবসিডিয়ারি

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক এসপিসিবিএল-এর ১১,৯৯৮,৯৯৪ শেয়ার ধারণ করে। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম শেয়ার ধারকের সংখ্যা ৭ জন হওয়ায় জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের ১০০০টি শেয়ার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, এসপিসিবিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক প্রত্যেকের জন্য একটি করে শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে। যাহোক বাংলাদেশ ব্যাংক এসকল শেয়ারের লভ্যাংশের মালিক। নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য সুদ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুন ২০২১ তারিখে ২,৩৯০,৯৮৬ টাকা আয় করে। এই আয় উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবায়নে বিবেচনা করা হয় না। চাহিদার ভিত্তিতে সময় অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

নোট সরবরাহ করা এসপিসিবিএল এর দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট সরবরাহ করে থাকে। এসপিসিবিএল ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য পার্টির নিকটও কিছু সিকিউরিটিজ পণ্য বিক্রি করে থাকে।

সমন্বিতকরণের ক্ষেত্রে পরিহার্য লেনদেনসমূহ

সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃগ্রুপ স্থিতি ও লেনদেনসমূহ এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেন হতে উদ্ভূত অনুপার্জিত আয় এবং ব্যয় পরিহার করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি লেনদেন হতে উদ্ভূত অ-উসুলকৃত লাভ সাবসিডিয়ারি গ্রুপের স্বার্থ অনুযায়ী ততটুকু পর্যন্ত বাদ দেওয়া যায়। অ-উসুলকৃত লাভের মতো অ-উসুলকৃত ক্ষতিও একইভাবে ততটুকু পরিহার করা হয়েছে যার ক্ষতির কোনো প্রমাণ নেই।

৩.০২ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন

লেনদেনের তারিখে বিরাজমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রয়োগ করে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে 'আইএএস ২১: বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তনের প্রভাব' মেনে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত সম্পদ ও দায়গুলো উক্ত তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগের মাধ্যমে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়জনিত তারতম্য লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ এবং দায় বাজার মূল্যে মূল্যায়িত হয়েছে এবং ঐ তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগ করে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভ-ক্ষতি বিনিময় হারের লাভ-ক্ষতির নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয় যা মূলত নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার নিট লাভ/ক্ষতির পরিবর্তনের ভিত্তিতে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে টাকার বিপরীতে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়েছে তা তুলে ধরা হলো :

ফরেন কারেন্সি	বিনিময় হার (টাকা)	
	৩০ জুন, ২০২১	৩০ জুন, ২০২০
ইউএস ডলার	৮৪.৮১৪৬	৮৪.৯০০০
অস্ট্রেলিয়ান ডলার	৬৩.৫৯৪০	৫৮.৫৯৮০
কানাডিয়ান ডলার	৬৮.৪৩২০	৬২.৫৫০৭
ইউরো	১০০.৫৪৭৭	৯৫.৩৫১২
পাউন্ড স্টার্লিং	১১৭.২৭৩২	১০৫.২৬৭৫
সিএনওয়াই	১৩.১১৩৮	১২.০১১৭
জেপিওয়াই	০.৭৬৩৪	০.৭৮৬৭
এসডিআর	১২০.৯৭৯৬	১১৬.৭৯৬৯
এসজিডি	৬৩.০৫৪৫	৬০.৯৪৩২
এসইকে	৯.৯১৭৩	৯.১১০৬

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০৩ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত লাভ/ক্ষতি

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত উসুলকৃত লাভ/ক্ষতি গড় ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়। প্রতি মাসের শেষে প্রতিটি মুদ্রার গড় ব্যয়ের স্থিতির মধ্যকার পার্থক্য (ক) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট বৃদ্ধি হয় তখন গড় মূল্যের বৃদ্ধি হলো মাসের গড় হার এবং বৃদ্ধি পাওয়া মুদ্রার মূল্যের গুণিতকের সমান। এবং (খ) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট হ্রাস হয় তখন প্রারম্ভিক গড় হারের সাথে হ্রাসকৃত মূল্যের তুলনা করে গড় মূল্যের হ্রাস নির্ণয় করা হয়। সমাপনী বিনিময় হারের অভিহিত মূল্য এবং মুদ্রার গড় মূল্যের পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। এই পার্থক্যকে উসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

উসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসাব এবং লেজার ব্যালেন্সের পার্থক্যকে আলোচ্য সময়ের অনুসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ ক্ষতি বলা হয় এবং এটি উক্ত সময়ের লাভ/ ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে উসুলকৃত এবং অনুসুলকৃত এই লাভ/ ক্ষতি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্য জনিত সঞ্চিতিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৪ আর্থিক সম্পদ ও দায়

আর্থিক সম্পদগুলো বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদসমূহ, স্বর্ণ ও রৌপ্য, স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি, ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ, নগদ ও নগদ সমতুল্য, রেপো, বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া ঋণ, স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ, ব্যাংকসমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্মকর্তাদিগকে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ এবং স্থানীয় মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ-এর সমন্বয়ে গঠিত।

আর্থিক দায় বলতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত গ্রহণ, আইএমএফ-এর নিকট দায়, মুদ্রা প্রচারণ, স্বল্পমেয়াদি ধার এবং অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়।

(ক) স্বীকৃতি এবং প্রাথমিক মূল্যায়ন

আর্থিক বিবরণীতে ঋণ এবং অগ্রিম যে তারিখে উদ্ভূত হয় সে তারিখে আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পদ ক্রয় অথবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান ও অন্তর্ভুক্তকরণের সাধারণ নিয়ম হলো যে তারিখে গ্রুপ কর্তৃক সম্পদ গ্রহণ করা হবে অথবা ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হবে। অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ও দায় প্রাথমিকভাবে তখনই স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যখন গ্রুপ হাতিয়ারসমূহের বিনিময় চুক্তির একটি পক্ষ হিসেবে কাজ করে। আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

(খ) শ্রেণিকরণ এবং পরবর্তী পরিমাপন

প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সম্পদ ও দায় পরিমাপের জন্য আইএফআরএস-৯ আর্থিক উপাদানসমূহ : স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে :

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১ সমন্বিত অবলোপিত মূল্যে (Amortised Cost) বাহিত আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ

নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করা আর্থিক সম্পদসমূহ সমন্বিত অবলোপিত মূল্যে পরিমাপ করা হবে–

- ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেসকল আর্থিক সম্পদ শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করবে; এবং

- আর্থিক সম্পদের চুক্তিবদ্ধ সময় অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা মূল এবং বাকি থাকা মূলের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ

বৈদেশিক বন্ড, ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল, বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল, এইচবিএফসি-তে ইক্যুইটি বিনিয়োগ এবং সুইফট শেয়ার সমন্বিত অবলোপিত মূল্যে নিরূপিত আর্থিক সম্পদ। সুইফট শেয়ার পরিমাপ করা হয় অবলোপিত মূল্যে কারণ এ ধরনের শেয়ারের কোনো উদ্ধৃত বাজারমূল্য নেই।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন-এর শেয়ার অবলোপিত মূল্যে আইএএস ২৭ অনুযায়ী একটি পৃথক আর্থিক বিবরণীতে পরিমাপ করা হয়।

স্বল্পমেয়াদি ধার, চালুকৃত মুদ্রা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জমা এবং আইএমএফ-এর নিকট দায় সমন্বিত ঐতিহাসিক মূল্যে নিরূপিত আর্থিক দায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২ প্রকৃত মূল্য সরাসরি হিসাবায়িত অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে

আর্থিক সম্পদ প্রকৃত মূল্যে সরাসরি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে :

- ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যদি হয় চুক্তিবদ্ধ আর্থিক প্রবাহ গ্রহণ এবং আর্থিক সম্পদটি বিক্রি করা; এবং

- আর্থিক সম্পদের চুক্তিবদ্ধ সময় অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা মূল এবং বাকি থাকা মূলের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ

ইউএস ট্রেজারি নোটস্‌, স্বর্ণ এবং রৌপ্য, বাংলাদেশ সরকারের বন্ড, ইক্যুইটি বিনিয়োগ (এসপিসিবিএল- এ বিনিয়োগ, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক-এর শেয়ারে বিনিয়োগ) অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে সরাসরি হিসাবায়িত হবে।

৩ আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ আয়/ব্যয় হিসাব বিবরণীতে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়িত

আর্থিক সম্পদ প্রকৃত মূল্যে আয়/ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে যদি–

- উপরে বর্ণিত দুটি উপায়ে এটি পরিমাপ করা না হয়ে থাকে।

- যদিও কোন প্রতিষ্ঠান কোনো বিনিয়োগের প্রাথমিক স্বীকৃতিতে অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়িত বিনিয়োগ এখন থেকে প্রকৃত মূল্যে আয়/ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(গ) সমন্বিত অবলোপিত মূল্য (Amortised Cost) নিরূপণ নীতিমালা

আর্থিক সম্পদ ও দায়ের সমন্বিত অবলোপিত মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক মূল্যায়ন হতে পরিশোধিত আসল বাদ দেয়ার পর কার্যকরী সুদ প্রয়োগ করে নির্ধারিত পুঞ্জীভূত অবলোপন হতে উদ্ভূত প্রাথমিক মূল্যায়ন ও মেয়াদপূর্তির মূল্যের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ করে ব্যবহারজনিত ক্ষতি বাবদ যদি কোনো ক্ষতি থাকে তা বাদ দেওয়া হয়। কার্যকরী সুদ নির্ণয় পদ্ধতি হলো একটি আর্থিক সম্পদ অথবা দায়ের (অথবা আর্থিক সম্পদ/দায়সমূহের) অবলোপনকৃত ব্যয় নির্ণয় এবং সুদ আয় ও সুদ ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট সময়কালে বণ্টন করাকে বোঝায়।

কার্যকরী সুদ হার হলো সেই হার যা ভবিষ্যৎ অনুমিত নগদ প্রদান অথবা গ্রহণকে আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সম্ভাব্য জীবনকালের মধ্যে বণ্টন করে প্রাপ্ত হয়। যখন কার্যকরী সুদ হার নির্ণয় করা হয় তখন গ্রুপ আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সকল ধরনের চুক্তির মেয়াদ এবং অনুমানসমূহের মধ্যে কোনো সংশোধনী থাকলে তা লাভ/ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে প্রদত্ত/প্রাপ্ত অর্থ রয়েছে যা আর্থিক হাতিয়ারসমূহের কার্যকরী সুদ হার, লেনদেন খরচ এবং অন্যান্য অভিহিত এবং অবহিত মূল্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

(ঘ) প্রকৃত মূল্য নিরূপণ নীতিমালা

ওয়াকিবহাল এবং ইচ্ছুক পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় পরিমাপন তারিখে যে মূল্যে কোনো সম্পদ হস্তান্তর বা দায় নিষ্পন্ন করা হয় সে মূল্যকে প্রকৃত বা বাজারমূল্য বলে। একটি দায়ের প্রকৃত মূল্য উক্ত দায়ের অদক্ষতাজনিত ঝুঁকির প্রতিফলন।

কোনো সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে স্থিতিপত্রের তারিখে কার্যকরী বাজারে তার লেনদেনের দরকে বিবেচনা করা হয়েছে। কার্যকরী বাজার বলতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে যথেষ্ট মূল্য উদ্ধৃতকারী থাকে এবং প্রতিনিয়ত প্রকৃত লেনদেন আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন হয়।

যদি দরকৃত মূল্যের জন্য কোনো কার্যকরী বাজার না থাকে তাহলে গ্রুপ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে যা প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নযোগ্য ইনপুটসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং অপ্রাসঙ্গিক ইনপুটসমূহের ব্যবহার হ্রাস করে। নির্বাচনকৃত মূল্যায়ন কৌশল বাজারে অংশগ্রহণকারীগণ লেনদেনের মূল্য নির্ধারণে যতগুলো সূচক ব্যবহৃত হতে পারে তার সবগুলোই বিবেচনা করে।

একটি আর্থিক হাতিয়ারের প্রকৃত মূল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো লেনদেনকৃত মূল্য, অর্থাৎ বিবেচনাকৃত প্রাপ্ত/প্রদত্ত প্রকৃত মূল্য। যদি গ্রুপ নির্ধারণ করতে পারে যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য যদি লেনদেনকৃত মূল্য হতে ভিন্ন হয় এবং কোনো একটি সক্রিয় বাজারের নির্দিষ্ট একটি সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্য যদি দরকৃত মূল্যের দ্বারা প্রমাণিত না হয় অথবা মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা না হয় তখন আর্থিক

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাতিয়ার প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য এবং লেনদেনকৃত মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য দূরীকরণে সমন্বয় করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত পার্থক্য আর্থিক হাতিয়ারের জীবনকালের ভিত্তিতে যথাযথভাবে ভাগ করে লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত কোনো সম্পদ অথবা দায়ের যদি একটি দরকৃত মূল্য এবং একটি জিজ্ঞাস্য মূল্য থাকে তবে গ্রুপ সম্পদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লং পজিশনে দরকৃত মূল্য ব্যবহার করে এবং দায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শর্ট পজিশনে জিজ্ঞাস্য মূল্য ব্যবহার করে।

আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের পোর্টফোলিও যেগুলো বাজার ঝুঁকি ও ঋণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যা গ্রুপ ব্যবস্থাপনা করে থাকে সেক্ষেত্রে গ্রুপ একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির জন্য নিট লং পজিশন বিক্রয় করে (অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে নিট শর্ট পজিশন স্থানান্তর করে)। ঐ সকল পোর্টফোলিও শ্রেণির সমন্বয়সমূহ একক সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় পোর্টফোলিওতে তাদের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে।

রিপোর্টিং সময়ের সর্বশেষ দিনে প্রকৃত মূল্য ধাপের কোনো পর্যায়ে কোনো স্থানান্তর সংঘটিত হলে গ্রুপ সেটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

(ঙ) পরিমাপ পরবর্তী লাভ-ক্ষতি

বিক্রয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন কোনো আর্থিক সম্পদ বিক্রয়, সংগ্রহ অথবা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তিকৃত হয়, তা হতে উদ্ভূত পুঞ্জীভূত লাভ/ক্ষতি যা ইতিপূর্বে অন্যান্য সমন্বিত আয়ে হিসাবায়িত হয়েছিল, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে নিরূপিত প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও দায়ের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ/ক্ষতি পরবর্তীতে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণ ও প্রাপ্যসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত আর্থিক সম্পদসমূহ লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে হিসাব বিররণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(চ) হিসাবে অ-অন্তর্ভুক্তকরণ

গ্রুপটি একটি আর্থিক সম্পদকে অস্বীকৃতি দেয় যখন আর্থিক সম্পদ হতে নগদ প্রবাহের চুক্তিভিত্তিক অধিকার মেয়াদোত্তীর্ণ হয় অথবা এটি একটি লেনদেনের চুক্তিভিত্তিক নগদ প্রবাহ গ্রহণের অধিকার স্থানান্তর করে যার ফলে পরবর্তীতে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানার ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরিত হয় অথবা পরবর্তীতে গ্রুপটি মালিকানার সকল ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরও করে না, আর্থিক সম্পদসমূহের নিয়ন্ত্রণ ধরেও রাখে না। এরূপ স্থানান্তরিত আর্থিক সম্পদসমূহ যা অস্বীকৃতির যোগ্য যা গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা ধরে রাখা হয় একটি ভিন্ন সম্পদ বা দায় হিসেবে। আর্থিক সম্পদের অস্বীকৃতির ফলে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য (অথবা স্থানান্তরিত সম্পদের মধ্যে বণ্টনকৃত বাহিত মূল্য) এবং (ক) গৃহীত অনুদান (কোনো নতুন সম্পদ অর্জন বাদ নতুন দায়

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

অবলোপন সহ) এবং (খ) কোনো প্রকার ক্রমযোজিত লাভ বা ক্ষতি যা অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা লাভ বা ক্ষতি হিসাবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

গ্রুপ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে স্বীকৃত সম্পদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একটি লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে স্থানান্তরিত সম্পদের সকল বা আংশিক ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখে। যখন সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখা হয় তখন স্থানান্তরিত সম্পদসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয় না। সম্পদ স্থানান্তরে সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত, যেমন, স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি এবং পুনঃক্রয় লেনদেনসমূহ। গ্রুপটি একটি আর্থিক দায়কে অস্বীকৃতি প্রদান করে যখন ইহার চুক্তিভিত্তিক দায়সমূহ অবমুক্ত বা প্রত্যাহার বা মেয়াদপূর্তি হয়।

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক সম্পদসমূহ যখন বিক্রয়ের মাধ্যমে অস্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্যসমূহ স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন সম্পদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক হাতিয়ার, ঋণ ও প্রাপ্যসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয় ঐ দিন যেদিন সেগুলোর মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় অথবা সম্পূর্ণ অনাদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

(ছ) 'ব্যবহারজনিত ক্ষতি' চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপকরণ

সম্পদের 'ব্যবহারজনিত ক্ষতি'র সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কিনা– নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনার প্রয়োজন হয়, যদি থাকে, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি (Expected Credit Loss- ECL) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়। প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতির পরিমাণ নিরপেক্ষ এবং সম্ভাব্যতা-ভারিত রূপের প্রতিফলন যা নির্ধারণ করা হয় ঋণের সম্ভাব্য পরিণতি, অর্থের সময়মূল্য এবং বিবরণীর তারিখে বিনা ক্লেশে ও খরচে লভ্য পূর্ববর্তী ঘটনা, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গ্রহণযোগ্য ও সমর্থনযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে। ঋণ ঝুঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে আর্থিক সম্পদসমূহ নিম্নোক্ত তিন স্তরে ভাগ করা হয় :

স্তর ১ : প্রাথমিক মূল্যায়নে আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ১-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যাংক আয়/ব্যয় বিবরণীতে প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি ১২ মাসের সমপরিমাণ হিসাবে বরাদ্দ রাখা হয়। সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়।

স্তর ২ : প্রাথমিক মূল্যায়ন পরবর্তী ঋণ ঝুঁকি যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তখন আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ২-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাংক সেক্ষেত্রে জীবনকালব্যাপী প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতিতে বরাদ্দ রাখে এবং সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়।

স্তর ৩ : ঋণ-ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হলে আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ৩-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাংক সেক্ষেত্রে জীবনকালব্যাপী প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতিতে বরাদ্দ রাখে এবং সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের পরিবর্তে নিট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে (মোট বাহিত পরিমাণ থেকে ক্ষতি বরাদ্দ বাদ দিয়ে) হিসাবায়িত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি অনুমান করা হয় চুক্তি অনুযায়ী ঠিক সময়ে ব্যাংকের প্রাপ্য আর্থিক প্রবাহ এবং কার্যকরী সুদ হারের ভিত্তিতে বাট্টাকৃত ব্যাংকের প্রত্যাশিত আর্থিক প্রবাহের মধ্যেকার পার্থক্যের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সম্পদসমূহ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে থাকে। এভাবে এ সকল আর্থিক সম্পদসমূহ উচ্চ ঋণমানের কারণে আইএফআরএস-৯-এর আওতায় লভ্য ব্যবহারিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যূনতম ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংক প্রতিনিয়ত প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

ব্যাংকের সকল আর্থিক সম্পদ স্তর ১-এর অন্তর্ভুক্ত এবং নিম্ন ঋণ ঝুঁকির ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিবরণী তারিখে ৩০ জুন ২০২০ মধ্যবর্তী সময়ে আর্থিক সম্পদসমূহের স্তর পরিবর্তিত হয়নি।

(জ) অফসেটিং

কোন প্রদর্শিত অর্থ সেট অফ করার জন্য যখন কোন পক্ষের আইনত বলবৎযোগ্য অধিকার থাকে এবং ঐ লেনদেনটি নিট ভিত্তিতে নিষ্পত্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে থাকে তখন ঐ সকল আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলোকে অফসেট করে নিট পরিমাণকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

আয় এবং ব্যয়সমূহ নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে একমাত্র তখনই যদি তা আইএফআরএস কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে থাকে অথবা একই ধরণের লেনদেন হতে উদ্ভূত লাভ/ক্ষতির জন্য, যেমন- গ্রুপের ট্রেডিং সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩.০৫ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পরিচালিত চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেদন দাখিলের প্রত্যেক তারিখে ঐ দিনের বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় এবং এ পরিমাপ হতে উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনকালে সংরক্ষিত মুনাফা তহবিল থেকে পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়। (নোট নম্বর-৩.০৫ : বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনদেনজনিত লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট হিসাবায়ন নীতি দ্রষ্টব্য)

৩.০৬ বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগে স্বল্পমেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে এক বছরের কম সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ, স্পল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, বাট্টায় ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রায় ট্রেজারি বিল এবং সুদযুক্ত বিদেশী বন্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে এ সকল বিনিয়োগে বৈদেশিক মুদ্রার বাহিত পরিমাণ ঐ তারিখের বিনিময় হারে কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয়। উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০৭ বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ

সুইফ্‌ট শেয়ার এবং অর্জিত সুদ ও ডিভিডেন্ড অন্যান্য সম্পদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুইফ্‌ট শেয়ারের কোনো বাজার মূল্য না থাকায় ভিত্তিমূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১০ টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই এবং পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, এসপিসিবিএল (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.১১ বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত 'উপায় ও উপকরণ ঋণ', 'ওভারড্রাফট্' (ব্লক্ড ও চলতি) হিসেবে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা, সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডগুলো এ ধরণের ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

উপায় ও উপকরণ ঋণ

সরকারি খাতে জমা অপেক্ষা উত্তোলন বেশি হলে সরকারকে প্রদত্ত এই অতিরিক্ত উত্তোলন রেপোর সুদ হারে অনধিক ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০২০ সালে ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকা) 'উপায় ও উপকরণ' ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারকে প্রদত্ত ওভারড্রাফট্-চলতি ঋণ কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করার পর কোনো প্রকার উদ্বৃত্ত থাকলে তা 'উপায় ও উপকরণ ঋণ' হিসাবে আদায় করা হয়।

ওভারড্রাফ্‌ট- চলতি এবং ব্লক্ড

বাংলাদেশ সরকারকে 'উপায় ও উপকরণ' ঋণ হিসেবে প্রদত্ত ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত অনধিক ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০২০ সালে ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকা) ওভারড্রাফ্‌ট (চলতি) ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে বিপরীত রেপোর সুদ হারের চেয়ে অতিরিক্ত শতকরা ১.০ ভাগ হারে সুদ আরোপ করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত চলতি ওভারড্রাফ্‌ট খাতের ঋণ সম্পূর্ণরূপে সমন্বয়ের পর সরকার হতে উদ্বৃত্ত আদায় করা হলে তা দ্বারা উপায় ও উপকরণ খাতের ঋণ হিসাব সমন্বয় করা হয়।

ওভারড্রাফ্‌ট ব্লক'কে পূর্বে সরকারি ট্রেজারি বিল হিসেবে অবহিত করা হত। অর্থবছর ০৭-এর শুরুতে সরকারি ট্রেজারি বিলের স্থিতিকে ওভারড্রাফ্‌ট ব্লক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। অর্থবছর ০৭ থেকে অদ্যাবধি প্রতি বছর সরকার কর্তৃক ১৫,০০০ মিলিয়ন টাকা উক্ত হিসাবে সমন্বয় করা হয়। ওভারড্রাফ্‌ট ব্লক-এর ক্ষেত্রে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের হারে সুদ আরোপ করা হয়।

ট্রেজারি বিল এবং বন্ড

বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিকট হতে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেগুলো সরকার হতে ক্রয় করে। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে এদেরকে বাজার মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.১২ স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ

গ্রুপের বিনিয়োগে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (বিএইচবিএফসি) ঋণপত্র, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ারে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঋণপত্র এবং শেয়ারে বিনিয়োগ ন্যায্যমূল্যে দেখানো হয়েছে।

৩.১৩ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আদায়যোগ্য নয় এরূপ কোনো অংশ থাকলে তা বাদ দিয়ে আদায়যোগ্য অংশ এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩.১৪ স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ রয়েছে। এগুলো বাজার মূল্যে প্রদর্শিত হয়েছে। পুনর্মূল্যায়ন হতে উদ্ভূত লাভ বা ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লাভ মুনাফা আবণ্টনকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি-স্বর্ণ ও রৌপ্য হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ব্যাংক বিনিয়োগ পোর্টফলিও পরিচালনা করতে প্রথম শ্রেণির বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এর মজুদ স্বর্ণের আংশিক অংশ ঋণ দেয়। ফলে, ব্যাংক সুদ আয় করে। স্বর্ণ ঋণ লেনদেনগুলো সংরক্ষিত ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। স্বর্ণের দাম সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যাংকই বহন করে। স্বর্ণ ঋণ আর্থিক অবস্থা বিবৃতির ‘স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি’ হিসাবে বাজার মূল্যে দেখানো হয়। ‘বকেয়া সুদ’ সুদ আয় - বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রম’-এ দেখানো হয়।

৩.১৫ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

(ক) হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিমাপন

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত মূল্যকে প্রকৃত মূল্য বিবেচনা করে তা হতে পুঞ্জীভূত অবচয় এবং ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি বাদ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আওতায় ভূমি ও ভবন ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা ব্যাংকের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) পুনর্মূল্যায়ন

যদি পূনর্মূল্যায়নের ফলে কোন সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে বর্ধিত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার পর পূনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ হিসাবে ইক্যুইটির অধীনে প্রদর্শিত হয়। যদিও, বর্ধিত মূল্য লাভ-ক্ষতিতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকুর বিপরীতে পূর্বের লাভ-ক্ষতিতে একই সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের হ্রাস দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

যদি পুনর্মূল্যায়নের ফলে কোনো সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় তাহলে হ্রাসকৃত মূল্য লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। যদিও, হ্রাসকৃত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকু পূর্বের পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবে একই সম্পত্তির বিপরীতে ক্রেডিট স্থিতিতে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত এই হ্রাসকৃত মূল্য পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবের ক্রমযোজিত ইক্যুইটিকে হ্রাস করে।

ব্যাংক তার মালিকানাধীন ভূমি ৩০ জুন ২০১৪ তারিখের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান, এস.এফ. আহমেদ অ্যান্ড কোং দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করিয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া ও ধারণাগুলো নিম্নরূপ :

(অ) যৌক্তিক মূল্যে ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সময়ে স্থান ভিত্তিক ভূমির বিক্রয় মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ক কর্তৃক ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(আ) ভবন, মূলধনী কাজের অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক ও গ্যাস স্থাপনা পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ ও স্থাপনার সরঞ্জামাদির প্রকৃত মূল্য এবং শ্রমিক ও উপরিব্যয়কে মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি এবং মোটরযান প্রতিস্থাপন মূল্যের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সাবসিডিয়ারির মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ১ জুলাই ২০১৩ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত তথা প্রকৃত মূল্য সামগ্রিক আর্থিক বিবরণীতে সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

(গ) পরবর্তী ব্যয়

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির জন্য পরবর্তীতে নির্বাহিত ব্যয়কে মূলধনীকরণ করা হয় যখন উক্ত সম্পত্তি হতে অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। প্রতিস্থাপিত অংশের নির্বাহিত ব্যয়কে অহিসাবায়িত করা হয়েছে। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংঘটিত প্রাত্যহিক ব্যয় লাভ-ক্ষতি হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) মূলধনী কাজের অগ্রগতি ব্যয়

মূলধনী কাজের অগ্রগতির খরচকে সংঘটিত হওয়ার সময় হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর অবচয় হিসাবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ঙ) অবচয়

ব্যবহারের প্রথম তারিখ হতে সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির অবচয় গণনা শুরু হয়, আবার নিজস্ব তৈরিকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রস্তুতের শেষ দিন এবং ব্যবহারযোগ্যতার শুরুর দিন থেকে অবচয় গণনা শুরু হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ক্রয়মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অনুমিত ব্যবহারযোগ্য বছর দিয়ে ভাগ করে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। অবচয় সাধারণত লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয় যদি না এটি অন্য সম্পত্তির বাহিত মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূমির ক্ষেত্রে অবচয় করা হয়নি। অবলোপন পদ্ধতি, অনুমিত ব্যবহারযোগ্য আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আনুমানিক কার্যকরী আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে অবচয় নিম্নবর্ণিত হারে ধার্য করা হয়েছে :

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির শ্রেণিবিন্যাস	ব্যাংক	সাবসিডিয়ারি (এসপিসিবিএল)
ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	৫%	২.৫% - ২০%
যান্ত্রিক/অফিস সরঞ্জামাদি	১০%	৫% - ২০%
কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	২০%	-
সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	১০%	১০%
মোটরগাড়ি	২০%	২০%
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	২০%	-
গ্যাস স্থাপনা	২০%	-
স্বল্প মূল্যের সম্পদ	১০০%	-
নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি	২০%	-
টাকা জাদুঘর ও ভাস্কর্য	৫%	-

(চ) ঋণ বাবদ ব্যয়ের মূলধনায়ন

ব্যাংক সম্পদের অর্জন, নির্মাণ অথবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত খরচসমূহ নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে আইএএস-২৩ অনুসারে ঋণ বাবদ ব্যয় হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

অ) ব্যয়সমূহ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুবিধা আনয়ন করবে;

আ) ব্যয়সমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে।

যদি ঋণ বাবদ ব্যয়সমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ না করে তবে সেগুলো ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হবে। মূলধনায়নের জন্য একটি উপযুক্ত সম্পদ হচ্ছে সে সম্পদ যা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সাধন এবং বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হতে উল্লেখযোগ্য সময় নেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ছ) ব্যবহারজনিত ক্ষতি

ব্যবহারজনিত ক্ষতির কোনো নির্দেশনা আছে কি না তা নিরূপণের জন্য ব্যাংকের সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি এবং অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহের বাহিত মূল্য প্রত্যেক স্থিতিপত্রের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয়। যদি এমন কোনো নির্দেশনা থেকে থাকে তবে সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য প্রাক্কলন করা হয়। ইমপেয়ারমেন্টজনিত ক্ষতি তখনই হয় যখন সম্পদের বাহিত মূল্য অথবা নগদ উৎপাদনকারী ইউনিটসমূহের বাহিত মূল্য এর আদায়যোগ্য মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। ইমপেয়ারমেন্টজনিত যেকোনো ক্ষতি লাভ-ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যে সমস্ত সম্পদের আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট থাকে সেগুলোর আদায়যোগ্য মূল্য স্থিতিপত্রের তারিখে প্রাক্কলিত হয়। নিট বিক্রয়মূল্য এবং বাহিত মূল্যের মধ্যে যেটি বড় তা সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাক্কলিত ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে ডিসকাউন্ট রেট (বাট্টা হার) এ বাট্টাকরণ করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয় যাতে অর্থের সময় মূল্য এবং সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকির প্রতিফলন ঘটিয়ে চলতি বাজার মূল্য নির্দেশ করে। যে সকল সম্পদ স্বাধীনভাবে নগদ অন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টি করে না সে সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ওই সম্পদসমূহ নগদ অন্তঃপ্রবাহ উৎপন্নকারী যেসকল ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত তার উপর ভিত্তি করে আদায়যোগ্য মূল্য নিরূপণ করা হয়।

আদায়যোগ্য মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রাক্কলনে কোনোরূপ পরিবর্তন হলে ইমপেয়ারমেন্ট জনিত ক্ষতি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সম্পদের বাহিত মূল্য অপেক্ষা ওই সম্পদের পূর্বে প্রাক্কলিত বাহিত মূল্য, নিট অবচয় বা অবলোপন যতটুকু বেশি হয় শুধুমাত্র ততটুকুই ইমপেয়ারমেন্টজনিত ক্ষতি হিসেবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

(জ) লিজ

চুক্তির সময়েই ব্যাংককে নির্ধারণ করতে হবে যে এটা লিজ সংক্রান্ত চুক্তি কিনা। একটি চুক্তি তখনই লিজ চুক্তি হবে যখন চুক্তিতে কোনো স্বীকৃত সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিজ গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, ব্যাংক আইএফআরএস-১৬-এর লিজ সংক্রান্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করেছে। এই নীতি ১ জানুয়ারি ২০১৯ বা তার পরে চুক্তি করলে (বা পুরনো চুক্তি পরিবর্তন করলে) প্রয়োগ করা হয়েছে। লিজ শুরুর তারিখ থেকে ব্যাংক কর্তৃক ইজারাকৃত সম্পদের ব্যবহার-অধিকার এবং লিজ দায়কে স্বীকার করা হয়েছে।

ব্যাংক লিজের ক্ষেত্রে ইজারাকৃত সম্পদের ব্যবহার-অধিকার এবং লিজ দায়কে স্বীকার করেছে- যা স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত হবে। ব্যবহার-অধিকার সম্পদকে লিজ দায়ের একই পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা হয় যা সমন্বিত হয় কোনো আগাম পরিশোধ বা উপচিত প্রদান (Accrued) করা থাকলে। লিজ দায় অবশিষ্ট লিজের কিস্তির পরিমাণের বর্তমান মূল্যে নির্ধারণ করা হয় যা বাট্টাকৃত হয় লিজ গ্রহণকারীর বৃদ্ধিজনিত ঋণের হার দ্বারা। ব্যবহার অধিকার সম্পদ পরিমাপ করা হয় আত্মীকরণের সময় লিজ দায় দ্বারা।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

লিজ শুরুর তারিখ থেকে লিজ নির্ধারণ করা হয় ইজারাকৃত সম্পদের প্রকৃতমূল্যের মধ্যে যেটি সর্বনিম্ন অথবা লিজ পেমেন্টের নিম্নমূল্য দ্বারা। প্রতিটা লিজের কিস্তি লিজ দায় এবং সুদ ব্যয়ের মধ্যে ভাগ কার্যকরী সুদ পদ্ধতি অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে।

ব্যবহার-অধিকার সম্পদ পরবর্তীতে সরলরৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করে অবচয় হিসাবায়ন করা হবে লিজ শুরুর দিন থেকে লিজের মেয়াদ পর্যন্ত। দায় প্রাথমিকভাবে লিজ কিস্তির বর্তমানমূল্যে পরিমাপ করা হয় যা লিজ শুরুর দিন প্রদান করা হয় না। লিজে যদি বাট্টার হার উল্লেখ থাকে সেই হার দ্বারা অথবা যদি বাট্টার হার নির্ধারণ করা না যায় সেক্ষেত্রে ব্যাংকের বৃদ্ধিজনিত ঋণের হার দিয়ে বাট্টাকরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবহার-অধিকার সম্পদ স্থিতিপত্রের নোট-১৬ এর 'সম্পদ স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি' এবং লিজ দায় নোট ২২.০১-এর 'অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়'-এ প্রদর্শিত হয়।

৩.১৬ অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহ এবং এর সমন্বয়করণ

ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত সমন্বয় এবং অন্যান্য পুঞ্জীভূত ব্যবহারজনিত ক্ষতি বাদ দিয়ে ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত সফ্‌টওয়্যারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফ্‌টওয়্যারের ব্যয় সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন ব্যাংক এটি তৈরি সম্পন্ন করত, প্রবণতা এবং কার্যক্ষমতা বর্ণনা করতে সক্ষম যা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে এবং নির্ভরতার সাথে ইহা তৈরি করার ব্যয় পরিমাপ করতে পারে। অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফ্‌টওয়্যারের মূলধনায়িত ব্যয় সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– সফ্‌টওয়্যারটি তৈরিকরণের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ব্যয়সমূহ, ঋণের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহ এবং অবচয় ও ইমপেয়ারমেন্ট সঞ্চিতি বাদে মূলধনায়িত ব্যয়।

সফ্‌টওয়্যার সম্পদসমূহের উপর পরবর্তী খরচসমূহ মূলধনায়িত করা হয় যখন ইহা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং যা এর সাথে জড়িত নির্দিষ্ট সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। অন্যান্য ব্যয়সমূহ সংঘটনের ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়। ব্যবহার উপযোগী তারিখ হতে সফ্‌টওয়ারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কালব্যাপী লাভ-ক্ষতি হিসাবে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবলোপন করা হয়।

বর্তমান এবং তুলনামূলক সময়কালে সফ্‌টওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। অবলোপন পদ্ধতি, আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি রিপোর্টিং তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বয় করা হয়।

৩.১৭ সিকিউরিটিজসমূহের ঋণ গ্রহণ ও প্রদান এবং পুনঃক্রয় লেনদেনসমূহ

আর্থিক বাজার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের (যা পুনঃক্রয় চুক্তির বন্ধকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়) পুনঃক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। যখন গ্রুপ কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোনো তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের জমা

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়। একইভাবে, যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোনো আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে তা দেখানো হয় না।

৩.১৮ কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবার বিপরীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিভিন্ন কর্মচারী সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারী সুবিধা নিম্নরূপভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় :

ক) যখন কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সেবা প্রদান করে তখন তার বিপরীতে ভবিষ্যতে কর্মচারী সুবিধা প্রদানের দায় সৃষ্টি হয়; এবং

খ) প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যখন প্রদত্ত সেবা হতে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে তখন তার বিপরীতে কর্মচারী সুবিধা খরচ হিসেবে গণ্য হয়।

৩.১৯ স্বল্পমেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

স্বল্পমেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধার দায় অ-বাট্টাকৃত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ব্যয় হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে নগদ বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফা অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা অথবা অন্য যে কোনো ব্যয় যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২০ চাকরি উত্তর সুবিধা

চাকরি উত্তর সুবিধা হচ্ছে ঐ সকল সুবিধা (চাকরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) যা কর্মচারীর চাকরিপূর্তিতে প্রদানযোগ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটির চাকরি উত্তর সুবিধা প্রদানের জন্য কয়েকটি সুবিধা পরিকল্পনা রয়েছে যা তার লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

(ক) সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনা যেখানে প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর সেবার বিপরীতে একটি পৃথক সত্তাকে (তহবিল) একটি নির্দিষ্ট অংক প্রদান করে এবং যেখানে পরবর্তীতে যদি সুবিধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট/পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে সেক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের আইনগত বা সামগ্রিক কোনো দায় থাকে না।

(অ) কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড

ব্যাংক ও কর্মচারী উভয়ই এ তহবিলে অনুদান যোগান দেয়। যা বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। ব্যাংক এই তহবিলের স্থিতির উপর শতকরা ১৩.০ ভাগ হারে মুনাফা প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি কখনও এই ফান্ডের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা শতকরা ১৩.০ ভাগ-এর কম হয় সে ক্ষেত্রে ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হবে যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। এ তহবিলে প্রদেয় ব্যাংকের অনুদানকে আয়ের বিপরীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(খ) নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ উত্তর সুবিধা পরিকল্পনা যা সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হতে ভিন্ন।

(অ) জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড

কর্মচারীরা তাদের মূল বেতনের বিভিন্ন হারে (শতকরা ৫.০-২৫.০ ভাগের মধ্যে) এ ফান্ডে অর্থ প্রদান করেন। এ ফান্ডে ব্যাংকের কোনো অনুদান নেই। ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয় এবং ব্যাংক এ তহবিলের উপর শতকরা ১৩.০ ভাগ (২০২০ : শতকরা ১৩.০ ভাগ) মুনাফা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রাপ্যের ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয় এবং তা ব্যাংকের লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়।

(আ) পেনশন পরিকল্পনা (স্কিম)

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের সর্বশেষ মূল বেতনের সর্বোচ্চ শতকরা ৯০.০ ভাগ (২০২০ : শতকরা ৯০.০ ভাগ) হারে পেনশন পাবার যোগ্য। প্রতি ১ টাকার ২৩০ গুণ হারে (২০২০ : টাকা ২৩০) প্রাপ্য মোট টাকার শতকরা ৫০.০ ভাগ এককালীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পরিশোধ করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অবশিষ্ট শতকরা ৫০.০ ভাগ পেনশন আমৃত্যু মাসিক হারে গ্রহণ করবেন।

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নগদ চিকিৎসা ভাতা (৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক ১,৫০০ টাকা হারে এবং ৬৫ বছরের পরে মাসিক ২,৫০০ টাকা হারে) পাবার যোগ্য। এমনকি সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক অবসর গ্রহণের পরেও এই সুবিধা প্রদান করা হয়।

নগদ মূল্যায়নকারী কর্তৃক ব্যাংকের পেনশন দায় ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রচেষ্টা ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই অ্যাকচ্যুয়ারি হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট অ্যাকচ্যুরিয়াল মুনাফা/ক্ষতি আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

(ই) গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনা (স্কিম)

এই তহবিল ব্যাংক ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। পেশাদার অ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক প্রচেষ্টা ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই অ্যাকচ্যুয়ারি হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট অ্যাকচ্যুরিয়াল মুনাফা/ক্ষতি লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

যখন এরূপ সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত অংশটুকু যা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত চাকরিকাল সম্পর্কিত, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে সংশোধন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ঈ) ছুটি নগদায়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণকালীন বয়সসীমা ৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত অব্যবহৃত ছুটির পরিমাণ যদি ১ বৎসর বা ততোধিক সময়ের জমা হয় সেক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ ১ বৎসর-এর জন্য বেতনসহ ছুটিতে থাকতে পারেন। অবশিষ্ট অব্যবহৃত ছুটি (সর্বোচ্চ ১৮ মাস) নগদায়ন করতে পারেন। অবসর গ্রহণকালীন বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীই তার ছুটি নগদায়ন করতে পারেন না।

৩.২১ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধা

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধার মধ্যে ঐ সকল চাকরি সুবিধা (চাকরি উত্তর সুবিধা এবং চাকরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) রয়েছে যা কর্মসমাপ্তির ১২ মাসের মধ্যে কর্মচারী পূর্ণ প্রাপ্যতা লাভ করেন না। অবসর গ্রহণের পর প্রত্যেক কর্মচারী বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকার ঔষধ পাবার যোগ্য হবেন।

৩.২২ প্রভিশনসমূহ

অতীতের কোনো ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা গেলে সেক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়ন করা হয়েছে।

প্রভিশন তখনই স্থিতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যখন অতীতের কোনো ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে এবং তা হতে কোনো নগদ বহিঃপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়।

আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় হচ্ছে এমন ধরণের দায় যা চুক্তি, প্রবিধান বা অন্য কোনো আইন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে। গঠিত দায় হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বা প্রকাশিত নীতি কিংবা অতীত প্র্যাকটিস হতে উদ্ভূত দায়। স্থিতিপত্রের তারিখে নির্ণয়কৃত বর্তমান দায় পরিশোধের জন্য প্রকৃত পরিমাণ ব্যয় নিরূপণপূর্বক তা প্রভিশন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্য তাৎপর্যপূর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়নের সময় ভবিষ্যৎ দায়কে বর্তমান খরচে মূল্যায়ন করা হয়। সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক স্থিতিপত্রের তারিখে প্রভিশন পর্যালোচনা করা হয়।

৩.২৩ প্রচারণকৃত নোট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে বাহকের দাবি রয়েছে। প্রচারণকৃত নোটের দায় আর্থিক বিবরণীতে অবহিত মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২৪ সরকারি অনুদান

সরকারি অনুদানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণ করা হবে এ রকম যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা এবং অনুদান পাওয়া যাবে মর্মে নিশ্চিত হলে সরকারি অনুদানকে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়।

সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুদান বিলম্বিত আয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবহারিক আয়ুষ্কালের মধ্যে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে আবণ্টন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.২৫ সুদ আয় ও ব্যয়

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় কার্যকর সুদ হার নীতি প্রয়োগ করে লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। যে হারে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের (বা, যেখানে প্রযোজ্য, স্বল্পমেয়াদ) সাথে সংশ্লিষ্ট নগদ প্রদান বা গ্রহণ বাট্টা করে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্যের সমান হয় তাকে কার্যকর সুদ হার বলে। কার্যকর সুদ হার আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রাথমিকভাবে হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সচরাচর পরিবর্তন করা হয় না।

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় এর মধ্যে বাট্টা বা প্রিমিয়াম সমষ্টিগতভাবে বা সুদ আহরণযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অবিহিত মূল্য এবং মেয়াদপূর্তিতে কার্যকর সুদ হারের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্যের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফি ও কমিশন আয় এবং খরচ যা আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের প্রকৃত সুদ হার নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৬ কমিশন ও বাট্টা-ফি-কমিশন বাবদ আয়

কমিশন বাবদ আয় ব্যাংক কর্তৃক কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করার সময়, রকমারি হিসাবে দীর্ঘদিনের বকেয়ার সূত্রে, বিবিধ দ্রব্যাদির বিক্রয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত গাড়ি/বাস ভাড়া এবং অন্য বিবিধ খাত হতে অর্জিত হয়।

৩.২৭ লভ্যাংশ আয়

আয় অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লভ্যাংশ বাবদ আয় ব্যাংক এর পৃথক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৮ আয়কর

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ নং ধারা মোতাবেক ব্যাংকটি সকল প্রকার আয়কর, স্ট্যাম্প শুল্ক বা স্বর্ণ, রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, কাগজি নোট, সিকিউরিটি পেপারের শুল্ক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য পণ্যের উপর যে কোনো আয়করের আওতামুক্ত।

(খ) সাবসিডিয়ারি

সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি আয়করের আওতাধীন। চলতি বছরের লাভ ক্ষতির উপর আয়করের মধ্যে চলতি বছরের কর এবং বিলম্বিত কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে আয় সরাসরি ইক্যুইটি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তা ব্যতীত লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য বিষয়ের উপর আয়কর হিসাব করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে শতকরা ৩০.০ ভাগ আয়করের আওতাধীন (২০২০: শতকরা ৩২.৫ ভাগ)।

চলতি কর বলতে চলতি বছরের করযোগ্য আয়ের উপর প্রদেয় করকে বুঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সম্পদ ও দায়ের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বাহিত মূল্য এবং কর হারের পার্থক্যের কারণে বিলম্বিত কর সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নলিখিত সাময়িক কারণগুলিতে বিলম্বিত কর সৃষ্টি করা হয় না। সুনামের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যা হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া বা করযোগ্য আয়-ব্যয়কে প্রভাবিত করে না এবং সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সে পরিমাণ পার্থক্য যা ভবিষ্যতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে পরিবর্তন হবে না। বিলম্বিত আয়কর এমন হারে নিরূপণ করা হয়েছে যা সাময়িক পার্থক্যের উপর প্রয়োগযোগ্য হবে, বিধি মোতাবেক স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করে চলমান কর হারে বিলম্বিত কর নির্ণীত হয়।

৩.২৯ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়গুলো

স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো এমন ধরণের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে যা গ্রুপের স্থিতিপত্রের তারিখের অবস্থান সম্পর্কে অথবা যথাযথ নয় এমন চলমান ধারণা যা আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আইএএস ১০ অনুযায়ী স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো যা সমন্বয়ের বিষয় নয় তা গুরুত্বপূর্ণ হলে সে বিষয়ে নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিবেদন ইস্যু করার তারিখ পর্যন্ত এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়নি যা আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে।

	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
৪ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব		
উল্লিখিত স্থিতি অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত পুঞ্জীভূত জমা ও স্থিতির সমতুল্য মূল্য নির্দেশ করে।		
রক্ষিত স্থিতি		
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	৪১,১৪৬,১৬৯	৩৪,৪৪৮,২০৩
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	৮,৩৩৫,৫৯০	১০,০৫৪,৭৯৫
মোট	**৪৯,৪৮১,৭৫৯**	**৪৪,৫০২,৯৯৮**
৫ বৈদেশিক বিনিয়োগ		
তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ	২৫৪,০৯৯,১০৯	২১৯,৪১২,৮৫২
বহিঃ বিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	১,৩৪০,২৮০,০৪৬
ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮০৫,৮২২	৮৪,৮১৫,৪৭৩
বৈদেশিক বন্ড	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩
ইউএস ট্রেজারি নোটস্*	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	২১০,২৭৪,৮৮১
মোট	**৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭**	**২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
৬	**আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়সমূহ**		
৬.০১	**আইএমএফ-এ রক্ষিত সম্পদ**		
	কোটা	১২৯,১০১,৯০৪	১২৪,৫৭৫,৫৭৪
	সরকার কর্তৃক পরিশোধকৃত কোটা (আইএমএফ)*	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)
	এসডিআর হোল্ডিং	৮৩,৮৯১,০২৭	৯৪,১৭৯,৫৫৭
	এসডিআর হতে প্রাপ্য সুদ	৮,১০১	১১,৯২৪
	মোট	**১৯৮,৪৫৪,৪৬৫**	**২০৪,২২০,৪৮৮**

*এতে ২৫% বর্ধিত কোটা (এসডিআর ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সরাসরি সরকারি হিসাব বিকলনপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ধিত কোটা ২০১৬ সালে কার্যকরী হয়েছে।

		২০২১	২০২০
৬.০২	**আইএমএফ-এর নিকট দায়**		
	আইএমএফ সিকিউরিটিজ	১৫৪,২৩১,৬৫৯	১৪৭,৯১৫,৮১৪
	আইএমএফ-এর আরএফআই-এর বিপরীতে সরকারকে প্রদেয় ঋণ	(৪১,২৬৮,৪৩০)	(৪১,২৬৮,৪৩০)
	আইএমএফ-১ এবং আইএমএফ-২ হিসাব	১,৬৮৩,৪৮০	১,৬০৪,৭২৫
	এসডিআর বরাদ্দ	৬১,৭৪৮,৫৬৬	৫৯,৬১৩,৭৩৬
	আইএমএফ বর্ধিত ঋণ সুবিধা	৪৩,১৩৫,১১৩	৫৪,৪৫৭,৩০৪
	প্রদেয় সুদ	৫,১৬০	৬,৬৩৬
	মোট	**২১৯,৫৩৫,৫৪৮**	**২২২,৩২৯,৭৮৫**

বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল হতে আইএমএফ-এর সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-এর জমাকারক (Depository) এবং আর্থিক প্রতিনিধি রূপে কাজ করে। আর্থিক প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-এর সাথে সকল কার্যক্রম ও লেনদেন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জমাকারক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ডের কারেন্সি হোল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আর্থিক বিবরণীতে ফান্ডের সদস্য হিসেবে সম্পদ ও দায়ের যাতে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে তার নিশ্চয়তা দেয়।

বাংলাদেশ কোটা হলো সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ। কোটা হলো সেই পরিমাণ অর্থ যা প্রত্যেক আইএমএফ সদস্য দেশ কর্তৃক আইএমএফকে পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যেক সদস্য দেশকে আইএমএফ এ যোগদানের নিমিত্তে অবশ্যই চাঁদার সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করতে হয়; যার শতকরা ২৫.০ ভাগ পর্যন্ত অবশ্যই এসডিআর অথবা বহুল স্বীকৃত মুদ্রায় (যেমন- ইউ.এস ডলার, ইউরো, ইয়েন অথবা পাউন্ড স্টার্লিং) পরিশোধ যোগ্য, যেখানে বাকি অংশ সদস্য দেশের নিজস্ব মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য। চাঁদা মূলত আইএমএফ-এর অনুকূলে প্রমিসরি নোট ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় এবং বাকি অংশের একটি অংশ সংরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে, একটি অংশ বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে এবং একটি অংশ অত্র ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আইএমএফ হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়।

সদস্যদের কোটার উপর ভিত্তি করে আইএমএফ কর্তৃক-এর সদস্যদের মধ্যে এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তার বরাদ্দকৃত এসডিআর-এর উপর সুদ প্রদান করে এবং তার ধারণকৃত এসডিআর-এর উপর সুদ প্রাপ্য হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

আইএমএফ-এর আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত স্থিতির সাথে সমন্বয় করতে ৩০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে প্রচলিত এসডিআর বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-১ এবং ২ হিসাবে আইএমএফ সিকিউরিটিজসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে। অন্যান্য তিনটি হিসাব যথা: এসডিআর বন্টন, আইএমএফ সম্প্রসারিত ঋণ সুবিধা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধির অধীন প্রদত্ত ঋণ সমূহ ৩০ জুন ২০২১ তারিখের বিনিময় হার অনুযায়ী টাকায় রূপান্তর করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারিতে জরুরি অর্থের প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে আইএমএফ র‍্যাপিড ফাইন্যান্সিং ইনস্ট্রুমেন্ট (আরএফআই)-এর অধীনে ৩৫৫.৫৩ মিলিয়ন এসডিআর ক্রয় এর অনুমোদন দিয়েছে (যা প্রায় ইউএসডি ৪৮৮ মিলিয়ন বা কোটার শতকরা ৩৩.৩৩ ভাগ)। ডিপোজিটরি হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক ০২.০৬.২০২০ তারিখে উক্ত ফান্ড গ্রহণ করেছে এবং সমপরিমাণ টাকা সরকারি হিসাবে জমা করেছে। আরএফআই-এর বিপরীতে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রমিসরি নোট ইস্যু করেছে এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টে 'আইএমএফ থেকে আরএফআই-এর বিপরীতে সরকারকে প্রদত্ত অগ্রিম' নামে একটি কন্ট্রা হিসাব খুলে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
৭	**স্বর্ণ ও রৌপ্য**		
	স্বর্ণ	৩৯,৩০৯,৫৯১	৬৭,৪২১,৬৮৪
	রৌপ্য	৩৬৯,২২৫	২৫৫,২৯৩
	মোট	**৩৯,৬৭৮,৮১৫**	**৬৭,৬৭৬,৯৭৭**

(বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ২৬২,৮৬৮.৫৩ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ এবং ১৬৮,৭২৮.১৫ ট্রয় আউন্স রৌপ্য রয়েছে। মোট মজুদ স্বর্ণের মধ্যে ১৮৮,৯২৭.৫১ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে ল্যান্ডিং অপারেশন ভিত্তিতে রাখা আছে এবং ৭৩,৯৪১.০৫ ট্রয় রৌপ্য এবং ১৬৮,৭২৮.১৫ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় ভল্টে রাখা আছে।)

		২০২১	২০২০
৮	**স্বর্ণ লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি**	**২৭,৮৫৫,৭০৯**	**-**

(মোট ১৮৬,২৭৪.৯৩ ট্রয় আউন্স স্বর্ণের মধ্যে এসসিবি-লন্ডন এবং এইচএসবিসি-লন্ডন এ বিনিয়োগকৃত অংশ স্বর্ণ লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।)

		২০২১	২০২০
৯	**বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ**		
	ইডিএফ ডলার বিনিয়োগ	৪৯৭,৩৪০,৭৪৮	৩৭৮,৩০৭,২৪৭
	এলটিএফএফ বিনিয়োগ-এফএসএসপি	১৭,৯১৬,৫১৮	১৭,৫৭৫,৮৯৮
	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড	১০,৩৯৭,১০২	৫,৩৭২,৭৫২
	রূপালি ব্যাংক করাচি*	৮,৮০২	৮,৫০০
	বাদঃ ঋণ হতে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংস্থান (রূপালি ব্যাংক, করাচি)	(৮,৮০২)	(৮,৫০০)
	মোট	**৫২৫,৬৫৪,৩৬৬**	**৪০১,২৫৫,৮৯৮**

(* এই অরূপান্তরযোগ্য হিসাবটি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধে খোলা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অসমন্বিত কিছু রপ্তানি বিলের সমন্বয় সাধন। এই হিসাবের মূলধন প্রেরণ, স্থানান্তর কিংবা রূপান্তর যোগ্য নয়। কিন্তু স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নিয়ম-নীতি পরিপালন এবং ট্যাক্স পরিশোধ সাপেক্ষে-এর সুদ স্থানান্তরযোগ্য।)

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
১০	**বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ**		
	সুইফট শেয়ার	৮০	৮০
	প্রাপ্য সুদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	১১,২৪০,৪৩৮
	অন্যান্য প্রাপ্য *	৫,২২৪,১৪৪	৫,২২৪,১৪৪
	মোট	**১৩,৯৮৭,৭৮১**	**১৬,৪৬৪,৬৬২**

ব্যাংক সুইফ্ট-এর সদস্য হিসেবে এর একটি শেয়ার ক্রয় করেছে যার অবিহিত মূল্য ৮০,৪৭৪.৫৭ টাকার সমতুল্য।

* ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক কর্তৃক কিছু অননুমোদিত লেনদেন সম্পন্ন (process) করা হয়েছে, যার ফলে ফেড-এ রক্ষিত অত্র ব্যাংকের হিসাব থেকে টাকা ৬,৩৬৫ মিলিয়ন (ইউএসডি ৮১.১৯ মিলিয়নের সমপরিমাণ টাকা) রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন, ফিলিপাইন (আরসিবিসি)-এর সাথে রক্ষিত তৃতীয় পক্ষের হিসাবে পরিশোধিত হয়ে যায়। উক্ত অর্থ পরিশোধে অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশনা থাকা স্বত্ত্বেও আরসিবিসি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ অর্থ অন্যান্য হিসাবে স্থানান্তরে এই হিসাবধারীদেরকে সাহায্য করে।

এই অর্থ পুনরুদ্ধারে ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন তৎপরতা গৃহীত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক আইনি সহায়তার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফিলিপাইনের 'ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস' সব ধরনের আইনি সহায়তা করেছে এবং সরকারি আইনি পরামর্শকও নিয়োগ করেছে অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য। তাছাড়া জানা গেছে যে, উপরোক্ত লেনদেনে সংশ্লিষ্টতার কারণে "Bangko Sentral ng Pilipinas" কর্তৃক আরসিবিসি কে টাকা ১,৬৫০ মিলিয়ন (পেসো ১,০০০ এর সমপরিমাণ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। ব্যাংক ইতোমধ্যেই টাকা ১১৪৬.৫৯ মিলিয়ন (সমপরিমাণ ইউএসডি ১৪.৬১ মিলিয়ন) পুনরুদ্ধার করেছে। সংশ্লিষ্ট ফিলিপাইন আদালত হিসাব জব্দ এবং সম্পদ সংরক্ষণের আদেশ জারি করেছে এবং একইসাথে বেসামরিক বাজেয়াপ্তকরণ মামলাও চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক এবং এফবিআইও এ ব্যাপারে একসাথে কাজ করছে। অর্থ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক-এর মধ্যে একটি চুক্তি ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ৭ ব্যক্তি, ২০ প্রতিষ্ঠান এবং ২৫ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইউএসএ'র 'ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক'-এ মামলা দায়ের করে। এই মামলার বিপরীতে বিবাদী কর্তৃক মামলা খারিজের আবেদন করা হয়।

শুনানি শেষে 'ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক' ২০ মার্চ ২০২০ তারিখে নিম্নরূপ রায় প্রদান করে : ১) বিবাদী পক্ষের মামলা খারিজের আবেদন খারিজ করা হয়। ২) Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) আওতায় আরসিবিসি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে করা বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিযোগ প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত কারণে গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়োগকৃত আইনি প্রতিষ্ঠান 'Cozen O'Conor' ম্যানেজমেন্ট-এর

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সুপারিশক্রমে আরসিবিসি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ২৭ মে, ২০২০ তারিখে নিউইয়র্ক কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করা হয়। ইতোমধ্যে বিবাদীকে হেগ কনভেনশন-এর অধীনে নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিবাদী কর্তৃক তা গ্রহণ করা হয়েছে। আপীল নিষ্পত্তির বিষয়ে গত ১৪ জুলাই ২০২১ তারিখে নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টে মৌখিক তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বহিঃআইনি পরামর্শকের সাথে আলোচনা করেন যিনি অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। 'ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক' কর্তৃক বিবাদী পক্ষের করা মামলা খারিজের আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলা করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ এবং অর্থ উদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চলমান বিবেচনায় এখনো পর্যন্ত অ-উদ্ধারকৃত অর্থ আর্থিক বিবরণীর অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ খাতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
১১	**সমন্বিত টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৫৯৭,৯৬৭	৪,৮৩৯,৭৫১
	নগদ স্থিতি (পৃথক)	৪৮৪,০৪৮	১৩,৪৭৪,৫৮১
	মোট	**৫,০৮২,০১৪**	**১৮,৩১৪,৩৩২**
১১.০১	**টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৫৯৭,৯৬৭	৪,৮৩৯,৭৫১
	নগদ স্থিতি	২৮,৭০২	৬,১৮৭
	মোট	**৪,৬২৬,৬৬৮**	**৪,৮৪৫,৯৩৮**

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, SPCBL (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১২	**বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ**		
	উপায় ও উপকরণ আগাম	-	৬০,০০০,০০০
	ওভারড্রাফ্ট-চলতি	-	৫,০৪২,৩০০
	ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	-	১১,৮৫০,০০০
	ট্রেজারি বিল	১৪,৪০০,৪৯৪	৮৩,৯৪২,৪৫০
	ট্রেজারি বন্ড	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	২৫৯,২৫৫,৯৫৮
	মোট	**২৯৪,৩৯২,৯৭১**	**৪২০,০৯০,৭০৮**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
১৩	**স্থানীয় মুদ্রায় সমন্বিত বিনিয়োগ**		
	মুদ্রা বাজারে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ *	১৭,২২৫,০৯৭	৩,৭২৪,৮২৩
	ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
	শেয়ার - আইসিবি ইসলামী ব্যাংক **	৭,৪৫২	৭,৪৫২
	মোট	**২১,১৭৭,৫৪৯**	**৭,৬৭৭,২৭৫**

* ইহা এসপিসিবিএল কর্তৃক স্থানীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত মেয়াদি আমানতের মোট পরিমাণ নির্দেশ করে।

** ২ আগস্ট ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- বিআরপিডি (আর-১) ৬৫১/৯(১০)/২০০৭-৪৪৬ অনুসারে এসপিসিবিএল আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ (পূর্বতন ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ)-এর প্রতিটি ১০.০০ টাকা অবিহিত মূল্যের ৭৪৫,২০০টি শেয়ারের মালিক।

১৩.০১	**স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ**		
	ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
	সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
	মোট	**১৫,৯৪৫,০০০**	**১৫,৯৪৫,০০০**
১৪	**স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাদের প্রদত্ত সমন্বিত ঋণ**		
	(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
	সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
	বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬,০২৫,১৩১	৩,৩৪৭,৪৪৬
	বিশেষায়িত ব্যাংক*	৬১,৯৩৪,১৩২	৫৪,৩১৫,৮৩৩
		৬৭,৯৫৯,২৬৩	**৫৭,৬৬৩,২৭৮**
	ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (টীকা-১৪.অ)	(৫,৬৬১,২৮৫)	(৬,৭২৮,৯৫৫)
		৬২,২৯৭,৯৭৮	**৫০,৯৩৪,৩২৩**
	অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
	ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	১১,২৪২,১৮৭	২,৯২৯,৪৫৪
	অন্যান্য ঋণ ও আগাম	১৪০,৪০৬,০৫৮	২৫,৯৪৬,৫৯০
		১৫১,৬৪৮,২৪৬	**২৮,৮৭৬,০৪৪**
	প্রাপ্য সুদ	১,২৯৪,১৫৩	১,০৯২,৬০৮
	মোট (ক)	**২১৫,২৪০,৩৭৬**	**৮০,৯০২,৯৭৪**
	(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
	কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৫,১৯৪,৪৫৭	৪৩,১৯৫,৫০৬
	ঋণ ও অগ্রিম-এর বিপরীতে সংস্থান (Provision) (টীকা-১৪.আ)	(৬৯০,৯৩৯)	(৮৩৩,৬৭৬)
	মোট (খ)	**৪৪,৫০৩,৫১৮**	**৪২,৩৬১,৮৩০**
	মোট ঋণ (ক+খ)	**২৫৯,৭৪৩,৮৯৪**	**১২৩,২৬৪,৮০৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
১৪.০১ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ		
(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬,০২৫,১৩১	৩,৩৪৭,৪৪৬
বিশেষায়িত ব্যাংক*	৬১,৯৩৪,১৩২	৫৪,৩১৫,৮৩৩
	৬৭,৯৫৯,২৬৩	**৫৭,৬৬৩,২৭৮**
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (টীকা-১৪.অ)	(৫,৬৬১,২৮৫)	(৬,৭২৮,৯৫৫)
	৬২,২৯৭,৯৭৮	**৫০,৯৩৪,৩২৩**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	১১,২৪২,১৮৭	২,৯২৯,৪৫৪
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	১৪০,৪০৬,০৫৮	২৫,৯৪৬,৫৯০
	১৫১,৬৪৮,২৪৬	**২৮,৮৭৬,০৪৪**
প্রাপ্য সুদ	১,২৯৪,১৫৩	১,০৯২,৬০৮
মোট (ক)	**২১৫,২৪০,৩৭৬**	**৮০,৯০২,৯৭৪**
(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৩,৩১৪,৮৭৮	৪১,৪৭৫,৬৭২
ঋণ ও অগ্রিম-এর বিপরীতে সংস্থান (টীকা ১৪.আ)	(৬৯০,৯৩৯)	(৮৩৩,৬৭৬)
মোট (খ)	**৪২,৬২৩,৯৩৯**	**৪০,৬৪১,৯৯৬**
মোট ঋণ (ক+খ)	**২৫৭,৮৬৪,৩১৫**	**১২১,৫৪৪,৯৭০**

* বিশেষায়িত ব্যাংক বলতে নিম্নবর্ণিত সে সকল ব্যাংককে বোঝায় যারা অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে :

ব্যাংকসমূহ	**বিশেষায়িত খাতসমূহ**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কৃষি
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কৃষি

১৪.অ) ব্যবহারজনিত ক্ষতির জন্য সংস্থান		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৬,৭২৮,৯৫৫	৭,৮৪৮,৯৪৮
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	(১,০৬৭,৬৭০)	(১,১১৯,৯৯৩)
মোট	**৫,৬৬১,২৮৫**	**৬,৭২৮,৯৫৫**
১৪.আ) ঋণ হতে উদ্ভূত ক্ষতি পূরণের জন্য সংস্থান		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৮৩৩,৬৭৬	৬৩৯,৯০৪
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	(১৪২,৭৩৭)	১৯৩,৭৭২
মোট	**৬৯০,৯৩৯**	**৮৩৩,৬৭৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যবহারজনিত ক্ষতির জন্য সঞ্চিতি এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা সুদ আরোপিত হয় না এমন ঋণ-এর উপর সুদ আয় না হওয়া জনিত ক্ষতি হ্রাসকরণের জন্য রক্ষিত হয়। ছাড়কৃত (বিমুক্ত কৃত) পরিমাণ মূলত পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোনের বিপরীতে রক্ষিত সঞ্চিতির রাইট ব্যাককৃত অংশ। ঋণ ক্ষতির জন্য সঞ্চিতিও এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা কর্মচারী আগামের (মূল ও সুদের) কুঋণ সমন্বয়ের জন্য রক্ষিত হয়।

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
১৫	**স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ-সমন্বিত**		
	অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড	১,০৩৯,২৪৪	৩,৩৪৭,২৩৩
	প্রাপ্য সুদ	৩,৫৯৭,৩৫৭	৬,৬৩১,৬৩৯
	অন্যান্য	৪,১৩৬	৪,১৩৬
	মোট	**৪,৬৪০,৭৩৬**	**৯,৯৮৩,০০৮**
১৫.০১	**স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ**		
	অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড	১,০৩৯,২৪৪	৩,৩৪৭,২৩৩
	প্রাপ্য সুদ	২,৮২৬,৫৭৬	৫,৯২৫,১০৭
	মোট	**৩,৮৬৫,৮২০**	**৯,২৭২,৩৪০**

সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের উপর প্রাপ্য সুদ, এইচবিএফসি-এর ঋণপত্রের উপর প্রাপ্য সুদ, ইত্যাদি প্রাপ্য সুদের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৬ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

সমন্বিত

৩০ জুন ২০২১

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটরগাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্নমূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ২০ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৭,১২৫,৯০১	৮,৬১২,১৬৮	২,২৬৩,৬২৭	৬৭৭,৩৩৫	৩৪২,০৯৬	৮৪৮,৭০৪	২,৬৬৪	৮১,০৫৬	১,৮৫৫	৭০,৪৬০	২৮৮,৬০৭	১,৭৮৪,৪১৫	৫৮,৬৫০,১৯১
চলতি বছরের সংযোজন	৭১৯	৪৩,৩৯৮	৬১,৬৯৪	২৮৫,৯৩৪	৩৬,৩৫০	৪,১৪৮	৮৬,৪৩২	-	৩৯	-	৫,৫৭১	-	৬২,৮৯৪	৫৮৭,১৭৯
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৭০,৯৮৩	১৭,৯৪৫	৮২৫,৭১৪	-	-	১১,২৩৭	-	-	-	-	-	(৯২৭,৪৯৬)	(১,৬১৭)
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(১১,৭৮২)	(৯৭৫)	(১,২০৭)	(১,৫৬৯)	(১,১২৩)	-	-	-	(৪,৫৮৭)	(২৬,৩৮৯)	-	(৪৭,৬৩৩)
৩০ জুন ২০২১	**৩৬,৫৫২,০২৩**	**৭,২৪০,২৮২**	**৮,৬৮০,০২৪**	**৩,৩৭৪,৩০১**	**৭১২,৪৭৮**	**৩৪৪,৬৭৫**	**৯৪৫,২৪৯**	**২,৬৬৪**	**৮১,০৯৫**	**১,৮৫৫**	**৭১,৪৪৪**	**২৬২,২১৮**	**৯১৯,৮১৪**	**৫৯,১৮৮,১২০**
অবচয় সঞ্চিতি														
০১ জুলাই ২০ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	৩,৪৬৪,৪৬৬	৩,৫৩০,৫৫০	১,৮৯৩,৫৬৫	৩৪০,৩০৯	৩০৩,৯২৯	৫২৯,২৪৮	২,২৭৩	৪৩,৯৭৪	১২৬	৬৭,০৮৮	৭৩,৪০৪	-	১০,২৪৮,৯৩২
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	৩৯৯,১৩৯	৩৯৩,৩৩১	২৪৫,৮১৩	৬৬,৫৪০	১৫,২২৭	১১৯,৯৫৯	১৮০	১৫,৯৭৫	৯৩	৪,৯৭০	৫৬,৩৮১	-	১,৩১৭,৬০৯
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	-	(১১,৭৮২)	(৯৭৫)	(১,১৫১)	(১,৫৬৯)	(১,১১০)	-	-	-	(৪,৫৭৮)	-	-	(২১,১৬৬)
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩০ জুন ২০২১	-	**৩,৮৬৩,৬০৫**	**৩,৯১২,০৯৯**	**২,১৩৮,৪০৩**	**৪০৫,৬৯৭**	**৩১৭,৫৮৭**	**৬৪৮,০৯৭**	**২,৪৫৩**	**৫৯,৯৪৯**	**২১৯**	**৬৭,৪৮০**	**১২৯,৭৮৫**	-	**১১,৫৪৫,৩৭৪**
নিট বহিমূল্য														
৩০ জুন ২০২১	**৩৬,৫৫২,০২৩**	**৩,৩৭৬,৬৭৭**	**৪,৭৬৭,৯২৫**	**১,২৩৫,৮৯৮**	**৩০৬,৭৮১**	**২৭,০৮৮**	**২৯৭,১৫২**	**২১১**	**২১,১৪৬**	**১,৬৩৬**	**৩,৯৬৪**	**১৩২,৪৩৩**	**৯১৯,৮১৪**	**৪৭,৬৪২,৭৪৬**
৩০ জুন ২০২০	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,৬৬১,৪৩৫**	**৫,০৮১,৬১৮**	**৩৭০,০৬২**	**৩৩৭,০২৬**	**৩৮,১৬৭**	**৩১৯,৪৫৬**	**৩৯১**	**৩৭,০৮২**	**১,৭২৯**	**৩,৩৭২**	**২১৫,২০৩**	**১,৭৮৪,৪১৫**	**৪৮,৪০১,২৫৯**

মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় যা লীজের অর্ন্তভুক্ত প্রাথমিকভাবে ব্যাংক লীজ নেয়। এ সম্পর্কিত ভাড়া চুক্তি স্বাক্ষর ০৫ মার্চ ও ০৮ জুন ২০২০ হতে কার্যকর হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২০

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটরগাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্নমূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ১৯ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৭,০৯৬,২৩৩	৭,৭৬৮,৭৬৫	২,০৮৪,৭১৯	৬৪৭,৩৮৭	৩২৩,৩০৫	৮০৫,৬৬১	২,৫৫২	৭৬,৫৭৫	১,৭৩৫	৬৫,৭০৪	-	১,৯০১,৪৫২	**৫৭,৩২৫,৩৯১**
চলতি বছরের সংযোজন	-	২১,২৮৩	৪০,৬৫৭	১৭৮,৯০৮	২৯,৯৪৮	২২,৩৮৪	৪৩,০৪৩	১১২	৪,৪৮১	১২০	৪,৭৫৬	২৮৮,৬০৭	৬৯৪,৩৯৭	**১,৩২৮,৬৯৬**
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৮,৩৮৫	৮০৩,০৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৮১১,৪৩৪)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৩০৪)	-	-	(৩,৫৯৩)	-	-	-	-	-	-	-	**(৩,৮৯৬)**
৩০ জুন ২০২০	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৭,১২৫,৯০১**	**৮,৬১২,১৬৮**	**২,২৬৩,৬২৭**	**৬৭৭,৩৩৫**	**৩৪২,০৯৬**	**৮৪৮,৭০৪**	**২,৬৬৪**	**৮১,০৫৬**	**১,৮৫৫**	**৭০,৪৬০**	**২৮৮,৬০৭**	**১,৭৮৪,৪১৫**	**৫৮,৬৫০,১৯১**
অবচয় সঞ্চিতি														
০১ জুলাই ১৯ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	৩,০৬৬,৪১৮	২,৯২৪,০৭৫	১,৭৮৮,০৫৫	২৭৫,৮৭৮	২৮৬,৬৫৬	৪০৮,৮১৪	১,৯৮৬	২৮,০৮৯	৩৮	৬৩,৪৭৭	-	-	**৮,৮৪৩,৪৮৬**
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	২২৭,৫১৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**২২৭,৫১৪**
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৯৮,০৪৮	৩৭৯,২৬৪	১০৫,৫১০	৬৪,৪৩১	২০,৮৩১	১২০,৪৩৪	২৮৭	১৫,৮৮৫	৮৮	৩,৬১১	৭৩,৪০৪	-	**১,১৮১,৭৯৩**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৩০৩)	-	-	(৩,৫৫৮)	-	-	-	-	-	-	-	**(৩,৮৬১)**
৩০ জুন ২০২০	-	**৩,৪৬৪,৪৬৬**	**৩,৫৩০,৫৫০**	**১,৮৯৩,৫৬৫**	**৩৪০,৩০৯**	**৩০৩,৯২৯**	**৫২৯,২৪৮**	**২,২৭৩**	**৪৩,৯৭৪**	**১২৬**	**৬৭,০৮৮**	**৭৩,৪০৪**	-	**১০,২৪৮,৯৩২**
নিট বহিমূল্য														
৩০ জুন ২০২০	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,৬৬১,৪৩৫**	**৫,০৮১,৬১৮**	**৩৭০,০৬২**	**৩৩৭,০২৬**	**৩৮,১৬৭**	**৩১৯,৪৫৬**	**৩৯১**	**৩৭,০৮২**	**১,৭২৯**	**৩,৩৭২**	**২১৫,২০৩**	**১,৭৮৪,৪১৫**	**৪৮,৪০১,২৫৯**
৩০ জুন ২০১৯	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৪,০২৯,৮১৫**	**৪,৮৪৪,৬৯০**	**২৯৬,৬৬৪**	**৩৭১,৫০৯**	**৩৬,৬৪৯**	**৩৯৬,৮৪৭**	**৫৬৬**	**৪৮,৪৮৬**	**১,৬৯৭**	**২,২২৭**	-	**১,৯০১,৪৫২**	**৪৮,৪৮১,৯০৫**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৬.০১ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

পৃথক
৩০ জুন ২০২১

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটরগাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্নমূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ২০ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৫,৮৮৯,৮২৭	১,১৫৭,১৮৭	২,২৬৩,৬২৭	৬৩৬,৯৭৮	৩০৩,২২১	৮৪৮,৭০৪	২,৬৬৪	৮১,০৫৬	১,৮৫৫	৭০,৪৬০	২৮৮,৬০৭	১,৭৫৩,০০০	৪৬,১৮৯,৮৯০
চলতি বছরের সংযোজন	৭১৯	২৭,৮৮৫	২৪,২৭১	২৮৫,৯৩৪	৩৫,৪২০	৪,০৪১	৮৬,৪৩২	-	৩৯	-	৫,৫৭১	-	৫৭,৯৯৬	৫২৮,৩০৮
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৭০,৯৮৩	১২,০৮৩	৮২৫,৭১৪	-	-	১১,২৩৭	-	-	-	-	-	(৯২১,৬৩৪)	(১,৬১৭)
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৮১৪)	(৯৭৫)	(১,২০৭)	(৬)	(১,১২৩)	-	-	-	(৪,৫৮৭)	(২৬,৩৮৯)	-	(৩৫,১০২)
৩০ জুন ২০২১	**৩২,৮৯৩,৪২৩**	**৫,৯৮৮,৬৯৪**	**১,১৯২,৭২৭**	**৩,৩৭৪,৩০১**	**৬৭১,১৯১**	**৩০৭,২৫৬**	**৯৪৫,২৪৮**	**২,৬৬৪**	**৮১,০৯৪**	**১,৮৫৫**	**৭১,৪৪৪**	**২৬২,২১৮**	**৮৮৯,৩৬২**	**৪৬,৬৮১,৪৭৯**
অবচয় সঞ্চিতি														
০১ জুলাই ২০ তারিখের স্থিতি	-	২,৬১৪,০০৯	৭২৪,৭০৪	১,৮৯৩,৫৬৬	৩০৩,৮৫৭	২৭১,৮৫৭	৫২৯,২৪৮	২,২৭৩	৪৩,৯৭৪	১২৬	৬৭,০৮৮	৭৩,৪০৪	-	৬,৫২৪,১০৬
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৫১,২১০	৬৪,৩৬০	২৪৫,৮১৩	৬৫,৯০৩	১১,৭৬৫	১১৯,৯৫৯	১৮০	১৫,৯৭৫	৯৩	৪,৯৭০	৫৬,৩৮১	-	৯৩৬,৬১১
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৮১৪)	(৯৭৫)	(১,১৫১)	(৬)	(১,১১০)	-	-	-	(৪,৫৭৮)	-	-	(৮,৬৩৫)
সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩০ জুন ২০২১	**-**	**২,৯৬৫,২১৯**	**৭৮৮,২৪৯**	**২,১৩৮,৪০৪**	**৩৬৮,৬০৯**	**২৮৩,৬১৬**	**৬৪৮,০৯৭**	**২,৪৫৩**	**৫৯,৯৪৯**	**২১৯**	**৬৭,৪৮০**	**১২৯,৭৮৫**	**-**	**৭,৪৫২,০৮২**
নিট বহিমূল্য														
৩০ জুন ২০২১	**৩২,৮৯৩,৪২৩**	**৩,০২৩,৪৭৫**	**৪০৪,৪৭৮**	**১,২৩৫,৮৯৭**	**৩০২,৫৮২**	**২৩,৬৪০**	**২৯৭,১৫১**	**২১১**	**২১,১৪৫**	**১,৬৩৬**	**৩,৯৬৪**	**১৩২,৪৩৩**	**৮৮৯,৩৬২**	**৩৯,২২৯,৩৯৭**
৩০ জুন ২০২০	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,২৭৫,৮১৮**	**৪৩২,৪৮৩**	**৩৭০,০৬১**	**৩৩৩,১২১**	**৩১,৩৬৪**	**৩১৯,৪৫৬**	**৩৯১**	**৩৭,০৮২**	**১,৭২৯**	**৩,৩৭২**	**২১৫,২০৩**	**১,৭৫৩,০০০**	**৩৯,৬৬৫,৭৮২**

মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় যা লীজের অর্ন্তভুক্ত প্রাথমিকভাবে ব্যাংক লীজ নেয়। এ সর্ম্পকিত ভাড়া চুক্তি স্বাক্ষর ০৫ মার্চ ও ০৮ জুন ২০২০ হতে কার্যকর হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২০

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটরগাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্নমূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ১৯ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৫,৮৭৫,৯০০	৮৮৬,৫০৩	২,০৮৪,৭১৯	৬০৮,৪৬৮	২৮৪,৪৭৩	৮০৫,৬৬১	২,৫৫২	৭৬,৫৭৫	১,৭৩৫	৬৫,৭০৪	-	১,৪৪০,৫৯২	৪৫,০২৫,৫৮৫
চলতি বছরের সংযোজন	-	৫,৫৪২	১৪,৯৭৯	১৭৮,৯০৮	২৮,৫১০	২২,৩৪১	৪৩,০৪৩	১১২	৪,৪৮১	১২০	৪,৭৫৬	২৮৮,৬০৭	৫৭৬,৪৯৮	১,১৬৭,৮৯৬
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৮,৩৮৫	২৫৫,৭০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৬৪,০৯০)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	-	-	-	(৩,৫৯৩)	-	-	-	-	-	-	-	(৩,৫৯৩)
৩০ জুন ২০২০	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৫,৮৮৯,৮২৭**	**১,১৫৭,১৮৭**	**২,২৬৩,৬২৭**	**৬৩৬,৯৭৮**	**৩০৩,২২১**	**৮৪৮,৭০৪**	**২,৬৬৪**	**৮১,০৫৬**	**১,৮৫৫**	**৭০,৪৬০**	**২৮৮,৬০৭**	**১,৭৫৩,০০০**	**৪৬,১৮৯,৮৮৮**
অবচয় সঞ্চিতি														
০১ জুলাই ১৯ তারিখের স্থিতি	-	২,২৬৪,৬৯১	৬৬৯,৮৭৪	১,৭৮৮,০৫৬	২৪০,০৫২	২৫৮,৪১৩	৪০৮,৮১৪	১,৯৮৬	২৮,০৮৯	৩৮	৬৩,৪৭৭	-	-	৫,৭২৩,৪৯০
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৪৯,৩১৮	৫৪,৮৩০	১০৫,৫১০	৬৩,৮০৫	১৭,০০২	১২০,৪৩৪	২৮৭	১৫,৮৮৫	৮৮	৩,৬১১	৭৩,৪০৪	-	৮০৪,১৭৫
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	-	-	-	(৩,৫৫৮)	-	-	-	-	-	-	-	(৩,৫৫৮)
৩০ জুন ২০২০	**-**	**২,৬১৪,০০৯**	**৭২৪,৭০৪**	**১,৮৯৩,৫৬৬**	**৩০৩,৮৫৭**	**২৭১,৮৫৭**	**৫২৯,২৪৮**	**২,২৭৩**	**৪৩,৯৭৪**	**১২৬**	**৬৭,০৮৮**	**৭৩,৪০৪**	**-**	**৬,৫২৪,১০৬**
নিট বহিমূল্য														
৩০ জুন ২০২০	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,২৭৫,৮১৮**	**৪৩২,৪৮৩**	**৩৭০,০৬১**	**৩৩৩,১২১**	**৩১,৩৬৪**	**৩১৯,৪৫৬**	**৩৯১**	**৩৭,০৮২**	**১,৭২৯**	**৩,৩৭২**	**২১৫,২০৩**	**১,৭৫৩,০০০**	**৩৯,৬৬৫,৭৮২**
৩০ জুন ২০১৯	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,৬১১,২০৯**	**২১৬,৬২৯**	**২৯৬,৬৬৩**	**৩৬৮,৪১৬**	**২৬,০৬০**	**৩৯৬,৮৪৭**	**৫৬৬**	**৪৮,৪৮৬**	**১,৬৯৭**	**২,২২৭**	**-**	**১,৪৪০,৫৯২**	**৩৯,৩০২,০৯৭**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
১৭	**অস্পর্শনীয় সম্পদ**		
	অস্পর্শনীয় সম্পদের ক্রয় মূল্য	১,৯৮৫,৫৭৭	১,৩৯১,১১৬
	পুঞ্জীভূত অবচয়	(১,৩৯৬,২১৪)	(১,৩৫০,৭৮৯)
	চলতি মূলধন	২১২,৭০৫	৩৯২,২৭৭
	মোট	৮০২,০৬৮	৪৩২,৬০৩

উপরোল্লিখিত স্থিতি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার, এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যার হাউজ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং ব্যাংকের নিজস্ব প্রস্তুতকৃত সফটওয়ারের সমন্বিত মূল্য নির্দেশ করে।

		২০২১	২০২০
১৮	**সমন্বিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	৫৮৫,০২৬	৫৫০,৮০৯
	মজুদ	৩,২১১,২২৪	২,৮৭২,৪৫১
	বিবিধ দেনাদার	১,২০৫,৬৫৫	৯৫৫,৩৮২
	মোট	**৫,০০১,৯০৫**	**৪,৩৭৮,৬৪১**
১৮.০১	**অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	৫৩৮,২৩০	১,০৬৮,৪৫২
	মজুদ (মুদ্রিত বই, ফর্মস এন্ড পেপারস, অফিস সাপ্লাইস, মেডিসিন)	৬১,৬৩৫	১১৩,১৮১
	মোট	**৫৯৯,৮৬৫**	**১,১৮১,৬৩৪**
১৯	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা**		
	বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	১১৯,৪৪৯,১৫২	১৬৩,০৮২,২৩১
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৩১,৪৯৬,৩৩৬	৬০,৮৬০,৪৩৭
	প্রদেয় সুদ (আকু)	১১,০৭৮	১৩,০১৯
	মোট	**২৫০,৯৫৬,৫৬৬**	**২২৩,৯৫৫,৬৮৭**
২০	**প্রচারণকৃত নোট**		
	প্রচারণকৃত নোট	২,২৫৩,২৫০,৬৬৬	২,০৬৫,৫২৮,২৫০
	ব্যাংক নোটের নগদ/জমা স্থিতি	(৪৯)	(৮৪)
		২,২৫৩,২৫০,৬১৭	**২,০৬৫,৫২৮,১৬৭**

প্রচারণকৃত নোট বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর দাবিযোগ্য চালু নোটকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০শে জুন তারিখে চালু নোটের মূল্যমানসমূহ নিম্নরূপ :

নোটের মূল্যমান	নোট সংখ্যা	২০২১	২০২০
১০ টাকার নোট	১,৪৪৫,৭৭৭,৯৩০	১৪,৪৫৭,৭৭৯	১৫,১৫৩,৭০১
২০ টাকার নোট	৬৯৩,৩০১,৬৬৩	১৩,৮৬৬,০৩৩	১৩,১১৮,৪৩৮
৫০ টাকার নোট	৩৮৮,১০৩,৪৫১	১৯,৪০৫,১৭৩	১৭,২৮৫,০৪৯
১০০ টাকার নোট	১,১৭৫,৯৮৪,১৪৩	১১৭,৫৯৮,৪১৪	১০৯,০০৩,৬২৬
২০০ টাকার নোট	৭৪,১৬২,০৬১	১৪,৮৩২,৪১২	২,৪৬০,৫৪১
৫০০ টাকার নোট	১,৮৪৭,৬০৯,৬৮৩	৯২৩,৮০৪,৮৪২	৮৫২,৩৬০,৬৮১
১০০০ টাকার নোট	১,১৪৯,২৮৬,০১৩	১,১৪৯,২৮৬,০১৩	১,০৫৬,১৪৬,২১৫
মোট	**৬,৭৭৪,২২৪,৯৪৪**	**২,২৫৩,২৫০,৬৬৬**	**২,০৬৫,৫২৮,২৫০**

চালু নোটের বিপরীতে দায় স্থিতিপত্রে তাদের অবিহিত মূল্যে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ধারা ৩০ অনুযায়ী এ সকল দায়ের বিপরীতে বিদ্যমান সম্পদ নিম্নে দেখানো হলো :

স্বর্ণ	৩১,০৫৭,২০৯	১১,০৯৯,৪১৬
রৌপ্য	৩৬৯,২২৫	২৫৫,২৯৩
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত স্থিতি	২,১২৬,০০০,০০০	২,০১০,০০০,০০০
বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ	৪৯,৩৪৬,৮২৭	৯,৪৫৪,৩৫২
টাকা ও ধাতব মুদ্রা	৪,৫৯৭,৯৬৭	৪,৮৩৯,৭৫১
বিনিয়োগ	১২,০০০,০০০	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৯,৮৭৯,৪৩৮	২৯,৮৭৯,৪৩৮
মোট	**২,২৫৩,২৫০,৬৬৫**	**২,০৬৫,৫২৮,২৫০**

২১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৩৩৭,৫১৯,২৯২	২১৩,৮৯১,৫৮৬
সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	১৪,৯৫৬,১৭৯	১৩,৪৬৯,৫০৭
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ	৭৫৭,৭৯৬,৩৩৮	৪৫৯,১২০,৮৫২
বিদেশি ব্যাংকসমূহ	৯৫,৬৫১,৮২৭	৭১,১৬৭,৫৭৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫,২৪৪,৯৩৫	৫,৮৮৯,২৬৯
অন্যান্য ব্যাংক	৪৯,৮৯৫	৩৫,৫১৮
মোট	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমার মধ্যে বিধিবদ্ধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়ের উপর শতকরা ৪.০ ভাগ (২০২০ : শতকরা ৪.০ ভাগ) হারে নির্ণয় করা হয়, উক্ত দায়ের সাথে দায় নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে রাখা স্থিতিও রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
২২	**সমন্বিত স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	২৭,০৩০,৮৭৫	৫,০৬১
	অন্যান্য জমা* (টীকা ২২.০২)	১৭৮,৯৩৭,৭৭১	৮৩,৩০৪,০৪৩
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৮,৪৩০,৮৪৩	৮,০৭৪,৩৫৮
	ইজারা দায় (টীকা: ২২.০৩)	১৩৭,০৮৬	২২২,৩২০
	স্থগিত সুদ হিসাব	১০৭৫৯৯.০৭৪১	১০৬৭২১.৪৭৫
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	২০,৩০৯,১১৪	৩৯,২৮৭,৩৪৪
	আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	১৬২,১৮৮	২৪২,৭২৭
	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	-	২৪৮,৮০৮
	পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	২২,৮১৬,০০২	২১,১৩২,৬৭১
	আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি*	১,৮০০,৬৪৩	২,১৫০,১০৮
	ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	৩,২৬৫,৮০৮	৩,২২৩,৪১০
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (সিবিএসপি)	২,৩৬২,৯৫১	২,৪২০,৩২৬
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (এফএসএসপি)	২২,৫৯৬,৯৬৬	২২,৩৮১,৬৪২
	বিলম্বিত কর দায়	৯১০,০৬৬	৫৭৫,০৮৩
	অন্যান্য - সাবসিডিয়ারি	১,৮৩১,৭০২	১,২১১,৪৬৪
	শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	১,৪১৩,৭৮৫	৯৬৮,৬২৫
	বিবিধ	১,৩৫২	১,৩৫২
	মোট	**২৯২,১১৭,৯৮৩**	**১৮৫,৫৫৯,২৯৩**
২২.০১	**স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	২৭,০৩০,৮৭৫	৫,০৬১
	অন্যান্য জমা (টীকা : ২২.০২)	১৭৮,৯৩৭,৭৭১	৮৩,৩০৪,০৪৩
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৮,৮৬৯,৫৭২	৯,১৯৪,৯১১
	ইজারা দায় (টীকা : ২২.০৩)	১৩৭,০৮৬	২২২,৩২০
	স্থগিত সুদ হিসাব	১০৭,৫৯৯	১০৬,৭২১
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	২০,৩০৯,১১৪	৩৯,২৮৭,৩৪৪
	আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	১৬২,১৮৮	২৪২,৭২৭
	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	-	২৪৮,৮০৮

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	২২,৮১৬,০০২	২১,১৩২,৬৭১
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি*	১,৮০০,৬৪৩	১,৬৬৯,৮৭৬
ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	৩,০০৪,৯৩২	২,৯২৯,৯৫৯
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - সিবিএসপি	২,৩৬২,৯৫১	২,৪২০,৩২৬
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - এফএসএসপি	২২,৫৯৬,৯৬৬	২২,৩৮১,৬৪২
শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	১,৪১৩,৭৮৫	৯৬৮,৬২৫
বিবিধ	১,৩৫২	১,৩৫২
মোট	**২৮৯,৫৫৪,০৬৫**	**১৮৪,১১৯,৬১৮**

*বিস্তারিত ৪৩ নং টীকায় উল্লেখ রয়েছে।

২২.০২ অন্যান্য জমার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার স্পেশাল ইসলামিক বন্ড ফান্ড ডিপোজিট, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন ফান্ড জমা, অবসায়ক ব্যাংক ডিপোজিট, তফসিলি ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ফান্ড ডিপোজিট, সিকিউরিটি ডিপোজিট, এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ ডিপোজিট এবং অন্যান্য বিবিধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২২.০৩ মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় সম্পদ ব্যবহার অধিকারের বিপরীতে উসুলকৃত। ইজারা দায় বাবদ মোট অর্থ মেয়াদপূর্তির ১ থেকে ৫ বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হবে।

২২.০৪ সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট ফান্ড (সিবিএসপি) - দায়

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর সাথে একটি প্রজেক্টের অনুকূলে একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রকল্পটি সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হল আইডিএ ৩৭৯২ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো 'কার্যক্রম সংস্কার এবং কার্যপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।' এই চুক্তি ছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩,৮৯২ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৫৫.৬০ মিলিয়ন) যার মধ্যে সরকারের মাধ্যমে আইডিএ সরবরাহ করেছে ৩,০৬০ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৪৩.৭১ মিলিয়ন) অবশিষ্ট ৮৩২ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ১১.৮৮ মিলিয়ন) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বহন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০০৩ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং ৩০ এপ্রিল ২০১৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে যা সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে শুরু হবে এবং ১ জুন ২০৪৩ সালে শেষ হবে।

২২.০৫ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর সাথে একটি প্রকল্পটির অনুকূলে এসডিআর ২১৩,৪০০,০০০ পরিমাণের একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রকল্পটি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হল আইডিএ ৫৬৬৪ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

'প্রাপকের আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রজেক্ট বাস্তবায়ন স্বত্তার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশকরণ'। এই চুক্তি ছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পটি ৩১ মার্চ ২০২০ সালে শেষ হয়েছে। সহযোগী ঋণটি টাকায় হিসাবায়িত হবে এবং ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ ঋণ বাস্তবায়নের পর সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩৮ বছরের মধ্যে যার মধ্যে ০৬ বছরের রেয়াতি সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
২৩	**মূলধন**	৩০,০০০	৩০,০০০
	সমুদয় মূলধন ৪(১) ও ৪(২) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের কাছে ন্যস্ত রয়েছে।		
২৪	**সমন্বিত পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**		
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (টীকা ২৪.০২)	৩৭,০১৮,৩৪৭	২৩,১৭৭,৪৯৩
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (টীকা ২৪.০৩)	১৪৯,১৬২,৬৩৩	১৬৪,৮৭৪,৩৪৬
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (টীকা ২৪.০৪) (পুনঃবর্ণিত)	৩৮,৭২৯,৪২৩	৩৮,৭৯৮,৮৮৯
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (টীকা ২৪.০৫)	৪৫,৩৯০,৬৭৩	(৪,২৮১,৩৮৪)
	মোট	**২৭০,৩০১,০৭৬**	**২২২,৫৬৯,৩৪৪**
২৪.০১	**পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**		
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (টীকা ২৪.০২)	৩৭,০১৮,৩৪৭	৩৭,১৬০,৮০০
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (টীকা ২৪.০৩)	১৪৯,১৬২,৬৩৩	১৩৮,২৩৪,৫৮৯
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (টীকা ২৪.০৪)	৩৫,০৮৬,২৩০	৩৫,০৮৬,২৩০
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (টীকা ২৪.০৫)	৪৫,৩৯০,৬৭৩	৪,৬৯০,১২৫
	মোট	**২৬৬,৬৫৭,৮৮৩**	**২১৫,১৭১,৭৪৪**

২৪.০২ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি - স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনঃমূল্যায়ন জনিত লাভ বা ক্ষতি এবং অন্যান্য সমন্বিত বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৪.০৩ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত অনার্জিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংকের লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০

২৪.০৪ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৪.০৫ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক দলিলাদি

আর্থিক দলিলাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
২৫	**মুদ্রার তারতম্য সঞ্চিতি**	**৮৬,৩৯৩,০৬১**	**৭১,২৬৪,১৩৭**

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত উসুলকৃত মুনাফাকে লাভ/ক্ষতি ও সমন্বিত আয়ের বিবরণীতে আকলন করেছে এবং একই দফাকে পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা তারতম্য সঞ্চিতি নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করেছে যেটি মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৬ বিধিবদ্ধ তহবিল

	নোট	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
পল্লি ঋণ তহবিল	২৬.০১	৭,১০০,০০০	৬,৫০০,০০০
কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	২৬.০২	৭,১০০,০০০	৬,৫০০,০০০
রপ্তানি ঋণ তহবিল	২৬.০৩	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিল	২৬.০৪	১,৮৮৭,৮৫২	১,৩৩৭,৮৫২
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল	২৬.০৫	৮৭৯,১৯৪	৮৭৯,১৯৪
মোট		**১৮,২৬৭,০৪৬**	**১৬,৫১৭,০৪৬**

বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর নির্দেশনা সূত্রে গঠন করতঃ প্রতিবছর সরকারের পরামর্শক্রমে ব্যাংকের মুনাফা হতে লাভ আবণ্টনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৬.০১ পল্লি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬০(১) ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং পল্লি ঋণ সংস্থাসমূহকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ৬০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.০২ কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬১ ধারা মোতাবেক শীর্ষ সমবায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ৬০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.০৩ রপ্তানি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানি কার্যক্রম সহায়তা করার জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ঋণ ও আগাম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোনো অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০

২৬.০৪ শিল্প ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ বাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬২ ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংকসমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৫৫০ মিলিয়ন টাকা এ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.০৫ ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহের কুটির শিল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুনর্ভরণের জন্য প্রতি বছরের মুনাফা হতে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোনো অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৭ অ-বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি

	নোট	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল	২৭.০১	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০
গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল		৪,৬৬০,০০০	৪,৬৬০,০০০
মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল	২৭.০২	২৭০,৪০৮	২৭০,৫৫১
আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল	২৭.০৩	২০০,০০০	২০০,০০০
পল্লি কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	২৭.০৪	৩,৪১০,০০০	৩,৪১০,০০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল	২৭.০৫	১০০,০০০	১০০,০০০
মোট		**১৫,৬৪০,৪০৮**	**১৫, ৬৪০,৫৫১**

২৭.০১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ ও গৃহায়ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন করার নিমিত্তে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তহবিলসমূহে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।

২৭.০২ মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৮২ নং ধারার ২(এন) নং উপধারা এবং ব্যাংকের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে ও বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ আর্থিক বছরে সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়ছে।

২৭.০৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল

ব্যাংকের মুদ্রানীতি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল তৈরি করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ আর্থিক বছরে সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়ছে।

২৭.০৪ পল্লি কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের শিল্পকে অর্থায়ন করার উদ্দেশ্যে ২০০১ আর্থিক বছরে এই তহবিল তৈরি করা হয়েছে। এই স্কিমের আওতায় ৩৭টি কৃষিজাত পণ্যের শিল্পখাত রয়েছে। এই তহবিল বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই খাতকে 'অগ্রগামী খাত' হিসেবে 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'-এ ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০

২৭.০৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

এই তহবিল পরিচালক পর্ষদের ২০১৩ সালের (২০১৩ সালের ৬ষ্ঠ সভা) ১৭ জুনের কার্যবিবরণী নং-বিডি-৩৪১(২০১৩-০৬)/৫০ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুদানের ৫০.০০ মিলিয়ন টাকার তহবিলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১২-২০১৩ সালের মুনাফা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ব্যাংকের মুনাফা থেকে ৫০.০০ মিলিয়ন টাকা এই তহবিলে স্থানান্তর করা হবে। অর্থবছর ১৫-এ ১০০.০০ মিলিয়ন টাকা চলতি বছরের মুনাফা থেকে কর্তন করা হয়েছে।

২৮ অন্যান্য সঞ্চিতি

	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি (নোট ২৮.০১)	৪,৯২৬,৭৮৫	৪,৯২৬,৭৮৫
সুদ সঞ্চিতি (নোট ২৮.০২)	৭,৫২২,১১৪	৭,৫২২,১১৪
মোট	**১২,৪৪৮,৮৯৯**	**১২,৪৪৮,৮৯৯**

২৮.০১ সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি

৪১১তম বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুনাফা আবন্টন হতে ২৫০ মিলিয়ন টাকা রাখা হয়েছে এবং ৪০৭ তম বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত তহবিল হতে সরকারকে লভ্যাংশ হিসেবে ২৫০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২৮.০২ সুদ সঞ্চিতি

অর্থবছর ০৭-এ পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য সঞ্চিতি আরম্ভ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের অর্জিত সুদ এখানে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
২৯ সমন্বিত সাধারণ সঞ্চিতি	**৫,৪০০,৫০০**	**৫,৩০০,৫০০**
২৯.০১ সাধারণ সঞ্চিতি	**৪,২৫০,৫০০**	**৪,২৫০,৫০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৫৯ নম্বর ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ঋণপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ প্রভিশন হতে টাকা ৪,২২০.৫ মিলিয়ন টাকা সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩০ সমন্বিত অবণ্টিত মুনাফা

	২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
প্রারম্ভিক স্থিতি	৭০,৩৮৫,৪৪৩	৫৫,৮১৩,৬২৫
সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(২৭,৯৮৩)	(১৮,২১৪)
বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	(১,৫০০,০০০)	-
প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
বিগত বছরের সমন্বয়	৩,৭৭৪	(২২৭,৫১৪)
পুনর্মূল্যায়নজনিত সমন্বয়	৩৪,৭৩৩	৩৪,৭৩৩
চলতি বছরের মুনাফা	৫৮,২৪২,০৬৯	৬২,৮৯৮,২৫০
মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(২৬,৬৫৬,৯৬৮)	(৪,৮৬৬,৮৮৩)
সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	(১০০,০০০)	(১০০,০০০)
সমাপনী স্থিতি	**৪৪,৯১৯,৬৬২**	**৭০,৩৮৫,৪৪৩**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
৩০.০১	**অবণ্টিত মুনাফা**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৫৬,৯৮৯,৩৮৭	৪৩,১৬৬,৭৬৬
	সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(২৭,৯৮৩)	(১৮,২১৪)
	বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	(১,৫০০,০০০)	-
	প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
	বিগত বছরের সমন্বয়	৩,৭৭৪	-
	মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(৬০০,০০০)	(৬০০,০০০)
	চলতি বছরের মুনাফা	৩১,৭১৫,২১৮	৫৭,৫৮৯,৩৮৯
	সমাপনী স্থিতি	**৩১,১১৮,৯৯১**	**৫৬,৯৮৯,৩৮৭**
৩১	**সুদ আয়**		
	ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	৫,৩৪৫,৪৭৩	১০,৫৭৪,৫৮৪
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট স্বল্পমেয়াদি জমা	৪,৮০১,৩০৯	২০,৯৭০,৪৫১
	বন্ড	১৫,০৬৭,৩৯৪	১৫,৬৯৪,২২৫
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	১৪৫,৩২৮	১,৩৮৬,১৩৭
	অন্যান্য	৮৭,৭৯৬	৬৭৪,৫৬২
	মোট	**২৫,৪৪৭,২৯৯**	**৪৯,৩১৯,৯৫৭**
৩২	**কমিশন ও বাট্টা**		
	বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর কমিশন	৩১৫,১৭৫	৩৪২,৪৪৩
	মোট	**৩১৫,১৭৫**	**৩৪২,৪৪৩**
৩৩	**বৈদেশিক মুদ্রা আর্থিক দায়ের উপর সুদ ব্যয়**		
	জমা	৫২৪,১১০	১,৮৫৩,৬০৫
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন- (আকু)	৮৬,১৯৩	৭১৫,৬০৪
	আইএমএফ	৪৬,৮৮২	৩৫২,৭৫০
	মোট	**৬৫৭,১৮৪**	**২,৯২১,৯৫৯**
৩৪	**স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদের উপর সমন্বিত সুদ আয়**		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৪৯৬,৮১০	৩,৩৭৬,১৭২
	সরকারি সিকিউরিটিসমূহ	২১,৬২৪,৫১০	২২,৬৩৮,৫৩৮
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৮০,৬৪২	৩,৭৭৮,১৯০
	ঋণপত্র	১৭৪,১০৭	১৯৭,২৫০
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৬,৬৫৫,৮৯২	৩,৮৬৩,৫৩৩
	স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার জমা	১,০৩০,৮৩৩	৯৮৩,৪৩৩
	মোট	**৩০,৪৮২,৭৯৩**	**৩৪,৮৩৭,১১৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
৩৪.০১	**সুদ আয়**		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৪৯৬,৮১০	৩,৩৭৬,১৭২
	সরকারি সিকিউরিটিসমূহ	২১,৬২৪,৫১০	২২,৬৩৮,৫৩৮
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৮০,৬৪২	৩,৭৭৮,১৯০
	ঋণপত্র	১৯৪,১০৭	১৯৭,২৫০
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৬,৫৮৯,৩০২	৩,৭৮০,২৫৭
	মোট	**২৯,৩৮৫,৩৬৯**	**৩৩,৭৭০,৪০৮**
৩৫	**কমিশন ও বাট্টা**		
	সরকার হতে কমিশন আয়	১১,৪১১	৯,২৮৫
	বিবিধ কমিশন আয়	৪,৪২২,০৭৫	২,২৫৭,৬০২
	মোট	**৪,৪৩৩,৪৮৬**	**২,২৬৬,৮৮৮**
৩৬	**অন্যান্য আয়**		
	বিনিময় হিসাব	২০	৬৩
	সম্পত্তি বিক্রয় অথবা অবমূল্যায়নের মুনাফা	৬৬৫	১,৬৪৬
	অনুদান হতে আয়	১১০,৪৩৫	১১,১৪৪
	শাস্তিমূলক সুদ	৩,৯৯৮	১০,৬১৮
	মোট	**১১৫,১২০**	**২৩,৪৭১**
৩৭	**সুদ ব্যয়**		
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	-	৭৫৬
	সুদ ব্যয়-এফএসএসপি	২২৭,৩৯২	২২৪,৫৮০
	সুদ ব্যয়-সিবিএসপি	২৪,৫২৮	২৫,১০২
	মোট	**২৫১,৯১৯**	**২৫০,৪৩৮**
৩৮	**কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়**		
	এজেন্সি খরচ (নোট ৩৮.০১)	৮,১১৮,০০০	৬,৯৯৮,০০০
	ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর অবলেখক কমিশন (নোট ৩৮.০২)	৪১৪,৬০০	৪৭০,৩০০
	অন্যান্য ব্যয়	৩৬,২৯৩	৫৮,২৩৭
	মোট	**৮,৫৬৮,৮৯৩**	**৭,৫২৬,৫৩৭**

৩৮.০১ এজেন্সি খরচ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য সোনালী ব্যাংককে এজেন্সি খরচ প্রদান করা হয়।

৩৮.০২ ট্রেজারি বিল ও বন্ড-এর অবলোপন কমিশন

প্রাইমারি ডিলারদেরকে সরাসরি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করার জন্য অবলেখকের কমিশন প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
৩৯	**সমন্বিত সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয়**		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয় (নোট ৩৯(ক))	১২,৮১৭,৫২২	১১,৮২১,২৪৭
	অবলোপন	১,৩১৭,৬০৯	১,১৮১,৭৯৩
	অবসায়ন (অলীক সম্পত্তি)	৪৫,৪২৪	৩০,৯০৩
	পরিচালকদের খরচ	১,৩১৯	১,১৭৭
	অডিট খরচ	৮,৮৬৯	৮,৮৬৯
	মনিহারি	৯৮,৬২৬	৯৫,৯০৯
	ভাড়া, বিদ্যুৎ অন্যান্য	৪৪৬,৮৬২	২৯৯,২০১
	ট্রেজারি হতে রেমিট্যান্স	৬৬,৮৩১	৫৬,২২৫
	অনুদান	২২০,৭৬৬	২৩০,৫৭২
	টেলিফোন	১১৯,৫৪৪	১১৫,৭৫৪
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৯৪,৬৬৬	৩৮৬,০৩৮
	মালামাল	২,৩৭১,৫৭৭	১,৯৪১,১৯৯
	কর্মচারীদের মুনাফায় অংশগ্রহণমূলক তহবিল সঞ্চিতি	১০১,৭৭৬	৯৪,৭৭৫
	আয়কর ও ভ্যাট	৩০৯,২৫৬	২৮৬,০৭২
	বিবিধ	১,০৭০,৪৩১	২,০৬৪,৮৬৯
	মোট	**১৯,৪৯১,০৭৮**	**১৮,৬১৪,৬০৪**
৩৯.ক	**কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয়**		
	বেতন	৩,১৫৯,০১৭	৩,০৭২,২৭৫
	বাড়ি ভাড়া	১,২০৫,১৯২	১,১৬৫,০৮৫
	কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিলের চাঁদা	১,১৮৯,৬২৫	৭৬৮,০৩৮
	পেনশন ও আনুতোষিক	৩,১১৭,৯৬৭	২,৯৩৪,৭৬৬
	ছুটি নগদায়ন	২৭৩,৮৪১	২৯৪,৮৬৬
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,৭১১,৩৮০	১,৭৭১,৫৬৩
	চিকিৎসা খরচ	৫৪১,৭৩৯	৪৬৩,৯৯৮
	প্রশিক্ষণ	৩৫,৬৫৯	১১৮,৩১৭
	ভ্রমণ খরচ	৪৮০,২৮৩	৪৪৬,২৫৫
	মধ্যাহ্ন আহার	২৯০,৮৬৩	২৬৮,৬১১
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৮১১,৯৫৭	৫১৭,৪৭৩
	মোট	**১২,৮১৭,৫২২**	**১১,৮২১,২৪৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২১ টাকা '০০০	২০২০ টাকা '০০০
৩৯.০১	**সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ**		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয় (নোট ৩৯.০১.(ক)	১২,০২৪,৩৮৫	১০,৮৩৭,৩১৭
	অবচয়	৯৩৬,৬১০	৮০৪,১৭৫
	অবলোপন	৪৫,৪২৪	৩০,৯০৩
	পরিচালকদের ফি	৮৯৩	৬৩৫
	নিরীক্ষা ফি	৮,২৯৪	৮,২৯৪
	স্টেশনারি	৯৫,৫২০	৯২,৯৯১
	ভাড়া	৩২৮,১৬৬	২০০,০১৮
	ট্রেজারি প্রেরণ	৬৬,৪৩০	৫৫,৯০৪
	অনুদান	১৯২,৭৫৯	২০৯,৬৯৮
	টেলিফোন	১১৮,৭৭৬	১১৪,৯৯১
	মেরামত	৪৫৩,১৯৯	৩৭৫,৪৩৫
	বিবিধ	১,০৪৮,১২৩	১,৬৩৭,২৩৩
	মোট	**১৫,৩১৮,৫৭৯**	**১৪,৩৬৭,৫৯২**
৩৯.০১(ক)	**কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয়**		
	বেতন	২,৮১৫,৬৬৭	২,৭৩৭,৮২৫
	বাড়ি ভাড়া	১,২০৫,১৯২	১,১৬৫,০৮৫
	কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিলের চাঁদা	১,০৫৪,৮৮০	৪৯৩,৬৩৮
	পেনশন ও আনুতোষিক	৩,১১৭,৯৬৭	২,৯৩৪,৭৬৬
	ছুটি নগদায়ন	২৭৩,৮৪১	২৫৫,৪৮৯
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,৬০২,৯৫৩	১,৫৯০,৯৪০
	চিকিৎসা খরচ	৫২২,০৪৬	৪৫০,৯৪৩
	প্রশিক্ষণ	৩৫,৪৯৮	১১৭,৩৯০
	ভ্রমণ খরচ	৪৬২,৬৯২	৪৩২,৬০৬
	মধ্যাহ্ন আহার	২৫৯,৫১৫	২৪০,০৭৩
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৬৭৪,১৩৪	৪১৮,৫৬৪
	মোট	**১২,০২৪,৩৮৫**	**১০,৮৩৭,৩১৭**

৪০ আর্থিক উপকরণসমূহ - প্রকৃত মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪০.০১ ক হিসাব শ্রেণিকরণ এবং প্রকৃত মূল্য

নিম্নোক্ত ছক প্রকৃত মূল্যের ক্রমানুসারে আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের বাহিত মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য প্রদর্শন করে। যদি বাহিত মূল্য প্রকৃত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে ইহা অবলোপনকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়ের প্রকৃত মূল্যের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২১							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২
বৈদেশিক বন্ড	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোট	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬
ট্রেজারি বিল	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪
ট্রেজারি বন্ড	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮
সুইফ্‌ট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	১,০৪১,৪৮৯,৩৯২	**৬৮৭,৭৭৩,২৫২**	**-**	**১,৭২৯,২৬২,৬৪৪**	**১,৪৩০,৯২৪,৫৯২**	**২৯৮,৩৩৭,৯৭১**	**৮০**	**১,৭২৯,২৬২,৬৪৪**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৫,০৮২,০১৫	-	-	৫,০৮২,০১৫	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	-	-
বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	-	-	-	-	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্‌ট-ব্লক	-	-	-	-	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্‌ট-কারেন্ট	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	১৭,২২৫,০৯৭	-	-	১৭,২২৫,০৯৭	-	-	-	-
আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের শেয়ার	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৬,০২৫,১৩১	-	-	৬,০২৫,১৩১	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	১১,২৪২,১৮৭	-	-	১১,২৪২,১৮৭	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,২৯৪,১৫৩	-	-	১,২৯৪,১৫৩	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৪,৫০৩,৫১৮	-	-	৪৪,৫০৩,৫১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৪,৬৪০,৭৩৭	-	-	৪,৬৪০,৭৩৭	-	-	-	-
	২,৮৬৯,৯১৪,৭৫৭	**-**	**-**	**২,৮৬৯,৯১৪,৭৫৭**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
	৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮	**-**	**-**	**৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮**	**-**	**-**	**-**	**-**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২১							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩
বৈদেশিক বন্ড	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোট	-	২১০,২৭৪,৮৮১	-	২১০,২৭৪,৮৮১	২১০,২৭৪,৮৮১	-	-	২১০,২৭৪,৮৮১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭
ট্রেজারি বিল	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০
ট্রেজারি বন্ড	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮
সুইফট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	৬৬৭,১০৬,৮৮৫		-	**১,২৮৮,২৫৭,১৫২**	**৯৪১,১১৩,৬৬৩**	**৩৪৭,১৪৩,৪০৮**	**৮০**	**১,২৮৮,২৫৭,১৫২**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৮,৩১৪,৩৩২	-	-	১৮,৩১৪,৩৩২	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৬০,০০০,০০০	-	-	৬০,০০০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-ব্লক	১১,৮৫০,০০০	-	-	১১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-কারেন্ট	৫,০৪২,৩০০	-	-	৫,০৪২,৩০০	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	৭৫,৩১৫,০৬৯	-	-	৭৫,৩১৫,০৬৯	-	-	-	-
আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের শেয়ার	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,০৯২,৬০৮	-	-	১,০৯২,৬০৮	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪২,৩৬১,৮৩০	-	-	৪২,৩৬১,৮৩০	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৯,৯৮৩,০০৮	-	-	৯,৯৮৩,০০৮	-	-	-	-
		-	-	**২,৫২৯,৯১৩,৮২৬**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য		-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
	৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬	-	-	**৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২১							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২
বৈদেশিক বন্ড	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোট	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬
ট্রেজারি বিল	-	১৪,৪০০,৪৭৪	-	১৪,৪০০,৪৭৪	-	১৪,৪০০,৪৭৪	-	১৪,৪০০,৪৭৪
ট্রেজারি বন্ড	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮
সুইফট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
			-	**১,৭৪১,২৬২,৬৪৫**	**১,৪৩০,৯২৪,৫৯৩**	**২৯৮,৩৩৭,৯৭১**	**১২,০০০,০৮০**	**১,৭৪১,২৬২,৬৪৪**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৬২৬,৬৬৯	-	-	৪,৬২৬,৬৬৯	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	-	-
বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	-	-	-	-	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	-	-	-	-	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-কারেন্ট	-	-	-	-	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	-	-	-	-	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৬,০২৫,১৩১	-	-	৬,০২৫,১৩১	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	১১,২৪২,১৮৭	-	-	১১,২৪২,১৮৭	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,২৯৪,১৫৩	-	-	১,২৯৪,১৫৩	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪২,৬২৩,৯৩৯	-	-	৪২,৬২৩,৯৩৯	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৩,৮৬৫,৮২০	-	-	৩,৮৬৫,৮২০	-	-	-	-
	২,৮৪৯,৫৭২,৩৬৭	-	-	**২,৮৪৯,৫৭২,৩৬৭**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
	৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮	-	-	**৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২১							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩
বৈদেশিক বন্ড	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোটস	-	২১০,২৭৪,৮৮১	-	২১০,২৭৪,৮৮১	২১০,২৭৪,৮৮১	-	-	২১০,২৭৪,৮৮১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবী	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০
ট্রেজারি বিল	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	-	-	-	-	-
সুইফট শেয়ার	৮০	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	-	-	-	-	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	৬৬৭,১০৬,৮৮৬	**৬৩৩,১৫০,২৬৬**	-	**১,৩০০,২৫৭,১৫২**	**৯৪১,১১৩,৬৬৪**	**৩৪৭,১৪৩,৪০৮**	**১২,০০০,০৮০**	**১,৩০০,২৫৭,১৫২**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৮৪৫,৯৩৭	-	-	৪,৮৪৫,৯৩৭	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৬০,০০০,০০০	-	-	৬০,০০০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-ব্লক	১১,৮৫০,০০০	-	-	১১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-কারেন্ট	৫,০৪২,৩০০	-	-	৫,০৪২,৩০০	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৭১,৫৯০,২৪৬	-	-	৭১,৫৯০,২৪৬	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,০৯২,৬০৮	-	-	১,০৯২,৬০৮	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪০,৬৪১,৯৯৬	-	-	৪০,৬৪১,৯৯৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৯,২৭২,৩৪০	-	-	৯,২৭২,৩৪০	-	-	-	-
	২,৫১০,২৮২,৬৫৪	-	-	**২,৫১০,২৮২,৬৫৪**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য	-		-		-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
	৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬	-	-	**৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬**	-	-	-	-

৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিতে, ব্যাংকের লেভেল ৩ আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে ছিল শুধু সুইফট শেয়ার। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে এইসব শেয়ারের বাহিত মূল্য এর প্রকৃত মূল্যের সমান। যেহেতু বিগত বছরের বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্যের কোন পরিবর্তন হয়নি সেহেতু লেভেল ৩ সমন্বয় টেবিল প্রকাশিত করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪০.০১ খ) ন্যায্য মূল্য পরিমাপকরণ

ন্যায্য মূল্য হলো হিসাবায়নের তারিখে বাজারে বিদ্যমান পক্ষ সমূহের মধ্যে একটি সম্পদ বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যাবে বা একটি দায় স্থানান্তরের জন্য যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। সম্পদ এবং দায়ের পোর্টফোলিও অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখে বিক্রয়যোগ্য বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহ উদ্ধৃত বাজার মূল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদসমূহের মধ্যে এসপিসিবিএল-এর ১২,০০০,০০০,০০০ টাকা (২০২০ : ১২,০০০,০০০,০০০ টাকা) এবং এইচবিএফসি-এর ডিবেঞ্চার টাকা ৩,৯৪৫,০০০,০০০ টাকা (২০২০ : ৩,৯৪৫,০০০,০০০ টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার বাজার মূল্য নির্ভরতার সাথে নির্ধারণ করা যায়নি যেহেতু সক্রিয় বাজারে এগুলোর কোনো লেনদেন নেই এবং অনুরূপ কোনো সিকিউরিটিজও মার্কেটে নেই। কর্তৃপক্ষ মনে করে এই সিকিউরিটিসমূহের বাহিত মূল্যই হলো ন্যায্য বাজার মূল্য।

সরকারকে প্রদত্ত ঋণ (ওভারড্রাফট ব্লক এবং কারেন্ট) ব্যয় ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং প্রাপ্য সুদ দৈনিক ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ট্রেজারি বিল এবং বন্ড বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এবং বাজার মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ অবলোপিত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং ইমপেয়ারমেন্ট প্রভিশনকে নেট অফ করা হয়েছে। এইগুলোর বাজারমূল্যই হচ্ছে বাহিত মূল্য।

৪০.০২ আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

গ্রুপের আর্থিক উপকরণসমূহ হতে নিম্নরূপ ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে :

ক) ঋণ ঝুঁকি

খ) তারল্য ঝুঁকি

গ) বাজার ঝুঁকি

ঘ) পরিচালন ঝুঁকি

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ‘আইএফআরএস-৭ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ : প্রকাশ’ অনুযায়ী স্বীকৃত ও অস্বীকৃত উভয় প্রকার আর্থিক হাতিয়ার, এগুলোর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা, হিসাব রক্ষণ নীতিমালা, রীতি ও পদ্ধতি, নিট প্রকৃত মূল্য ও ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে-ব্যাংকের নীতিমালা হল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যাংক নীতিনির্ধারণী কাজে নিয়োজিত। ফলে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্ন। ব্যাংকের মূল ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকিসমূহ হল ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি এবং সুদের হার ঝুঁকি।

চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে তারল্য ঝুঁকি হ্রাসকেই প্রধান বিবেচ্য হিসাবে গণ্য করে থাকে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলির ধরন বিভিন্ন ধরনের পরিচালন ও সুনাম সংক্রান্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য দৃঢ় ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। গভর্নর কর্তৃক বৈদেশিক লেনদেনের সীমা ও অর্পিত দায়িত্ব নির্দিষ্টকৃত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাগণ স্পষ্টভাবে সজ্জায়িত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের স্থানীয় মুদ্রা/বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনা করে থাকেন।

দুটি বহিঃনিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাংকের বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে যাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়। পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমও তদারকি করে থাকে। কমিটি তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে পর্ষদকে অবহিত করে থাকে।

সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করণের জন্য। ব্যাংক তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে আর্থিক বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ অবলম্বন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। এই টীকার ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতিপত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১) ঋণ ঝুঁকি

ঋণ ঝুঁকি বলতে গ্রুপ/গোষ্ঠীটির আর্থিক ক্ষতিকে বোঝায় যা অপর পক্ষ কর্তৃক আর্থিক হাতিয়ার সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ঋণের ঝুঁকি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন শ্রেণির স্বীকৃত আর্থিক সম্পদের সর্বোচ্চ ঋণের ঝুঁকির পরিমাণ হচ্ছে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য যা আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে নির্দেশিত রয়েছে। ব্যাংকের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা অতি উচ্চ সূচক সম্পন্ন প্রতিপক্ষের ঝুঁকি প্রশমনের কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ক) ঋণের কেন্দ্রীভূতকরণ

বছরান্তে এই প্রতিষ্ঠানের দেশ/অঞ্চল ভিত্তিক ঋণদাতা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ :

বিবরণ	২০২১		২০২০	
	সমন্বিত	পৃথক	সমন্বিত	পৃথক
বাংলাদেশ	১,২২৮,২৩৯,৩৫২	১,১৬৬,৪৫০,২৪২	১,০৮১,০১২,৫০৫	১,০২০,১৬৮,৮২৭
অন্যান্য এশীয় দেশসমূহ	৪৭০,০৮৯,৩৬৩	৪৭০,০৮৯,৩৬৩	৬৪২,৬৮৮,১৫০	৬৪২,৬৮৮,১৫০
যুক্তরাষ্ট্র	৬৮৩,৬৮৫,৭৬৬	৬৮৩,৬৮৫,৭৬৬	৫১০,৪৫৬,৬৫৪	৫১০,৪৫৬,৬৫৪
ইউরোপ	১,১১৭,৯৪৭,১৯৩	১,১১৭,৯৪৭,১৯৩	৯৫০,৯৮২,৫৯৮	৯৫০,৯৮২,৫৯৮
অস্ট্রেলিয়া	৯১,৯০৫,৮০৫	৯১,৯০৫,৮০৫	৪৫,১৯৭,০০৩	৪৫,১৯৭,০০৩
অন্যান্য	১,০৮৮,৬১২,৩৫২	১,০৮৮,৬১২,৩৫২	৬৪১,০৪৬,৫৭৬	৬৪১,০৪৬,৫৭৬
মোট	**৪,৬৮০,৪৭৯,৮৩১**	**৪,৬১৮,৬৯০,৭২১**	**৩,৮৭১,৩৮৩,৪৮৬**	**৩,৮১০,৫৩৯,৮০৮**

খ) সূচকভিত্তিক সমন্বিত ঋণের বিশ্লেষণ

নিচের সারণির সম্পদসমূহ MOODY'S ঋণের সূচকের (অন্যান্য এজেন্সির সূচকের সময় MOODY'S সমমান সূচক) উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে । দীর্ঘমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে এএএ হল সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন সূচক এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ যে পরমোৎকৃষ্ট গুণগত মানসম্পন্ন এবং ঋণের ঝুঁকির মাত্রা যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের তা নির্দেশ করে। এএ সূচক দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের ঋণকে নির্দেশ করে কিন্তু গুণগত মান এএএ-এর চাইতে কম। এএ১ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে; এএ২ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের মধ্যম সীমা নির্দেশ করে এবং এএ৩ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বনিম্ন সীমা নির্দেশ করে। স্বল্পমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে পি-১ দ্বারা ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাইম-১ ভুক্ত জমাকে নির্দেশ করে এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান প্রস্তাব করে এবং সময়মত স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে একটি খুবই মজবুত সামর্থকে নির্দেশ করে। এসটি-১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নির্দেশ করে, এসটি-২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের মজবুত সামর্থ্য নির্দেশ করে আর এসটি-৩ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের গড় সামর্থ্য নির্দেশ করে।

এছাড়া, স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পত্তির সাথে ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণসমূহ ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ইমারজিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, অরগাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড ইত্যাদি-এর রেটিং-এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত

বিবরণী	ঋণের সূচক	২০২১		২০২০	
		পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)	পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)
১) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৯,৪৮১,৭৫৯	১.০৯%	৪৪,৫০২,৯৯৮	১.১৯%
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	২৫৪,০৯৯,১০৯	৫.৫৯%	২১৯,৪১২,৮৫২	৫.৮৫%
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	৩৩.৯১%	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	৩৫.৭৪%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	পি-১	৮৪,৮০৫,৮২২	১.৮৭%	৮৪,৮১৫,৪৭৩	২.২৬%
বিদেশি বন্ড	এএএ	৭৩৬,৩৩২,৭৬৬	১৬.২০%	৩০৩,৬৯৭,১৯৪	৮.১০%
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২, এএ৩	৪১,৯৩৬,৯৯৭	০.৯২%	৬৭,৭১৭,৩৭৪	১.৮১%
বিদেশি বন্ড	এ১, এ২, এ৩	৫৮,১৪২,৯৫৮	১.২৮%	৬৯,১১৮,৫৫৭	১.৮৪%
বিদেশি বন্ড	বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩, বিএ১, বিএ২, বিএ৩, বি১, বি২, বি৩	১১৬,৩২৫,৭৬৯	২.৫৬%	১৩৭,৮১৩,২০৭	৩.৬৭%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোটস্	এএএ	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৭.৭৮%	২১০,২৭৪,৮৮১	৫.৬১%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এ	৯,৩৭৮,০৬৪	০.২১%	১৯,৩০৪,১৬০	০.৫১%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	৫১৫,৪২৭,১৫৩	১১.৩৪%	৩৮১,৪৬২,৭১৬	১০.১৭%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ, বিএএ, বি	৮১০,১৩৬	০.০২%	৪৮৯,০২১	০.০১%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৩৯,০১৫	০.০০%	-	০.০০%
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৪.৩৭%	২০৪,২২০,৪৮৮	৫.৪৫%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	সূচকবিহীন	১৩,৯৮৭,৭৮১	০.৩১%	১৬,৪৬৪,৬৬২	০.৪৪%
মোট		**৩,৯৭৪,৪৬১,৪১৯**	**৮৭.৪৪%**	**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**৮২.৬৪%**
২) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	২৯৪,৩৯২,৯৭২	৬.৪৮%	৪২০,০৯০,৭০৮	১১.২০%
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	এ	-	০.০০%	৭১,৫৯০,২৪৬	১.৯১%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	সূচকবিহীন	২১,১৭৭,৫৪৯	০.৪৭%	৭,৬৭৭,২৭৫	০.২০%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	২০,২২১,৬৯২	০.৪৪%	৭,০৬০,৬৩২	০.১৯%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১১৫,৬৮৭,২৯৮	২.৫৫%	১৩,৯৭৬,৩৭০	০.৩৭%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	১,৪৫৫,৩১৮	০.০৩%	৯,৫২৯,৬১১	০.২৫%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	১৭,২৭৮,৪৮০	০.৩৮%	১৩১,৩৪৪	০.০০%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৪৬,৪৭০,০৩৬	১.০২%	৫০,২০৫,০১৭	১.৩৪%
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	-	৪৪,৫০৩,৫১৮	০.৯৮%	৪২,৩৬১,৮৩০	১.১৩%
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	-	৪,৬৪০,৭৩৭	০.১০%	৯,৯৮৩,০০৮	০.২৭%
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	৫,০৮২,০১৫	০.১১%	১৮,৩১৪,৩৩২	০.৪৯%
মোট	-	**৫৭০,৯০৯,৬১৪**	**১২.৫৬%**	**৬৫০,৯২০,৩৭৩**	**১৭.৩৬%**
মোট-আর্থিক সম্পদ (১+২)	-	**৪,৫৪৫,৩৭৫,০৩৩**	**১০০.০০%**	**৩,৭৫০,৪৯৪,০০১**	**১০০.০০%**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক

বিবরণী	ঋণের সূচক	২০২১		২০২০	
		পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)	পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৯,৪৮১,৭৫৯	১.০৯%	৪৪,৫০২,৯৯৮	১.১৯%
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	২৫৪,০৯৯,১০৯	৫.৬০%	২১৯,৪১২,৮৫২	৫.৮৬%
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	৩৩.৯৮%	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	৩৫.৮১%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	এএএ	৮৪,৮০৫,৮২২	১.৮৭%	৮৪,৮১৫,৪৭৩	২.২৭%
বিদেশি বন্ড	এএএ	৭৩৬,৩৩২,৭৬৬	১৬.২৩%	৩০৩,৬৯৭,২০১	৮.১১%
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২, এএ৩	৪১,৯৩৬,৯৯৭	০.৯২%	৬৭,৭১৭,৩৫৬	১.৮১%
বিদেশি বন্ড	এ১, এ২, এ৩	৫৮,১৪২,৯৫৮	১.২৮%	৬৯,১১৮,৫৬১	১.৮৫%
বিদেশি বন্ড	বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩, বিএ১, বিএ২, বিএ৩, বি১, বি২, বি৩	১১৬,৩২৫,৭৬৯	২.৫৬%	১৩৭,৮১৩,২১৪	৩.৬৮%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোটস্	এএএ	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৭.৮০%	২১০,২৭৪,৮৮১	৫.৬২%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এ	৯,৩৭৮,০৬৪	০.২১%	১৯,৩০৪,১৬০	০.৫২%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	৫১৫,৪২৭,১৫৩	১১.৩৬%	৩৮১,৪৬২,৭১৬	১০.১৯%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ, বিএএ, বি	৮১০,১৩৬	০.০২%	৪৮৯,০২১	০.০১%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৩৯,০১৫	০.০০%	-	০.০০%
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৪.৩৭%	২০৪,২২০,৪৮৮	৫.৪৬%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	সূচকবিহীন	১৩,৯৮৭,৭৮১	০.৩১%	১৬,৪৬৪,৬৬২	০.৪৪%
মোট		**৩,৯৭৪,৪৬১,৪১৯**	**৮৭.৬০%**	**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**৮২.৮১%**
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	২৯৪,৩৯২,৯৭২	৬.৪৯%	৪২০,০৯০,৭০৮	১১.২২%
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	এ	-	০.০০%	৭১,৫৯০,২৪৬	১.৯১%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	সূচকবিহীন	১৫,৯৪৫,০০০	০.৩৫%	১৫,৯৪৫,০০০	০.৪৩%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	২০,২২১,৬৯২	০.৪৫%	৭,০৬০,৬৩২	০.১৯%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১১৫,৬৮৭,২৯৮	২.৫৫%	১৩,৯৭৬,৩৭০	০.৩৭%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	১,৪৫৫,৩১৮	০.০৩%	৯,৫২৯,৬১১	০.২৫%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	১৭,২৭৮,৪৮০	০.৩৮%	১৩১,৩৪৪	০.০০%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৪৬,৪৭০,০৩৬	১.০২%	৫০,২০৫,০১৭	১.৩৪%
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	-	৪২,৬২৩,৯৩৯	০.৯৪%	৪০,৬৪১,৯৯৬	১.০৯%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	-	৩,৮৬৫,৮২০	০.০৯%	৯,২৭২,৩৪০	০.২৫%
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	৪,৬২৬,৬৬৯	০.১০%	৪,৮৪৫,৯৩৭	০.১৩%
মোট	**-**	**৫৬২,৫৬৭,২২৩**	**১২.৪০%**	**৬৪৩,২৮৯,২০১**	**১৭.১৯%**
মোট-আর্থিক সম্পদ (ক+খ)	**-**	**৪,৫৩৭,০২৮,৬৪৩**	**১০০.০০%**	**৩,৭৪২,৮৬২,৮৩০**	**১০০.০০%**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

গ) সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ এবং তার আর্থিক প্রভাব

ব্যাংক প্রদত্ত নির্দিষ্ট ঋণের বিপরীতে সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ করে থাকে। নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রধান জামানত প্রদর্শিত হল :

বিবরণ	২০২১		২০২০	
	পরিমাণ (টাকা '০০০)	প্রধান জামানত	পরিমাণ (টাকা '০০০)	প্রধান জামানত
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	জামানতবিহীন	৪০১,২৫৫,৮৯৬	জামানতবিহীন
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	জামানতবিহীন	২০৪,২২০,৪৮৮	জামানতবিহীন
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৯৪,৩৯২,৯৭২	জামানতবিহীন	৪২০,০৯০,৭০৮	জামানতবিহীন
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৫৭,৮৬৪,৩১৫	সরকারি নিশ্চয়তা	১২১,৫৪৪,৯৭১	সরকারি নিশ্চয়তা
		ব্যাংক নিশ্চয়তা		ব্যাংক নিশ্চয়তা
		ডিমান্ড প্রমিজরি নোট		ডিমান্ড প্রমিজরি নোট
		কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক তহবিল এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ		কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক তহবিল এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ

২) তারল্য ঝুঁকি

তারল্য ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকি যাতে গ্রুপ তার আর্থিক দায় নগদ বা অন্য আর্থিক সম্পদ দ্বারা পরিশোধের জন্য সমস্যায় পড়তে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমিত করার জন্য গ্রুপ যথেষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করে যাতে কোনো আর্থিক দায় পরিশোধের সময় আসলে স্বাভাবিক কিংবা যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ক্ষতি ব্যতিরেকে কিংবা সুনাম ক্ষুণ্ন না করে গ্রুপ তা পরিশোধ করতে পারে।

বাজার ভাঙ্গন (ধ্বস) বা ঋণমানের অধোগমনের কারণে কিছু আয় কিংবা সম্পদ উৎস তাৎক্ষণিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া থেকে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমনের জন্য গ্রুপের নানাবিধ বিনিয়োগ রয়েছে। তাছাড়া তারল্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সম্পদসমূহ বিনিয়োগ/পরিচালনা করা হয়।

চুক্তিভিত্তিক পুনঃপরিশোধ তারিখ যা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখ হতে চুক্তিভিত্তিক মেয়াদপূর্তি তারিখ পর্যন্ত সময়কালের ভিত্তিতে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তি প্রোফাইল-এর সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত টেবিলে তুলে ধরা হলো :

নিম্নোক্ত সময়কালের মধ্যে সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তি হবে :

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত বিবরণী, ৩০ জুন ২০২১

(টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৮৭২,৯৫২,১৬৮	৯৭৪,৬১৭,৯৫৭	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭
আইএমএফ-এর সহিত রক্ষিত সম্পদ	৮৩,৮৯১,০২৭	৮,১০১	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	৯১৪,৭৩৪	১২৪,৩৩৫,১৮৭	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০
মোট	**১,০৫৫,৬৮২,০৬২**	**১,০৯৮,৯৬১,২৪৪**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৩**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৫,০৮২,০১৫	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	-	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৫,৫৫৫,৮৫৭	১৪,৪০০,৪৯৪	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	১৭,২২৫,০৯৭	-	৩,৯৫২,৪৫২
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	৭,৩৮৬,৪০৭	৩৩,২১২,৩৩৯	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৪,৬৪০,৭৩৭	-	-	-	-
মোট	**২২,৬৬৫,০১৫**	**৪৭,৬১২,৮৩৩**	**১৪৬,৭২৭,৯৯৩**	**১২১,৬২৮,৮৯২**	**২৪৪,৫২২,৮৫৩**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,০৭৮,৩৪৭,০৭৭**	**১,১৪৬,৫৭৪,০৭৭**	**৬৭৭,৩৫২,৬০৪**	**১,১৩৭,৯০৯,১৫৮**	**৫৫৭,১১৪,৯০৬**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬৮৮,৬৪০	-	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫
মোট	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	**-**	**-**	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২,৭৬২,১৫৮	৫,৫২৪,৩১৬	৩৮,২৮৬,১০৮	২৪০,০২১,০৮৬	৫,৫২৪,৩১৬
মোট	**৩,৪৬৭,২৩১,২৪১**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৮,২৮৬,১০৮**	**২৪০,০২১,০৮৬**	**৫,৫২৪,৩১৬**
মোট দায়	**৩,৭১৯,৮৭৬,৪৪৭**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৮,২৮৬,১০৮**	**২৮৩,১৫৬,১৯৯**	**১৮০,২৩৬,১১০**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(২,৬৪১,৫২৯,৩৭০)**	**১,১৪১,০৪৯,৭৬২**	**৬৩৯,০৬৬,৪৯৬**	**৮৫৪,৭৫২,৯৫৯**	**৩৭৬,৮৭৮,৭৯৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২০

(টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৭৫০,৫৩২,০৮০	৬৪৯,৩৬৮,৭১৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-
আইএমএফ-এর সহিত রক্ষিত সম্পদ	৯৪,১৭৯,৫৫৭	১১,৯২৪	-	-	১১০,০২৯,০০৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	৪১৩,২৩২	১৮১,৫১২	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০
মোট	**৯৬৮,৫৪৫,২৮২**	**৬৪৯,৫৬২,১৫৫**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৯**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৭**	**১১৭,১৬৪,৬১১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৮,৩১৪,৩৩২	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	৭১,৫৯০,২৪৬	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৭০,২৯৬,৬০৯	৫৫,৭১১,৫১৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	৩,৭২৪,৮২৩	-	৩,৯৫২,৪৫২
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	২,১১৮,৮০৩	৩১,৬৮০,৮১৯	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৯,০৭০,২৭৬
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৯,৯৮৩,০০৮	-	-	-	-
মোট	**১৭২,৩০২,৯৯৮**	**৮৭,৩৯২,৩৩৬**	**৭৮,৭৭৮,১৮৭**	**১২৪,১২৪,৯০৭**	**১৮৮,৩২১,৯৪৪**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,১৪০,৮৪৮,২৮০**	**৭৩৬,৯৫৪,৪৯১**	**৫২১,৬৫৬,৮৭৬**	**১,১১৩,২২৪,৭৭৬**	**৩০৫,৪৮৬,৫৫৫**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬১১,৩৬১	-	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯
মোট	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	**-**	**-**	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৬,৪১৩	২৪,৮০১,৯৬৯	১,৬৫০,৪২৯	৬০,০৭৩,৪৬৩	৯৯,২১০,৯৮৭
মোট	**২,৮২৯,১০৮,৮৮৭**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,৬৫০,৪২৯**	**৬০,০৭৩,৪৬৩**	**৯৯,২১০,৯৮৭**
মোট দায়	**৩,০৫৪,৬৭৫,৯৩৫**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,৬৫০,৪২৯**	**১১৪,৫৩০,৭৬৮**	**২৬৫,৪৭২,১০৬**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৯১৩,৮২৭,৬৫৫)**	**৭১২,১৫২,৫২২**	**৫২০,০০৬,৪৪৭**	**৯৯৮,৬৯৪,০০৯**	**৪০,০১৪,৪৫০**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক বিবরণী, ৩০ জুন ২০২১

(টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৮৭২,৯৫২,১৬৮	৯৭৪,৬১৭,৯৫৭	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৮৩,৮৯১,০২৭	৮,১০১	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯১৪,৭০৪	১২৪,৩৩৫,১৮৭	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০
মোট	**১,০৫৫,৬৮২,০৬২**	**১,০৯৮,৯৬১,২৪৪**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৩**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৬২৬,৬৬৯	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	-	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৫,৫৫৫,৮৫৭	১৪,৪০০,৪৯৪	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৭,৩৮৬,৪০৭	৩৩,২১২,৩৩৯	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৩,৮৬৫,৮২০	-	-	-	-
মোট	**২১,৪৩৪,৭৫৩**	**৪৭,৬১২,৮৩৩**	**১২৯,৫০২,৮৯৭**	**১২২,২৭৮,৮৯২**	**২৫৫,৮৬৫,৪০১**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,০৭৭,১১৬,৮১৫**	**১,১৪৬,৫৭৪,০৭৭**	**৬৬০,১২৭,৫০৮**	**১,১৩৮,৫৫৯,১৫৮**	**৫৬৮,৪৫৭,৪৫৪**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬৮৮,৬৪০	-	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫
মোট	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	**-**	**-**	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২,৭৬২,১৫৮	৫,৫২৪,৩১৬	৩৭,০০৪,১৫০	২৩৮,৭৩৯,১২৮	৫,৫২৪,৩১৬
মোট	**৩,৪৬৭,২৩১,২৪১**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৭,০০৪,১৫০**	**২৩৮,৭৩৯,১২৮**	**৫,৫২৪,৩১৬**
মোট আর্থিক দায়	**৩,৭১৯,৮৭৬,৪৪৭**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৭,০০৪,১৫০**	**২৮১,৮৭৪,২৪১**	**১৮০,২৩৬,১১০**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(২,৬৪২,৭৫৯,৬৩১)**	**১,১৪১,০৪৯,৭৬১**	**৬২৩,১২৩,৩৫৮**	**৮৫৬,৬৮৪,৯১৭**	**৩৮৮,২২১,৩৪৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২০

(টাকা'০০০)

	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৭৫০,৫৩২,০৮০	৬৪৯,৩৬৮,৭১৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৯৪,১৭৯,৫৫৭	১১,৯২৪	-	-	১১০,০২৯,০০৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪১৩,২৩২	১৮১,৫১২	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০
মোট	**৯৬৮,৫৪৫,২৮২**	**৬৪৯,৫৬২,১৫৫**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৯**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৯**	**১১৭,১৬৪,৬১১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৮৪৫,৯৩৭	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	৭১,৫৯০,২৪৬	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৭০,২৯৬,৬০৯	৫৫,৭১১,৫১৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	৬৫০,০০০	-	১৫,২৯৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	২,১১৮,৮০৩	৩১,৬৮০,৮১৯	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৭,৩৫০,৪৪২
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৯,২৭২,৩৪০	-	-	-	-
মোট	**১৫৮,১২৩,৯৩৬**	**৮৭,৩৯২,৩৩৬**	**৭৫,৭০৩,৩৬৫**	**১২৪,১২৪,৯০৮**	**১৯৭,৯৪৪,৬৫৯**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,১২৬,৬৬৯,২১৮**	**৭৩৬,৯৫৪,৪৯১**	**৫১৮,৫৮২,০৫৪**	**১,১১৩,২২৪,৭৭৭**	**৩১৫,১০৯,২৭০**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬১১,৩৬০	-	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯
মোট	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	**-**	**-**	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৬,৪১৩	২৪,৮০১,৯৬৯	১,০৭৫,৩৪৭	৫৯,৬৭৩,০৮০	৯৮,৭৪৬,৭৭৭
মোট	**২,৮২৯,১০৮,৮৮৭**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,০৭৫,৩৪৭**	**৫৯,৬৭৩,০৮০**	**৯৮,৭৪৬,৭৭৭**
মোট আর্থিক দায়	**৩,০৫৪,৬৭৫,৯৩৫**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,০৭৫,৩৪৭**	**১১৪,১৩০,৩৮৫**	**২৬৫,০০৭,৮৯৬**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৯২৮,০০৬,৭১৭)**	**৭১২,১৫২,৫২২**	**৫১৭,৫০৬,৭০৭**	**৯৯৯,০৯৪,৩৯২**	**৫০,১০১,৩৭৩**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩) বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হচ্ছে বাজার মূল্যে পরিবর্তনজনিত কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন- বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সুদ হার এবং ইক্যুইটির মূল্য ইত্যাদি ব্যাংকের সামগ্রিক আয় অথবা এর ধারণকৃত আর্থিক হাতিয়ারের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে বাজার ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাশাপাশি লাভের হার সঠিক রাখা।

ক) মুদ্রা ঝুঁকি

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে মুদ্রা ঝুঁকি (বিনিময় হার ঝুঁকি) সৃষ্টি হয়, যা আর্থিক হাতিয়ারমূহের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের বাজারমূল্যকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদিত গাইডলাইন অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। নীতিমালায় যৌক্তিক রিটার্ন অর্জনের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। নীতিমালায় অনুমোদিত মানদণ্ড অনুযায়ী মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ, পোর্টফোলিওর পরিমাণ ও সময়কাল বিবেচনা অনুসারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক/ডিলারগণ মানদণ্ড মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং বিনিয়োগ কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন ২০২১

টাকা'০০০

বিবরণ	মার্কিন ডলার সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	১০,৬৮৩,২৪৮	-	১০,৫৪০,৮১২	৪,২৩১,০৬৫	২৩,১৭৮,০৮৭	৩২৯,৪৯৬	৩৫৮,৮৯৪	১২,১৪৩	-	১৪৮,০১৫
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৩৪,৪৯৫,৪০৬	-	১৯,৬০৩,৭০৩	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	১,৩৫৯,৮৭৮,৫২৩	-	-	৮২,৩০৫,০৩৪	-	১৩,৪৪৪,৮৬৫	৪৩,৪৭১,২৫৪	৩৯,৫২২,৭১৯	-	২,৯১৫,৭৬৭
ট্রেজারি বিল	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৬৯৯,৭০৪,৮২০	-	১১৭,৪১৯,৪৮৪	৫১,০০২,৮৯৩	৬,৫৩৫,৬৭২	২৫,৪৭৮,২৭৯	৫২,৫৯৭,৩৪১	-	-	-
ইউএস ট্রেজারি নোটস্	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবী	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৬,৭০২,৭৮১	-	৯৬০,৩২৬	২৭৬,৬৬২	২,৯৫৫.৭৪	১২৩,৭৩৫	৪৭০,৮৮২	২২৩,৭৫২	-	২,৪৬৫
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-
মোট	**৩,২৭৫,৬২৬,৪৩২**	**৩৯,৬৭৮,৮১৬**	**১৪৮,৫২৪,৩২৫**	**১৩৭,৮১৫,৬৫৪**	**২৯,৭১৬,৭১৪**	**৩৯,৩৭৬,৩৭৫**	**৯৬,৮৯৮,৩৭০**	**৩৯,৭৫৮,৬১৪**	**১৯৮,৪৫৪,৪৬৫**	**৩,০৬৬,২৪৭**
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকু'র জমা	২৪৭,৪১৮,৬৯১	-	৩,১০১,৫৩৯	৪২১,৮৬৬	১৩,৯৬৫	৫০৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-
মোট	**২৪৭,৪১৮,৬৯১**	**-**	**৩,১০১,৫৩৯**	**৪২১,৮৬৬**	**১৩,৯৬৫**	**৫০৬**	**-**	**-**	**২১৯,৫৩৫,৫৪৮**	**-**
নিট	**৩,০২৮,২০৭,৭৪১**	**৩৯,৬৭৮,৮১৬**	**১৪৫,৪২২,৭৮৬**	**১৩৭,৩৯৩,৭৮৮**	**২৯,৭০২,৭৫০**	**৩৯,৩৭৫,৮৬৯**	**৯৬,৮৯৮,৩৭০**	**৩৯,৭৫৮,৬১৪**	**(২১,০৮১,০৮৩)**	**৩,০৬৬,২৪৭**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন ২০২০

টাকা'০০০

বিবরণ	মার্কিন ডলার সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওয়াই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	৭,৮৪৩,৩৮৯	-	১০,১১৯,৩৩৬	৯,৫৩৪,৯৮৫	১২,৮০২,২৮৩	১,৪৮৩,২৫১	৭২৩,৪১১	৬৩৪,০৫১	-	১,৩৬২,২৯৪
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৮৮,০৮৭,৪৬০	-	৩১,৩২৫,৩৯২	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	১,১২০,২৬৩,৭২০	-	-	১১৫,২০২,৬০৯	-	৩১,৭৫৪,৮৭৭	৩৮,৮২৪,৪৮৩	৩৩,৪০৭,৩৩৩	-	৮২৭,০২৩
ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৪৪৮,৭৫০,১৮৫	-	১১০,০৮২,৪৯৮	৪,৮২৪,৬৪৮	-	৪,৩৮২,০৩৭	৯,৮২৬,৪৬১	৪৮০,৫০৫	-	-
ইউএস ট্রেজারি নোটস্	২১০,২৭৪,৮৮১									
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবী	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৯,৭৯৩,৭৫৯	-	৮২৮,৪৩৭	১৯০,৭৮০	-	৫৬,৯৬৯	১৮৪,২৪২	১৮২,৫১৩	-	৩,৭৩৮
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০৪,২২০,৪৮৮	-
মোট	২,৪৭১,০৮৪,৭৬	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	১৫২,৩৫৫,৬৬২	১২৯,৭৫৩,০২২	১২,৮০২,২৮৩	৩৭,৬৭৭,১৩৪	৪৯,৫৫৮,৫৯৬	৩৪,৭০৪,৪০২	২০৪,২২০,৪৮৮	২,১৯৩,০৫৪
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকু'র জমা	১৯৪,১৩৬,৩০৫	-	২৯,৩৯৪,৯৬৪	৪০৮,৮৯৩	১৪,৭০৫	৮১৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৪	
মোট	১৯৪,১৩৬,৩০৫	-	২৯,৩৯৪,৯৬৪	৪০৮,৮৯৩	১৪,৭০৫	৮১৯	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৪	-
নিট	২,২৭৬,৯৪৮,৪৫	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	১২২,৯৬০,৬৯৮	১২৯,৩৪৪,১২৯	১২,৭৮৭,৫৭৮	৩৭,৬৭৬,৩১৫	৪৯,৫৫৮,৫৯৬	৩৪,৭০৪,৪০২	(১৮,১০৯,২৯৬)	২,১৯৩,০৫৪

মুদ্রা ঝুঁকির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান স্থির রেখে এই বছরে যদি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রধান মুদ্রাসমূহের বিপরীতে টাকার মূল্যমান শতকরা ১০ ভাগ কমে যেত তবে মুনাফার পরিমাণ ২৬,০৫৬.৯৭ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো, (২০২০ : ৪২৬.৬৮ মিলিয়ন টাকা)। বিপরীতক্রমে, অন্য সকাল পরিবর্তনশীল উপাদান স্থির রেখে টাকার মূল্যমান যদি শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয় তবে ঐ সকল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিপরীতে মুনাফা ২৬,০৫৬.৯৭ মিলিয়ন টাকা কম হতো, (২০২০ : ৪২৬.৬৮ মিলিয়ন টাকা)। লাভ/ক্ষতি উভয়ই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের সাথে অতি মাত্রায় সংবেদনশীল। ব্যাংক তার মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ রাখে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

খ) সুদ হার ঝুঁকি

সুদ হার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ক্ষতি সংগঠিত হবার সম্ভাবনাই হলো সুদ হার ঝুঁকি। সম্পদ ও দায়সমূহ পুনর্মূল্যায়নে সুদ হার সঠিক না হলে গ্রুপ/গোষ্ঠীটি সুদহার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেহেতু মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখা ব্যাংকের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য, ব্যাংক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা দ্বারা মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে যা পরবর্তীতে ব্যাংক বাস্তবায়ন করে এবং মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখার জন্যে মুদ্রানীতি হাতিয়ার ব্যবহার করে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখের চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকের সুদ হার সংবেদনশীলতার অবস্থা নিম্নে উপস্থাপিত হল। এর মধ্যে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ বাহিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মেয়াদপূর্তির প্রাথমিক চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের দ্বারা শ্রেণিকৃত। নিম্নোক্ত সারণিতে পুনঃনির্ধারণের সময়সীমার মধ্যে সমস্ত আর্থিক উপকরণগুলোর সারসংক্ষেপগুলো তুলে ধরা হলো, যা পরিপক্কতার অবশিষ্ট মেয়াদের সমতুল্য।

সমন্বিত, ৩০ জুন ২০২১

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২১ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭	১,৮৪৭,৫৭০,১২৪	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭	০.৭৫%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৮৩,৮৯৯,১২৮	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬	০.০৫%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	১২৫,২৪৯,৯২১	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯	০.৮২%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৩,৯৮৭,৭৮১	৮,৭৬৩,৫৫৭	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০	-
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,৯৭৪,৪৬১,৪২০**	**২,১১৪,৯৬৪,৪৮৯**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৪**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৯৪,৩৯২,৯৭২	১৯,৯৫৬,৩৫১	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬	৭.৫৬%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	২১,১৭৭,৫৪৯	-	১৭,২২৫,০৯৭	-	৩,৯৫২,৪৫২	৫.০০%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৫৯,৭৪৩,৮৯৪	৪০,৫৯৮,৭৪৬	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫	২.৫৭%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৭৫,৩১৪,৪১৫**	**৬০,৫৫৫,০৯৬**	**১৪৬,৭২৭,৯৯৩**	**১২১,৬২৮,৮৯২**	**২৪৪,৫২২,৮৫৩**	
দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	০.১০%
আইএমএফ-এর নিকট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	১,৬৮৮,৬৪০	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫	০.০৫%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৭০,৪৯২,১১৪**	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	-	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**	-	-	-	

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২০

’০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২০ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫	১,৩৯৯,৯০০,৭৯৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-	১.২৩%
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	৯৪,১৯১,৪৮১	-	-	১১০,০২৯,০০৬	০.৪০%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	৫৯৪,৭৪৩	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫	২.২৭%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৬,৪৬৪,৬৬২	১১,২৪০,৪৩৮	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০	-
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**১,৫৫০,৪৩০,৪৫৯**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৮**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৯**	**১১৭,১৬৪,৬১২**	**-**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৪২০,০৯০,৭০৮	১২৬,০০৮,১২৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭	৭.২৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৭,৬৭৭,২৭৫	-	৩,৭২৪,৮২৩	-	৩,৯৫২,৪৫২	৩.৪৯%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২৩,২৬৪,৮০৫	৩৩,৭৯৯,৬২২	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৯,০৭০,২৭৬	৩.১২%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৫১,০৩২,৭৮৮**	**১৫৯,৮০৭,৭৪৮**	**৭৮,৭৭৮,১৮৭**	**১২৪,১২৪,৯০৭**	**১৮৮,৩২১,৯৪৪**	**-**
দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	০.৮৩%
আইএমএফ-এর নিকট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	১,৬১১,৩৬১	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯	০.১৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	**-**	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**	**-**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**-**	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**	**-**	**-**	**-**	**-**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক, ৩০ জুন ২০২১

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২১ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭	১,৮৪৭,৫৭০,১২৪	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭	০.৭৫%
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৮৩,৮৯৯,১২৮	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬	০.০৫%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	১২৫,২৪৯,৯২১	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯	০.৮২%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৩,৯৮৭,৭৮১	৮,৭৬৩,৫৫৭	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,৯৭৪,৪৬১,৪২০**	**২,১১৪,৯৬৪,৪৮৯**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৪**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৯৪,৩৯২,৯৭২	১৯,৯৫৬,৩৫১	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬	৭.৫৬%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০	৫.০০%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৫৭,৮৬৪,৩১৫	৪০,৫৯৮,৭৪৬	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫	২.৫৬%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৬৮,২০২,২৮৭**	**৬০,৫৫৫,০৯৬**	**১২৯,৫০২,৮৯৬**	**১২২,২৭৮,৮৯২**	**২৫৫,৮৬৫,৪০২**	-
দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	০.১০%
আইএমএফ-এর নিকট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	১,৬৮৮,৬৪০	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫	০.০৫%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৭০,৪৯২,১১৪**	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	-	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	০.০০%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২০

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২০ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫	১,৩৯৯,৯০০,৭৯৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-	১.২৩%
আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	৯৪,১৯১,৪৮১	-	-	১১০,০২৯,০০৬	০.৪০%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	৫৯৪,৭৪৩	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫	২.২৭%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৬,৪৬৪,৬৬২	১১,২৪০,৪৩৮	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক	**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**১,৫৫০,৪৩০,৪৬০**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৯**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৮**	**১১৭,১৬৪,৬১২**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৪২০,০৯০,৭০৮	১২৬,০০৮,১২৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭	৭.২৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	-	-	১৫,২৯৫,০০০	৩.৪৯%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২১,৫৪৪,৯৭১	৩৩,৭৯৯,৬২২	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৭,৩৫০,৪৪২	৩.১১%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৫৭,৫৮০,৬৭৯**	**১৫৯,৮০৭,৭৪৮**	**৭৫,০৫৩,৩৬৪**	**১২৪,১২৪,৯০৭**	**১৯৭,৯৪৪,৬৫৯**	
দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	০.৮৩%
আইএমএফ-এর নিকট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	১,৬১১,৩৬১	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯	০.১৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	**-**	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	০.০০%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**	**-**	**-**	**-**	

সুদ হার ঝুঁকির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান অপরিবর্তিত রেখে এই অর্থবছরে, যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বেশি থাকত তবে লাভ ৪৬,০৩৩.২৩ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০২০ : ৩৫,৩৪৮.২৩ মিলিয়ন টাকা), যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর উচ্চ সুদ হারের কারণে অর্জিত হতো। বিপরীতক্রমে, অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান অপরিবর্তিত রেখে যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট কম থাকত তবে এই বছরের লাভ ৪৬,০৩৩.২৩ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০২০ : ৩৫,৩৪৮.২৩ মিলিয়ন টাকা), যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর নিম্ন সুদ হারের কারণে হতো। যেহেতু সুদ হার হলো এই ব্যাংকের আয়ের মূল খাত, সেহেতু ব্যাংকের লাভ সুদের হারের পরিবর্তনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪) পরিচালনা ঝুঁকি

পরিচালনা ঝুঁকি হল গ্রুপের প্রক্রিয়া, কর্মী, প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং ঋণ, বাজার ও তারল্য ব্যতীত বিভিন্নমুখী অন্যান্য বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঝুঁকি যেমন- মনুষ্যঘটিত ভুল, আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত ব্যর্থতা, আইনী ও নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত চাহিদা এবং সর্বজন স্বীকৃত কর্পোরেট আচরণ থেকে উদ্ভূত। পরিচালনা ঝুঁকি গ্রুপের সকল কার্যক্রম হতে সৃষ্ট হয়।

পরিচালনা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করাকে দৈনন্দিন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুযোগ এবং ঝুঁকির সময় গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয়। পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে– ব্যাংকভিত্তিক কর্পোরেট নীতি যা বর্ণনা করে কর্মী ও গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কর্পোরেট নীতি ও বিভাগীয় আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং সক্রিয় আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪১ সম্ভাব্য দায়

৩০ জুন ২০২১ ভিত্তিক ব্যাংকের কোনো সম্ভাব্য দায় নেই। তবে, ৩০ জুন ২০২০ তারিখ ভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের কাউন্টার গ্যারান্টির বিপরীতে আন্তর্জাতিক ইসলামিক বাণিজ্য অর্থায়ন সংস্থার পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫,৪৭০.৩১ মিলিয়ন টাকার সম্ভাব্য দায় ছিল।

৪২ পরিচালনা বিভাজন

ব্যাংকের কার্যক্রম শুধুমাত্র বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত বিধায় এরূপ গঠনপ্রণালির কারণে পরিচালনা বিভাজনের জন্য প্রযোজ্য IFRS-9-এর একক প্রতিবেদন উপযুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংকের ইস্যু ও ব্যাংকিং কার্যাবলী অনুসারে আয় ও ব্যয়সমূহকে পৃথকভাবে প্রতিবেদনে দেখানোর বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ সকল কার্যক্রম পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয় না।

৪৩ নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবিক মূল্যায়ন

সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৬ ভিত্তিক স্বাধীন অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ফার্ম, এআইআর কনসালটিং কর্তৃক বাস্তবিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০১৬-এ পেনশন ফান্ডের দায় ছিল ১৫,৪৯৪,৬৪৬ হাজার টাকা এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের জন্য ছিল ১,২১৭,৭৯১ হাজার টাকা। পরবর্তী বছরগুলোতে মূল্যায়নকারী ফার্মের সুপারিশের ভিত্তিতে দায় নিরূপণ করা হয়েছে।

৩০ জুন ২০২১-এ পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের দায় যথাক্রমে ২২,৮১৬,০০২ হাজার টাকা এবং ১,৮০০,৬৪৩ হাজার টাকা হিসাবায়িত হয়। নিম্নে ফান্ডের স্থিতিসমূহ দেয়া হলো :

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	ভবিষ্য তহবিলের পরিকল্পনা		আনুতোষিকের পরিকল্পনা	
	২০২১	২০২০	২০২১	২০২০
প্রস্তুতকৃত তারিখে স্বীকৃত পরিমাণ				
বছরের শুরুতে স্থিতি	২১,১৩২,৬৭১	১৯,৫৪১,৭৪৪	১,৬৬৯,৮৭৬	১,৮১৬,৮৪৪
চলতি বছরে প্রদেয়	(১,৪৩৪,৬৩৬)	(১,৩৪৩,৮৩৯)	(১১৩,৭০০)	(১৬১,৪০৩)
চলতি বছরে দান/স্থানান্তর	৩,১১৭,৯৬৭	২,৯৩৪,৭৬৬	২৪৪,৪৬৭	১৪,৪৩৫
তহবিলের স্থিতি	**২২,৮১৬,০০২**	**২১,১৩২,৬৭১**	**১,৮০০,৬৪৩**	**১,৬৬৯,৮৭৬**

বাস্তবিক মূল্যায়নের অনুমান

বিবরণ	ভবিষ্য তহবিলের পরিকল্পনা		আনুতোষিকের পরিকল্পনা	
	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯
বাট্টা হার	৭.৫০%	৭.৫০%	৬.১০%	৬.১০%
বেতন বৃদ্ধি হার	৫%	৫%	৫%	৫%

ভবিষ্যৎ মৃত্যু হার এফএ ১৯৭৫-৭৮-এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান এবং মৃত্যু হার তালিকার ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে (যুক্তরাজ্যের বীমাকারীদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে)।

সংবেদনশীলতা

অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে বাট্টা হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট ভিত্তি হ্রাস পেলে, ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক তহবিলে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১,০৬৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং ৮১.৯২ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো যা মূলত নিম্ন বাট্টা আয়ের ফলে উদ্ভূত। অন্যদিকে, অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে বাট্টা হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট ভিত্তি বেশি হলে, ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক তহবিলে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১,০৬৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং ৮১.৯২ মিলিয়ন টাকা কম হতো যা মূলত উচ্চ বাট্টা আয়ের ফলে উদ্ভূত। বাট্টা হার তহবিলের জমার হিসাবায়নের সাথে খুবই সংবেদনশীল।

৪৪ মূলধন অঙ্গীকার

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সিভিল, যান্ত্রিক এবং ইলেক্ট্রিকাল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যাংকের মূলধনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে ৭২১.৪৭ মিলিয়ন টাকা (২০২০ : ১৩৯.০৮ মিলিয়ন টাকা)।

৪৫ সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন

আর্থিক অথবা পরিচালন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করা হয় যদি পক্ষটির অন্য পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাবিত করার যোগ্যতা থাকে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, যা আন্তর্জাতিক হিসাব মান নং ২৪-এ সংজ্ঞায়িত : এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো পরিচালকগণ, কর্মকর্তাগণ, যে সকল কোম্পানিতে তারা মূল মালিক এবং মূল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে ব্যাংকিং লেনদেন হয় স্বল্পতম সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যাংকটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কর্পোরেশন-এর উপর বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ রয়েছে। ব্যাংক তার মুদ্রানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এইসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিতির বকেয়া এবং গড় নিম্নরূপ :

০০০' টাকায়

বিবরণ	২০২১		২০২০	
	বকেয়া	গড়	বকেয়া	গড়
বাংলাদেশ সরকারের নিকট বকেয়া স্থিতি				
ওয়েজ অ্যান্ড মিনস্ অ্যাড্ভান্স	-	৩০,০০০,০০০	৬০,০০০,০০০	৩৭,১১৪,৪০০
ওভারড্রাফট - ব্লক	-	৫,৯২৫,০০০	১১,৮৫০,০০০	১৯,৩৫০,০০০
ওভারড্রাফট - কারেন্ট	-	২,৫২১,১৫০	৫,০৪২,৩০০	২,৫২১,১৫০
ট্রেজারি বিল	১৪,৪০০,৪৯৪	৪৯,১৭১,৪৭২	৮৩,৯৪২,৪৫০	১১৪,৩৬৩,৪৪৯
ট্রেজারি বন্ড	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	২৬৯,৬২৪,২১৮	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	১৯৩,৬৫২,৬৪৫
অন্যান্য সম্পদ (প্রাপ্য সুদ)	২,৭২০,৩৬৬	৪,২৭০,৭০৭	৫,৮২১,০৪৯	৪,২৩৩,২২৩
মোট	**২৯৭,১১৩,৩৩৮**	**৩৬১,৫১২,৫৪৭**	**৪২৫,৯১১,৭৫৭**	**৩৭১,২৩৪,৮৬৬**
অন্যান্য দায়				
আমানত	২৭,০৩০,৮৭৫	১৩,৫১৭,৯৬৮	৫,০৬১	৫,০৬১
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ	২৪,৯৫৯,৯১৮	২৪,৮৮০,৯৪৩	২৪,৮০১,৯৬৯	২৪,৪০৬,৯০৬
মোট	**৫১,৯৯০,৭৯২**	**৩৮,৩৯৮,৯১১**	**২৪,৮০৭,০৩০**	**২৪,৪১১,৯৬৭**
সাবসিডিয়ারী সংশ্লিষ্ট স্থিতি- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন				
অন্যান্য সম্পদ- অগ্রিম পরিশোধ এবং আগাম	৪২৪,০৮৪	৬৫২,২১২	৮৮০,৩৩৯	৪৪০,১৭০
অন্যান্য দায়সমূহ- বিবিধ পাওনাদার	৪৩৭,৭৭১	৭৭৯,১৯৮	১,১২০,৬২৫	১,৪৩৮,৮৮৬

আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্পর্কিত আয় এবং ব্যয়সমূহ নিম্নরূপ :

সরকারের আয় ও ব্যয়সমূহ	২০২১	২০২০
সুদ আয়	২২,১০৫,১৫১	২৬,৪১৬,৭২৮
প্রাপ্ত কমিশন	১১,৪১১	৯,২৮৫
মোট	**২২,১১৬,৫৬২**	**২৬,৪২৬,০১৪**
ব্যয়		
এজেন্সি খরচ	৮,১১৮,০০০	৬,৯৯৮,০০০
অবলেখকের কমিশন- ট্রেজারি বিল ও বন্ড	৪১৪,৬০০	৪৭০,৩০০
মোট	**৮,৫৩২,৬০০**	**৭,৪৬৮,৩০০**
সাবসিডিয়ারী সংশ্লিষ্ট আয় ও ব্যয়- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন		
লভ্যাংশ আয়	৬০০,০০০	৩৬০,০০০
নোট ছাপানো ব্যয়	৩,৪০১,৪৫৫	৩,১৪৫,৯৯১
মূল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ		
বেতন, মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি (নোট নং ৪৭.০৬)	৫,৯৩৫	৫,৬৮৪

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৫.১ সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার সাথে লেনদেন

চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, ব্যাংক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার যা ব্যাংকের প্রকৃত মালিক, তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এবং সরকারি নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহের সাথে ব্যাংক লেনদেন করে থাকে। সকল লেনদেনসমূহ বাজারের হার অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যে সকল লেনদেনসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলো :

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোষাধ্যক্ষ, ব্যাংকার এবং আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখে; ব্যাংক সরকারের, সরকারি প্রতিনিধির এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমাকারক হিসেবে কাজ করে, সরকার ও সরকারি বিভাগসমূহ এবং সংস্থাসমূহকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

খ) সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরকার এবং সরকারের প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্যারান্টি ও ঋণ প্রদান করে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে;

গ) সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক সাধারণত কোনো কমিশন, ফি অথবা চার্জ আদায় করে না।

ঘ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যু করে থাকে এবং ইস্যুর অবিলিকৃত অংশ ও ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত অংশ ক্রয় করে থাকে;

ঙ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি ঋণ ও বৈদেশিক রিজার্ভ-এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

চলতি বছরে ব্যাংক সরকারের পক্ষে ৬,৩৪৪,৯৬৬.৮৯ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ (২০২০ সালে ৫,৭২০,৩২১ মিলিয়ন টাকা) এবং ৬,২৫২,৮৯৮.৭৭ মিলিয়ন টাকা (২০২০ সালে ৫,৭৭১,১৩৫ মিলিয়ন টাকা) টাকা পরিশোধ করেছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে মোট বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ২৯৪,৩৯২.৯৭ মিলিয়ন টাকা।

(চ) ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ সম্পদ

		টাকা '০০০
	২০২১	২০২০
জাপান হতে ত্রাণ প্রাপ্তি	১১৪,৬৪১	১১৮,১৩৭

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাপানের নিকট হতে প্রাপ্ত ত্রাণ ব্যবস্থাপনা করে।

৪৫.২ তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) হতে ডিবেঞ্চারের সুদ বাবদ ১৯৭.২৫ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে যা সুদ আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪৫.৩ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নোট মুদ্রণ ব্যয় বাবদ ৩,৪০১.৪৬ মিলিয়ন টাকা (২০২০: ৩,১৪৫.৯৯ মিলিয়ন টাকা) সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিমিটেডকে পরিশোধ করেছে, যা সামগ্রীক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি ১০০% শেয়ার মালিকানাধীন ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এই লেনদেন বাদ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ তাদের পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬০০ মিলিয়ন টাকা (২০২০: ৩৬০ মিলিয়ন টাকা) লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৫.০৪ অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেনদেন

অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন অনুযায়ী পর্যাপ্ত তহবিল থাকায় বিবেচ্য বছরে ব্যাংকের ব্যয় খাত হতে অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা (এই পেনশন পরিকল্পনায় বিধবা/বিপত্নীকগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন) বাবদ কোনো অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়নি। অবসর সুবিধা পরিকল্পনার আওতায় জমাকৃত অর্থের স্থিতি টীকা নং-৪৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৫.০৫ পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত মুখ্য সদস্যগণ

নাম	চেয়ারম্যান/পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ	নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ	নিরীক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ
জনাব ফজলে কবির - পরিচালক পর্ষদের সভাপতি এবং গভর্নর হিসেবে ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে নিযুক্ত হন।	সভাপতি	সভাপতি	-
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম - ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব পদে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	সদস্য	আহ্বায়ক
জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম - পরিচালক হিসেবে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	-	-
জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার - ০৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিভাগের সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	-	-
জনাব মাহবুব আহমেদ - ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	সদস্য	সদস্য
জনাব এ. কে. এম আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ - ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনঃনিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব মোঃ নজরুল হুদা - ০৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব আহমেদ জামাল - ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	সদস্য	-
এ বছরে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০	৬	৮

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৫.০৬ পরিচালক পর্ষদ ও উচ্চ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যগণের সম্মাননা

পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ সম্মানী বাবদ পেয়েছেন মোট ৮৯২,৬০০.০০ টাকা (২০২০: ৬৫৩,৯১০.০০ টাকা) এবং গভর্নর মহোদয় বেতন বাবদ পেয়েছেন মোট টাকা ১,১৮৪,৯১৬.১২.০০ টাকা (২০২০: ১,২১৮,৪০০.০০ টাকা)। অধিকন্তু, গভর্নর মহোদয় ভাড়ামুক্ত সুসজ্জিত বাসস্থান সুবিধা ও সার্বক্ষণিক পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য মুখ্য কর্মকর্তাগণ বেতন বাবদ পেয়েছেন ৪,৭৫০,০৬৭.১০ টাকা (২০২০: ২,৯৭৭,২০০.০০ টাকা)। এছাড়াও, তারা অফিস হতে আবাসন ও পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৪৬ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়সমূহ

স্থিতিপত্রের তারিখ হতে আর্থিক বিবরণীতে সমন্বয়যোগ্য বা প্রকাশযোগ্য উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি।

৪৭ আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য পরিচালকদের দায়বদ্ধতা

২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদন করেছেন।

পরিশিষ্ট-১

প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্রের সারাংশ : অর্থবছর ২১

প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্রের সারাংশ : অর্থবছর ২১

ক. ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নয়নে ঘোষিত প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র

জুলাই ২০২০

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন ঋণ/বিনিয়োগ প্রণোদনা প্যাকেজের সিংহভাগ জুলাই ২০২০ মাসের মধ্যে এবং অবশিষ্ট অংশ আগস্ট ২০২০ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিআরপিডি, ২ জুলাই ২০২০)

জুলাই ২০২০

- কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৫ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে সরকার কর্তৃক নগদ অর্থ প্রদানের লক্ষ্যে যে সব উপকারভোগীদের মোবাইল ফোন নেই অথবা যাদের পক্ষে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাব খোলা সম্ভব নয়, তাদের অনুকূলে শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র বা স্মার্ট কার্ডের তথ্যের এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ১০ টাকা আমানত সম্বলিত ব্যাংক হিসাব খুলতে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যদি চেক বই না থাকে সেক্ষেত্রে ডেবিট ভাউচারের মাধ্যমে উপকারভোগীকে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তবে কোনো উপকারভোগী পূর্ব হতে কোনো ব্যাংকের হিসাবধারী হলে, তার অনুকূলে নতুন করে ব্যাংক হিসাব খোলার প্রয়োজন নেই। (এফআইডি, ৬ জুলাই ২০২০)

জুলাই ২০২০

- কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবে দেশের কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (CMS) উদ্যোগ খাতে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CMS উদ্যোগ খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে CMS উদ্যোগ খাতে জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের আওতায় ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (CGS) ইউনিট-এর মাধ্যমে এ সুবিধা প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে CMSME খাতে ঘোষিত ২০০ বিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় কেবলমাত্র CMS খাতে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে এ সুবিধা প্রদান করা হবে। আগ্রহী তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আলোচ্য ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার জন্য নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে সিজিএস ইউনিট-এর সাথে ৫ বছরের জন্য অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। সম্পাদিত চুক্তির আওতায় নির্ধারিত CMS পোর্টফোলিও-এর বিপরীতে সিজিএস ইউনিট হতে পোর্টফোলিও গ্যারান্টি প্রদান করা হবে। আলোচ্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম-এর জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করা হবে। CMS উদ্যোগের আওতায় ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পোর্টফোলিও সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি, ২৭ জুলাই ২০২০)

সেপ্টেম্বর ২০২০

- ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (NPSB) ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT)-এর মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১০টি লেনদেনের মাধ্যমে

০.৫ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা দৈনিক ০.১ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা দৈনিক ২০টি লেনদেনের মাধ্যমে ১.০ মিলিয়ন টাকা এবং একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা দৈনিক ০.২ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। (পিএসডি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০)

সেপ্টেম্বর ২০২০

- ক্রেডিট কার্ডের উপর সুদ মুনাফা হার ২০.০ শতাংশের অধিক নির্ধারণ না করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের অব্যবহিত পরের দিন হতে ক্রেডিট কার্ডের অপরিশোধিত বিলের উপর সুদ/মুনাফা আরোপযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে কোনোভাবেই লেনদেনের তারিখ হতে সুদ আরোপ করা যাবে না। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ নগদে উত্তোলনযোগ্য ঋণ সুবিধা ব্যতীত অন্য কোনো নামে নগদে উত্তোলনযাগ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। বিলম্বে পরিশোধিত কোনো বিলের বিপরীতে শুধুমাত্র একবার বিলম্ব ফি আদায় করা যাবে। (বিআরপিডি, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০)

সেপ্টেম্বর ২০২০

- ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঋণ/বিনিয়োগের শ্রেণিমান যা ছিল, তা ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ তদাপেক্ষা বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে, এ সময়ে কোনো ঋণ/বিনিয়োগের শ্রেণিমানের উন্নতি হলে তা যথাযথ নিয়মে শ্রেণিকরণ করা যাবে। এছাড়া, ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিদ্যমান মেয়াদি (স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ) ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে আলোচ্য সময়ে প্রদেয় কিস্তিসমূহ deferred হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০২১ হতে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের কিস্তির পরিমাণ ও সংখ্যা পুনঃনির্ধারিত হবে। পুনঃনির্ধারণকালে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত যত সংখ্যক কিস্তি প্রদেয় ছিল তার সমসংখ্যক কিস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। উক্ত সময়ের কোনো কিস্তি পরিশোধিত না হলেও উক্ত কিস্তিসমূহের জন্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কিস্তি খেলাপী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। (বিআরপিডি, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০)

অক্টোবর ২০২০

- কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকার কর্তৃক একটি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমুহকে ঋণ/বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত সুদ/মুনাফা আরোপ করে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অংশ আদায়পূর্বক ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী মাসের ১২ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের সম্মতিপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট বরাবরে সুদ/মুনাফা বাবদ ভর্তুকীর জন্য আবেদন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (বিআরপিডি, ১৮ অক্টোবর ২০২০)

অক্টোবর ২০২০

- Consumer finance খাতে সকল ভোক্তা ঋণের (housing finance ব্যতীত) বিপরীতে সাধারণ প্রভিশন (general provision)-এর হার ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। Housing finance খাতে সাধারণ প্রভিশনের হার ১ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। (বিআরপিডি, ২০ অক্টোবর ২০২০)

নভেম্বর ২০২০

- কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান অনধিক তিনটি ব্যাংক হতে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। একাধিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সীমার মধ্যে ঋণ গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথম এবং ক্ষেত্রমত, প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাংকের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ তথ্য সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র সর্বশেষ অর্থায়নকারী ব্যাংকের নিকট দাখিল করতে হবে। (এফআইডি, ৯ নভেম্বর ২০২০)

নভেম্বর ২০২০

- সেকেন্ড স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি-২) শীর্ষক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদ হার ২.০ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৬.০ শতাংশ হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। পুনঃনির্ধারিত সুদ হার এ তহবিলের আওতায় সকল ঋণের ক্ষেত্রে ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখ হতে কার্যকর করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এসএমইডিপি-২, ২৩ নভেম্বর ২০২০)

নভেম্বর ২০২০

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সিএমএসএমই খাতের জন্য ২০০ বিলিয়ন টাকার বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় ব্যবসা (ট্রেডিং) উপখাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক ঋণ/বিনিয়োগের আনুপাতিক হার ৩০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অত্র প্রণোদনা প্যাকেজ এর আওতায় ব্যবসা (ট্রেডিং) উপখাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত/প্রদেয় বিনিয়োগের অনুপাত বাৎসরিক ঋণ/বিনিয়োগের ৩০ শতাংশের বেশি হলে (যা কোনোভাবেই ৩৫ শতাংশের অধিক হতে পারবে না) সমানুপাতিক হারে উৎপাদন ও সেবা উপখাতে প্রদত্ত/প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের অনুপাত হ্রাস পাবে। তবে, উক্ত উৎপাদন ও সেবা উপখাতে প্রদত্ত/প্রদেয় সামগ্রিক ঋণের অনুপাত ৬৫ শতাংশের কম হতে পারবে না। প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (চলতি মূলধন) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিদ্যমান ঋণ-নীতিমালার আওতায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। তবে, বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সীমা পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার অধিক হবে না। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি, ২৬ নভেম্বর ২০২০)

ডিসেম্বর ২০২০

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। (এসিডি, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০)

জানুয়ারি ২০২১

- অর্থনীতিতে কোভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় ঋণ/বিনিয়োগগ্রহীতার উপর এর প্রভাব সহনীয় মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সকল ধরনের ঋণ/বিনিয়োগ শ্রেণিকরণে ডেফারেল সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল, যা ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে আর বর্ধিত না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঋণ/বিনিয়োগের কিস্তি পরিশোধ সহজ করার লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিদ্যমান অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগগ্রহীতার উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ঋণ/বিনিয়োগের বকেয়া স্থিতির পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে কেবলমাত্র মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের অবশিষ্ট মেয়াদের সর্বোচ্চ ৫০.০ শতাংশ সময় বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, এরূপ বর্ধিত সময়সীমা কোনোভাবেই ২ বছরের অধিক হবে না। (বিআরপিডি, ৩১ জানুয়ারি ২০২১)

ফেব্রুয়ারি ২০২১

- ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম-এর সুবিধা কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (CMS) উদ্যোগ খাতে চলতি মূলধন (working capital)-এর পাশাপাশি মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগের (term loan/investment) জন্যও প্রযোজ্য করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

ফেব্রুয়ারি ২০২১

- কোভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় তফসিলি ব্যাংকসমূহ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার উপর এর প্রভাব সহনীয় মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে ২০২১ সালে গ্রাহকের ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সম্পাদনে ২০২০ এবং ২০১৯ সালের মধ্যে যে কোনো এক সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনায় নেয়া যাবে। তথাপি, ক্রেডিট রিস্ক রেটিং স্কোরসমূহ নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে : excellent: ≥৭৫%; good: ≥৬৫% হতে <৭৫%; marginal: ≥৫৫% হতে <৬৫% এবং unacceptable: <৫৫%। (বিআরপিডি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

মার্চ ২০২১

- প্রভিশন সংরক্ষণসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইতিপূর্বে গৃহীত deferral সুবিধার অধীনে নয় বা বিবেচ্য পঞ্জিকাবর্ষে এরূপ কোনো ধরনের deferral সুবিধা গ্রহণ ব্যতিরেকে যে সকল ব্যাংক ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে ২.৫ শতাংশ ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফারসহ ন্যূনতম ১৫ শতাংশ বা তার বেশি মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে, সে সকল ব্যাংক তাদের সামর্থ্য অনুসারে সর্বোচ্চ ১৭.৫ শতাংশ নগদসহ মোট ৩৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে পারবে। (ডিওএস, ১৬ মার্চ ২০২১)

মার্চ ২০২১

- সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশসহ মোট ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। (ডিএফআইএম, ২২ মার্চ ২০২১)

মার্চ ২০২১

- যে সকল চলমান ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রচলিত নীতিমালার আওতায় ব্যাংক কর্তৃক নবায়নকৃত হয়নি সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত আরোপিত সুদ (অনাদায়ী থাকলে) মার্চ ২০২১ হতে জুন ২০২২ এর মধ্যে ৬টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। ২০২০ সালের অনাদায়ী সুদ উল্লিখিত নিয়মে পরিশোধিত হওয়ার পাশাপাশি জুন ২০২২ পর্যন্ত আরোপিত সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পরিশোধিত হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগসমূহ ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তলবী প্রকৃতির ঋণ/বিনিয়োগসমূহ মার্চ/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২-এর মধ্যে ৮টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কিস্তি পরিশোধিত হলে ঋণ/বিনিয়োগসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না। তবে, কোনো ত্রৈমাসিকে প্রদেয় কিস্তি পরিশোধিত না হলে ঐ ত্রৈমাসিক হতে এ সুবিধা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং যথানিয়মে ঋণ/বিনিয়োগ শ্রেণিকরণ করতে হবে। (বিআরপিডি, ২৪ মার্চ ২০২১)

মার্চ ২০২১

- ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করা আবশ্যক বিবেচনায় দুটি স্টার্ট-আপ ফান্ডঃ (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (খ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের বাৎসরিক পরিচালন মুনাফা হতে ১ শতাংশ অর্থ স্থানান্তরপূর্বক নিজস্ব 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি, ২৯ মার্চ ২০২১)

এপ্রিল ২০২১

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সিএমএসএমই খাতের জন্য ২০০ বিলিয়ন টাকার বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৭২.৩১ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্যাকেজের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজটির প্রথম পর্যায়ের (১ম বছর) বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি, ১২ এপ্রিল ২০২১)

এপ্রিল ২০২১

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এবং জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান বিবেচনায় কৃষি ও পল্লি ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশের পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৮ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (বিআরপিডি, ২২ এপ্রিল ২০২১)

এপ্রিল ২০২১

- বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ২০২১ সাল হতে পরবর্তী ৫ বছর সময়ে প্রতি বছর তাদের বাৎসরিক নিট মুনাফা হতে ১ শতাংশ অর্থ স্থানান্তরপূর্বক নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড গঠন করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর ভিত্তিক বাৎসরিক হিসাব চূড়ান্তকালে নিট মুনাফা হতে বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত ১ শতাংশ তহবিল স্থানান্তর শুরু করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি, ২৬ এপ্রিল ২০২১)

জুন ২০২১

- কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব বিবেচনায় রেখে, কৃষি খাতে খেলাপি ঋণ হ্রাস ও নিরবচ্ছিন্ন ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণের শর্ত শিথিল করে স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ২ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা যাবে। ঋণ পুনঃতফসিলের পর কৃষকদেরকে পুনরায় নতুন করে স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে কোনো নতুন জমা ব্যতিরেকেই পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। (বিআরপিডি, ১ জুন ২০২১)

জুন ২০২১

- চলমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বজায় রাখা এবং বেসরকারি খাতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রবাহের গতিধারা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের ক্ষেত্রে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের মোট পরিমাণের ন্যূনতম ২০ শতাংশ ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত সময়ে ঋণ/বিনিয়োগসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তির অবশিষ্টাংশ সর্বশেষ কিস্তির সাথে প্রদেয় হবে এবং অন্যান্য কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে। (বিআরপিডি, ২৭ জুন ২০২১)

জুন ২০২১

- নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত ৩০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ২৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ের নারী ঋণগ্রহীতাদের প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এফআইডি, ৮ জুন ২০২০)

জুন ২০২১

- ডিজিটাল কমার্স খাতের উন্নয়ন ও পরিশোধ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকদের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক, পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও), মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডর (পিএসপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধ সেবা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরিশোধ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ লেনদেনের ঝুঁকি, গ্রাহক সেবার মান, পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে সন্তুষ্টি এবং পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক ইত্যাদি পর্যালোচনা করে স্বীয় বিবেচনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ও জরুরি পণ্য/সেবা অনধিক ৫ দিনের মধ্যে সরবরাহকারী ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠান এবং নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য/সেবা অনধিক ৭ দিনের মধ্যে সরবরাহকারী ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠান-এর অনুকূলে বিদ্যমান সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারবে। (পিএসডি, ৩০ জুন ২০২১)

খ. মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র

জুলাই ২০২০

- ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণকে ক্লায়েন্টাল সার্ভিস দ্রুততার সাথে ও কার্যকরীভাবে প্রদানের নিমিত্তে নিজ নিজ ট্রেজারি ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণে/তদারকির আওতায়

'গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ উইন্ডো' স্থাপনের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (ডিএমডি, ২১ জুলাই ২০২০)

জুলাই ২০২০

- ওভারনাইট ভিত্তিক রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং নীতি সুদহার করিডর যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (এমপিডি, ২৯ জুলাই ২০২০)

জুলাই ২০২০

- ব্যাংক রেট বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (এমপিডি, ২৯ জুলাই ২০২০)

সেপ্টেম্বর ২০২০

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২D অনুযায়ী savings instruments-এর মুনাফা পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (ডিএমডি, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০)

অক্টোবর ২০২০

- অর্থ বিভাগ এবং ইসলামিক বাণিজ্যিক আইন-শাসন, ব্যবসায় এবং আর্থিক পরিষেবাদির যথাযথ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সুকুক বন্ড ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি শরীয়াহ অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত কমিটির মেয়াদ ও সদস্য সংখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। (ডিএমডি, ২১ অক্টোবর ২০২০)

ডিসেম্বর ২০২০

- ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং পরিবার সঞ্চয়পত্র– তিনটি স্কিমের বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা একক নামে সর্বোচ্চ ৫ মিলিয়ন টাকা অথবা যৌথ নামে সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। (ডিএমডি, ২০ ডিসেম্বর ২০২০)

ডিসেম্বর ২০২০

- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ৩টির বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ১০ মিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। (ডিএমডি, ২১ ডিসেম্বর ২০২০)

গ. বৈদেশিক খাত উন্নয়নে ঘোষিত প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র

জুলাই ২০২০

- বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের প্রদেয় ডিভিডেন্ট যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে তাদের স্ব স্ব বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করার প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে। ডিভিডেন্ট বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বহিঃমুখী রেমিট্যান্স হিসেবে গণ্য হবে এবং তদানুযায়ী বিধি মোতাবেক টিএম ফরমে রিপোর্টিং সম্পন্ন করতে হবে। অন্যদিকে উক্ত হিসাব হতে পরবর্তীতে নগদায়ন করা হলে তা অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স হিসেবে গণ্য হবে এবং বিধি মোতাবেক ফরম সি-তে রিপোর্ট করতে হবে। উক্ত ডিভিডেন্ট বাবদ প্রাপ্ত অর্থ অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স হিসেবে গণ্য করে বাংলাদেশে পুনঃবিনিয়োগ

হিসেবে একই কোম্পানিতে অথবা অন্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয়েও ব্যবহার করা যাবে। (এফইপিডি, ৭ জুলাই ২০২০)

জুলাই ২০২০

- বিশেষায়িত অঞ্চল এবং অ-বিশেষায়িত অঞ্চলের উদ্যোগসমূহের নীতিমালার মধ্যে অভিন্নতা আনতে চলমান উদারীকরণের অংশ হিসেবে লভ্যাংশ প্রেরণের ক্ষেত্রে এডি ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকে নথিপত্র প্রেরণ করতে হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, সংশ্লিষ্ট এডি ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসমূহ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এফইপিডি, ২১ জুলাই ২০২০)

জুলাই ২০২০

- কোভিড-১৯ এর কারণে চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রপ্তানি বাণিজ্য লেনদেনের জন্য পূর্বঘোষিত নীতি সহায়তা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের সময়সীমা অতিরিক্ত সংবিধিবদ্ধ (statutory) সময়কাল ৪ মাসের সাথে ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত সময়কাল প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র রেডিমেড গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল যা ২০২০ সালের নভেম্বরে সকল খাতের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছিল। (এফইপিডি, ২৩ জুলাই ২০২০, ১৮ নভেম্বর ২০২০, ১৪ মার্চ ২০২১ এবং ৭ জুন ২০২১)

আগস্ট ২০২০

- অনিবাসী বাংলাদেশিদের কষ্টার্জিত অর্থ বাংলাদেশে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে বাংলাদেশে টাকায় সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রবাসীর প্রেরিত রেমিট্যান্স টাকায় রূপান্তর করে এডি ব্যাংক-এ হিসাব খুলতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এফইপিডি, ৯ আগস্ট ২০২০)

আগস্ট ২০২০

- স্টক মার্কেটে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে, অনিবাসী বাংলাদেশি এবং বিদেশি নাগরিক কর্তৃক পরিচালিত নন রেসিডেন্ট ইনভেস্টরস টাকা একাউন্ট (NITA) হিসাবের স্থিতি কতিপয় নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের স্টক একচেঞ্জগুলোতে নিবন্ধিত শেয়ার ও সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পাশাপাশি ওভার দি কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেটে Open-end mutual fund-এও বিনিয়োগ করা যাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এফইপিডি, ২০ আগস্ট ২০২০)

আগস্ট ২০২০

- বিদ্যমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর ফলে উদ্ভূত অবস্থার কারণে সরকারি এবং কর্পোরেট সেক্টরগুলোর অফিসিয়াল মিটিং Webinar Solution Service-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে এডি ব্যাংকগুলোর অনুকূলে ভার্চুয়াল সভা আয়োজনের নিমিত্ত Webinar Solution Service-এর ফি পরিশোধের জন্য সাধারণ প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এডি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ইনভয়েস এবং অন্যান্য দলিলাদির সঠিকতা যাচাইপূর্বক এবং প্রযোজ্য কর কর্তনপূর্বক পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (এফইপিডি, ২৩ আগস্ট ২০২০)

আগস্ট ২০২০	• উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল আমদানির আবেদনের তারিখ থেকে রপ্তানিমূল্যের প্রত্যাবাসন ৭২০ দিন পর্যন্ত ওভারডিউ থাকলেও ইডিএফ থেকে ঋণ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এফইপিডি, ২৭ আগস্ট ২০২০)
সেপ্টেম্বর ২০২০	• দেশের পণ্য বাজারে পেঁয়াজের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ও দাম স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ন্যূনতম মার্জিনে এলসি খুলতে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে ৯০ দিনের Deferred/usance ভিত্তিতে সাপ্লাইয়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিট এর শর্তাধীনে এডি ব্যাংকসমূহকে এলসি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (বিআরপিডি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ এবং এফইপিডি, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০)
অক্টোবর ২০২০	• বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধাসমূহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-তে অবস্থিত 'এ', 'বি' ও 'সি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (বিআরপিডি, ১ অক্টোবর ২০২০)
অক্টোবর ২০২০	• কোভিড-১৯-এর চলমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দায় পরিশোধের নিমিত্তে ইডিএফ-এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এডি ব্যাংকসমূহ মেয়াদ বৃদ্ধি বা পুনঃঅর্থায়নজনিত সমস্যার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবে। (এফইপিডি, ৬ অক্টোবর ২০২০)
অক্টোবর ২০২০	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উপযুক্ত ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ইডিএফ হতে ঋণ গ্রহণে বাৎসরিক সুদের হার হ্রাস করে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১.৭৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক বাৎসরিক ০.৭৫ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করবে এবং বাকী ১ শতাংশ এডি ব্যাংক নিজেদের সুদ আয় হিসেবে নিতে পারবে। (এফইপিডি, ২৮ অক্টোবর ২০২০)
অক্টোবর ২০২০	• কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজটি ৩৩০ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৪০০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় বর্ধিত ৭০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-তে অবস্থিত 'এ', 'বি' ও 'সি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ

সুবিধা প্রদানের জন্য প্রযোজ্য হবে। উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের সুদের হার হবে ৯ শতাংশ, যার মধ্যে সরকার ৪.৫০ শতাংশ ভর্তুকি বাবদ প্রদান করবে এবং বাকি ১ শতাংশ ঋণগ্রহীতা বহন করবে। (বিআরপিডি, ২৯ অক্টোবর ২০২০)

ডিসেম্বর ২০২০

- বৈধ উপায়ে প্রেরিত ৫,০০০ মার্কিন ডলার অথবা ০.৫০ মিলিয়ন টাকার অধিক রেমিট্যান্সের বিপরীতে ২ শতাংশ প্রণোদনা/নগদ সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রাপক তাঁর প্রদানকারী ব্যাংক শাখায় রেমিটারের কাগজপত্রাদি জমা প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক রেমিটারের কাগজপত্রাদি নিজ দায়িত্বে যাচাই করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা ছাড়করণের জন্য রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংকের নিকট কনফার্মেশন প্রেরণ করবে। উক্ত কনফার্মেশনের ভিত্তিতে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক বরাবর প্রণোদনা/নগদ সহায়তা ছাড় করবে। যদি রেমিট্যান্স আহরণকারী এবং প্রদানকারী ব্যাংক একই হয় তাহলে রেমিট্যান্সের প্রাপক হতে রেমিটারের কাগজপত্রাদি সংগ্রহ এবং উক্ত কাগজপত্রাদি যাচাই রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক নিজেই সম্পাদন করবে। (এফইপিডি, ২ ডিসেম্বর ২০২০)

ডিসেম্বর ২০২০

- বিজনেস টু কনজ্যুমার পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে এডি ব্যাংক শাখাগুলো ই-কমার্স ওয়েবসাইটের প্রত্যেক বিক্রয়ের শিপমেন্টের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ৫০০ মার্কিন ডলার বা সমমানের অর্থ ক্যাশ অন ডেলিভারি/পেমেন্টের অনুমোদন দিতে পারবে। (এফইপিডি, ২১ ডিসেম্বর ২০২০)

ডিসেম্বর ২০২০

- সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের প্রয়োজনীয় বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যাংকিং আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে ভার্চুয়াল আইডি কার্ডধারী আইটি ফ্রিল্যান্সারদেরকে ঋণ সুবিধা ও ক্রেডিট কার্ড সুবিধা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (বিআরপিডি, ২৭ ডিসেম্বর ২০২০)

জানুয়ারি ২০২১

- অনুমোদিত ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট রেমিটার কোম্পানির পূর্ববর্তী বছরের আয়কর রিটার্নে ঘোষিত বাৎসরিক বিক্রয়ের ১ শতাংশ অথবা ১০০,০০০ মার্কিন ডলার-এর মধ্যে যেটি বেশি হয় সেই পরিমাণ অর্থ গ্রহণযোগ্য ব্যয় হিসেবে বহির্মুখি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। (এফইপিডি, ৪ জানুয়ারি ২০২১)

জানুয়ারি ২০২১

- এফসি হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন সহজতর করার লক্ষ্যে, রপ্তানিকারক নিয়োগদাতাগণ তাদের Exporter's Retention Quota (ERQ) হিসাব এবং টাকা হিসাব হতে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের এফসি হিসাবে নীট পারিশ্রমিকের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানান্তর করতে পারবেন। (এফইপিডি, ৭ জানুয়ারি ২০২১)

জানুয়ারি ২০২১	• এডি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য পরিমাণ নির্বিশেষে বিদেশি ব্যাংক হতে প্রাপ্ত পরিশোধ গ্যারান্টি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলী পরিপালনের শর্তে, অনুমোদিত আমদানির বিপরীতে অগ্রিম অর্থ প্রদান বহিঃঅর্থদাতা এবং/ অথবা তফসিলি ব্যাংকগুলোর অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম দ্বারা সরাসরি সম্পাদন করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এফইপিডি, ১৪ জানুয়ারি ২০২১)
জানুয়ারি ২০২১	• উৎপাদনশীল শিল্পোদ্যোগ ছাড়াও বাংলাদেশে সেবা খাতের কাজে নিয়োজিত বিদেশি মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো শর্ট টার্ম লোনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন, তবে ট্রেডিং বিজনেস উক্ত সুবিধার আওতাভুক্ত হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ জাতীয় লোন উপর্যুক্ত সংস্থাগুলো দ্বারা শিল্পোৎপাদন/সেবা উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হওয়ার তারিখ থেকে সর্বাধিক ৬ বছরের মধ্যে রূপান্তরযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণযোগ্য হতে পারবে এবং সুদের হার হবে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩.০ শতাংশ। (এফইপিডি, ১৯ জানুয়ারি ২০২১)
মার্চ ২০২১	• ইপিজেড-এর বি-টাইপ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কাঁচামাল ক্রয় খরচ মেটানোর জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি এলসি খোলার বিপরীতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) হতে ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবে। (এফইপিডি, ২২ মার্চ ২০২১)
মার্চ ২০২১	• জ্বালানি খাতের সুবিধার জন্য শিল্প ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারের জন্য খালি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির ক্ষেত্রে ইউজেন্স সময়সীমা ৩৬০ দিন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (এফইপিডি, ২২ মার্চ ২০২১)
এপ্রিল ২০২১	• চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এডি ব্যাংকগুলোকে সাধারণ নিয়ন্ত্রক নির্দেশাবলী পরিপালন সাপেক্ষে আরও দু'টি সেমিস্টার/সেশনের জন্য অনলাইন শিক্ষাদান ব্যবস্থার অধীনে বিদেশে অধ্যয়নের জন্য বহির্মুখী রেমিট্যান্স কার্যকর করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (এফইপিডি, ১৩ এপ্রিল ২০২১)
এপ্রিল ২০২১	• কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানি খাতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ এবং ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার সর্বোচ্চ ২ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (বিআরপিডি, ২৬ এপ্রিল ২০২১)
মে ২০২১	• দেশে ই-কমার্স বাণিজ্য প্রসারে অনুমোদিত ডিলারগণ ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (e-CAB)-এর সদস্যদের অনুকূলে প্রকৃত খরচ মেটানোর জন্য বার্ষিক ১০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা রেমিট্যান্স সুবিধা প্রথাগত ব্যাংকিং চ্যানেল বা কার্ড চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদান করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এফইপিডি, ২ মে ২০২১)

জুন ২০২১	• বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমদানি পরবর্তী অর্থায়ন (PIF)-এর নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বা ট্রেডিং পণ্য, শিল্পের কাঁচামালসহ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে আমদানি দায় পরিশোধের নিমিত্ত প্রদত্ত সকল প্রকার ঋণ সুবিধাসমূহ LTR/LATR/MTR/MPI ইত্যাদি ঋণসমূহ আমদানি পরবর্তী অর্থায়ন (PIF) নামে অভিহিত হবে। গ্রাহকের চাহিদা, সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রকৃতি এবং উৎপাদন/বিপণন চক্রের সাথে সঙ্গতি রেখে PIF-এর মেয়াদ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে PIF সৃষ্টির তারিখ হতে অনধিক ৯০ দিন এবং শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে অনধিক ১৮০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঋণ অনুমোদন, পুনর্গঠন ও পুনঃতফসিলিকরণ এবং আদায় ও তদারকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। (বিআরপিডি, ১৩ জুন ২০২১)
জুন ২০২১	• কোভিড-১৯-এর চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিদেশি গ্যারান্টির বিপরীতে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির প্রযোজ্যতা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। (এফইপিডি, ৩০ জুন ২০২১)

পরিশিষ্ট-২

অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম/ প্রতিবেদন

অর্থবছর ২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রম/প্রতিবেদন-এর সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বিভিন্ন বিভাগের মূল গবেষণা কার্যক্রম/প্রতিবেদন দু'টি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করে এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। (ক) বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন এবং (খ) সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাতের উপর প্রায়োগিক গবেষণা।

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন এবং মেয়াদ :

(i) বার্ষিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক রিপোর্ট- ২০১৯-২০২০ (ইংরেজি সংস্করণ), প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক রিপোর্ট- ২০১৯-২০২০ (বাংলা সংস্করণ), প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. Monetary Policy Statement (MPS) FY 2021-22, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. Financial Stability Report (FSR) 2020, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the FY 2021-2022, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৬. Bangladesh Government Securities Report for FY 2019-20, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৭. Annual Export Receipts of Goods and Services 2019-20, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৮. Annual Import Payments of Goods and Services 2019-20, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৯. Monetary Policy Review, December 2020, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

১০. Bangladesh Balance of Payments 2019-20, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

(ii) অর্ধ-বার্ষিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. Foreign Direct Investment and External Debt, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. CSR Reports of Banks and Financial Institutions, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. Bangladesh Systemic Risk Dash Board (BSRD), December-2020, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. BBTA Journal on 'Thoughts on Banking and Finance' Volume 7, Issue 1, January-June, 2018, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. BBTA Journal on 'Thoughts on Banking and Finance' Volume 7, Issue 2, July-December, 2018, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

(iii) ত্রৈমাসিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. Bangladesh Bank Quarterly, চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. Quarterly Financial Stability Assessment Report, অর্থবছর ২১-এ একটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. Quarterly Review Report on Sustainable Finance of Banks & Financial Institutions, অর্থবছর ২১-এ তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, অর্থবছর ২১-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. Quarterly Report on Remittance Inflows, অর্থবছর ২১-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৬. Quarterly Review on RMG, অর্থবছর ২১-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৭. Quarterly on Agent Banking Activities in Bangladesh, অর্থবছর ২১-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৮. Quarterly Review on Money and Exchange Rate, অর্থবছর ২১-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৯. Quarterly Report on No-Frill Accounts, অর্থবছর ২১-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

(iv) মাসিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. Monthly Report on Government Borrowing from Domestic Sources, অর্থবছর ২১-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. Monthly Report on Capital Market Development in Bangladesh, অর্থবছর ২১-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. Monthly Report on Agricultural and Rural Financing, অর্থবছর ২১-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. Major Economic Indicators: Monthly Update, অর্থবছর ২১-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. Monthly Economic Trends, অর্থবছর ২১-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

খ. অর্থবছর ২১-এ প্রায়োগিক/সাময়িক পত্র এবং সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাত বিষয়ক গবেষণামূলক বিশ্লেষণ :

(i) মুদ্রানীতি/মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত :

১. Revisiting the Monetary Conditions Index for Bangladesh, (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ডাব্লিউপি ২১০১, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/research/workingpaper /workingpaperlist.php]

(ii) আর্থিক খাত সম্পর্কিত :

১. Developing a Digital Payment Systems in Bangladesh; BBTA Journal on Thoughts on Banking and Finance. (ভলিউম-০৭, ইস্যু-০২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, প্রকাশিত- জানুয়ারি ২০২১)।
[https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/bbta/jul_dec2018.pdf]

২. Introduction of Sovereign Investment Ṣukuk in Bangladesh and Liquidity Management by Islamic Banks. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পেপার নং ২১০২, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/research/policynote/policynotelist.php]

৩. Does Higher Capital Maintenance Drive up Banks' Cost of Equity?— Evidence from Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ডাব্লিউপি ২১০২, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/research/workingpaper/workingpaperlist.php]

৪. The Role of Small and Medium Enterprises (SMEs) Loans on Employment Generation: Bangladesh Perspective. (ভলিউম-০৭, ইস্যু-০২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, প্রকাশিত- জানুয়ারি ২০২১)।
[https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/bbta/jul_dec2018.pdf]

৫. An Impact Assessment of Special Agricultural Credit Program at 4 Percent Concessional Interest Rate. (বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল রিসার্চ ওয়ার্ক, এসআরডাব্লিউ ২০০১, গভর্নর সচিবালয়)।
[https://www.bb.org.bd/pub/research/sp_research_work/srw2001.pdf, GS]

৬. Is the Capital Market of Bangladesh Efficient? [দি জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াস, ৫৫(৪), ১৭৩-১৮৬, (চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট, গভর্নর সচিবালয়)।
[https://muse.jhu.edu/article/794043]

৭. The Effects of Fiscal Policy Shocks in Bangladesh: An Agnostic Identification Procedure. (ইকোনোমিক এনালাইসিস এন্ড পলিসি, ৭১, পৃষ্ঠা ৬২৬-৬৪৪)।
[https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.07.002]

(iii) প্রকৃত অর্থনীতি খাত সম্পর্কিত :

১. Impact of Government Policies on Economic Development in Bangladesh. BBTA Journal of Thoughts on Banking and Finance.(ভলিউম-০৭, ইস্যু-০১, পৃষ্ঠা-৯৩-১১৬, প্রকাশিত- আগষ্ট ২০২০, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, গভর্নর সচিবালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেইনিং একাডেমি)।
[https://www.bb.org.bd//pub/halfyearly.bbta/jan_jun2018.pdf]

২. Recent Practices of Forecasting Real Gross Domestic Product (GDP) and Inflation in Bangladesh Bank. (বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল পাবলিকেশনস্ : এস পি ২০২১-০৫, রিসার্স ডিপার্টমেন্ট, গভর্নর সচিবালয়)।
[https://www.bb.org.bd//pub/special/gdpandinf_26082021.pdf]

৩. Labour Market Dynamics in Bangladesh: Impact of the COVID-19. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পেপার নং ২১০৪, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/research/policynote/policynotelist.php]

(iv) বহিঃঅর্থনীতি খাত সম্পর্কিত :

১. An Analysis of the Changes in Trade Pattern of Bangladesh: Learning for Future Development. Bangladesh Open University Journal of Business Studies. (ভলিউম-০৫, নং-০১, পৃষ্ঠা-১১-৩০। প্রকাশিত- নভেম্বর ২০২০)।

২. Foreign Exchange Market Structure and Exchange Rate Volatility in Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ডাব্লিউপি ২০০৪, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট, গভর্নর সচিবালয়)।
[https://www.bb.org.bd/pub/research/workingpaper/wp2004.pdf]

(v) কোভিড-১৯ মহামারি সম্পর্কিত :

১. A Brief on the Policy Responses to Economic Fallout of the COVID-19 in Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট সিরিজ, পেপার নং ২০০১, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://www.bb.org.bd/en/index.php /publication/policynotes]

২. COVID-19 Crisis and Fiscal Space for Bangladesh Economy: A Comparative Analysis with South Asian Countries. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট সিরিজ, পেপার নং- ২০০২, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/research/policynote/policynotelist.php]

৩. Changing Currency Holding Patterns during COVID-19 Pandemic in Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট সিরিজ, পেপার নং ২১০১, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/research/ policynote/policynotelist.php]

৪. The COVID-19 Fallout on CMSMEs in Bangladesh and Policy Responses: An Assessment. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট সিরিজ, পেপার নং ২১০৩, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/ research/policynote/policynotelist.php]

৫. The Impact of COVID-19 Pandemic on the Inflation Dynamics of Bangladesh: Lessons for Future Economic Policy Formulation. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট সিরিজ, পেপার নং ২১০৫, রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট)।
[https://www.bb.org.bd/pub/research/policynote/pn2105.pdf]

৬. COVID-19 Pandemic in Bangladesh: Policy Responses and Its Impact. (বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল পাবলিকেশনস্ : এসপি ২০২১-০৪, রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট)।
[https://www.bb.org.bd/pub/special//covid19_06072021.pdf]

৭. 'Economic and Financial Stability Implications of COVID-19: Bangladesh Bank and Government's Policy Responses'. (এফএসডি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত)।

৮. Policy Measures of Bangladesh Bank in Response to the COVID-19. (বুকলেট- চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত)।
[https://intranet.bb.org.bd/pub/publictn.php?cat_id=7&pub_id=38]

৯. COVID-19 Pandemic: Policy Responses and Its Impact on the SAARC Countries. (বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল পাবলিকেশনস্: এসপি ২০২১-০৬, রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট)।
[https://www.bb.org.bd/pub/special// covid19_26082021.pdf]

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশ : কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণি-১ : প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের গতিধারা

নির্দেশকসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬
১। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (অর্থবছর ১৬ এর স্থির বাজার মূল্যে)	৬.৬	৭.৩	৭.৯	৩.৫	৬.৯
২। ব্যাপক মুদ্রা (এম২) প্রবৃদ্ধির হার	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৬	১৩.৬[সা]
৩। জিডিপি ডিফ্লেটরের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি : অর্থবছর ১৬=১০০)	৫.১	৫.৮	৩.৭	৩.৮	৪.১
৪। সিপিআই মূল্যস্ফীতির হার (১২ মাসের গড়)[$]	৫.৪	৫.৮	৫.৫	৫.৭	৫.৬[সা]
৫। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩.৫	৩২.৯	৩২.৭	৩৬.০	৪৬.৪[সা]
৬। ব্যাংক ব্যবস্থার নিট বৈদেশিক সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	২৬৬৭.০	২৬৪৬.৭	২৭২৪.০	২৯৭৩.৪	৩৮২১.৮[সা]
৭। বিনিময় হার (টাকা/ডলার, পর্যায়কালীন গড়)	৭৯.১	৮২.১	৮৪.০	৮৪.৮	৮৪.৮[সা]
৮। রিয়ার সূচক জুন শেষে[@]	১০২.৪	১০০.৫	১০৬.৪	১১৩.৫	১১০.৪[সা]
৯। মাথাপিছু জিডিপি টাকায় (চলতি বাজার মূল্যে)	১৪৩৬৯৮	১৬১২৭৪	১৭৮২৮০	১৮৯৩৬১	২০৮৭৫১
(জিডিপির শতকরা হার)					
১০। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২৭.১	২৬.৫	২৬.৯	২৭.১	২৫.৩
১১। বিনিয়োগ	৩১.০	৩১.৮	৩২.২	৩১.৩	৩১.০
১২। রাজস্ব আয়	৮.৭	৮.২	৮.৫	৮.৪	১০.৭
১৩। রাজস্ব ব্যয়	৭.১	৬.৮	৭.৪	৭.৫	৮.৮
১৪। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+) /রাজস্ব ঘাটতি (−)	১.৬	১.৪	১.২	০.৯	১.৯
১৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৩.৬	৪.৫	৫.০	৪.৯	৫.৬
১৬। মোট ব্যয়	১১.৬	১২.২	১৩.৩	১৩.৩	১৬.১
১৭। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	২.৯	৪.০	৪.৭	৪.৯	৫.৩
১৮। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ)	২.৯	৪.০	৪.৭	৪.৮	৫.২
১৯। সার্বিক বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন (ক+খ)	২.৯	৪.০	৪.৭	৪.৮	৫.২
ক) নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	০.৫	১.০	১.১	১.৪	২.০
খ) নিট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (১+২)	২.৪	৩.০	৩.৬	৩.৪	৩.২
১) ব্যাংক ঋণ	-০.৪	০.৪	১.২	২.৫	২.২
২) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	২.৮	২.৫	২.৪	০.৯	১. ০
২০। সরকারের ঋণের স্থিতি (১+২)	২৭.০	২৮.০	২৯.৩	৩২.১	৩৩.৯[সা]
১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৭	১৫.৮	১৬.৮	১৮.৫	২০.০[সা]
২) বৈদেশিক ঋণ[#]	১১.৩	১২.২	১২.৫	১৩.৬*	১৩.৯[সা]
২১। চলতি হিসাবের ভারসাম্য : উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)[##]	-০.৫	-৩.০	-১.৩	-১.৫	-১.১

[$] ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০।

[@] ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০ ১৫টি মুদ্রা ঝুড়িসহ।

* অর্থবছর ২০-এর জন্য সংশোধিত বাজেট।

[#] আইএমএফ ঋণ ব্যতীত ।

[##] বাংলাদেশ ব্যাংকের লেনদেন ভারসাম্য বিবরণে নথিভুক্ত।

[সা] সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন সংখ্যা), অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি-২ : মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো : প্রধান নির্দেশকসমূহ

	প্রকৃত				প্রক্ষেপণ		
সূচকসমূহ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২৩	অর্থবছর ২৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রকৃত খাত							
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩	৭.৯	৩.৫	৬.৯	৭.২	৭.৬	৮.০
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (%, ১২ মাসের গড়)[$]	৫.৮	৫.৫	৫.৭	৫.৬[সা]	৫.৩	৫.২	৫.১
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হার)	৩১.৮	৩২.২	৩১.৩	৩১.০	৩৩.১	৩৪.২	৩৬.০
বেসরকারি	২৪.৯	২৫.৩	২৪.০	২৩.৭	২৫.০	২৫.৯	২৬.৮
সরকারি	৬.৯	৭.০	৭.৩	৭.৩	৮.১	৮.৩	৯.২
রাজস্ব খাত (জিডিপির শতকরা হার)							
মোট রাজস্ব আয়	৮.২	৮.৫	৮.৪	১০.৭	১১.৩	১১.৩	১১.৫
কর আয়	৭.৪	৭.৭	৭.০	৯.০	১০.০	১০.১	১০.৩
তন্মধ্যে, এনবিআর কর আয়	৭.১	৭.৪	৬.৮	৮.৫	৯.৫	৯.৬	৯.৭
কর ব্যতীত আয়	০.৮	০.৯	১.৪	১.০	১.২	১.২	১.২
মোট ব্যয়	১২.২	১৩.৩	১৩.৩	১৬.১	১৭.৫	১৭.০	১৭.০
তন্মধ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৫	৫.০	৪.৯	৫.৬	৬.৫	৬.৫	৬.৫
সার্বিক ভারসাম্য	-৪.০	-৪.৭	-৪.৮	-৫.২	-৬.২	-৫.৮	-৫.৫
অর্থায়ন	৪.০	৪.৭	৪.৮	৫.২	৬.২	৫.৮	৫.৫
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.০	৩.৬	৩.৪	৩.২	৩.৩	৩.৫	৩.৫
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	১.০	১.১	১.৪	২.০	২.৯	২.৩	২.১
মুদ্রা ও ঋণ (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে শতকরা পরিবর্তন)							
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.৭	১২.৩	১৪.০	১০.১[সা]	১৬.০	১৬.০	১৬.০
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৬.৯	১১.৩	৮.৬	৮.৩[সা]	১৫.০	১৫.০	১৫.০
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	৯.২	৯.৯	১২.৬	১৩.৬[সা]	১৫.১	১৫.২	১৫.৩
বৈদেশিক খাত							
রপ্তানি এফওবি (শতকরা পরিবর্তন)	৬.৭	৯.১	-১৭.১	১৫.১[সা]	১৫.০	১৩.০	১২.০
আমদানি এফওবি (শতকরা পরিবর্তন)	২৫.২	১.৮	-৮.৬	১৯.৭[সা]	১৪.০	১৩.০	১১.০
রেমিট্যান্স (শতকরা পরিবর্তন)	১৭.৩	৯.৬	১০.৯	৩৬.১[সা]	২০.০	১৫.০	১০.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপির শতকরা হার)	-৩.০	-১.৩	-১.৫	-১.১	০.০১	০.১	০.১
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২.৯	৩২.৭	৩৬.০	৪৬.৪[সা]	৫১.০	৫৩.৭	৫৫.৪
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আমদানির মাস হিসেবে)	৬.০	৬.৫	৬.১	৬.৯[সা]	৭.৮	৭.২	৬.৬
মেমোর‍্যান্ডাম আইটেম							
জিডিপি চলতি বাজার মূল্যে (বিলিয়ন টাকা)	২৬৩৯২.৫	২৯৫১৪.৩	৩১৭০৪.৭	৩৫৩০১.৮	৩৪৫৬০.০	৩৮৭৭৭.০	৪৩৬৪২.০

[$] ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০।

[সা] সাময়িক

উৎস : ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২) বাজেট ডকুমেন্টস্ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২১, অর্থ মন্ত্রণালয়, এবং ৩) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-৩ : মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ/খাত	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	২০৭৫৮.২	২৩২৪৩.১	২৬৩৯২.৫	২৯৫১৪.৩	৩১৭০৪.৭	৩৫৩০১.৯
২। মোট বিনিয়োগ (চলতি মূল্যে)	৬২৭৭.২	৭১৯৩.০	৮৩৯৮.৮	৯৫০৭.৭	৯৯২৬.১	১০৯৫০.২
ক) বেসরকারি খাত	৪৯২০.৬	৫৪৯৯.৪	৬৫৮৩.৩	৭৪৫২.৩	৭৬১৪.১	৮৩৬৬.৮
খ) সরকারি খাত	১৩৫৬.৭	১৬৯৩.৬	১৮১৫.৪	২০৫৫.৪	২৩১২.০	২৫৮৩.৪
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	৫৬৬০.৮	৬২৯০.৯	৬৯৮১.১	৭৯৩৪.৭	৮৫৮৪.৯	৮৯৪৬.১
৪। মোট জাতীয় সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	৬৬৬৫.৮	৭১৩৭.৬	৮০৭৮.৭	৯১৯০.২	৯৯৬০.৯	১০৮৭০.৮
৫। খাতওয়ারি জিডিপি (অর্থবছর ১৬-এর স্থির মূল্যে)						
১। কৃষি	**২৭৯৫.১**	**২৮৮৪.৪**	**২৯৮৬.৬**	**৩০৮৪.০**	**৩১৮৯.৫**	**৩২৯০.৮**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	১৩৮২.৮	১৪১৩.৪	১৪৫২.৩	১৪৮২.৩	১৫১৯.৪	১৫৫৪.২
খ) পশু সম্পদ	৪৬৬.৫	৪৭৯.৫	৪৯৩.৪	৫০৮.২	৫২৪.৫	৫৩৯.৯
গ) বনজ সম্পদ	৩৭১.৯	৩৯০.৫	৪১০.৩	৪৩১.৪	৪৫৪.৪	৪৭৭.০
ঘ) মৎস্য সম্পদ	৫৭৩.৮	৬০১.০	৬৩০.৬	৬৬২.১	৬৯১.৩	৭১৯.৬
২। শিল্প	**৬৪৪৯.৪**	**৬৯৮২.৯**	**৭৬৯৪.৯**	**৮৫৯০.০**	**৮৯০০.২**	**৯৮১৫.৮**
ক) খনিজ ও খনন	৩৩০.৫	৩৮৭.৭	৪২৪.৭	৪৭২.৭	৪৮৭.৭	৫১৯.৩
১) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১১৪.৮	১১৪.৪	১১৪.৪	১১৩.৮	১০৮.৭	১০৯.১
২) অন্যান্য খনিজ ও কয়লা	২১৫.৭	২৭৩.৩	৩১০.৩	৩৫৮.৯	৩৭৯.০	৪১০.৩
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৪২২৩.৯	৪৫২৩.২	৪৯৯৬.০	৫৬১২.২	৫৭০৬.৫	৬৩৬৭.৬
১) বৃহৎ শিল্প	২২১১.৫	২৩১৩.৯	২৫৭০.২	২৮৯৮.৮	২৯১০.৭	৩২১৯.৭
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	১২৯১.১	১৪২১.০	১৫৭৮.৮	১৭৪৬.৩	১৭৯৩.৩	২০৪২.৪
৩) কুটির শিল্প	৭২১.৩	৭৮৮.৩	৮৪৭.০	৯৬৭.০	১০০২.৬	১১০৫.৬
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও বাতানুকূলতা সরবরাহ	২৪৫.৫	২৬২.৯	২৮৪.৭	৩০৮.১	৩১০.২	৩৩৯.৮
১) বিদ্যুৎ	১৮৩.১	১৯৯.২	২১৯.৩	২৪১.৭	২৪৬.২	২৭৪.৯
২) গ্যাস	৬২.৪	৬৩.৭	৬৫.৪	৬৬.৪	৬৪.০	৬৪.৯
ঘ) পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২১.০	২১.৮	২২.৪	২৩.৯	২৪.৪	২৬.০
ঙ) নির্মাণ	১৬২৮.৪	১৭৮৭.৩	১৯৬৭.১	২১৭৩.১	২৩৭১.৫	২৫৬৩.০
৩। সেবা খাত	**১০৬২৯.৮**	**১১৩০৭.৫**	**১২০৪৮.৫**	**১২৮৭৭.৪**	**১৩৩৮৩.৯**	**১৪১৫১.১**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরগাড়ি মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	২৮৮৫.১	৩১২২.২	৩৩৯৫.০	৩৬৯৫.৬	৩৮১৪.৪	৪১০৫.৯
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	১৫৮০.৩	১৬৭৭.১	১৭৯০.১	১৯১৫.৬	১৯৪৮.৭	২০২৭.৪
১) স্থল পরিবহন	১৩৬৯.৪	১৪৫৮.৯	১৫৬২.১	১৬৭৮.১	১৭০৭.৪	১৭৮৭.৩
২) নৌ-পরিবহন	১২৯.৪	১৩০.৮	১৩২.৮	১৩৪.৮	১৩৫.৮	১৩৮.২
৩) বিমান পরিবহন	১৬.৭	১৮.৮	২০.৬	২২.১	২২.৪	২১.৯
৪) গুদামজাতকরণ ও সহায়তা কার্যক্রম	৫৫.৪	৫৮.৯	৬৪.৩	৬৯.৯	৭২.৩	৬৮.৭
৫) ডাক ও কুরিয়ার কার্যক্রম	৯.৪	৯.৭	১০.২	১০.৭	১০.৯	১১.৩
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম	২৩৮.৯	২৫১.৭	২৬৫.৬	২৮০.৬	২৮৫.৩	২৯৮.৩
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	২৪৮.৩	২৬৯.১	২৮৭.৩	৩০৮.৪	৩২৮.৭	৩৫২.১
ঙ) আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম	৬৫০.৭	৬৮৫.২	৭৩২.৮	৭৯৩.২	৮৩০.৭	৮৭৯.০
১) আর্থিক মধ্যস্থতা (ব্যাংক)	৫৫০.০	৫৭৮.৭	৬২১.৬	৬৭৫.২	৭০৮.৬	৭৫০.৮
২) বীমা	৬৩.৪	৬৪.৭	৬৬.৭	৬৯.৭	৭১.২	৭৩.৫
৩) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক	৩৭.৩	৪১.৮	৪৪.৫	৪৮.৩	৫০.৯	৫৪.৭
চ) রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম	১৯২৫.১	১৯৮৯.২	২০৫৮.৪	২১৩২.৭	২২১১.১	২২৮৬.৭
ছ) পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	৩৯.১	৪০.৬	৪২.৩	৪৪.০	৪৫.৫	৪৭.৮
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কার্যক্রম	১৪২.৪	১৫১.৬	১৬৩.৩	১৭৬.৬	১৮৭.৮	১৯৯.১
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬৬৭.৩	৭৪২.২	৮০৬.৬	৮৫৮.৯	৯০৬.০	৯৬০.৮
ঞ) শিক্ষা	৫৪৪.৮	৫৭৭.২	৬১১.২	৬৫৪.৩	৬৮৯.২	৭২৯.৩
ট) মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	৫৪৬.০	৬০২.৪	৬৫৭.৮	৭৩৮.১	৮১৭.০	৯০৩.৬
ঠ) শিল্পকলা, আপ্যায়ন ও বিনোদন	৩০.১	৩১.৬	৩৩.২	৩৫.০	৩৬.৯	৩৯.১
ড) অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	১১৩১.৮	১১৬৭.৩	১২০৪.৯	১২৪৪.৩	১২৮২.৪	১৩২২.০
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**১৯৮৭৪.৩**	**২১১৭৪.৮**	**২২৭৩০.০**	**২৪৫৫১.৫**	**২৫৪৭৩.৬**	**২৭২৫৭.৬**
করবিহীন ভর্তুকি	৮৮৩.৯	৯৫১.৫	১০১৫.৭	১০৬৫.৯	১০২৭.০	১০৮১.৮
জিডিপি (অর্থবছর ১৬-এর স্থির বাজার মূল্যে)	**২০৭৫৮.২**	**২২১২৬.২**	**২৩৭৪৫.৭**	**২৫৬১৭.৪**	**২৬৫০০.৬**	**২৮৩৩৯.৪**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৪ : প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির খাতওয়ারি অংশের (অর্থবছর ১৬-এর স্থির মূল্যে) গতিধারা

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শতকরা প্রবৃদ্ধি						
১। কৃষি	-	**৩.২০**	**৩.৫৪**	**৩.২৬**	**৩.৪২**	**৩.১৭**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	-	২.২২	২.৭৫	২.০৭	২.৫০	২.২৯
খ) পশু সম্পদ	-	২.৭৭	২.৯০	৩.০১	৩.১৯	২.৯৪
গ) বনজ সম্পদ	-	৫.০০	৫.০৮	৫.১৩	৫.৩৪	৪.৯৮
ঘ) মৎস্য সম্পদ	-	৪.৭৩	৪.৯৩	৪.৯৯	৪.৪০	৪.১১
২। শিল্প	-	**৮.২৭**	**১০.২০**	**১১.৬৩**	**৩.৬১**	**১০.২৯**
ক) খনিজ ও খনন	-	১৭.২৯	৯.৫৫	১১.৩১	৩.১৬	৬.৪৯
১) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	-	-০.৩৪	০.০৪	-০.৫৭	-৪.৪৭	০.৩২
২) অন্যান্য খনিজ ও কয়লা	-	২৬.৬৭	১৩.৫৩	১৫.৬৯	৫.৫৮	৮.২৬
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	-	৭.০৯	১০.৪৫	১২.৩৩	১.৬৮	১১.৫৯
১) বৃহৎ শিল্প	-	৪.৬৩	১১.০৮	১২.৭৯	০.৪১	১০.৬১
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	-	১০.০৬	১১.১০	১০.৬১	২.৬৯	১৩.৮৯
৩) কুটির শিল্প	-	৯.২৯	৭.৪৫	১৪.১৭	৩.৬৭	১০.২৭
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও বাতানুকূলতা সরবরাহ	-	৭.০৭	৮.২৭	৮.২৪	০.৬৭	৯.৫৪
১) বিদ্যুৎ	-	৮.৭৮	১০.০৯	১০.২২	১.৮৭	১১.৬৫
২) গ্যাস	-	২.০৬	২.৬০	১.৬২	৩.৬৮	১.৪৫
ঘ) পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	-	৩.৬৩	২.৯৬	৬.৩১	২.১৮	৬.৬৫
ঙ) নির্মাণ	-	৯.৭৬	১০.০৬	১০.৪৭	৯.১৩	৮.০৮
৩। সেবা খাত	-	**৬.৩৭**	**৬.৫৫**	**৬.৮৮**	**৩.৯৩**	**৫.৭৩**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরগাড়ি মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	-	৮.২২	৮.৭৪	৮.৮৫	৩.২১	৭.৬৪
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	-	৬.১৩	৬.৭৪	৭.০১	১.৭৩	৪.০৪
১) স্থল পরিবহন	-	৬.৫৩	৭.০৮	৭.৪২	১.৭৪	৪.৬৮
২) নৌ-পরিবহন	-	১.০৭	১.৫৫	১.৪৫	০.৭৫	১.৮০
৩) বিমান পরিবহন	-	১২.৬১	৯.৭৮	৭.০৮	১.২৯	-২.০০
৪) গুদামজাতকরণ ও সহায়তা কার্যক্রম	-	৬.৩৫	৯.১০	৮.৭৬	৩.৪২	-৪.৯৯
৫) ডাক ও কুরিয়ার কার্যক্রম	-	৩.২৩	৫.৪৪	৪.৪৮	২.০৭	৩.৩৪
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম	-	৫.৩৯	৫.৫২	৫.৬৪	১.৬৯	৪.৫৩
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	-	৮.৩৫	৬.৭৭	৭.৩৬	৬.৫৭	৭.১১
ঙ) আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম	-	৫.৩০	৬.৯৪	৮.২৫	৪.৭২	৫.৮২
১) আর্থিক মধ্যস্থতা (ব্যাংক)	-	৫.২৩	৭.৪১	৮.৬২	৪.৯৪	৫.৯৬
২) বীমা	-	২.০৭	৩.০৪	৪.৫৪	২.১৬	৩.২২
৩) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক	-	১১.৮৬	৬.৪৬	৮.৫৯	৫.৩৮	৭.৪৮
চ) রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম	-	৩.৩৩	৩.৪৮	৩.৬১	৩.৬৮	৩.৪২
ছ) পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	-	৩.৯৭	৪.০৮	৪.১৭	৩.৩৮	৫.০৯
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কার্যক্রম	-	৬.৪০	৭.৭৪	৮.১৭	৬.৩৩	৬.০২
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	১১.২৩	৮.৬৭	৬.৪৯	৫.৪৯	৬.০৫
ঞ) শিক্ষা	-	৫.৯৫	৫.৮৯	৭.০৬	৫.৩৩	৫.৮১
ট) মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	-	১০.৩৩	৯.২০	১২.২০	১০.৭০	১০.৬০
ঠ) শিল্পকলা, আপ্যায়ন ও বিনোদন	-	৪.৯৮	৫.২৪	৫.৪৮	৫.৪৩	৫.৭৬
ড) অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	-	৩.১৪	৩.২২	৩.২৭	৩.০৬	৩.০৮
জিডিপি (স্থির বাজার মূল্যে)	-	**৬.৫৯**	**৭.৩২**	**৭.৮৮**	**৩.৪৫**	**৬.৯৪**
খাতওয়ারী অংশ (জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে)						
১। কৃষি	**১৪.০৬**	**১৩.৬২**	**১৩.১৪**	**১২.৫৬**	**১২.৫২**	**১২.০৭**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	৬.৯৬	৬.৬৮	৬.৩৯	৬.০৪	৫.৯৬	৫.৭০
খ) পশু সম্পদ	২.৩৫	২.২৬	২.১৭	২.০৭	২.০৬	১.৯৮
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৭	১.৮৪	১.৮১	১.৭৬	১.৭৮	১.৭৫
ঘ) মৎস্য সম্পদ	২.৮৯	২.৮৪	২.৭৭	২.৭০	২.৭১	২.৬৪
২। শিল্প	**৩২.৪৫**	**৩২.৯৮**	**৩৩.৮৫**	**৩৪.৯৯**	**৩৪.৯৪**	**৩৬.০১**
ক) খনিজ ও খনন	১.৬৬	১.৮৩	১.৮৭	১.৯৩	১.৯১	১.৯১
১) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	০.৫৮	০.৫৪	০.৫০	০.৪৬	০.৪৩	০.৪০
২) অন্যান্য খনিজ ও কয়লা	১.০৯	১.২৯	১.৩৬	১.৪৬	১.৪৯	১.৫১
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	২১.২৫	২১.৩৬	২১.৯৮	২২.৮৬	২২.৪০	২৩.৩৬
১) বৃহৎ শিল্প	১১.১৩	১০.৯৩	১১.৩১	১১.৮১	১১.৪৩	১১.৮১
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	৬.৫০	৬.৭১	৬.৯৫	৭.১১	৭.০৪	৭.৪৯
৩) কুটির শিল্প	৩.৬৩	৩.৭২	৩.৭৩	৩.৯৪	৩.৯৪	৪.০৬
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও বাতানুকূলতা সরবরাহ	১.২৪	১.২৪	১.২৫	১.২৬	১.২২	১.২৫
১) বিদ্যুৎ	০.৯২	০.৯৪	০.৯৬	০.৯৮	০.৯৭	১.০১
২) গ্যাস	০.৩১	০.৩০	০.২৯	০.২৭	০.২৫	০.২৪

সারণি-৪ (চলমান) : প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির খাতওয়ারি অংশের (অর্থবছর ১৬-এর স্থির মূল্যে) গতিধারা

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঘ) পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০.১১	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০
ঙ) নির্মাণ	৮.১৯	৮.৪৪	৮.৬৫	৮.৮৫	৯.৩১	৯.৪০
৩। সেবা খাত	**৫৩.৪৯**	**৫৩.৪০**	**৫৩.০১**	**৫২.৪৫**	**৫২.৫৪**	**৫১.৯২**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরগাড়ি মেরামত	১৪.৫২	১৪.৭৫	১৪.৯৪	১৫.০৫	১৪.৯৭	১৫.০৬
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৭.৯৫	৭.৯২	৭.৮৮	৭.৮০	৭.৬৫	৭.৪৪
১) স্থল পরিবহন	৬.৮৯	৬.৮৯	৬.৮৭	৬.৮৪	৬.৭০	৬.৫৬
২) নৌ-পরিবহন	০.৬৫	০.৬২	০.৫৮	০.৫৫	০.৫৩	০.৫১
৩) বিমান পরিবহন	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৮
৪) গুদামজাতকরণ ও সহায়তা কার্যক্রম	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৫
৫) ডাক ও কুরিয়ার কার্যক্রম	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৪
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম	১.২০	১.১৯	১.১৭	১.১৪	১.১২	১.০৯
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	১.২৫	১.২৭	১.২৬	১.২৬	১.২৯	১.২৯
ঙ) আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম	৩.২৭	৩.২৪	৩.২২	৩.২৩	৩.২৬	৩.২২
১) আর্থিক মধ্যস্থতা (ব্যাংক)	২.৭৭	২.৭৩	২.৭৩	২.৭৫	২.৭৮	২.৭৫
২) বীমা	০.৩২	০.৩১	০.২৯	০.২৮	০.২৮	০.২৭
৩) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক	০.১৯	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০
চ) রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম	৯.৬৯	৯.৩৯	৯.০৬	৮.৬৯	৮.৬৮	৮.৩৯
ছ) পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	০.২০	০.১৯	০.১৯	০.১৮	০.১৮	০.১৮
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কার্যক্রম	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭৪	০.৭৩
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৩৬	৩.৫১	৩.৫৫	৩.৫০	৩.৫৬	৩.৫২
ঞ) শিক্ষা	২.৭৪	২.৭৩	২.৬৯	২.৬৭	২.৭১	২.৬৮
ট) মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	২.৭৫	২.৮৪	২.৮৯	৩.০১	৩.২১	৩.৩২
ঠ) শিল্পকলা, আপ্যায়ন ও বিনোদন	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৫	০.১৪
ড) অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	৫.৬৯	৫.৫১	৫.৩০	৫.০৭	৫.০৩	৪.৮৫
মোট মূল্য সংযোজন (স্থির মূল্যে)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৫ : সরকারের বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১[স]	অর্থবছর ২২ (বাজেট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক। রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক অনুদান	১৪৮২.৯	১৭৪৮.৪	২০১৯.১	২১৭৪.২	২৫৩৫.৬	২৬৮৪.৩	৩৫৫৫.২	৩৯২৪.৯
১) রাজস্ব আয়	১৪৫৯.৭	১৭২৯.৫	২০১২.১	২১৬৫.৬	২৫১৮.৮	২৬৫৯.১	৩৫১৫.৩	৩৮৯০.০
ক) কর রাজস্ব	১২৮৮.০	১৫১৮.৯	১৭৮০.৮	১৯৪৩.৩	২২৫৯.৬	২২১৯.৮	৩১৬০.০	৩৪৬০.০
খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব	১৭১.৭	২১০.৭	২৩১.৪	২২২.৩	২৫৯.২	৪৩৯.৩	৩৫৫.৩	৪৩০.০
২) বৈদেশিক অনুদান	২৩.২	১৮.৯	৭.০	৮.৭	১৬.৮	২৫.২	৩৯.৯	৩৪.৯
খ। ব্যয়	২০৪৩.৮	২৩৮৪.৩	২৬৯৫.০	৩২১৮.৬	৩৯১৬.৯	৪২০১.৬	৫৩৮৯.৮	৬০৩৬.৮
১) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১১৮৯.৯	১৪৪৪.৩	১৬৪৪.৯	১৭৮৮.৮	২১৭৮.১	২৩৬১.২	৩০২৫.৫	৩২৮৮.৪
২) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	১০৫.৩	১২৩.৮	১১৩.৬	১২৫.৯	২০৩.০	১৮৭.৬	২১১.৪	৩২৬.৬
৩) ঋণ ও অগ্রিম (নিট)	৯০.৫	১০.৬	২৬.০	১২.৪	-১৭.১	১২.১	৪৭.২	৪৫.১
৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৬০৩.৮	৭৯৩.৫	৮৪০.৯	১১৯৫.৪	১৪৭২.৯	১৫৫৩.৮	১৯৭৬.৪	২২৫৩.২
৫) অন্যান্য ব্যয়	৫৪.৩	১২.১	৬৯.৬	৯৬.১	৮০.০	৮৬.৯	১২৯.৩	১২৩.৫
গ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৫৮৪.২	৬৫৪.৮	৬৮২.৯	১০৫৩.১	১৩৯৮.১	১৫৪২.৫	১৮৭৪.৫	২১৪৬.৮
ঘ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	৫৬০.৯	৬৩৫.৯	৬৭৫.৯	১০৪৪.৪	১৩৮১.৩	১৫১৭.৩	১৮৩৪.৭	২১১১.৯
ঙ। অর্থায়ন	৫৬০.৮	৬৩৬.০	৬৭৫.৯	১০৪৪.৪	১৩৮১.৩	১৪৯৬.৬	১৮৩৪.৭	২১১১.৯
১) বৈদেশিক ঋণ - নিট	৪৯.১	১২৮.৭	১১৬.০	২৫৬.২	৩১২.৯	৪১৬.১	৬৮৪.১	৯৭৭.৪
বৈদেশিক ঋণ	১১৯.৯	১৯৫.৫	১৮৮.০	৩৩১.৩	৪৪৭.৯	৫২৯.৩	৮০৯.৫	১১২১.৯
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৭০.৮	-৬৬.৯	-৭২.০	-৭৫.১	-১৩৫.০	-১১৩.২	-১২৫.৪	-১৪৪.৫
২) অভ্যন্তরীণ ঋণ - নিট	৫১১.৭	৫০৭.৩	৫৫৯.৯	৭৮৮.২	১০৬৮.৫	১০৮০.৫	১১৫০.৫	১১৩৪.৫
ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ (নিট)	৫.১	১০৬.১	-৮৩.৮	১১৭.৩	৩৪৫.৯	৭৯২.৭	৭৯৭.৫	৭৬৪.৫
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নিট)	৫০৬.৬	৪০১.২	৬৪৩.৬	৬৭০.৮	৭২২.৬	২৮৭.৮	৩৫৩.০	৩৭০.০
মেমোর্যান্ডাম আইটেম : জিডিপি*	১৫১৩৬.০	১৭২৯৫.৭	১৯৫৬০.৬	২২৫০৪.৮	২৫৩৬১.৮	২৭৯৬৩.৮	৩০৮৭৩.০	৩৪৫৬০.৪

* অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রাক্কলিত (চলতি বাজার মূল্যে)।

[স] সংশোধিত বাজেট।

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন সংখ্যা), অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি-৬ : মুদ্রা ও ঋণের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ব্যাপক মুদ্রা (এমব২)@	৯১৬৩.৮	১০১৬০.৮	১১০৯৯.৮	১২১৯৬.১	১৩৭৩৭.৪	১৫৬০৯.০
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ@	৮০১২.৮	৮৯০৬.৭	১০২১৬.৩	১১৪৬৮.৮	১৩০৭৬.৩	১৪৩৯৯.০
ক) সরকারি খাত	১৩০২.৭	১১৪৬.১	১১৪১.০	১৩৬৬.৩	২১০৩.৭	২৫১০.৪
১) সরকার (নিট) @@	১১৪২.২	৯৭৩.৩	৯৪৯.০	১১৩২.৭	১৮১১.৫	২২১০.২
২) অন্যান্য সরকারি খাত	১৬০.৫	১৭২.৮	১৯২.০	২৩৩.৬	২৯২.২	৩০০.২
খ) বেসরকারি খাত	৬৭১০.১	৭৭৬০.৬	৯০৭৫.৩	১০১০২.৬	১০৯৭২.৭	১১৮৮৮.৬
৩। ব্যাপক মুদ্রা (এমব২) জিডিপির শতকরা হিসেবে (চলতি বাজার মূল্যে)	৪৪.১	৪৩.৭	৪২.১	৪১.৩	৪৩.৩	৪৪.২
৪। এমব৩ জিডিপির শতকরা হিসেবে (চলতি বাজার মূল্যে)	৫১.৯	৫৩.১	৫২.১	৫২.০	৫৩.৭	৫৪.৬
শতকরা প্রবৃদ্ধি						
১। ব্যাপক মুদ্রা (এমব২) @	১৬.৩	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৬	১৩.৬
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ@	১৪.২	১১.২	১৪.৭	১২.৩	১৪.০	১০.১
ক) সরকারি খাত	২.৬	-১২.০	-০.৪	১৯.৮	৫৪.০	১৯.৩
১) সরকার (নিট) @@	৩.৬	-১৪.৮	-২.৫	১৯.৪	৫৯.৯	২২.০
২) অন্যান্য সরকারি খাত	-৩.৭	৭.৭	১১.১	২১.৬	২৫.১	২.৭
খ) বেসরকারি খাত	১৬.৮	১৫.৭	১৬.৯	১১.৩	৮.৬	৮.৩
৩। এমব৩	১৮.৩	১৪.৬	১১.৪	১১.৬	১১.১	১৩.২

দ্রষ্টব্য : (১) সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ জুন ২০০২ থেকে ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।
(২) অগ্রিমসমূহ সামষ্টিক ভিত্তিতে।

@ জুন শেষের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে

@@ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করা হয়েছে।

[সা] সাময়িক

উৎস : ১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৭ : ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)

সময়	১২-মাসের গড়ভিত্তিক						১২-মাসের পয়েন্ট টু-পয়েন্ট ভিত্তিক					
	সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত		সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত	
	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার
ভার	১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২		১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২	
অর্থবছর ১৪	১৯৫.০৮	৭.৩৫	২০৯.৭৯	৮.৫৭	১৭৬.২২	৫.৫৪	১৯৬.৮৬	৬.৯৭	২১০.১৫	৮.০০	১৭৯.৮২	৫.৪৫
অর্থবছর ১৫	২০৭.৫৮	৬.৪০	২২৩.৮০	৬.৬৮	১৮৬.৭৯	৫.৯৯	২০৯.১৭	৬.২৫	২২৩.৪৩	৬.৩২	১৯০.৮৮	৬.১৫
অর্থবছর ১৬	২১৯.৮৬	৫.৯২	২৩৪.৭৭	৪.৯০	২০০.৭৪	৭.৪৭	২২০.৭৪	৫.৫৩	২৩২.৮৭	৪.২৩	২০৫.১৯	৭.৫০
অর্থবছর ১৭	২৩১.৮২	৫.৪৪	২৪৮.৯০	৬.০২	২০৯.৯২	৪.৫৭	২৩৩.৮৬	৫.৯৪	২৫০.৩৫	৭.৫১	২১২.৭২	৩.৬৭
অর্থবছর ১৮	২৪৫.২২	৫.৭৮	২৬৬.৬৪	৭.১৩	২১৭.৭৭	৩.৭৪	২৪৬.৮২	৫.৫৪	২৬৫.৩৩	৫.৯৮	২২৩.০৯	৪.৮৭
অর্থবছর ১৯	২৫৮.৬৫	৫.৪৮	২৮১.৩২	৫.৫১	২২৯.৫৮	৫.৪২	২৬০.৪৪	৫.৫২	২৭৯.৬৫	৫.৪০	২৩৫.৮২	৫.৭১
অর্থবছর ২০	২৭৩.২৬	৫.৬৫	২৯৬.৮৬	৫.৫২	২৪৩.০০	৫.৮৫	২৭৬.১২	৬.০২	২৯৭.৯৫	৬.৫৪	২৪৮.১৩	৫.২২
অর্থবছর ২১	২৮৮.৪৪	৫.৫৬	৩১৩.৮৬	৫.৭৩	২৫৫.৮৫	৫.২৯	২৯১.৭০	৫.৬৪	৩১৪.১৯	৫.৪৫	২৬২.৮৭	৫.৯৪
অর্থবছর ২১												
জুলাই-২০	২৭৪.৪৭	৫.৬৪	২৯৮.২১	৫.৫৫	২৪৪.০৪	৫.৭৯	২৭৮.২৭	৫.৫৩	৩০০.৭৫	৫.৭০	২৪৯.৪৬	৫.২৮
আগস্ট-২০	২৭৫.৭৩	৫.৬৫	২৯৯.৬৮	৫.৬১	২৪৫.০৪	৫.৭২	২৮২.১১	৫.৬৮	৩০৭.২০	৬.০৮	২৪৯.৯৫	৫.৭২
সেপ্টেম্বর-২০	২৭৭.০৯	৫.৬৯	৩০১.২৮	৫.৭১	২৪৬.০৬	৫.৬৬	২৮৮.১২	৫.৯৭	৩১৬.১১	৬.৫০	২৫২.২৪	৫.১২
অক্টোবর-২০	২৭৮.৫৫	৫.৭৭	৩০৩.১১	৫.৮৭	২৪৭.০৭	৫.৬২	২৯০.৯১	৬.৪৪	৩২০.৯৪	৭.৩৪	২৫২.৪০	৫.০০
নভেম্বর-২০	২৭৯.৮১	৫.৭৩	৩০৪.৫৪	৫.৮২	২৪৮.১১	৫.৫৯	২৮৮.৭১	৫.৫২	৩১৬.৪১	৫.৭৩	২৫৩.১৯	৫.১৯
ডিসেম্বর-২০	২৮১.০২	৫.৬৯	৩০৫.৮৭	৫.৭৭	২৪৯.১৫	৫.৫৬	২৮৭.৪১	৫.২৯	৩১৩.৫৯	৫.৩৪	২৫৩.৮৫	৫.২১
জানুয়ারি-২১	২৮২.১৭	৫.৬৪	৩০৭.১৮	৫.৭৮	২৫০.১১	৫.৪২	২৯০.০৩	৫.০২	৩১৫.৮১	৫.২৩	২৫৬.৯৭	৪.৬৯
ফেব্রুয়ারি-২১	২৮৩.৩৯	৫.৬৩	৩০৮.৫৩	৫.৮২	২৫১.১৭	৫.৩৪	২৯০.৩০	৫.৩২	৩১৫.৩৫	৫.৪২	২৫৮.১৮	৫.১৭
মার্চ -২১	২৮৪.৬৬	৫.৬৩	৩০৯.৯১	৫.৮৭	২৫২.২৮	৫.২৬	২৯১.৯৬	৫.৪৭	৩১৭.৩২	৫.৫১	২৫৯.৪৪	৫.৩৯
এপ্রিল-২১	২৮৫.৯৫	৫.৬০	৩১১.৩২	৫.৮৪	২৫৩.৪২	৫.২২	২৯৩.৮৮	৫.৫৬	৩২০.২৮	৫.৫৭	২৬০.০২	৫.৫৫
মে-২১	২৮৭.১৫	৫.৫৯	৩১২.৫১	৫.৮২	২৫৪.৬২	৫.২৩	২৮৭.৯২	৫.২৬	৩০৮.৪১	৪.৮৭	২৬১.৬৫	৫.৮৬
জুন-২১	২৮৮.৪৪	৫.৫৬	৩১৩.৮৬	৫.৭৩	২৫৫.৮৫	৫.২৯	২৯১.৭০	৫.৬৪	৩১৪.১৯	৫.৪৫	২৬২.৮৭	৫.৯৪

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৮ : বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬ =১০০)

ক্র. নং	প্রধান শিল্প গ্রুপ	ভার	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১[সা]
১.	ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক	১০০.০০	৩৪২.৪৭	৩৯২.৮২	৩৯৮.৩৫	৪৬৯.০৭
২.	খাদ্য	১০.৮৪	৫০১.১৬	৫৬২.৭০	৫৮৪.৮৩	৬৫৬.৩১
৩.	পানীয়	০.৩৪	২৪০.৪১	২৭২.৭৪	২২৭.৮৩	৩৯৭.৬১
৪.	তামাক	২.৯২	১৩৮.৫১	১৩৮.৫৯	১৩৬.৪৬	১৩২.৫৯
৫.	বস্ত্র	১৪.০৭	১৯৫.১৯	২০০.২৭	২৫২.৬০	২৭৭.৪৯
৬.	পরিধেয় বস্ত্র	৩৪.৮৪	৩৮৮.৬২	৪৪৩.০৫	৩৬৮.৬৮	৪২৭.৬৪
৭.	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৪.৪০	২৯২.২২	৩৪৮.৫৮	৩৪৬.৬৯	৬৫৪.৯৩
৮.	কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক	০.৩৩	৩৩৯.৫২	৩৫৬.৪২	৩৭৬.৭১	৪৬৮.৮৭
৯.	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	০.৩৩	১৮৫.৩৮	১৮৭.৫৮	২১৭.৮৯	১৯৬.৬১
১০.	প্রিন্টিং এন্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া	১.৮৩	১৬২.২২	১৭৮.৮৯	১৭৪.৯২	২৩০.৫৮
১১.	কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১.২৫	১০০.৮০	১০৯.৭৪	৮৮.৬৩	১১৩.৩৭
১২.	রাসায়নিক ও রসায়নজাত দ্রব্য	৩.৬৭	১০০.৫০	১৩৩.২২	১২২.৬১	১৪৪.৪৮
১৩.	ফার্মাসিউটিক্যাল ও ঔষধজাত রাসায়নিক	৮.২৩	৫০৭.৫৩	৬৭০.৪১	৮৯২.২৩	১০১৮.৩৪
১৪.	রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্য	১.৫৬	৪১১.৯৪	৪৪২.৬৩	৪৫২.২৩	৪২৩.৯৪
১৫.	নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য	৭.১২	৩৮১.৮৫	৪৪৩.৭২	৪৮৮.৩৮	৫৪৯.৫১
১৬.	মৌলিক ধাতব দ্রব্য	৩.১৫	১৮৫.২৭	১৮৮.১৪	১৬৫.২৯	১৮২.৩৮
১৭.	মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু	২.৩২	২৭৪.৩৪	২৯৮.০০	২৯৮.৩১	৪৬৪.৪০
১৮.	কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স ও অপটিক্যাল প্রডাক্ট	০.১৫	১৭৮.৫৭	২৪৬.০৫	২৭৭.৬০	২৯২.০৪
১৯.	ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী	০.৭৩	৩৩৭.৫৮	৩৬৬.৩৫	৩০৯.০০	১০০৬.১৮
২০.	যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি)	০.১৮	৫৪৮.৭৩	৬৮১.০০	৭৬০.২৪	৭৭৭.৫৮
২১.	মোটরযান, ট্রেইলরস ও সেমি ট্রেইলরস	০.১৩	৪৩৮.৪৪	৬১৪.১১	২৯৫.৩৮	২০৭.১৮
২২.	অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম	০.৭৩	৬০৪.৪৩	৬০৭.৫৩	৯৪৬.৩২	৭৩৮.০৩
২৩.	আসবাবপত্র	০.৮৮	১৮৪.৮১	১৯৩.৮৪	১৬৬.২৫	২০৫.৬৩
	শতকরা প্রবৃদ্ধি					
১.	ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক		১৪.৯৭	১৪.৭০	১.৪১	১৭.৭৫
২.	খাদ্য		২২.১১	১২.২৮	৩.৯৩	১২.২২
৩.	পানীয়		-৬.৬৮	১৩.৪৫	-১৬.৪৭	৭৪.৫২
৪.	তামাক		-০.৭৬	০.০৬	-১.৫৪	-২.৮৪
৫.	বস্ত্র		১৫.৯২	২.৬০	২৬.১৩	৯.৮৫
৬.	পরিধেয় বস্ত্র		১৩.০৬	১৪.০১	-১৬.৭৯	১৫.৯৯
৭.	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য		৫০.৫৩	১৯.২৯	-০.৫৪	৮৮.৯১
৮.	কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক		৪.৩৮	৪.৯৮	৫.৬৯	২৪.৪৬
৯.	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য		০.৯৩	১.১৯	১৬.১৬	-৯.৭৭
১০.	প্রিন্টিং এন্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া		৪.২৪	১০.২৮	-২.২২	৩১.৮২
১১.	কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম		-৪৪.৮৪	৮.৮৭	-১৯.২৪	২৭.৯১
১২.	রাসায়নিক ও রসায়নজাত দ্রব্য		-৩.৪০	৩২.৫৬	-৭.৯৬	১৭.৮৪
১৩.	ফার্মাসিউটিক্যাল ও ঔষধজাত রাসায়নিক		১৯.৬২	৩২.০৯	৩৩.০৯	১৪.১৩
১৪.	রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্য		১৪.৪৯	৭.৪৫	৭.০০	-৬.২৬
১৫.	নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য		১১.৭০	১৬.২০	১০.০৬	১২.৫২
১৬.	মৌলিক ধাতব দ্রব্য		৬.৪৫	১.৫৫	-১২.১৫	১০.৩৪
১৭.	মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু		১১.৫২	৮.৬২	০.১০	৫৫.৬৮
১৮.	কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স ও অপটিক্যাল প্রডাক্ট		-৪৯.৪৬	৩৭.৭৯	১২.৮২	৫.২০
১৯.	ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী		-১.৫১	৮.৫২	-১৫.৬৫	২২৫.৬২
২০.	যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি)		৩৫.০৩	১৬.৮২	১৮.৬০	২.২৮
২১.	মোটরযান, ট্রেইলরস ও সেমি ট্রেইলরস		-২১.৬৫	৪০.০৭	-৫১.৯০	-২৯.৮৬
২২.	অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম		৭.৯৩	০.৫১	৫৫.৭৭	-২২.০১
২৩.	আসবাবপত্র		২২.০৪	৪.৮৯	-১৪.২৩	২৩.৬৯

[সা] সাময়িক উপাত্ত জুন ২০২১ পর্যন্ত।

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৯ : রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তফসিলি ব্যাংকসমূহে রক্ষিত নগদ অর্থ	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ব্যালেন্স*	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যালেন্স	রিজার্ভ মুদ্রা
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)
২০০৫	১৮৫.২	১৮.১	৭০.৪	০.৪	২৭৪.১
২০০৬	২২৮.৬	২০.৩	৯০.১	০.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৬৬.৪	২১.৪	১০৫.৭	০.৭	৩৯৪.২
২০০৮	৩২৬.৯	২৯.৬	১১৮.১	১.১	৪৭৫.৬
২০০৯	৩৬০.৫	৩৪.০	২৩১.৬	১.৪	৬২৭.৫
২০১০	৪৬১.৬	৪৩.১	২৩৪.৭	২.১	৭৪১.৪
২০১১	৫৪৮.০	৫৭.৩	২৯০.১	২.০	৮৯৭.৩
২০১২	৫৮৪.২	৬৪.৮	৩২৬.৬	২.৪	৯৭৮.০
২০১৩	৬৭৫.৫	৭৮.২	৩৬৮.০	৩.১	১১২৪.৯
২০১৪	৭৬৯.১	৮৫.৮	৪৪০.০	৩.৯	১২৯৮.৮
২০১৫	৮৭৯.৪	১০২.১	৪৯৮.৪	৪.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১২২০.৭	১০২.৩	৬০৩.০	৬.০	১৯৩২.০
২০১৭	১৩৭৫.৩	১৩৭.৩	৭২৭.৩	৬.৭	২২৪৬.৬
২০১৮	১৪০৯.২	১৪০.২	৭৮০.৪	৭.৬	২৩৩৭.৪
২০১৯	১৫৪২.৯	১৬১.০	৭৫০.১	৭.৯	২৪৬১.৯
২০২০	১৯২১.১	১৫৯.৮	৭৫৭.৭	৬.২	২৮৪৪.৮
২০২১	২০৯৫.২	১৭৩.৭	১২০৬.০	৫.৯	৩৪৮০.৮

* ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং একাউন্টসে ব্যালেন্সসমূহ ব্যতীত।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১০ : রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি					নিট বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য সম্পদ (নিট)	রিজার্ভ মুদ্রা
	সরকার (নিট)	তফসিলি ব্যাংকসমূহ	অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	বেসরকারি খাত	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯ = (৬+৭+৮)
২০০৫	১৫৬.৭	৬১.৩	১১.১	১৩.৪	২৪২.৫	১৪৬.৯	-১১৫.৩	২৭৪.১
২০০৬	২৪৯.৮	৬৩.৪	১০.১	১৪.৩	৩৩৭.৬	১৮৬.৪	-১৮৪.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৫৯.৩	৬৪.৪	৯.৯	১৫.৮	৩৪৯.৪	২৮৭.৭	-২৪২.৯	৩৯৪.২
২০০৮	২৫৯.৩	৭৩.৩	৯.৫	১৭.০	৩৫৯.১	৩২৮.১	-২১১.৬	৪৭৫.৬
২০০৯	২৮৪.৭	৬৮.৫	৮.৫	২০.২	৩৮১.৯	৪৩২.৩	-১৮৬.৭	৬২৭.৫
২০১০	২১৪.৭	৬৬.১	৮.৩	২৫.৯	৩১৫.০	৬১১.৮	-১৮৫.৪	৭৪১.৪
২০১১	৩১৭.১	১৮৬.১	৭.৮	৩১.৪	৫৪২.৪	৬১৩.৪	-২৫৮.৫	৮৯৭.৩
২০১২	৩৭৮.৫	২২৬.৩	১১.৮	৩৬.০	৬৫২.৬	৬৮৯.৩	-৩৬৩.৯	৯৭৮.০
২০১৩	২৭০.৭	১০২.২	১৩.৫	৪১.৮	৪২৮.২	১০৩২.৫	-৩৩৫.৮	১১২৪.৯
২০১৪	৩৮.৪	৬২.৮	১২.০	৪২.৭	১৫৬.০	১৪৭৫.০	-৩৩২.২	১২৯৮.৮
২০১৫	৮.১	৫৬.৬	২১.৬	৪৬.৪	১৩২.৭	১৭৭৪.০	-৪২১.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১৩৩.৭	৬০.২	২০.২	৪৯.৭	২৬৩.৮	২১৮৮.৯	-৫২০.৭	১৯৩২.০
২০১৭	১২৯.৮	৫০.৫	২১.৬	৪৯.৮	২৫১.৭	২৫২০.৩	-৫২৫.৪	২২৪৬.৬
২০১৮	২২৫.৭	৫৫.৮	২৩.৭	৫১.৫	৩৫৬.৭	২৫৩৫.১	-৫৫৪.৪	২৩৩৭.৪
২০১৯	৩১১.৯	৫৩.৯	২৩.৮	৪৭.৯	৪৩৭.৫	২৫৭২.০	-৫৪৭.৫	২৪৬১.৯
২০২০	৪২১.২	১৩৭.৬	২৫.৫	৫৩.৪	৬৩৭.৮	২৮৬০.৪	-৬৫৩.৩	২৮৪৪.৮
২০২১	১৭২.৮	১৮৯.৫	৩২.২	৫৮.৪	৪৫২.৯	৩৬৬৯.২	-৬৪১.৪	৩৪৮০.৭

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১১ : সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	তলবি আমানত[১]			মেয়াদি আমানত[১]		
	সরকারি[২]	বেসরকারি	মোট	সরকারি[২]	বেসরকারি[৩]	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০৫	৩৫.২	১৫৮.৯	১৯৪.১	২২৩.৩	১০০৮.৪	১২৩১.৭
২০০৬	৩৮.১	১৮৩.৯	২২২.০	২৫৫.১	১২১২.৯	১৪৬৮.০
২০০৭	৪২.২	২১৮.৮	২৬১.০	২৯৮.৭	১৪০৯.৮	১৭০৮.৫
২০০৮	৪৯.৫	২৫৪.৯	৩০৪.৪	৩৬৪.৮	১৬৪৭.৬	২০১২.৪
২০০৯	৫৭.৫	২৮০.৩	৩৩৭.৮	৪৪২.৭	২০০৫.৬	২৪৪৮.৩
২০১০	৬১.৮	৩৯৩.০	৪৫৪.৮	৫৩৭.১	২৩৭৪.৫	২৯১১.৬
২০১১	৮৭.৮	৪৩৯.৩	৫২৭.১	৬৭৭.০	২৯০০.৪	৩৫৭৭.৪
২০১২	১০৩.৪	৪৭১.০	৫৭৪.৪	৮৪৫.১	৩৪৮০.৭	৪৩২৫.৮
২০১৩	১১২.১	৫১৭.৮	৬২৯.৯	৯৫৪.৮	৪১৪৪.২	৫০৯৯.০
২০১৪	১১৫.৩	৬০০.২	৭১৫.৫	১০৮০.৯	৪৮২৮.৪	৫৯০৯.৩
২০১৫	১১৯.২	৬৮৩.৬	৮০২.৮	১৩৭৬.৫	৫২৮৩.৭	৬৬৬০.২
২০১৬	১৩৯.২	৮৫৩.৪	৯৯২.৬	১৬৩৮.৩	৫৮৭১.৪	৭৫০৯.৭
২০১৭	১৯২.১	৯৭১.৫	১১৬৩.৬	১৭৮১.০	৬৪৮০.৮	৮২৬১.৮
২০১৮	২০৪.১	১০৭১.০	১২৭৫.১	২০৩৪.০	৭১৩১.৯	৯১৬৫.৯
২০১৯	২৪৭.৭	১১০৫.৯	১৩৫৩.৬	২১৬৪.৯	৭৯৫৪.৬	১০১১৯.৫
২০২০	২৭৪.৮	১২৬৭.২	১৫৪১.৯	২২৩০.৭	৮৯১৮.৪	১১১৪৯.১
২০২১	২৬০.৬	১৫৬৯.০	১৮২৯.৭	২৫৩৫.০	১০১০৫.০	১২৬৪০.০
শতকরা অংশ						
২০০৫	১৮.১	৮১.৯	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৬	১৭.১	৮২.৯	১০০.০	১৭.৪	৮২.৬	১০০.০
২০০৭	১৬.২	৮৩.৮	১০০.০	১৭.৫	৮২.৫	১০০.০
২০০৮	১৬.৩	৮৩.৭	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৯	১৭.০	৮৩.০	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০১০	১৩.৬	৮৬.৪	১০০.০	১৮.৪	৮১.৬	১০০.০
২০১১	১৬.৭	৮৩.৩	১০০.০	১৮.৯	৮১.১	১০০.০
২০১২	১৮.০	৮২.০	১০০.০	১৯.৫	৮০.৫	১০০.০
২০১৩	১৭.৮	৮২.২	১০০.০	১৮.৭	৮১.৩	১০০.০
২০১৪	১৬.১	৮৩.৯	১০০.০	১৮.৩	৮১.৭	১০০.০
২০১৫	১৪.৮	৮৫.২	১০০.০	২০.৭	৭৯.৩	১০০.০
২০১৬	১৪.০	৮৬.০	১০০.০	২১.৮	৭৮.২	১০০.০
২০১৭	১৬.৫	৮৩.৫	১০০.০	২১.৬	৭৮.৪	১০০.০
২০১৮	১৬.০	৮৪.০	১০০.০	২২.২	৭৭.৮	১০০.০
২০১৯	১৮.৩	৮১.৭	১০০.০	২১.৪	৭৮.৬	১০০.০
২০২০	১৭.৮	৮২.২	১০০.০	২০.০	৮০.০	১০০.০
২০২১	১৪.২	৮৫.৮	১০০.০	২০.১	৭৯.৯	১০০.০

[১] আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।
[২] সরকারি আমানতসহ।
[৩] ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।
উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১২ : তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে)	**৬৬২৫.৭**	**৭৪৬৩.৪**	**৮৪৯৬.৩**	**৯৪২৫.৯**	**১০৪৪১.৫**	**১১৪৭৩.৬**	**১২৬৯১.৫**	**১৪৪৭০.২**
(ক) তলবি আমানত	৬৪৩.৪	৭২৩.৮	৮৯৭.৬	১০১৮.৯	১১৩২.২	১১৮২.২	১৩৫৫.৩	১৬৫৭.২
(খ) মেয়াদি আমানত	৫৫৮৯.৮	৬২৬৮.০	৭০৩৯.৫	৭৭৬০.০	৮৫৫০.৯	৯৪৬৩.২	১০৪৫৪.৭	১১৮৫০.৭
(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	০.৩	০.৪	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
(ঘ) সরকারি আমানত	৩৯২.২	৪৭১.২	৫৫৮.৭	৬৪৬.৫	৭৫৭.৯	৮২৭.৮	৮৮১.০	১৬১.৮
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ	৫৫.৩	৪৮.২	১৮৩.৯	২৪৩.৯	৩২৩.৩	৩৫৩.৭	৫০৩.০	৭৩৬.৩
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	৮৫.৮	১০২.১	১০২.৩	১৩৭.৩	১৪০.২	১৬১.০	১৫৯.৮	১৭৩.৭
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স (এফসিডি অন্তর্ভুক্ত)	৫৫৮.৫	৫৬৮.৫	৬৭২.৯	৮১৫.৯	৮৭১.৬	৮৬৬.৯	৮৬৯.৯	১৩৩১.৮
৫। বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স	১৬৮.৮	১৫৯.৩	২০৬.৬	২৮৫.৮	৪৪৪.৩	৪৪১.৮	৩৫৫.৩	৪২২.৯
৬। চাহিবামাত্র এবং স্বল্প নোটিসে ফেরতযোগ্য অর্থ	৪৯.৯	২৫.৩	৫১.৭	৬৫.৪	৪৬.৭	৬৫.৪	৭৪.৪	৩৮.৯
৭। মোট বিনিয়োগ[@]	**১৬৯৮.৮**	**১৭৪৪.৩**	**১৭৯৮.৭**	**১৭৮৭.৫**	**১৮৪৮.০**	**২১৩০.৭**	**২৭৪৫.৩**	**৩৪৬৮.৯**
(ক) সরকারি সিকিউরিটিজ ও ট্রেজারি বিল*	১৪৯৩.৩	১৫২৪.২	১৫৩৬.৭	১৪৭৬.৫	১৪৯২.৭	১৬৬৩.৬	২২৬৪.৬	২৯২২.৮
(খ) অন্যান্য	২০৫.৫	২২০.১	২৬২.০	৩১১.০	৩৫৫.৩	৪৬৭.১	৪৮০.৭	৫৪৬.১
৮। ব্যাংক ঋণ (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে)	**৪৮৮২.২**	**৫৫৩৩.৪**	**৬৪২৮.৩**	**৭৪৫৬.১**	**৮৭৬২.৫**	**৯৮২৪.৫**	**১০৭৩৫.৩**	**১১৬৩০.২**
(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত অগ্রিম **	৪৬৮৮.৭	৫৩৩৩.১	৬১৮৭.৮	৭১৬৬.৬	৮৪৮০.৫	৯৫১৮.৮	১০৪৯৫.৭	১১৩৯০.০
(খ) অভ্যন্তরীণ ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	১৯৩.৫	২০০.৩	২৪০.৫	২৮৯.৪	২৮২.০	৩০৫.৭	২৩৯.৫	২৪০.২
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	০.৭	০.৭	০.৮	০.৮	০.৮	০.৯	০.৮	০.৮

[@] সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল/বন্ডসমূহ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ (শেয়ার/ডিবেঞ্চার, রিভার্স রেপো ইত্যাদি) এতে অন্তর্ভুক্ত।
* সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ জুন ২০০২ থেকে ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।
** অগ্রিমসমূহ সামষ্টিক ভিত্তিতে।
উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৩ : নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)

	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ব্যাংক রেট	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪.০০
ট্রেজারি বিল রেট*								
৯১-দিন	৬.৯০	৫.৩৯	৩.৯২	৩.৭৮	৩.৮৯	৬.৯২	৬.৮৭	০.৫৮
১৮২-দিন	৭.৫০	৬.৪০	৪.৬৫	৪.৩১	৪.৪২	৭.০৭	৭.০০	০.৬৮
৩৬৪-দিন	৮.০০	৬.৭৮	৫.২২	৪.৪৭	৪.৬০	৭.২৯	৭.৪১	১.২৬
কল মানি রেট*								
ঋণ	৬.২৫	৫.৭৯	৩.৭০	৩.৯৩	৩.৪১	৪.৫৫	৫.০১	২.২৫
ধার	৬.২৫	৫.৭৯	৩.৭০	৩.৯৩	৩.৪১	৪.৫৫	৫.০১	২.২৫
তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদহার*								
আমানত	৭.৭৯	৬.৮০	৫.৫৪	৪.৮৪	৫.৫০	৫.৪৩	৫.০৬	৪.১৩
অগ্রিম	১৩.১০	১১.৬৯	১০.৩৯	৯.৫৬	৯.৯৫	৯.৫৮	৭.৯৫	৭.৩৩

* ভারীত গড়।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৪ : ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০২০ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০২১ এ স্থিতি[সা]
১	২	৩	৪	৫
ক)	**বাংলাদেশ ব্যাংক**			
১.	উপায়-উপকরণ অগ্রিম	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	৬০.০০	০.০০
২.	ওভারড্রাফট		৫.০৪	০.০০
৩.	ওভারড্রাফট ব্লক		১১.৮৫	১.৯৯
৪.	ডিভল্ভমেন্ট		৩৪৬.৭২	২৫০.৯১
	ক) ট্রেজারি বিল		৮৩.৯৪	১৪.৪০
	খ) ট্রেজারি বন্ড		২৬২.৭৭	২৩৬.৫১
৫.	সরকারের মুদ্রা দায়		২০.২৬	২০.২৬
৬.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		০.০০	০.০০
৭.	পুঞ্জিত সুদ		৫.৮২	২.৭২
৮.	সরকারি আমানত[২] (-)		-০.৩৩	-২৭.৭৪
৯.	জিআইআইবি তহবিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতি(-)		-৬৫.৯৪	-১৫৮.০৬
১০.	সরকারি ঋণ তহবিল (-)		-৬৮.৭৫	-৫২.১০
ক)	**মোট : (১ +...+ ১০)**		**৩১৪.৬৮**	**৩৭.৯৮**
খ)	**তফসিলি ব্যাংকসমূহ (এসবিস)**			
১.	**গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল**		**৫২৩.৩১**	**৪৯৩.৭০**
	১) ট্রেজারি বিল (১-বছরের কম)	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	৫২৩.৩১	৪৯৩.৭০
২.	**বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)**		**১৫৩৮.৩৯**	**২০৩৭.৩৪**
	১. ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	বিভিন্ন ব্যাংকের, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কোম্পানির কর্মচারীদের জিএফ বৃদ্ধি	২৩৬.৩৯	৩৮৯.৩৯
	২. ৩-বছর মেয়াদি (এফআরটিবি) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		১.১২	১.১২
	৩. ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৩১৫.২৯	৪৩৮.২৬
	৪. ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৪৯৭.৪৯	৬১২.৩৫
	৫. ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		২৪৯.৮৬	৩০৪.১৬
	৬. ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		২৩৮.২৫	২৯২.০৬
৩.	**অন্যান্য বিশেষ ট্রেজারি বন্ড (ক+খ)**		**১০৬.৮৮**	**৭০.৬৪**
ক)	**১ বছর এবং তার বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম (বিশেষায়িত বন্ড)**		**০.৪১**	**০.০০**
	১. সুদমুক্ত ৩-বছর মেয়াদি হিমায়িত খাদ্য ট্রেজারি বন্ড ২০২১[১/]	হিমায়িত খাদ্য শিল্পের ঋণ পরিশোধ	০.৪১	০.০০
খ)	**৫ বছর এবং তার বেশি (বিশেষায়িত বন্ড)**		**১০৬.৪৮**	**৭০.৬৪**
	১. সুদমুক্ত ১০-বছর মেয়াদি (বিজেএমসি এবং বিটিএমসি) ট্রেজারি বন্ড-২০২০ [২/]	বিজেএমসি এবং বিটিএমসি-এর ঋণ পরিশোধ	২.০৪	০.০০
	২. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি (জুট) ট্রেজারি বন্ড-২০২০ [৩/]	প্রাইভেট ব্যাংক কর্তৃক পাট কলের ঋণের লোকসানের এক তৃতীয়াংশ পুনর্ভরণ	০.০২	০.০০
	৩. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ১২ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড [৪/]	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	২৭.২৩	১৮.২৩
	৪. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৯ থেকে ১৩ বছর মেয়াদি (বিজেএমসি) ট্রেজারি বন্ড [৫/]	বিজেএমসি-এর ঋণ পরিশোধ	১৭.৯২	১৩.১৪
	৫. শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৮-বছর মেয়াদি এসপিটিবি-২০২১ [৬/]	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	২০.০০	০.০০
	৬. শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ১০-বছর মেয়াদি এসপিটিবি-২০২৩		১৯.৩৫	১৯.৩৫
	৭. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৭-বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি-২০২৬	হানিফ ফ্লাইওভার-এর ঋণ পরিশোধ	১৪.৩৯	১৪.৩৯
	৮. সুদমুক্ত ৭-বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি -২০২৬		৫.৫৪	৫.৫৪
৪.	**বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)** [#]		**০.০০**	**৭৮.০০**
	১) ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (ইজারা সুকুক) [৭/]	'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ	০.০০	৭৮.০০
৫.	**উপ-মোট : (১+২+৩+৪)**		**২১৬৮.৫৯**	**২৬৭৯.৬৯**

সারণি-১৪ (চলমান) : ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০২০ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০২১ এ স্থিতি[সা]
১	২	৩	৪	৫
৬.	প্রাইজ বন্ড		০.৩১	০.২৮
৭.	সরকারি অন্যান্য সিকিউরিটিজ		০.০৫	০.০৫
৮.	খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		৫.৭৩	১০.০২
৯.	অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		১৭.০২	১৫.০০
১০.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত অগ্রিম		২৪.৩৫	৩২.৭৯
১১.	পুঞ্জিত সুদ		২৭.৩০	৩১.২৪
১২.	মন্ত্রণালয়সমূহ ও বিভাগসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-৩৪৮.৫০	-৩৫১.৪৯
১৩.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-৫৩২.৫০	-৬১৪.০৫
১৪.	জিআইআইবি তহবিলে তফসিলি ব্যাংকসমূহের স্থিতি (১+২)		৬২.০৩	১৫৪.৮৭
	১. জিআইআইবি তহবিলে বিনিয়োগ		১২৯.৭২	১৬৭.৫৩
	২. জিআইআইবি তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-৬৭.৬৯	-১২.৬৬
১৫.	সরকারি ঋণ তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-২০.০০	-১৮.৬৪
১৬.	সরকারি আর্থিক প্রণোদনা তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ(-)		-৪৮.৪৬	-৪৪.০৯
খ.	**মোট : (৪+...+১৬)***		**১৩৫৫.৯৩**	**১৮৯৫.৬৭**
	সর্বমোট : ক+খ*		**১৬৭০.৬১**	**১৯৩৩.৬৫**

@ অন্যান্য আমানতসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

* জিআইআইবি তহবিল, সরকারি ঋণ তহবিল এবং সরকারি আর্থিক প্রণোদনা তহবিল অন্তর্ভুক্ত।

'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ বিজিআইএস (১ম ধাপ) এবং ১০ জুন ২০২১ সালে বিজিআইএস (২য় ধাপ) ইস্যু করা হয়।

১/ জুন ২০২০ সালের ০.৪১ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে জুন ২০২১ সালে ০.৪১ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

২/ জুন ২০২০ সালের ২.০৪ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে জানুয়ারি ২০২১ সালে ২.০৪ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

৩/ জুন ২০২০ সালের ০.০২ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে জুলাই ২০২০ সালে ০.০২ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

৪/ জুন ২০২০ সালের ২৭.২৩ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে ৯.০০ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

৫/ জুন ২০২০ সালের ১৭.৯২ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে অক্টোবর ২০২০ সালে ৪.৭৮ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

৬/ জুন ২০২০ সালের ২০ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে জুন ২০২১ সালে ২০ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

৭/ ইসলামিক ব্যাংক, ইসলামিক উইন্ডোজসমূহ এবং কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে ইজারা সুকুকের মাধ্যমে ৪০ বিলিয়ন টাকা (১ম ধাপ) এবং ৩৮ বিলিয়ন টাকা (২য় ধাপ) যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০২০ এবং জুন ২০২১ সালে ইস্যু করা হয়।

সা সাময়িক

উৎস : ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৫ : সরকারের ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর ২০				অর্থবছর ২১			
		বিক্রয়	পরিশোধ		নিট বিক্রয়	বিক্রয়	পরিশোধ		নিট বিক্রয়
			মূল	সুদ			মূল	সুদ	
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩-৪)	৭	৮	৯	১০ = (৭-৮)
	জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ								
১.	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০১	০.০১	-০.০১
২.	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৮৪.৯১	৪২.০০	১০.৯০	৪২.৯১	৯৫.৫০	৬৪.৪৩	২৮.৭৮	৩১.০৭
৩.	৩-বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	বোনাস সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	৬-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১৬৭.৫৬	১৮৫.২৮	১৪৮.৩৫	-১৭.৭২	৪২৭.৯৫	২০৩.৩৩	১৪৬.৬০	২২৪.৬১
৭.	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১৩৮.৪৪	১৭০.২০	৬৬.৭১	-৩১.৭৬	৩১৫.১৮	২৪১.৪০	৭৮.০৬	৭৩.৭৯
৮.	জামানত সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৪৫.৯১	২১.০৯	১৯.১৯	২৪.৮২	৭৪.০৩	৩৮.৪১	৩০.১৫	৩৫.৬২
১০.	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক	২১৬.৪৭	১০৩.৪৫	২৪.০১	১১৩.০৩	১৮৯.৫৫	১৪৪.৭০	৩৯.৩৭	৪৪.৮৫
	ক) সাধারণ হিসাব	৪৪.৬৩	৩১.৬৬	৩.৫২	১২.৯৭	১৯.৬৪	২৩.৭৮	১.০৩	-৪.১৪
	খ) মেয়াদি হিসাব	১৭১.৮৪	৭১.৭৯	২০.৪৯	১০০.০৫	১৬৯.৮১	১২০.৮০	৩৮.৩১	৪৯.০১
	গ) বোনাস হিসাব	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১০	০.১২	০.০৪	-০.০২
১১.	ডাক জীবন বীমা	০.৯৯	০.৮৫	০.২৮	০.১৫	১.১৫	১.২৩	০.৩৭	-০.০৮
১২.	বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	০.৭৯	০.৩৭	০.২৭	০.৪২	০.৮৩	০.৪১	০.৪০	০.৪২
১৩.	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	১৩.৪১	১.৮৮	৯.৯৩	১১.৫৩	১৫.৬৬	৫.৫১	১২.৮২	১০.১৫
১৪.	৩-বছর মেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	০.০০	০.০২	০.২৫	-০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫.	ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	০.৩০	০.৪১	০.২২	-০.১১	০.২৩	০.২১	০.১৫	০.০২
১৬.	ইউএস ডলার বিনিয়োগ বন্ড	২.৪৯	১.৪৪	০.৯৫	১.০৫	১.৮০	২.৬৫	১.২৬	-০.৮৫
১৭.	**মোট ঃ (১+...+১৬)**	**৬৭১.২৮**	**৫২৬.৯৯**	**২৮১.০৫**	**১৪৪.২৮**	**১১২১.৮৮**	**৭০২.২৯**	**৩৩৭.৯৭**	**৪১৯.৬০**

		স্থিতি ৩০ জুন ২০২০	নিট পরিবর্তন	স্থিতি ৩০ জুন ২০২১	নিট পরিবর্তন
১৮.	**সরকারি ট্রেজারি বিল/বন্ড**	**৩৮৭.৬০**	**৮৪.৭৪**	**৪১১.৯১**	**২৪.৩১**
	১) সরকারি ট্রেজারি বিল	২০.৫৮	১১.২৬	৪.৫৮	-১৬.০০
	২) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)	৩৬৭.০২	৭৩.৪৮	৪০৫.৩৩	৩৮.৩১
	ক) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	১১.৭৫	১০.৪৮	১৮.১৮	৬.৪৩
	খ) ৩-বছর মেয়াদি (এফআরটিবি) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৭৯.৩২	১৭.৪৮	৭৯.৫৬	০.২৫
	ঘ) ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	১৫০.১৫	২৫.১৬	১৬৮.৭৯	১৮.৬৪
	ঙ) ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৬৩.১৮	১১.৮৫	৬৮.১৪	৪.৯৬
	চ) ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৬২.৬৩	৮.৫০	৭০.৬৬	৮.০৩
	৩) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)[#]	০.০০	০.০০	২.০০	২.০০
	ক) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (ইজারা সুকুক)[১/]	০.০০	০.০০	২.০০	২.০০
১৯.	**সরকারের ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নিট) ঃ (১৭+১৮)**		**২২৯.০২**		**৪৪৩.৯১**

[#] 'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ বিজিআইএস (১ম ধাপ) এবং ১০ জুন ২০২১ সালে বিজিআইএস (২য় ধাপ) ইস্যু করা হয়।

[১/] নন-ব্যাংক (ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য) থেকে ইজারা সুকুকের মাধ্যমে ০.০০০৩ বিলিয়ন টাকা (১ম ধাপ) এবং ২ বিলিয়ন টাকা (২য় ধাপ) যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০২০ এবং জুন ২০২১ সালে ইস্যু করা হয়।

উৎস : জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৬ : লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[স]	অর্থবছর ২১[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৯৪৭২**	**-১৮১৭৮**	**-১৫৮৩৫**	**-১৮৫৬৯**	**-২৩৭৭৮**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৪০১৯	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২১২১	৩৬৯০৩
তন্মধ্যে : তৈরি পোশাক (আরএমজি)	২৮১৫০	৩০৬১৫	৩৪১৩৩	২৭৯৪৯	৩১৪৫৭
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০	৬০৬৮১
সেবা	**-৩২৮৮**	**-৪২০১**	**-৩১৭৬**	**-২৫৭৮**	**-৩০০২**
গ্রহণ	৩৬২১	৪৫৪০	৭১৫৪	৬৭১৬	৭৪৩৯
তন্মধ্যে : সরকারি সেবাসমূহ	১৫১৯	১৯৯৬	২৮১৭	২৮৮৯	২৬৭৪
প্রদান	৬৯০৯	৮৭৪১	১০৩৩০	৯২৯৪	১০৪৪১
আয়	**-১৮৭০**	**-২৬৪১**	**-২৩৮২**	**-৩০৭০**	**-৩১৭২**
গ্রহণ	৮২	১৪৬	১৭৭	১৭৪	২১৭
প্রদান	১৯৫২	২৭৮৭	২৫৫৯	৩২৪৪	৩৩৮৯
তন্মধ্যে : অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	৩৮৪	৫৯৭	৭৫৮	৯৬০	৯০৯
চলতি হস্তান্তর	**১৩২৯৯**	**১৫৪৫৩**	**১৬৯০৩**	**১৮৭৮২**	**২৫৩৭৭**
সরকারি	৫৯	৫১	৪১	১৯	৩৩
বেসরকারি	১৩২৪০	১৫৪০২	১৬৮৬২	১৮৭৬৩	২৫৩৪৪
তন্মধ্যে : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১২৭৬৯	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫	২৪৭৭৮
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৩৩১**	**-৯৫৬৭**	**-৪৪৯০**	**-৫৪৩৫**	**-৪৫৭৫**
মূলধনী হিসাব	**৪০০**	**৩৩১**	**২৩৯**	**২৫৬**	**২২১**
মূলধন হস্তান্তর	৪০০	৩৩১	২৩৯	২৫৬	২২১
আর্থিক হিসাব	**৪২৪৭**	**৯০১১**	**৫১৩০**	**৮৬৫৪**	**১৩০৯৩**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (সামষ্টিক আন্তঃপ্রবাহ)	৩০৩৮	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৩৩	৩৩৮৭
তন্মধ্যে : এফডিআই (নিট)	১৬৫৩	১৭৭৮	২৬২৮	১২৭১	১৩৫৫
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৪৫৭	৩৪৯	১৭১	৪৪	-২৬৯
তন্মধ্যে : এনআরবিজ বিনিয়োগ	১৭৯	২৭৯	২২৪	১৯১	২০৯
অন্যান্য বিনিয়োগ	২১৩৭	৬৮৮৪	২৩৩১	৭৩৩৯	১২০০৭
নিট এইড প্রবাহসমূহ	২৩২৩	৪৮৭৪	৫০৬১	৫৭৩৯	৫৩০৯
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত)	৩২১৮	৫৯৮৭	৬২৬৩	৬৯৯৬	৬৭২৬
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	৮৯৫	১১১৩	১২০২	১২৫৭	১৪১৭
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	-১৫৩	১৪১	৩০২	৪৯৯	১৬৮৪
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	১০৩০	১৫০৮	২৭২	১১৪২	২০৬৪
বাণিজ্য ঋণ (নিট)	-১১৮৫	-১২৭০	-৩৪৯৩	২৩৬	৩৪৯৮
বাণিজ্যিক ব্যাংক	১২২	১৬৩১	১৮৯	-২৭৭	-৫৪৮
সম্পদ	১৭৮	-৫০	৩৬৭	-২৩৪	৩৯১
দায়	৩০০	১৫৮১	৫৫৬	-৫১১	-১৫৭
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	**-১৪৭**	**-৬৩২**	**-৭০০**	**-৩০৬**	**-৫৩৫**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৩১৬৯**	**-৮৫৭**	**১৭৯**	**৩১৬৯**	**৯২৭৪**
রিজার্ভ	**-৩১৬৯**	**৮৫৭**	**-১৭৯**	**-৩১৬৯**	**-৯২৭৪**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৩১৬৯	৮৫৭	-১৭৯	-৩১৬৯	-৯২৭৪
সম্পদ	৩২০৮	-৬৩৩	-১৫৫	৩২৫০	৯৯২৪
দায়	৩৯	২২৪	-৩৩৪	৮১	৬৫০

নোট : (১) আমদানি (এফওবি) পরিমাপের জন্য কাস্টমস্-এর রেকর্ড ব্যবহার করা হয়েছে।
(২) পুনঃবিনিয়োগ, ঋণ পুনঃনির্মাণ এবং ক্ষতি বিপিএম৬ অনুসারে কর্তন করা হয়েছে এবং এতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবর্তে আর্থিক হিসাব গণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

* ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ম্যানুয়াল ৬ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

[স] সংশোধিত।

[সা] সাময়িক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৭ : প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬
ক. হিমায়িত খাদ্য	**৫২৬.৪৫**	**৫০৮.৪২**	**৫০০.৪০**	**৪৫৬.১৫**	**৪৭৭.৩৭**
১. মাছ	৫২.০৯	৬৭.০৩	৮১.৩৪	৮৬.৭২	১২১.৮৯
২. চিংড়ি	৪৪৬.০৪	৪০৮.৭১	৩৬১.১৪	৩৩২.৬৫	৩২৮.৮৪
৩. অন্যান্য	২৮.৩২	৩২.৬৮	৫৭.৯২	৩৬.৭৮	২৬.৬৪
খ. কৃষিজাত পণ্যসমূহ	**৫৫৩.১৭**	**৬৭৩.৬৯**	**৯০৮.৯৬**	**৮৬২.০৬**	**১০২৮.১০**
১. শাকসবজি	৮১.০৩	৭৭.৯৮	৯৯.৬৮	১৬৪.০০	১১৮.৭৩
২. তামাক	৪৬.৬২	৫৬.৩৯	৬৩.৩৩	৮০.৩৬	৮৬.২০
৩. ফলমূল ও ফুল	২.৭৭	২.৩৩	৫.৭১	০.৫২	০.৬৭
৪. মসলা	৩৪.৯৫	৪২.৯২	৪১.৩১	৩৩.২৮	৪৩.২৯
৫. শুকনা খাবার	১০৯.৬১	২০১.৩৭	২২৭.০৯	১৯৩.৭১	২৮৩.৩৮
৬. অন্যান্য	২৭৮.১৯	২৯২.৭০	৪৭১.৮৪	৩৯০.১৯	৪৯৫.৮৩
গ. ম্যানুফ্যাকচারাড পণ্যসমূহ	**৩৩৫৭৬.২৮**	**৩৫৪৮৬.০৬**	**৩৯১২৫.৬৮**	**৩২৩৫৫.৮৮**	**৩৭২৫২.৮৪**
১. পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	২৪৩.৭৭	৩৩.৭০	২০৩.৭৪	২৩.৪৮	২৩.৩৩
২. রাসায়নিক দ্রব্য	১৩৯.৯৯	১৫০.৭২	২০৫.১৮	১৯৮.৮৬	২৮০.৫৮
৩. প্লাস্টিক সামগ্রী	১১৬.৯৫	৯৮.৪৮	১১৯.৮০	১০০.৫২	১১৫.২৮
৪. চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী (চামড়ার জুতা ব্যতীত)	৬৯৭.০৪	৫১৯.৯১	৪১১.৯০	৩১৮.৮৬	৩৭১.৭৯
৫. তুলা ও তুলাজাত সামগ্রী	১০৯.৪৯	১২৪.৮৫	১৫২.১৬	১৩৩.৫৬	১৫৪.২৯
৬. কাঁচা পাট	১৬৭.৮৪	১৫৫.৬৮	১১২.৪৮	১২৯.৮৯	১৩৮.১৫
৭. পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী	৭৯৪.৫৮	৮৬৯.৮৭	৭০৩.৭৯	৭৫২.৪৬	১০২৩.৩৩
৮. বিশেষায়িত টেক্সটাইল	১০৬.১৪	১১০.০৪	১৪৩.৯৩	১১৬.০৪	১৩০.৯০
৯. নীটওয়্যার পণ্য	১৩৭৫৭.২৫	১৫১৮৮.৫১	১৬৮৮৮.৫৪	১৩৯০৮.০০	১৬৯৬০.০৩
১০. ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ	১৪৩৯২.৫৯	১৫৪২৬.২৫	১৭২৪৪.৭৩	১৪০৪১.১৯	১৪৪৯৬.৭০
১১. হোম টেক্সটাইল	৭৯৯.১৪	৮৭৮.৬৯	৮৫১.৭২	৭৫৮.৯১	১১৩২.০৩
১২. পাদুকা (চামড়ার পাদুকাসহ)	৭৭৭.৮৪	৮০৯.৬৯	৮৭৯.৪১	৭৫৫.৮৮	৯১৪.৩৪
১৩. ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৬৮৮.৮৪	৩৫৫.৯৭	৩৪১.৩০	২৯২.৯২	৫২৯.০০
১৪. জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান কাঠামো	৬৫.৬১	৩০.০৫	৪.৭৩	১১.৩২	০.২০
১৫. অন্যান্য	৭১৯.২১	৭৩৩.৬৫	৮৬২.২৭	৮১৪.০০	৯৮২.৮৯
মোট রপ্তানি (ক+খ+গ)	**৩৪৬৫৫.৯০**	**৩৬৬৬৮.১৭**	**৪০৫৩৫.০৪**	**৩৩৬৭৪.০৯**	**৩৮৭৫৮.৩১**
তন্মধ্যে, ইপিজেড থেকে রপ্তানি	৫২১৩.৫৯	৫৭৮৫.২৬	৬০৩০.২৪	৪৯৪৩.৭৪	৫৩০৫.৯৮
প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়)	১.১৬	৫.৮১	১০.৫৫	-১৬.৯৩	১৫.১০

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

সারণি-১৮ : প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯[স]	অর্থবছর ২০[সা]	অর্থবছর ২১[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬
ক. খাদ্যশস্যসমূহ	**১২৮৬.৪০**	**৩০৯৮.৮৩**	**১৫৫১.৫৭**	**১৬৭২.০৫**	**২৬৮০.৪৩**
১. চাল	৮৯.৩৫	১৬০৪.৫০	১১৫.০৮	২১.৫১	৮৫০.৮৭
২. গম	১১৯৭.০৫	১৪৯৪.৩৩	১৪৩৬.৪৯	১৬৫০.৫৪	১৮২৯.৫৬
খ. ভোগ্যপণ্যসমূহ	**৩৮০৮.০০**	**৩৮১৪.২৩**	**৩৫১৬.১৪**	**৩৭০৫.১১**	**৪১৫৫.৫৯**
১. দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	২৫৩.৬৫	৩২১.৬৬	৩৬০.৮৪	৩৪১.১৯	৩৪৪.০৯
২. মসলা	২৬৮.৯০	২৮২.৩৭	৩২৭.১০	৩৫১.০৫	৪০৪.৩৮
৩. ভোজ্য তেল	১৬২৫.৫৮	১৮৬৩.২৪	১৬৫৬.২৭	১৬১৭.২৮	১৯২৬.৩৮
৪. ডাল (সব ধরনের)	৬৭১.৩৬	৪৩৩.৯৪	৪৬৯.৪৫	৬৬২.২১	৬৮১.০৩
৫. চিনি	৯৮৮.৫১	৯১৩.০২	৭০২.৪৮	৭৩৩.৩৮	৭৯৯.৭১
গ. মাধ্যমিক পণ্যসমূহ	**২৫৫৬৩.০৬**	**৩০৬০৫.২০**	**৩৩৬০৮.৫৩**	**৩১৯১২.৪৭**	**৩৮৩০৬.৮৪**
১. পেট্রোলিয়াম দ্রব্যসমূহ	৩৩৭৫.১২	৪০১৭.৫২	৪৯৭৬.৯৭	৫৩৫৭.৪৮	৮৯৮৫.১০
ক. অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৪৭৭.৫৭	৩৬৫.১৯	৪১৫.৪৬	৭৩০.৮৬	২৬১৬.৩৭
খ. পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	২৮৯৭.৫৫	৩৬৫২.৩৩	৪৫৬১.৫১	৪৬২৬.৬২	৬৩৬৮.৭৩
২. তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহ	১২১৬২.০০	১৪৩২০.৬৩	১৪৮১৮.৯৫	১৩০২৪.৫৪	১৪০৬৯.২৭
ক. কাঁচা তুলা	২৫২৮.৯২	৩২৩৫.৪৪	৩০৮২.১৭	২৯৬০.৫৯	৩১৮৬.০২
খ. সুতা	১৯৭১.৮১	২৩৫১.০২	২৪৪৪.৯০	১৯০০.৯৫	২৪৩৫.৯০
গ. টেক্সটাইল এবং তন্তুজাত সামগ্রী	৬০৩৭.৯৮	৬৮৫৯.৪৯	৭২৮৪.৪১	৬৩৮০.১৯	৬৫৫২.৯৯
ঘ. স্ট্যাপল ফাইবার	১০১৬.৬২	১১৭৯.৬৫	১২২৮.২৪	১০৮৫.৫০	১০৩৯.৪৮
ঙ. ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	৬০৬.৬৭	৬৯৫.০৩	৭৭৯.২৩	৬৯৭.৩১	৮৫৪.৮৮
৩. অন্যান্য মাধ্যমিক পণ্য	১০০২৫.৯৪	১২২৬৭.০৫	১৩৮১২.৬১	১৩৫৩০.৪৫	১৫২৫২.৪৭
ক. ক্লিংকার	৬৪৩.৭৭	৭৬৫.৬৭	৯৯৩.৩২	৮৭৮.৫৭	১০৪৮.১৬
খ. তেলবীজ	৪৩২.৩৯	৫৭১.১২	৭৯৬.৪৩	১১৮২.৬৮	১৪০৬.০৭
গ. রাসায়নিক দ্রব্য	১৯৭৫.৪৯	২৩১৫.০১	২৪৭২.০৪	২৫৩৩.৩৫	২৯৭৩.৭৪
ঘ. ঔষধ সামগ্রী	২৪৫.৬২	২৫২.৭১	২৪৫.৯৪	২৯৩.৮৩	৩৬৩.০৫
ঙ. সার	৭৩৭.৩৯	১০০৫.৫৫	১৩০১.৪২	১০৩৫.২৪	১৩৬০.৪২
চ. প্লাস্টিক ও রাবার এবং তন্তুজাত সামগ্রী	২২২০.৩৩	২৫২৫.১৪	২৭৫৭.১৯	২৬০৯.৮০	৩১৬৮.১১
ছ. লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু	৩৭৭০.৯৫	৪৮৩১.৮৫	৫২৪৬.২৭	৪৯৯৬.৯৮	৪৯৩২.৯২
ঘ. মূলধনী দ্রব্যসমূহ	**১০৯৪৫.৩৯**	**১৪৫৫৬.১৮**	**১৪৬০১.৯৫**	**১১১০৮.৮৬**	**১৩০১১.৯৪**
১. মূলধনী যন্ত্রপাতি	৩৮১৬.৭৬	৫৪৬২.৩৮	৫৪১২.৬২	৩৫৮১.৩১	৩৮২৪.৪৭
২. অন্যান্য মূলধনী দ্রব্যসমূহ	৭১২৮.৬৩	৯০৯৩.৮০	৯১৮৯.৩৩	৭৫২৭.৫৫	৯১৮৭.৪৭
ঙ. অন্যান্য (এনআইই)	**৫৪০২.৩৯**	**৬৭৯০.৮৯**	**৬৬৩৬.৫৩**	**৬৩৮৬.২০**	**৭৪৩৯.৯১**
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৪৭০০৫.২৪**	**৫৮৮৬৫.৩৩**	**৫৯৯১৪.৭২**	**৫৪৭৮৪.৬৯**	**৬৫৫৯৪.৭১**
মোট আমদানি (এফওবি)	**৪৩৪৯১.০০**	**৫৪৪৬৩.২০**	**৫৫৪৩৮.৫০**	**৫০৬৯০.৪০**	**৬০৬৮১.১০**
তন্মধ্যে : ইপিজেড-এর আমদানি	৩১৯০.৭০	৩৭৫৬.০৪	৪০৩১.৫৩	৩৪৮৭.৭০	৩৪৮৮.৫৮

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক।
উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর উপাত্ত ব্যবহার করে পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত।

সারণি-১৯ : আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও আমদানি ঋণপত্র বাতিলকরণের খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী

(মিলিয়ন ডলার)

খাত/পণ্য	অর্থবছর ২০				অর্থবছর ২১				অর্থবছর ২০-এর তুলনায় অর্থবছর ২১-এ পরিবর্তনের শতকরা হার	
	নতুন এলসি খোলা	বাতিলকৃত	স্থিতি	এলসি নিষ্পত্তি	নতুন এলসি খোলা	বাতিলকৃত	স্থিতি	এলসি নিষ্পত্তি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১) ভোগ্যপণ্য	৬২৪০.৮৬	৭১.৩৯	৭৮৫.১৩	৫৭৩৩.৩৭	৭৮১২.৬৮	২২৫.৮৬	১৭৫০.৫০	৬৮০৬.৯৯	২৫.১৯	১৮.৭৩
মোট এর শতকরা হার	১১.১২	১১.৩০	৪.০৩	১০.৭৭	১১.৬৫	২৮.২৩	৬.৫৬	১১.৮৯		
ক) খাদ্যশস্য (চাল এবং গম)	১৪৮৫.৮৪	০.৭৩	১১৬.৯৮	১৪৯২.১৪	২৪৪১.১৪	১৪৩.০৩	৭৯১.৯৫	১৮০৮.৩৪	৬৪.২৯	২১.১৯
খ) অন্যান্য খাদ্যশস্য	৪৭৫৫.০২	৭০.৬৬	৬৬৮.১৫	৪২৪১.২৩	৫৩৭১.৫৫	৮২.৮৩	৯৫৮.৫৫	৪৯৯৮.৬৫	১২.৯৭	১৭.৮৬
২) মাধ্যমিক পণ্য	৫০৯৪.৬৩	৯৯.৮২	৬৫৬.৩৩	৫১১৪.৭৪	৬১৪৩.৮১	৪৭.৯২	১২৫০.৪৯	৫৩১৪.৯৬	২০.৫৯	৩.৯১
মোট এর শতকরা হার	৯.০৮	১৫.৮০	৩.৩৭	৯.৬০	৯.১৬	৫.৯৯	৪.৬৯	৯.২৮		
৩) শিল্প কাঁচামাল	২০১৫৯.৬৬	১৬৮.২৪	৩৭৯২.৬৩	১৮২১৯.৪৯	২৪৪১৯.৩৮	১৫৬.৮১	৭১৭১.১০	২০২২৫.৯৯	২১.১৩	১১.০১
মোট এর শতকরা হার	৩৫.৯৪	২৬.৬৪	১৯.৪৫	৩৪.২১	৩৬.৪৩	১৯.৬০	২৬.৮৯	৩৫.৩৩		
৪) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৪৭৯০.৬০	৩.১০	৫০০.৭৬	৪৫২২.২৮	৪৪০৭.৯২	৯.০৭	৩৩৭.৯৩	৪২৮৯.৬৪	-৭.৯৯	-৫.১৪
মোট এর শতকরা হার	৮.৫৪	০.৪৯	২.৫৭	৮.৪৯	৬.৫৮	১.১৩	১.২৭	৭.৪৯		
৫) মূলধনী যন্ত্রপাতি	৪৯৩৭.১৭	৫৯.২৬	১৯১৬.১০	৪২৭০.৯৬	৫৭০২.৫৯	২০৭.০৬	৩২৪৭.৭৫	৩৭৪১.৭৬	১৫.৫০	-১২.৩৯
মোট এর শতকরা হার	৮.৮০	৯.৩৮	৯.৮৩	৮.০২	৮.৫১	২৫.৮৮	১২.১৮	৬.৫৪		
৬) বিবিধ শিল্প যন্ত্রপাতি	৩০৩৮.১৪	২৪.৯২	৬২৯.০৪	২৯৬৮.৩০	৩৭১৯.৫২	১৮.৫৯	৯০২.৪২	৩৩০২.২৬	২২.৪৩	১১.২৫
মোট এর শতকরা হার	৫.৪২	৩.৯৫	৩.২৩	৫.৫৭	৫.৫৫	২.৩২	৩.৩৮	৫.৭৭		
৭) অন্যান্য	১১৮৩৮.৮৩	২০৪.৮৫	১১২২২.৩০	১২৪২৪.৫৭	১৪৮৩১.৫৩	১৩৪.৮৩	১২০০৭.২১	১৩৫৭৪.৮০	২৫.২৮	৯.২৬
মোট এর শতকরা হার	২১.১০	৩২.৪৩	৫৭.৫৪	২৩.৩৩	২২.১২	১৬.৮৫	৪৫.০৩	২৩.৭১		
ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্র	৩২০৫.০৩	৫৩.০৭	৬৯৪.৫৬	৩২৭৩.৪০	৪২২৩.৭৫	৪৪.৯০	১২৫৪.২০	৩৪৩৮.৭৪	৩১.৭৯	৫.০৫
খ. শিল্প ক্ষেত্র	৮৬৩৩.৮০	১৫১.৭৮	১৩৮৮.৩৮	৮৪৯১.১২	১০৬০৭.৭৮	৮৯.৯৩	২৭৭১.৯০	৮৯৭৭.৮০	২২.৮৬	৫.৭৩
গ. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র*			৯১৩৯.৩৬	৬৬০.০৪			৭৯৮১.১০	১১৫৮.২৬		৭৫.৪৮
মোট	**৫৬০৯৯.৮৯**	**৬৩১.৫৮**	**১৯৫০২.২৮**	**৫৩২৫৩.৭১**	**৬৭০৩৭.৪২**	**৮০০.১৪**	**২৬৬৬৭.৪০**	**৫৭২৫৬.৪০**	**১৯.৫০**	**৭.৫২**
তন্মধ্যে, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি	৭৮৯৪.৯৮	৬০.৩৮	১৩৩৫.৩৯	৭৪৭৩.৮৩	৮৯৯৯.২৭	৪২.৩১	৩১২১.৭৩	৭৫০৫.৭৭	-০.৯০	-১.১৬

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের মোট নিষ্পত্তি ২২৪০.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উৎস : ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২০ : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা

বছর (জুন শেষে)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
২০০৩	১৪১,৭৫৩	২,৪৭০
২০০৪	১৬৩,২৪১	২,৭০৫
২০০৫	১৮৬,৭৬৯	৩,০২৪
২০০৬	২৪২,৯১৪	৩,৪৮৪
২০০৭	৩৪৯,৩১৪	৫,০৭৭
২০০৮	৪২১,৩৭৭	৬,১৪৯
২০০৯	৫১৫,৯৪৫	৭,৪৭১
২০১০	৭৪৭,১২১	১০,৭৫০
২০১১	৮০৯,৯৯৬	১০,৯১২
২০১২	৮৪৪,০৭১	১০,৩৬৪
২০১৩	১,১৯০,৮৯৬	১৫,৩১৫
২০১৪	১,৬৬৯,৬৬৫	২১,৫০৮
২০১৫	১,৯৪৬,৬০১	২৫,০২৫
২০১৬	২,৩৬৫,১৮৯	৩০,১৬৮
২০১৭	২,৬৯৯,৪৯২	৩৩,৪৯৩
২০১৮	২,৭৫৮,০৮২	৩২,৯৪৩
২০১৯	২,৭৬৭,৪৬০	৩২,৭৫১
২০২০	৩,০৫৯,৫৪৪	৩৬,০৩৭
২০২১	৩,৯৩৪,৬৭১	৪৬,৩৯১

উৎস : একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২১ : টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা

অর্থবছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা	
	অর্থবছরের বার্ষিক গড়	অর্থবছর শেষে
১	২	৩
অর্থবছর ১২	৭৯.০৯৬৩	৮১.৮২০০
অর্থবছর ১৩	৭৯.৯৩২৬	৭৭.৭৬৫০
অর্থবছর ১৪	৭৭.৭২১৮	৭৭.৬৩০০
অর্থবছর ১৫	৭৭.৬৭৪৬	৭৭.৮০৫০
অর্থবছর ১৬	৭৮.২৬৩৭	৭৮.৪০০০
অর্থবছর ১৭	৭৯.১১৯২	৮০.৫৯৫০
অর্থবছর ১৮	৮২.১০০৯	৮৩.৭২৫০
অর্থবছর ১৯	৮৪.০২৬৩	৮৪.৫০০০
অর্থবছর ২০	৮৪.৭৮১১	৮৪.৯০০০
অর্থবছর ২১	৮৪.৮০৬৩	৮৪.৮১২৫

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২২ : দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	মোট পরিমাণের শতকরা হিসেবে অর্থবছর ২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সৌদি আরব	২২৬৭.২২	২৫৯১.৫৮	৩১১০.৪০	৪০১৫.১৬	৫৭২১.৪১	২৩.০৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৬৮৮.৮৬	১৯৯৭.৪৯	১৮৪২.৮৬	২৪০৩.৪০	৩৪৬১.৬৮	১৩.৯৭
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২০৯৩.৫৪	২৪২৯.৯৬	২৫৪০.৪১	২৪৭২.৫৬	২৪৩৯.৯৯	৯.৮৫
যুক্তরাজ্য	৮০৮.১৬	১১০৬.০১	১১৭৫.৬৩	১৩৬৪.৮৯	২০২৩.৬২	৮.১৭
মালয়েশিয়া	১১০৩.৬২	১১০৭.২১	১১৯৭.৬৩	১২৩১.৩০	২০০২.৩৬	৮.০৮
কুয়েত	১০৩৩.৩১	১১৯৯.৭০	১৪৬৩.৩৫	১৩৭২.২৪	১৮৮৬.৫০	৭.৬১
ওমান	৮৯৭.৭১	৯৫৮.১৯	১০৬৬.০৬	১২৪০.৫৪	১৫৩৫.৬৪	৬.২০
কাতার	৫৭৬.০২	৮৪৪.০৬	১০২৩.৯১	১০১৯.৬০	১৪৫০.১৮	৫.৮৫
ইতালি	৫১০.৭৮	৬৬২.২২	৭৫৭.৮৮	৬৯৯.১৫	৮১০.৯০	৩.২৭
সিংগাপুর	৩০০.৯৯	৩৩০.১৬	৩৬৮.৩৩	৪৫৭.৪০	৬২৪.৮৬	২.৫২
বাহরাইন	৪৩৭.১৪	৫৪১.৬২	৪৭০.০৮	৪৩৭.১৮	৫৭৭.৭৪	২.৩৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	৮৫.১২	১৫৩.১৫	১৬৮.১৪	১৬৮.০৬	৪২০.৩৮	১.৭০
দক্ষিণ কোরিয়া	৮০.৬৫	৯৬.২৯	১১২.৫১	১৭৭.৮৪	২০৯.১৬	০.৮৪
ফ্রান্স	১০৪.৮০	১৩৪.৪০	১৫৯.৪২	১৬০.৫৩	২০১.১৫	০.৮১
জর্ডান	৯১.০২	১১১.১৬	১২৬.২৮	১২৬.৭৮	১৭০.৯১	০.৬৯
অস্ট্রেলিয়া	৫২.০৩	৫৬.৫৬	৫৭.১৫	৬১.৩২	১৪১.৭৭	০.৫৭
কানাডা	৪৯.৫৪	৫৭.৫৬	৬২.৯০	৭৭.১৫	১৩৩.৫২	০.৫৪
গ্রীস	২২.৫৩	৩৯.৪৩	৪২.৯৪	৫২.৩০	৮৯.৯৪	০.৩৬
জার্মানি	৩১.৭৫	৪০.২০	৬০.৬২	৫২.৭৫	৬৬.৮৯	০.২৭
লেবানন	১০৩.৮৬	১১৫.৭২	১২৬.৮৫	৮৬.৯৯	৬৬.৭৯	০.২৭
অন্যান্য দেশ	৪৩০.৮০	৪০৯.০২	৪৮৬.২৮	৫২৭.৮৭	৭৪২.৩২	৩.০০
সর্বমোট	**১২৭৬৯.৪৫**	**১৪৯৮১.৬৯**	**১৬৪১৯.৬৩**	**১৮২০৫.০১**	**২৪৭৭৭.৭১**	**১০০.০০**

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২৩ : বাংলাদেশে ডিজিটাল লেনদেন

(বাংলাদেশি টাকায় ভলিউম হাজারে, এবং ভ্যালু বিলিয়নে)

বিবরণ	অর্থবছর ২০		অর্থবছর ২১		শতকরা পরিবর্তন	
	লেনদেনের সংখ্যা	মূল্যমান	লেনদেনের সংখ্যা	মূল্যমান	লেনদেনের সংখ্যা	মূল্যমান
বিসিপিএস (রেগুলার ভ্যালু)*	১৭৬১১	৭৯৫১.৪	১৮৩৭৩	৮৮৮৬.৮	৪.৩	১১.৮
বিসিপিএস (হাই ভ্যালু)*	২০৮৩	১৩৩৯১.৫	২২৮৭	১৫৩৪৮.০	৯.৮	১৪.৬
বিইএফটিএন ক্রেডিট*	৫০৪৪৫	২৪৫৮.৫	১৩৭৬৫২	৩৭৭৪.৪	১৭২.৯	৫৩.৫
বিইএফটিএন ডেবিট*	৩৭৩৩	২২৯.৬	৪০৬৬	৬৩১.৫	৮.৯	১৭৫.০
এমএফএস লেনদেন	২৭৭৬৫৯০	৪২৪৬.১	৩৫৮১৮১০	৬২৩৬.২	২৯.০	৪৬.৯
এটিএম লেনদেনসমূহ	**১৯৬২০০**	**১৫৮৫.৭**	**২৪৪৭৬৯**	**২১৫৪.১**	**২৪.৮**	**৩৫.৮**
ক্রেডিট কার্ড (অভ্যন্তরীণ লেনদেন)	২৩৭৬	১৫.৭	৩১০৮	৩১.৩	৩০.৮	৯৯.৪
ক্রেডিট কার্ড (বৈদেশিক লেনদেন)	৩৯	০.৬	১৪	০.৩	-৬৪.১	-৫০.০
ডেবিট কার্ড (অভ্যন্তরীণ লেনদেন)	১৯৩৭৬৩	১৫৬৮.৮	২৪১৬৩৩	২১২২.০	২৪.৭	৩৫.৩
ডেবিট কার্ড (বৈদেশিক লেনদেন)	২২	০.৬	১৩	০.৫	-৪০.৯	-১৬.৭
পিওএস লেনদেনসমূহ	**২৭২৯৮**	**১৪৪.৩**	**৩৩৪৪৫**	**১৭১.৯**	**২২.৫**	**১৯.১**
ক্রেডিট কার্ড (অভ্যন্তরীণ লেনদেন)	১৫৩০৬	৭৯.৭	১৬৯৫৫	১০৫.৮	১০.৮	৩২.৭
ক্রেডিট কার্ড (বৈদেশিক লেনদেন)	১৫৩৫	১২.৭	৭১৪	৪.৮	-৫৩.৫	-৬২.২
ডেবিট কার্ড (অভ্যন্তরীণ লেনদেন)	১০৩৬৭	৫১.১	১৫৬৯২	৬০.৯	৫১.৪	১৯.২
ডেবিট কার্ড (বৈদেশিক লেনদেন)	৮৯	০.৯	৮৪	০.৪	-৫.৬	-৫৫.৬
ই-কমার্স লেনদেনসমূহ	**১৫১৮২**	**২৯.৫**	**১৫২২৬**	**৭৭.৫**	**০.৩**	**১৬২.৭**
ক্রেডিট কার্ড (অভ্যন্তরীণ লেনদেন)	৪০৪৬	১৩.৫	৭৪১২	৩৮.২	৮৩.২	১৮৩.০
ক্রেডিট কার্ড (বৈদেশিক লেনদেন)	১২০২	৪.৪	২৩৫	০.৭	-৮০.৪	-৮৪.১
ডেবিট কার্ড (অভ্যন্তরীণ লেনদেন)	৯৮২১	১১.১	৭৪১২	৩৮.২	-২৪.৫	২৪৪.১
ডেবিট কার্ড (বৈদেশিক লেনদেন)	১১৩	০.৫	১৬৭	০.৫	৪৭.৮	০.০
ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি)*	**১০৪৪**	**২২.৮**	**৩৩৩৭**	**৯৮.৬**	**২১৯.৬**	**৩৩২.৫**
আরটিজিএস লেনদেনসমূহ*	**১৯১৯**	**১২২৬৫.৬**	**৩৬২১**	**১৯৬৪৪.৩**	**৮৮.৭**	**৬০.২**
সর্বমোট ডিজিটাল লেনদেন	**৩০৯২১০৩**	**৪২৩২৫**	**৪০৪৪৫৮৫**	**৫৭০২৩**	**৩০.৮**	**৩৪.৭**

* আন্তঃব্যাংক অনলাইন লেনদেনসমূহ ব্যতীত।

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট ও পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২৪ : তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০ জুন ২০২১)

ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংকসমূহ (৬+৩=৯)		
ক.১ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৬)		
১) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১৫/১১/২০০৭	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে সোনালী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
২) জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১৫/১১/২০০৭	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে জনতা ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
৩) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৫/১১/২০০৭	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে অগ্রণী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
৪) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	১৪/১২/১৯৮৬	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে রূপালী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
৫) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	৩১/১২/২০০৯	৩১/১০/১৯৭২ তারিখ হতে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
৬) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২১/০১/১৯৮৯	-
ক.২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (৩)		
১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩১/০৩/১৯৭৩	১৯৭২ সাল হতে এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
২) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৫/০৩/১৯৮৭	-
৩) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৩০/০৭/২০১৮	
খ. ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৪৩)		
১) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	১৫/০৯/১৯৮৩	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে উত্তরা ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
২) পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২৪/০১/১৯৮৫	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে পূবালী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
৩) এবি ব্যাংক লিমিটেড	১২/০৪/১৯৮২	-
৪) ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২৩/০৩/১৯৮৩	-
৫) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৩/১৯৮৩	-

সারণি-২৪ : তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা (চলমান)

(৩০ জুন ২০২১)

	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
৬)	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩০/০৩/১৯৮৩	-
৭)	ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড	২৪/০৬/১৯৮৩	-
৮)	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৯/০৬/১৯৮৩	-
৯)	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	২৮/০২/২০০৮	১৯৮৭ সাল হতে আল-বারাকা ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এবং ২০০৪ সাল হতে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
১০)	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৮/১৯৯২	-
১১)	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৫/১৯৯৩	-
১২)	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৪/১৯৯৫	-
১৩)	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৫/১৯৯৫	-
১৪)	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	০৫/০৭/১৯৯৫	-
১৫)	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৯/১৯৯৫	-
১৬)	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২/১১/১৯৯৫	-
১৭)	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৩/১৯৯৬	-
১৮)	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৯/১৯৯৮	-
১৯)	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	০২/০৬/১৯৯৯	-
২০)	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৯৯	-
২১)	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১৪/০৭/১৯৯৯	-
২২)	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	০৩/০৮/১৯৯৯	-
২৩)	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৪/১০/১৯৯৯	-
২৪)	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২/০৯/১৯৯৯	-
২৫)	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২৬/১০/১৯৯৯	-
২৬)	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২৭/১১/১৯৯৯	-
২৭)	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৯/১১/১৯৯৯	-
২৮)	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/২০০১	-
২৯)	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০/০৫/২০০১	-
৩০)	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	০১/০৭/২০০১	-
৩১)	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৩/২০১৩	-
৩২)	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৪/২০১৩	-
৩৩)	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৯/০৪/২০১৩	-
৩৪)	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৩/২০১৩	-
৩৫)	পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৪/২০১৩	২৯/০১/২০১৯ তারিখের পূর্বে দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড হিসাবে পরিচালিত হয়।
৩৬)	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৩/২০১৩	-
৩৭)	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	২৮/০৪/২০১৩	-
৩৮)	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৬/২০১৩	-
৩৯)	সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	২১/০৭/২০১৬	-
৪০)	গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড	২৯/০৭/২০১৩	০১/০১/২০২১ তারিখের পূর্বে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড হিসাবে পরিচালিত হয়।
৪১)	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	০১/১১/২০১৮	-
৪২)	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৩/০২/২০২০	-
৪৩)	সিটিজেনস্ ব্যাংক পিএলসি	১৫/১২/২০২০	-
গ. বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৯)			
১)	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৩/০৫/১৯৭২	১২/০৬/১৯৬৫ তারিখ হতে চার্টার্ড ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত হয়।
২)	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	০৫/০৫/১৯৭৫	-
৩)	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৭৬	-
৪)	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৮/০৪/১৯৯৪	-
৫)	সিটি ব্যাংক এন.এ.	২৪/০৬/১৯৯৫	-
৬)	উরি ব্যাংক	২১/০৯/১৯৯৬	১৯৯৬ সালের পূর্বে হানিল ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত হয়।
৭)	দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড	১৭/১২/১৯৯৬	-
৮)	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন পিএলসি	০৬/১১/২০০৩	-
৯)	ব্যাংক আল্‌ফালাহ্ লিমিটেড	২৪/০৪/২০০৫	-

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২৫ : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা *

(৩০ জুন ২০২১)

ক. রাষ্ট্র-মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৩+২)

ক.১. একক মালিকানাধীন (৩)

১. অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেড

২. বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড

৩. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

ক.২. যৌথ মালিকানাধীন (২)

১. সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (এসএবিআইএনসিও)

২. দি ইউএই- বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

খ. ব্যক্তি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (২৯)

১. আভিভা ফাইন্যান্স লিমিটেড

২. বাংলাদেশ ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

৩. বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

৪. বে লীজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

৫. ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ)

৬. জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড

৭. হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

৮. আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

৯. লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড

১০. লংকান এলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড

১১. স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

১২. ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড

১৩. উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

১৪. ফারইস্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

১৫. এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

১৬. ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড

১৭. আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

১৮. ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

১৯. ইন্টারন্যাশনাল লীজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

২০. ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

২১. ম্যারিডিয়ান ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

২২. মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড

২৩. ন্যশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড

২৪. ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

২৫. পিপলস্ লীজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

২৬. ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

২৭. প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড

২৮. প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

২৯. সিভিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

* আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সকৃত।
উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট-৪
ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার সূচকসমূহ
(সারণি ১-১৩)

সারণি ১ : ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংকের ধরন	২০২১ (জুন) ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	মোট সম্পদ-এর শতকরা অংশ	মোট আমানত (বিলিয়ন টাকা)	মোট আমানত-এর শতকরা অংশ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৬	৩৮০১	৫০৮৩.৯	২৬.০	৩৯০৩.৯	২৭.১
বিশেষায়িত	৩	১৫০৪	৪২৮.০	২.২	৩৮২.৪	২.৭
বেসরকারি	৪৩	৫৪২১	১২৯৪৫.৪	৬৬.৩	৯৫৩৩.২	৬৬.১
বিদেশি	৯	৬৭	১০৬২.৪	৫.৪	৬০৫.০	৪.২
মোট	**৬১**	**১০৭৯৩**	**১৯৫১৯.৭**	**১০০.০**	**১৪৪২৪.৫**	**১০০.০**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন এবং ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৮.১	১০.৮	৮.৩	৬.৪	৫.৯	৫.০	১০.৩	৫.০	৯.৬	৬.৮
বিশেষায়িত	-৭.৮	-৯.৭	-১৭.৪	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩৫.৫	-৩১.৭	-৩২.০	-৩২.৯	-৩২.২
বেসরকারি	১১.৪	১২.৫	১২.৫	১২.৪	১২.৪	১২.৫	১২.৮	১৩.৬	১৩.৭	১৩.৩
বিদেশি	২০.৬	২০.৩	২২.৭	২৫.৬	২৫.৪	২৪.৯	২৫.৯	২৪.৫	২৮.৪	২৮.৫
মোট	**১০.৫**	**১১.৫**	**১১.৪**	**১০.৮**	**১০.৮**	**১০.৮**	**১২.১**	**১১.৬**	**১২.৫**	**১১.৬**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৩ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ এবং মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.০	২৬.৫	৩০.০	২৩.৯	২০.৯	২০.৬
বিশেষায়িত	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	১৯.৫	১৫.১	১৩.৩	১১.৪
বেসরকারি	৪.৬	৪.৫	৪.৯	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৫.৫	৫.৮	৪.৭	৫.৪
বিদেশি	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৫	৫.৭	৩.৫	৩.৯
মোট	**১০.০**	**৮.৯**	**৯.৭**	**৮.৮**	**৯.২**	**৯.৩**	**১০.৩**	**৯.৩**	**৭.৭**	**৮.২**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৩	৬.১	০.০	২.৫
বিশেষায়িত	২০.৪	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৫.৭	৩.০	১.৩	-০.৬
বেসরকারি	০.৯	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৪	-০.১	-১.৫	-১.২
বিদেশি	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৭	০.২	-০.৬	-০.৪
মোট	**৪.৪**	**২.০**	**২.৭**	**২.৩**	**২.৩**	**২.২**	**২.২**	**১.০**	**-১.২**	**-০.৫**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪৮৭.০	৪৩৯.৯	৪২২.৭	৪৩৮.৪
বিশেষায়িত	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৪৭.৯	৪০.৬	৪০.৬	৩৬.৯
বেসরকারি	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮১.৪	৪৪১.৭	৪০৩.৬	৪৯১.৯
বিদেশি	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৯	২১.০	২০.৪	২৪.৯
মোট	**৪২৭.৪**	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.০**	**৬২১.৮**	**৭৪৩.১**	**৯৩৯.২**	**৯৪৩.৩**	**৮৮৭.৩**	**৯৯২.১**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬ : প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন - সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৯৩৯.১	৯৪৩.৩	৮৮৭.৭	৯৯২.১
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫৭০.৪	৬১৩.২	৬৪৮.০	৭০৯.৫
সংরক্ষিত প্রভিশন	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৫০৪.৩	৬৪৬.৬	৬৪৬.৮	৬৫৩.৭
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৬৬.১	-৬৬.৬	-১.২	-৫৫.৮
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৮.৪	৮৯.২	৯৯.৮	৯২.১

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭ : প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	উপাদানসমূহ	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০১৯	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৭৫.৯	২১.১	৩০০.৬	১৬.০
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৯৭.৪	২২.৫	৩০৯.৩	১৭.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	**৭১.৭**	**১০৬.৭**	**১০২.৯**	**১০৯.২**
২০২০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৯০.৮	২৫.৩	৩১৫.২	১৬.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২৪১.৬	২৩.৭	৩৬১.২	২০.৩
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	**৮৩.১**	**৯৩.৫**	**১১৪.৬**	**১২২.২**
জুন, ২০২১	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৩০২.৯	২৩.৩	৩৬৪.৭	১৮.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৯৫.৬	২৩.১	৪১১.১	২৩.৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	**৬৪.৬**	**৯৯.১**	**১১২.৭**	**১২৮.২**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ২০১২	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪	২২৪.৪	২২৬.২	২৩২.২	১৭৯.৪	২৩২.৯
বিশেষায়িত	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৮	৩.৮	৬.১
বেসরকারি	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪	২১৬.৭	২৪৬.৫	২৯৪.৩	২৩৯.৪	৩১৬.৩
বিদেশি	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২	৮.৬	১০.৭	১২.৩	১০.১	১৩.৬
মোট	**১৬৪.৯**	**২৫৩.২**	**৩২১.১**	**৩৭৬.৫**	**৪২২.৬**	**৪৫৫.৩**	**৪৮৯.০**	**৫৪৪.৬**	**৪৩২.৭**	**৫৬৮.৯**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৯ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩	৮০.৫	৮৪.৯	৮৩.২	৮৫.৮
বিশেষায়িত	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০	১৪৪.৬	১৫৯.৮	১৫৮.১	১৮৯.০
বেসরকারি	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৬.৭	৭৭.৬	৭৯.৬	৮২.৬
বিদেশি	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৬	৪৭.৫	৪৮.৮	৪৬.২	৪৫.৫
মোট	**৭৪.০**	**৭৭.৮**	**৭৬.১**	**৭৬.৩**	**৭৬.৬**	**৭৪.৭**	**৭৬.৬**	**৭৮.০**	**৭৯.২**	**৮৪.১**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১০ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)										ইক্যুইটির আয় হার (ROE)									
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	-০.৬	০.৬	-০.৬	-০.০	-০.২	০.২	-১.৩	-০.৬	-১.১	০.১	-১১.৯	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৬.০	৩.৫	-২৯.৬	-১৩.৭	-২৯.৬	২.৯
বিশেষায়িত	০.১	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.৮	-০.৬	-২.৮	-৩.৩	-৩.০	-৩.২	-১.১	-৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-১৩.৯	-৩.১	-১৩.৫	-১৭.০	-১৩.৯	-১৪.৪
বেসরকারি	০.৯	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	০.৮	০.৮	০.৭	০.৭	১০.২	৯.৮	১০.৩	১০.৮	১১.১	১২.০	১১.০	১১.২	১০.২	১০.১
বিদেশি	৩.৩	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৬	২.২	২.২	২.৩	২.১	১.৫	১৭.৩	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.১	১১.৩	১২.৪	১৩.৪	১৩.১	৯.৩
মোট	**০.৬**	**০.৯**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৭**	**০.৭**	**০.৩**	**০.৪**	**০.৩**	**০.৫**	**৮.২**	**১১.১**	**৮.১**	**১০.৫**	**৯.৪**	**১০.৬**	**৩.৯**	**৬.৮**	**৪.৩**	**৮.৩**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১১ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১.১৮	-০.৩২	১.৯৬	১.৬২	১.৭৫	১.৯৮	২.৩৫	১.৯৪	১.৭৫	১.৩৮
বিশেষায়িত	২.৯২	১.৯৮	১.৫০	১.৪৩	০.৭৬	২.০৫	০.৬২	০.০১	-০.২১	-০.৭৩
বেসরকারি	৩.০৬	২.৭৭	৪.১১	৩.৮৫	৩.৮৯	৩.৫২	৩.৫৫	৩.৫২	২.৯৭	২.৯২
বিদেশি	৫.৫৬	৩.৭৩	৫.৯৮	৬.০৮	৪.৯৯	৪.৩৫	৪.৩০	৪.২১	৪.০৫	৩.৩৬
মোট	**২.৭৯**	**২.০২**	**৩.৫৬**	**৩.২৮**	**৩.২৭**	**৩.১৩**	**৩.২২**	**৩.১২**	**২.৬৭**	**২.৪৮**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২	২০১৩	২০১৪*	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	২৯.২	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	২৪.৮	২৭.৩	৩৭.৮	৪০.৮
বিশেষায়িত	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২৬.৩	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৮	১৪.৮	১৪.২	১৬.৪	২০.৯	২০.৯
বিদেশি	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৮.৪	২৯.৭	৪০.৭	৪০.৯
মোট	**২৭.১**	**৩২.৫**	**৩২.৭**	**২৬.৫**	**২৪.৯**	**১৯.৯**	**১৮.২**	**১৯.৯**	**২৬.২**	**২৭.৩**

* সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ হতে পরিবর্তিত হারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে (এমপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৩)

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৩ : ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা - গ্রাম ও শহর

বছর	শাখার সংখ্যা			আমানত (বিলিয়ন টাকা)			অগ্রিম (বিলিয়ন টাকা)		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
২০০০	৩৬৫৯	২৪৬০	৬১১৯	১৬০.৬	৫৪৯.২	৭০৯.৮	১০০.১	৪৯৩.৫	৫৯৩.৬
২০০১	৩৬৮০	২৫০২	৬১৮২	১৬০.২	৬৫৬.৩	৮১৬.৫	৯৭.২	৫৯০.৬	৬৮৭.৮
২০০২	৩৬৯৩	২৫৩৮	৬২৩১	১৭৭.৬	৭৫৩.২	৯৩০.৮	১০০.০	৬৬৭.৭	৭৬৭.৭
২০০৩	৩৬৯৪	২৫২৬	৬২২০	১৯০.৮	৮৮৩.৩	১০৭৪.১	১০২.৫	৭৪৪.৮	৮৪৭.৩
২০০৪	৩৭২৪	২৫৭৯	৬৩০৩	১৯২.০	১০২৩.৮	১২১৫.৮	১০৩.৪	৮৪৭.৯	৯৫১.৩
২০০৫	৩৭৬৪	২৬৩৮	৬৪০২	২১৮.৩	১১৯৭.৬	১৪১৫.৯	১১৭.৬	৯৯৯.৭	১১১৭.৩
২০০৬	৩৮৩৪	২৭২৮	৬৫৬২	২৪১.৫	১৪৪৫.৮	১৬৮৭.৩	১২৮.৪	১১৬৩.৩	১২৯১.৭
২০০৭	৩৮৯৪	২৮২৩	৬৭১৭	২৬৩.০	১৬৮৯.১	১৯৫২.১	১৩০.১	১৩৩৫.৬	১৪৬৫.৭
২০০৮	৩৯৮১	২৯০৫	৬৮৮৬	৩০৬.২	২০০৯.৮	২৩১৬.০	১৪৮.৫	১৬৬৭.০	১৮১৫.৫
২০০৯	৪১৩৬	৩০৫১	৭১৮৭	৩৬৯.৯	২৪২৪.০	২৭৯৩.৯	১৬৯.৬	১৯২০.৯	২০৯০.৫
২০১০	৪৩৯৩	৩২৬৫	৭৬৫৮	৪৩৬.৯	২৯৪২.৩	৩৩৭৯.২	২০৬.৯	২৩৬৭.৫	২৫৭৪.৪
২০১১	৪৫৫১	৩৪১০	৭৯৬১	৫৩৬.০	৩৫৭৯.৯	৪১১৫.৯	২৫৪.৫	২৯৫৮.৩	৩২১২.৮
২০১২	৪৭৬০	৩৫৬২	৮৩২২	৮৫৩.১	৪০১১.০	৪৮৬৪.১	৪০৫.৬	৩৪৫৩.৭	৩৮৫৯.৩
২০১৩	৪৯৬২	৩৭২৩	৮৬৮৫	১১১৭.১	৪৯৮৮.২	৬১০৫.৩	৪৫০.৬	৩৯৮৭.৮	৪৪৩৮.৪
২০১৪	৫১৫০	৩৮৯০	৯০৪০	১৩২৬.০	৫৬০৫.২	৬৯৩১.১	৫০৫.১	৪৫৭১.২	৫০৭৬.৩
২০১৫	৫৩৩৪	৪০৬৩	৯৩৯৭	১৫৭৫.১	৬৩৬৪.৭	৭৯৩৯.৮	৫৭১.৩	৫২২৭.৩	৫৭৯৮.৬
২০১৬	৫৪৬৬	৪১৮৮	৯৬৫৪	১৮৪৩.৯	৭১৫০.৩	৮৯৯৪.১	৬৮০.০	৬০০৬.৬	৬৬৮৬.৬
২০১৭	৫৬২৪	৪৩৩১	৯৯৫৫	২০২৮.৭	৭৮৩৭.০	৯৮৬৫.৭	৮৩৯.৮	৭০৮৭.০	৭৯২৬.৮
২০১৮	৪৯৮৫	৫৩০১	১০২৮৬	২১৪২.৮	৮২২৩.৬	১০৩৬৬.৪	৮৬৩.১	৭৬০৭.১	৮৪৭০.২
২০১৯	৫১৩১	৫৪৪৭	১০৫৭৮	২৫৪৩.২	৯৬০১.৩	১২১৪৪.৫	১০৩৫.০	৯০০০.৫	১০০৩৫.৫
২০২০	৫২২১	৫৫৩১	১০৭৫২	২৯৪২.৮	১০৮৪৮.৭	১৩৭৯১.৫	১১৮৫.৩	৯৭৭৭.৮	১০৯৬৩.১
২০২১ (জুন)	৫২৩৯	৫৫৫৪	১০৭৯৩	৩০৬৬.১	১১৩৩১.৬	১৪৩৯৭.৬	১২৪০.৯	১০১৪৭.৫	১১৩৮৮.৫

নোট : তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের সাথে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের তথ্যের পার্থক্য রয়েছে।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা

বার্ষিক

১. বার্ষিক রিপোর্ট (বাংলা)
২. বার্ষিক রিপোর্ট (ইংরেজি)
৩. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট
৪. বিএফআইইউ বার্ষিক রিপোর্ট
৫. রপ্তানি আয়*
৬. আমদানি ব্যয়*
৭. বাংলাদেশ ব্যালেন্স অব পেমেন্টস্*
৮. মনিটারি পলিসি রিভিউ
৯. মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট*
১০. কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি (বাংলা)*

অর্ধবার্ষিক

১. ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সটার্নাল ডেট

ত্রৈমাসিক

১. সিডিউল ব্যাংক স্ট্যাটিস্টিকস্*
২. বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টার্লি*
৩. কোয়ার্টার্লি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

মাসিক

১. ইকোনোমিক ট্রেন্ড
২. বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

*বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয়যোগ্য কোনো মুদ্রিত কপি নেই, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে সফ্টকপি রয়েছে।
উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক।

www.bb.org.bd

বার্ষিক রিপোর্ট সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে যোগাযোগের জন্য:
মোহাম্মদ আবদুল হালিম, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
ফোন: ৯৫৩০১৬৭, ই-মেইল: mohammad.abdul@bb.org.bd।

সাঈদা খানম, পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।
ই-মেইল: sayeda.khanam@bb.org.bd।
মেঘনা প্রিন্টার্স, ১৬ কাঁটাবন ঢাল, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৬০০ টাকা

ডিসিপি : ০৯-২০২২-৫৫০